শ্রীমদ্ভগবদ্‌ গীতা

পঞ্চম খণ্ড

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত।
বি ৬।১৫, পীতাম্বর পুরা, বারাণসী—১
১৯৬০

প্রকাশক
শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়
বি ৬।১৫, পীতাম্বর পুরা
বারাণসী-১

মুদ্রক—
শ্রীঅমল কুমার বোস
ইণ্ডিয়ান প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
শাখা—বারাণসী-২

নিবেদন

১। যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদি যুগাগমে
যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে,
যস্য স্মরণমাত্রেণ জন্মসংসারবন্ধনাৎ
বিমুচ্যতে, নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।

২। কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে। (মধুসূদন)

৩। অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে
দেহ প্রাণ। (রবীন্দ্রনাথ)

৪। আমারে যেন না করি প্রচার আমার আপন কাজে,
তোমারি ইচ্ছা করহে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।
(রবীন্দ্রনাথ)।

যাঁহাদের মহতী কৃপায়, এই প্রায় অন্ধ জরাজীর্ণ ৭৮ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ তাহার ৩৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী শ্রীগীতার ব্যাখ্যার প্রায় ২৪০০ পৃষ্ঠা, বহু বাধাবিঘ্ন পাইয়াও মুদ্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছে, ও দয়ালু মহাজনেরা তাহা খরিদও করিতেছেন, সেই আমার ইষ্টদেবতার ও গীতা মায়ের চরণে বার বার আমি প্রণাম করি।

আমি যাঁহাদের নিকট ঋণী, তাঁহাদের কয়েকজনের নাম না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, (১) মহামহিম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে, বলিতে গেলে, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাদের নিকট আমি বিশেষরূপে

ঋণী; এই অর্থানুকূল্যের জন্যই, বই-এ যাহা খরচ পড়িয়াছে তাহার মাত্র অর্দ্ধমূল্যে বই বিক্রয় সম্ভব হইতেছে। (২) মহাত্মা বারজোরিয়া (মারফত Shri S. Prasad, Managing Director, Davenport Company Calcutta) আমাকে ১০০০ টাকা দান করিয়া চির-ঋণী করিয়াছেন, (৩) শ্রীশ্রীপ্রকাশ (Ex Governor, Assam, Madras, Bombay and Maharashtra) আমাকে সর্ব্বরকমে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন ; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও মহাত্মা বারজোরিয়ার নিকট লিখিয়া লিখিয়া তিনিই টাকা দেওয়াইয়াছেন, তাঁহার নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য। (৪) দানবীর শ্রী কে, কে, বিড়লাজীর অর্থানুকূল্যে বলিতে গেলে আমার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে ; ঐ ঋণ আমি সেই দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদনে স্বীকার করিয়াছি। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের জন্য তিনি আবার ৩০০৲ টাকা দান করিয়া আমাকে অপরিশোধ্য ভাবে ঋণী করিয়াছেন। (৫) গীতা প্রেসের মহাত্মা শ্রীহনুমান প্রসাদ পোদ্দারজী দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য আমাকে ৩০০৲ টাকা দিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট ঋণী রহিলাম। (৬) প্রতিধ্বনির অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দজী তাঁহার পত্রিকায় তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের বিজ্ঞাপন, পূর্ব্ব খণ্ডগুলির বিজ্ঞাপনের মত এবারও কিছু না লইয়া মুদ্রিত করিয়াছেন ; সর্ব্বদাই আমি তাঁহার সাহায্য পাই। (৭) পশ্চিমবঙ্গ সরকার হইতে প্রাপ্ত টাকার খরচের হিসাব Chartered Accountant দ্বারা Audit

করাইয়া দিতে হইবে, এখানকার প্রসিদ্ধ Chartered Accountant Messrs Chatterjee and Chatterjee কোন পারিশ্রমিক না লইয়া করিয়া দিবেন বলিয়াছেন, (৮) দ্বিতীয় খণ্ডের বিজ্ঞাপন মাননীয় শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় বিনামূল্যে তাঁহার অমৃত পত্রিকায় দিয়াছেন। উজ্জীবন পত্রিকাও বিনা মূল্যে গীতার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। (৯) এখানকার ইণ্ডিয়ান প্রেস দয়া করিয়া সস্তাতেই আমার এই পঞ্চম খণ্ড ও ষষ্ঠ খণ্ড ছাপাইয়া দিয়াছেন ; তাঁহাদের Managing Director ও Manager, মহাশয়দ্বয়কে আমার আশীর্ব্বাদ দিলাম।

প্রশংসাপত্র বিস্তর আসিয়াছে। ইহা মুদ্রিত করাইলাম না ; করাইতে হইলে একখানা ৭০।৮০ পৃষ্ঠার বই হইয়া যায় এবং মূল গ্রন্থের মুদ্রণ স্থগিত হইয়া যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে প্রায় ৪০ পৃষ্ঠা পূর্ণ প্রশংসাপত্রগুলি দেখিতে পাইবেন। প্রসংশাপত্র সমূহ যে মনীষিরা দিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম। উপরিউক্ত কারণে Biblio-graphy-ও ছাপাইলাম না। পাঠকেরা যেন দ্বিতীয় খণ্ড দেখেন। ঐ বইগুলি ছাড়াও আরও অনেকগুলি বই পড়া ও তাহা হইতে উদ্ধৃতি লওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডে "মায়ার" আলোচনার উপসংহারে (পৃষ্ঠা ২৫) বলা যাইতে পারে, মায়া শব্দে দুইটি পৃথক ভাব আছে উহা বুঝিয়া লইলে ঐ শব্দের আলোচনা বুঝিতে গোলমাল বাধিয়া যাইবে না,—(১)মায়া ভগবৎ শক্তি যাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে পরা প্রকৃতি, অপরা প্রকৃতি (ইহাতে energy-ও পড়ে, কারণ

matter ও energy inter-convertible), যোগ মায়া ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী কথায়, এবং যে শক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া ভগবান "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ও নিজেকে নানাভাবে প্রতীত করান ও নানা গুণ গ্রহণ করেন, বিরুদ্ধগুণী সকল ব্যাপার সংঘটন করান, কর্ম্মফল বিধায়ক হন, ও এক কথায়, জগৎচক্রে চালিত রাখেন। (২) মায়া, প্রকৃতির ত্রিগুণ, সত্ব, রজঃ ও তমঃ যাহা আমরা দেহে, মনে ও বুদ্ধিতে কর্ম্মফলে পাইয়াছি ও পাইতেছি, ও যাহা আমাদের চালাইতে থাকে, যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া।

আমার মোটা বুদ্ধি প্রসূত সিদ্ধান্তগুলি যাহা তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের নিবেদনে আছে, তাহাতে কোথাও নিজেকে প্রাধান্য দিই নাই। ঐ নিবেদনটি বিশেষ করিয়া পড়িতে অনুরোধ করি। আমাদের এই পুস্তকগুলিতে সকলরকম মতবাদের উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। যিনি যে সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা চাহিবেন তিনি তাহা পাইবেন। ইহা ছাড়া মহাভারত, উপনিষদ, কথামৃত ইত্যাদি বহু পুস্তক হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। নিজের মুখে বলা ঠিক নয়, ইহা একটি বিশ্বকোষ হইয়াছে ; ভারতবর্ষে বা বাহিরে কোথাও এরূপ পুস্তক বাহির হয় নাই।

ধারাবাহিক ভাবে কেন অধ্যায়গুলি লওয়া হয় নাই তাহা পূর্ব্বখণ্ডে দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইয়াছে, এবং এখানে আরও একবার বলিয়া লওয়া যাউক, আমাদের গীতা একাধিক শ্রেণীর

পাঠকদিগের উপর লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইয়াছে। যাঁহাদের গীতা তন্ন তন্ন করিয়া পড়িবার সময় বা শিক্ষা নাই, মাত্র প্রতি অধ্যায়ে কি বলা হইয়াছে, জানিতে চাহেন, প্রতি অধ্যায়ের "বিবৃতি" পাঠে ইহা তাঁহাদের জানা হইবে, আর পরিপ্রশ্নমালা, ও অধ্যায়ের কোন্ কোন্ শ্লোকগুলি কর্ম্মমূলক, কোন্ শ্লোক ভক্তি মূলক ও কোন্ শ্লোক জ্ঞান মূলক ও কোন্ শ্লোকগুলি মুখস্থ করিয়া রাখা উচিত, এই সবের নির্দ্দেশ, তাহাদের জন্য অধ্যায় গুলির শেষে দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা আরও একটু ভিতরে যাইতে সক্ষম, তাঁহারা অধ্যায়ের ভূমিকা, শ্লোকগুলির ভূমিকা কঠিন শব্দগুলির অর্থ, এবং ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সমূহ ও অনুবাদ পড়িবেন ; বহু নূতন কথা পাইবেন। যাঁহারা আরও ব্যাপক ও প্রকৃষ্ট আলোচনা ও গবেষণা চাহেন, তাঁহারা আমাদের মৌলিক ও নূতনতর ব্যাখ্যা সমূহ ও গীতার উপর লেখা যাট-খানা টীকা ও পুস্তকাদি হইতে ও কথামৃত ইত্যাদি হইতে গৃহীত উদ্ধৃতি সমূহ ও উপনিষদ, মহাভারত ইত্যাদির reference সমূহ দেখিবেন। গবেষকেরা এতগুলি টীকা একত্রে পাইয়া বাছাই ও যাচাই করিবার সুবিধা পাইবেন, ও মূল টীকাগুলি পড়িবার প্রেরণাও পাইবেন।

আমি আর্থিক যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়া বই দিতেছি ; প্রেস সমূহে অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারিবেন। কি করিয়া পরের অধ্যায়গুলি মুদ্রিত হইবে তাহা দাতাদের দানের এবং বই বিক্রয়ের উপর নির্ভর করিতেছে। আমি এই মাত্র

বলিতে পারি যে ভাবুন, অর্থ সাহায্য করিতেছেন এই ভাল কাজে ও এই গীতা সেবককে, যে প্রায় দৃষ্টিহীন হইয়া রোগশয্যায় শায়িত আছে। আমি বৃদ্ধ (৭৮) প্রুফ সংশোধনে রাত্রি ১২।১-টা পর্য্যন্ত খাটিতে খাটিতে আমার দক্ষিণ চক্ষু প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে; উহাতে ৩১ ডিসেম্বর ও আবার ১লা ফেব্রুয়ারীতে হাসপাতালে থাকিয়া অস্ত্রোপচার করাইতে হইয়াছে। বাম চক্ষুতেও শীঘ্রই করাইতে হইবে। নানা রোগে জীর্ণ ও চক্ষুহীন অবস্থায় থাকায়, বহু অশুদ্ধি পুস্তকে থাকিতে বাধ্য হইয়াছে, সুধীজনেরা যেন তাহা ক্ষমা করেন।

আর একবার আমার বিনীত অনুরোধ জানাই। বই কেনা নহে, যাঁহারা আমার বই কিনিবেন বা কিনিয়াছেন, তাঁহারা যেন বইখানি তন্ন তন্ন করিয়া পড়েন, এবং টীকাগুলির সহিত আমার ব্যাখ্যাগুলি মিলাইয়া মিলাইয়া পড়েন। বিরাট খাটুনীর দিকটাও যেন দেখেন, এবং চিন্তাশীলতার দিকটাও যেন দেখেন। সবটা সকলে যেন পড়েন ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

যদি কোন ধর্ম্মপ্রাণ পুরুষ, বাকী অধ্যায়গুলি ছাপাইবার ভার লইয়া আমার লেখা পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করিতে চাহেন, আমার সহিত যেন পত্র ব্যবহার করেন, খরচ যথাসাধ্য দিবার চেষ্টা করিব।

কৃপাপ্রার্থী—

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়

B6/15 Pitambarpura, Varanasi.

গীতার চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞান-কর্ম্মসন্ন্যাস যোগ ; জ্ঞানযোগ

(ভূমিকা)

ভগবান আরম্ভ করিলেন এই বলিয়া যে—সেই যোগের জ্ঞান আমি তোমাকে দিব, যাহা বিবস্বান্‌কে দিয়াছিলাম। অর্জ্জুনের সন্দেহপূর্ণ প্রশ্নে যে শ্রীকৃষ্ণ তো সেই দিনকার লোক, সৃষ্টির সেই আরম্ভ সময়ে তিনি ছিলেন ও সূর্য্যকে যোগের জ্ঞান দিয়াছিলেন, ইহা কি সম্ভব ? ভগবানকে তখন জানাইতেই হইল তিনি কে। "যুক্ত আসীত মৎপর" (২।৬১) ও "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা" (৩।৩০), এই কথাগুলির সঙ্গে ভগবান তখন বলেন নাই, তিনি কে। অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে জানাইতেই হইল যে তিনিই ভগবান, এবং কেন, এবং কখন্ কখন্ তিনি অবতার ভাবে আসেন ; আরও জানাইলেন যে যাঁহারা তাঁহার জন্মের কর্ম্মের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, তাঁহারা সেই জ্ঞান রূপ তপস্যায় পূত হইয়া এবং বীতরাগ-ভয়ক্রোধ হইয়া "মদ্ ভাবমাগতা" হন আর তাঁহাদের জন্ম হয় না। আরও একটি কথা জানাইলেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"। কৃষ্ণতত্ত্বই মূলতত্ত্ব ; ইহাই পরমজ্ঞান ; তাই মধুসূদন সরস্বতী গদ্‌গদ্ ভাবে বলিয়াছেন কৃষ্ণাৎ পরম্ কিমপি তত্ত্বম্, অহম্ ন জানে"। এই পরমজ্ঞানের

কথা, যাহা কর্ম্মযোগের ধারাবাহিকতায় এবং তাহার পরিণতি ভাবে আসে—সেই সব এ অধ্যায়ে আছে বলিয়া, আমাদের মনে হয় এই অধ্যায়ের একটি নাম জ্ঞানযোগ। পূর্ব্ব অধ্যায়-গুলির সহিত নানাভাবে, যথা উপরিউক্ত ২।৬১ ও ৩।৩০ শ্লোকের দ্বারা, ইহা যুক্ত।

তাহার পর, একের পর এক, কর্ম্মের সহিত সংযুক্ত অনেক জ্ঞানের কথা ইহাতে আসিয়াছে, যথা চাতুর্ব্বর্ণ্যের কথা পাড়িয়া ভগবান বলিলেন যে তাঁহারই প্রেরণাতে, মানুষ নিজেকে নিরাপদে রাখিতে সমাজ গড়িয়াছে, ও চতুর্ব্বর্ণ আপনিই সেই সমাজে ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহাতে সুশৃঙ্খলার সহিত সমাজের কর্ম্মসমূহ নিষ্পাদিত হইতে পারে; ইহাকেই বলা হয় "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্মবিভাগশঃ"। ইহা নিজে হইতে ফুটিয়া উঠে বলিয়া "ময়া সৃষ্টং" ভাবে ইহা কথিত হয়; ভগবান কর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা নহেন, কারণ তিনি কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জিত নির্লিপ্ত। এই সঙ্গে, কর্ম্মের বিশেষ উপদেশ ভাবে ভগবান বলিলেন যে, নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম করিলে, কর্ত্তা হওয়া হয় না, কর্ম্মবন্ধন লাগে না। তাহার পর, কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম লইয়া, যাহাকে আমরা কর্ম্ম-বিজ্ঞান বলিয়াছি, সেই বিশেষ জ্ঞানের কথা বিশদ্ ভাবে বলিলেন, এবং যাহারা এই বিজ্ঞানে কর্ম্ম করে, তাহাদের ভিতর কি কি লক্ষণ দেখা যায়, তাহাও জানাইলেন, (ইহার সব গুণাতীতত্বের লক্ষণ); ইহাদের কর্ম্মরূপী যজ্ঞের কর্ম্মবন্ধন-রূপী ফল, এই কর্ম্ম-বিজ্ঞানের জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়।

এইরূপ "অকর্ম্ম" ভাবে কর্ম্ম করিতে থাকিলে, সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়, এবং পরিশেষে ব্রহ্মে গতি হয়। প্রকৃত কর্ম্ম সন্ন্যাস, কর্ম্মত্যাগ নহে। কর্ম্মকে "অকর্ম্ম ভাবে" করার নামই কর্ম্ম-সন্ন্যাস। এই ভাবে কর্ম্ম করায়, স্বতঃই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, যাহার নানা উদাহরণ দিয়া, ভগবান বিশেষ উদাহরণ ভাবে ৪।৩৫ শ্লোকে আনিলেন। কর্ম্মত্যাগ কোথাও আনেন নাই। সকল যজ্ঞই "কর্ম্মসমুদ্ভব" (৩।১৪) এমন কি জ্ঞান আহরণ ক্রিয়া, জ্ঞান যজ্ঞও। কাম্য কর্ম্মের ত্যাগই কর্ম্মসন্ন্যাস (১৮।২)। মনে হয় ইহারাও কারণ, এই অধ্যায়ের জ্ঞান যোগ, বা জ্ঞান কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ নামের।

বহুবিধ রূপক যজ্ঞের বর্ণনা দিয়া, ভগবান বলিলেন, ইহাদের ভিতর জ্ঞান সমন্বিত যজ্ঞ নিছক দ্রব্যযজ্ঞাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (যজ্ঞের সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য ব্যাখ্যা, তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে)। এই সূত্রে, জোর দিয়াই ভগবান বলিলেন, প্রতি কর্ম্ম ঠিক ভাবে করিতে থাকিলে সেই কর্ম্মের যাহা পরিপূর্ণ জ্ঞান, যাহা বিচক্ষণদের জ্ঞান তাহার প্রাপ্তি নিশ্চয়ই ঘটিবে। সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

উপযুক্ত গুরুর নিকট যাইতে হইবে, এই সকল যজ্ঞের বিষয় শিখিতে। খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে সেই বিশেষ জ্ঞানের কথা, "যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব, যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি"। অর্থাৎ উপযুক্ত গুরু সেই জ্ঞান দিবেন, যে জ্ঞানে স্থির থাকিলে, তুমি তোমার মনে সকলকে

কেহ দ্বেষ্য নহে, কেহ বৈরী নহে, এই ভাবে দেখিতে পাইবে; এবং, মায় তুমি সহ সকলকে সমরূপে অবস্থিত ভাবে, এই সর্ব্বাধার আমার ভিতরেও দেখিতে পাইবে। বৈরী কেহ কাহারও নহে। যুদ্ধ করিতে হইবে কর্ত্তব্য কর্ম্মসম্পাদন ভাবে; "আমি ও আমার" দেখাইতে বা বৈরীতা পূর্ণ কলুষচিত্তে নহে।" ইহাই প্রকৃত অদ্বৈত ভাব, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি রাখা, রাগদ্বেষের উপরে থাকা। যেখানে সব এক, সেখানে রাগ দ্বেষের স্থান কোথায়? মনে শত্রু ভাব না রাখিয়া অভিনেতার মত নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাওয়া, এই নির্দ্দেশ উপলব্ধি করাই জ্ঞান—শুধু কুরু যুদ্ধে নিযুক্ত অর্জ্জুনের জন্য নহে, সকলকার জন্য। এই শ্লোকোক্ত জ্ঞানের নানা প্রশংসা করিয়া ভগবান জানাইলেন, যে, যে নিষ্কাম কর্ম্মে সিদ্ধি পায়, আপনা হইতেই তাহার মনে এই জ্ঞান উৎপন্ন হয় যে, কেহ কাহারও বৈরী নহে। "অকর্ম্ম" ভাবে কর্ম্ম করিতে থাকিয়া, তাহাতে সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াই "নৈষ্কর্ম্ম্য" (৩।৪; ১৮।৪৯)। এই জ্ঞানের জন্য হওয়া চাই শ্রদ্ধাবান, তৎপরঃ ও সংযতেন্দ্রিয় বা আত্মবান, অর্থাৎ দেহ মন বুদ্ধির উপর, দখল রাখা। উপসংহারে ভগবান বলিলেন, কর্ম্মকে যে যোগের উপর স্থাপিত করিয়া, অর্থাৎ কর্ম্মযোগের ভাবে বা "অকর্ম্ম" ভাবে যে কর্ম্ম করে, এবং সেই ভাবে করায় যে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় (যাহা উপরে বলা হইয়াছে) তাহার দ্বারা যে, সকল সংশয় ছিন্ন করে, এবং যে, উপরে ব্যাখ্যাত ভাবে আত্মবান, কর্ম্ম তাহার জন্য কর্ম্মবন্ধন উৎপন্ন

করিবে না। অর্জ্জুনকে এবং জগৎকে ভগবান জানাইলেন যে এই ভাবে উৎপন্ন জ্ঞানের দ্বারা তোমার অজ্ঞানজাত সংশয় সকল ছিন্ন করিয়া, যে ভাবে বলা হইল, সেই ভাবে তুমি নিজেকে তোমার কর্ম্মে নিযুক্ত কর।

"অকর্ম্ম" ভাবে কর্ম্ম করাই নৈষ্কর্ম্ম্য বা "কর্ম্ম-সন্ন্যাস", এবং তাহা হইতেই আসে ব্রহ্ম প্রাপ্তি ও পরম জ্ঞান। (১৮।৫০) আমাদের মনে হয় যে এই সব নানা কারণে এই অধ্যায়ের নাম "জ্ঞান-কর্ম্মসন্ন্যাস যোগ"। জ্ঞান-কর্ম্ম সমুচ্চয়ের নির্দ্দেশ এ অধ্যায় হইতে আসে না কি ?

শঙ্কর। কর্ম্মফল যাহার উপায় এইরূপ যাহা, এই সন্ন্যাস সহিত জ্ঞাননিষ্ঠারূপ যোগ দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, যাহাতে বেদের প্রবৃত্তি-ধর্ম্মরূপ ও নিবৃত্তি-ধর্ম্মরূপ, দুয়েরই তাৎপর্য্য আসিয়া যায়, সমস্ত গীতাতেই যোগ শব্দের দ্বারা সেই জ্ঞানযোগ বিবক্ষিত হইয়াছে ; বেদের অর্থ জ্ঞানযোগ পূর্ণরূপে আসিয়া যায়।

রামানুজ। তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ, কেন সকলকার পক্ষে দরকার তাহা দেখানো হইয়াছে, এই অধ্যায়ে সেই কথা আরও দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছে, আর তৎসঙ্গে, জ্ঞানযোগ ইহার অন্তর্গত হওয়ায়, ইহার জ্ঞানযোগ-কারণতা দেখাইয়া, কর্ম্মযোগের স্বরূপ-ভেদ ও তাহাতে জীবের অংশ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ ভগবানের রহস্যও বিবৃত করা হইয়াছে। জ্ঞানা-

ধিকারীরাও "আমি কর্ত্তা নহি" এই জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর ভাবেন।

রামদয়াল। সংক্ষেপে ৪ অধ্যায় এইরূপ :—

শোক মানুষের মধ্যে সর্ব্বদাই আছে। এই শোককে বিষাদরূপে গ্রহণ করাই বিষাদ যোগ। শোকের নাশজন্য ব্রাহ্মীস্থিতি আবশ্যক। কামরূপী শত্রু ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিতে দেয়না বলিয়া কামজয়ের জন্য কর্ম্ম কর। কর্ম্ম করিতে যে উৎসাহ হয় না, তাহার কারণ সংশয়। বিনা জ্ঞানে, এ সংশয় দূর হইবে না। এই চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ কথিত হইল, জ্ঞান অসি দ্বারা সংশয় ভেদ করিয়া "যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।"

শ্রীধর আবির্ভাব তিরোভাবাবাবিষ্কর্ত্তুং স্বয়ং হরিঃ, তত্ত্বম্পদ বিবেকার্থম্ কর্ম্মযোগ প্রশংসতি।

মতিলাল। গীতার সন্ধিস্থল এই অধ্যায়।

বলদেব। পূর্ব্ব দুই অধ্যায়ে উক্ত জ্ঞানযোগ ও কর্ম্ম-যোগের ফলের একত্ব দেখাইয়াছেন।

Madhwa—Upto verse 85. the glorious Lord Vishnu, who is greater than Buddhi, is spoken of. In the rest of the Adhyaya, the greatness of wisdom is expounded.

চতুর্থ অধ্যায়—শ্লোকানুযায়ী বিবৃতি ও সূচী।

১—১২ শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমি, এই কর্ম্মযোগ, যাহা অক্ষয়-ফল-প্রসূ এবং যাহার অনুষ্ঠান, ঘটনা ক্রমে খণ্ডিত হইয়া গেলেও, যেখানে খণ্ডিত হইয়াছে, পরজীবনে সেইখান হইতে আরম্ভ করা যায় (৬।৪৩)—এই কর্ম্মযোগ সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম, সূর্য্য নিজ পুত্র মনুকে ইহা বলিয়াছিলেন, এবং মনু নিজ পুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। এইরূপে একজনের পরে, তাহার উত্তরাধিকারী ভাবে আর একজন এই, কর্ম্মযোগে দীক্ষা পাইয়া, রাজর্ষিগণ ইহা জানিয়াছিলেন। এখন সেই যোগ, দীর্ঘকালের প্রভাবে ক্রমে বিস্মরিত হইতে হইতে, একেবারে বিস্মরিত হইয়া গিয়াছে। তুমি আমার ভক্ত ও সখা, এজন্য এই সেই প্রাচীন কর্ম্মযোগ আজ আমাকর্ত্তৃক তোমাকেই কথিত হইল কারণ ইহা প্রথম শ্রেণীর গোপনীয় তত্ত্ব। অর্জ্জুন বলিলেন, আপনার জন্ম পরে, সূর্য্যের জন্ম পূর্ব্বে। আপনি এ যোগের বিষয়ে প্রথমে, অর্থাৎ সেই সত্যযুগারম্ভে, বলিয়াছিলেন ইহা আমি কি প্রকারে বুঝিব?

শ্রীভগবান বলিলেন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সেই সকল জানি, তুমি তাহা জান না (২।১২)। জন্ম-রহিত ক্ষয়-রহিত অবিনশ্বর সকল জীবের প্রভু আমি—তবে অবতার ভাবে অবতীর্ণ হইবার সময়, আমি যেন জন্ম লইলাম,

আমি যেন বড় হইলাম, আমি যেন নানা লোকের অধীনে আছি, এই ভাবে আবির্ভূত হই। ইহা নিজ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ঘটাই। আমার প্রকৃতি নামক শক্তির অধীনে লোকে জন্মায় ও মায়াধীন হওয়ায় সেই শক্তির অধীনে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল ভোগ করে। আমি মায়াধীশ, প্রকৃতির উপর অধিষ্ঠিত হইয়া, তাহার এলাকার বাহিরে থাকি। আমার জন্ম কর্ম্মফল ভোগের জন্য নহে। "অধিষ্ঠিত থাকার" ইহাও ভাব যে, প্রকৃতির উপরে অথচ সংযুক্ত ভাবে থাকি; অবতারে মানুষের মতই ব্যবহার করি; অন্ততঃ দেখাই যে আমি খাই, শয়ন করি ইত্যাদি; অপ্রাকৃতিক ভাব দেখাই না। আমি দেশাতীত, কালাতীত, কিন্তু তবুও, দেশের ভিতর, কালের ভিতর নিজেকে রাখি। যখন যখন ধর্ম্মে পঙ্কিলতা আসে, ও অধর্ম্মের উত্থান বা আধিক্য হয় তখন তখনই আমি নিজেকে আবির্ভাব করাই। সাধুদিগের রক্ষার ও দুষ্ট-দিগের বিনাশের জন্য (বাহিরের অর্থে ও ভিতরের অর্থেও) ও ধর্ম্মকে (সংশোধিত ভাবে বা নূতন ভাবে) প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, যুগে যুগে আমি আবির্ভূত হই। যিনি আমার এই প্রকার অপ্রাকৃতিক জন্ম ও মহান্ উদ্দেশ্য-সমন্বিত কর্ম্ম, স্বরূপতঃ জানিয়া ফেলেন, অর্থাৎ তাহার মর্ম্ম বা ভিতরের অর্থ পরিগ্রহ করিতে, তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে সমর্থ হন, তিনি শরীর ত্যাগের পর পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না, তিনি আমাকেই পান। যাঁহারা আসক্তি ভয় ও ক্রোধ হইতে মুক্ত থাকেন, আমাকে চিত্ত সমর্পণ করেন, ও আমাকে পরমাশ্রয় ভাবেন, এবং এই ভাবে পূত যাঁহারা

হন, এইরূপ অনেকেই আমার সম্বন্ধীয় জ্ঞান পাওয়ার তপস্যা বা সাধনা দ্বারা, মদ্‌ভাবমাগত হন. অর্থাৎ আমার মত সকল কর্ম্ম নির্লিপ্ত ভাবে করিতে থাকেন (অথবা আমাতে নিজেকে বিলীন করিয়া দেন)। যে, যে ভাবে আমাকে দেখিতে থাকে, আমি সেই ভাবেই তাহাকে অনুগৃহীত করি অর্থাৎ দেখা দি। মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথ অনুসরণ করে, (অর্থাৎ যে পথই মনুষ্যেরা লউক না কেন, সব পথই তাহাদের অভিলষিত ভাবে আমাকেই পাওয়ায়)। তবে ইহলোকে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করা হইতে অভীষ্ট ফল চট্‌পট্ এই লোকেই পাইতে যাহারা ইচ্ছা করে (ও ফল চাহে, আমাকে নহে), তাহাদের জন্য আমিই ব্যবস্থা করিয়াছি যে তাহারা যজ্ঞাদি দেবপূজা করিবে। (যেহেতু ঐ দেবতাদিগের পূজায়) নরলোকে, যজ্ঞাদি কর্ম্মে উৎপন্ন, ইচ্ছিত কৃতকৃত্যতা (আমারই ব্যবস্থায়) শীঘ্রই হয়। (যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, চাওয়ার রকম যেমন, ফলও তেমন। আমিই ফল দি, দেবতা ভাবে)।

১৩—১৫ গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুযায়ী, চারিবর্ণ আমার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার অর্থাৎ এইরূপ সৃষ্টি কার্য্যের কর্ত্তা হইয়াও, আমাকে অবিকারী অকর্ত্তা বলিয়াই জানিও। "কর্ম্ম সমূহ (যথা চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি ও জগৎ প্রসারণ ও সংহরণ ইত্যাদি) আমাকে আসক্ত করে না, আমার কর্ম্মফলের লোভ নাই" এইরূপে যে আমাকে জানে, সে কর্ম্ম সমূহ দ্বারা আবদ্ধ হয় না। এইরূপ জানিয়া, প্রাচীন মোক্ষকামীগণ কর্ত্তৃক ও

কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ; অতএব তুমি, পূর্ব্ব এবং তৎপূর্ব্বকালে প্রাচীনগণ কর্ত্তৃক আচরিত ভাবে, কর্ম্ম সকল করিতে থাক।

১৬—২৩ "কর্ম্ম" কি. "অকর্ম্ম" অর্থাৎ কর্ম্মফল শূন্য কর্ম্মই বা কি, এ বিষয়ে ঠিক ভাবে জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে বুদ্ধিমানেরাও গোলে পড়িয়া যান। সেইজন্য কর্ম্ম, অর্থাৎ কর্ম্ম বিষয়ে সকল কথা তোমাকে ভাল করিয়া বলিব, যাহা জানিলে তুমি অশুভ অর্থাৎ কর্ম্ম—বন্ধন হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবে। কর্ম্মও বুঝিবার, বিকর্ম্ম অর্থাৎ কুকর্ম্ম কি তাহাও বুঝিবার, ও অকর্ম্ম কি তাহাও বুঝিবার প্রয়োজন। কর্ম্মের তত্ত্ব, অর্থাৎ কোন্ কর্ম্ম কোথায় যায়, কিরূপ ফল উৎপাদন করে তাহা জানা কঠিন। যিনি "কর্ম্মের" ভিতর "অকর্ম্ম" এবং "অকর্ম্মের" ভিতর "কর্ম্ম" হইতেছে দেখিতে পান, তিনি মনুষ্যের ভিতর বুদ্ধিমান, তিনিই কর্ম্মযোগী, তিনিই সকল কর্ম্ম করিতে পারেন, তিনিই সকল কর্ম্মের অভিজ্ঞতা পাইয়াছেন, (কারণ তিনি জ্ঞাত আছেন সকল কর্ম্মের, কোন্‌টা কর্ম্ম, কোন্‌টা অকর্ম্ম ও কোন্‌টা বিকর্ম্ম)। যাহার সকল কর্ম্ম-চেষ্টা, ফলকামনা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জিত, যাহার, কর্ম্ম-চেষ্টা এইভাবে কর্ম্ম-অকর্ম্ম-বিকর্ম্ম জ্ঞানে অর্থাৎ কর্ম্ম-বিজ্ঞানের জ্ঞানে করা হয়, ও সেই জ্ঞানের অগ্নি যাহার কর্ম্ম সমূহকে দগ্ধ করে, অর্থাৎ অকর্ম্মে পরিণত করে, জ্ঞানীগণ তাহাকে পণ্ডিত বলেন। যিনি কর্ম্ম-ফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া সদা সন্তুষ্ট থাকেন, এবং কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, পূর্ণ ভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও, তিনি কিছু করেন

না, অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্ম কিছুই-না-করার সমান হয়, অর্থাৎ অকর্ম্ম হয় অর্থাৎ কর্ম্ম–বন্ধন সৃষ্টি করে না। তৃষ্ণা রহিত ভাবে ও মন ও ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া ও ভোগ সামগ্রী সকল পরিত্যাগ করিয়া, ইন্দ্রিয় ও মন, কর্ম্মে যুক্ত না করিয়া, মাত্র শরীর দ্বারা (যন্ত্রের মত), অথবা শরীর নির্ব্বাহের জন্য) কর্ম্ম করিতে থাকিলে, কর্ম্মী তাহাতে পাপ বা কর্ম্ম-বন্ধন প্রাপ্ত হয় না। বিনা চেষ্টায়,বা শাস্ত্রানুমোদিত চেষ্টায়, আগত বস্তু লাভে যে সন্তুষ্ট, যে বিরুদ্ধ-গুণী বস্তুর প্রভাবের উর্দ্ধে অবস্থিত, যে পরশ্রী-কাতর নহে, বা নিজের ভাগ্য লইয়া যে দুঃখ করে না, যে কৃতকার্য্যতায়ও অকৃত-কার্য্যতায় সমভাবাপন্ন, অর্থাৎ তাহাতে তাহার মনের শান্তি বিনষ্ট হয় না, সে কর্ম্ম করিতে থাকিলেও বন্ধন প্রাপ্ত হয় না। কর্ত্তৃত্বা-ভিমান ও ভোগ তৃষ্ণা বিরহিত, রাগ-দ্বেষ ও ভয় হইতে মুক্ত (বা দেহাভিমান ও সকল পরিগ্রহ হইতে মুক্ত) ও জ্ঞানে (অর্থাৎ কর্ম্ম-বিজ্ঞানে অর্থাৎ কর্ম্ম-অকর্ম্ম তত্ত্বের জ্ঞানে যাহার চিত্ত স্থাপিত এইরূপ পুরুষের দ্বারা যজ্ঞে আচরিত সকল কর্ম্ম সে যজ্ঞ, যে যজ্ঞই হোক না কেন, তাহার সেই কর্ম্ম সমূহ, বিলীন অর্থাৎ "অকর্ম্ম" হইয়া যায়।

২৪ ৩২ এইরূপ স্থিতিতে যিনি থাকেন, এবং যজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম্ম, অকর্ম্ম ভাবে করেন, তাঁহার নিকট সব-কিছু ব্রহ্মময় হয়। যাহা অর্পণ, তাহা ব্রহ্মই, যাহা আহুতি তাহা ব্রহ্মই, যাহা যজ্ঞাগ্নি তাহা ব্রহ্মই, যিনি হোতা তিনি ব্রহ্মই, এই ব্রহ্ম দর্শন রূপ কর্ম্মে যিনি সমাহিত থাকেন, সেই পুরুষের দ্বারা

ব্রহ্মই প্রাপ্তব্য হন। (ইহার আমরা একাধিক ব্যাখ্যা দিয়াছি)। অন্য অনেক যজ্ঞকারিগণ দৈব যজ্ঞ অর্থাৎ দেবতার উপাসনার্থে বা দেবতার উপাসনা রূপ যজ্ঞ করেন ; অন্য যজ্ঞকারিগণ ব্রহ্মরূপ যজ্ঞাগ্নিতে যজ্ঞ রূপ অর্থাৎ যজ্ঞ-ফলরূপে হবিঃ যজ্ঞ দ্বারা উৎসর্গ করিয়া যজ্ঞ করেন, অর্থাৎ যজ্ঞ ফল দগ্ধ বা ব্রহ্মে অর্পণ করেন ; ফল গ্রহণ করেন না (এই চরণেরও আমরা একাধিক ব্যাখ্যা দিয়াছি)। অন্য যজ্ঞকারী বা ক্রিয়া সাধক, কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকলকে সংযম রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন, আর অন্য যজ্ঞকারী শব্দাদি বিষয় সমূহ ইন্দ্রিয় রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন, যাহার অর্থ তাহারা যেন ইন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া মনে যাইতে না পায়। অপর যজ্ঞকারী সকল ইন্দ্রিয়গুলির ও সকল প্রাণগুলির কর্ম্ম, জ্ঞানের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে, হবিঃ রূপে অর্পণ করিয়া হোম করেন, অর্থাৎ তাহাদের স্থিতি জড়বৎ প্রতীয়মান হইলেও ইহা জড় সমাধি নহে, ভিতরে পারমার্থিক জ্ঞান উজ্জ্বল ভাবে থাকে। দৃঢ়ব্রতী যত্নশীল যাঁহারা তাঁহারা বা দৃঢ়ভাবে ব্রতানুষ্ঠানকারী যাঁহারা, তাঁহারা, দ্রব্য যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী, তপোযজ্ঞকারী, ও যোগযজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী হন, আর অনেকে স্বাধ্যায়—জ্ঞান যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী হন। আবার অন্যেরা যাহারা প্রাণায়ামে রত থাকেন, তাঁহারা অপান বায়ুতে প্রাণ বায়ু প্রক্ষেপ করেন (অর্থাৎ পূরক প্রাণায়াম করেন)। কেহ প্রাণ বায়ুতে, অর্থাৎ বাহিরের বায়ুতে অপান বায়ু প্রক্ষেপ করেন, (অর্থাৎ রেচক প্রাণায়াম করেন); কেহ প্রাণ ও অপান দুই বায়ুরই গতি

রোধ করেন (অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস গতি রোধ করিয়া কুম্ভক নামক প্রাণায়াম করেন)।

অন্যেরা যাঁহারা স্বধর্ম্মানুমোদিত আহার করেন (যে আহারে তাঁহাদের দেহ নিরাময় থাকে এবং বর্ণানুযায়ী শুদ্ধিপায়, ভিতরে বিদ্রোহ না হয়, এবং সকল প্রাণ নিজ নিজ স্বতন্ত্রতা বিসর্জ্জন দিয়া, অর্থাৎ অন্য গুলিতে নিজেকে হবিঃ ভাবে দিয়া, একযোগে কাজ করে) তাঁহাদের প্রাণ সমূহ প্রাণ সমূহে হবন বা যজ্ঞ, এই ভাবে হয়। (বিকল্প ব্যাখ্যা—অন্যেরা সকল রকম আহরণ সংযমিত করিয়া, অর্থাৎ মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া হঠযোগে প্রাণ শক্তিতে ইন্দ্রিয়গুলির হবন অর্থাৎ যজ্ঞ করেন, অর্থাৎ জড়-সমাধিতে থাকেন, (যদিও তাহাতে প্রাণ থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করে না)। যজ্ঞবেত্তাগণ যজ্ঞ দ্বারাই নিষ্পাপ হইয়া, যজ্ঞে অবশিষ্ট যাহা থাকে, যাহাকে "অমৃত" বলা হয়, তাহাই ভোজন করেন, আর এই কারণে, দেহাবসানে অব্যয় ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না। (বিকল্প ব্যাখ্যা—রূপক যজ্ঞে যে ক্রিয়া সকল করা হইতে থাকে তাহা করিতে করিতে ন্যূনতা চলিয়া যায়, অর্থাৎ পূর্ণ অভিজ্ঞতা আসে, চিত্ত-প্রসাদ প্রাপ্তি হইতে থাকে, ও কর্ম্মী চির প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে, ইহাই অমৃত ভোজন ও ব্রহ্ম প্রাপ্তি)। যজ্ঞহীন ব্যক্তির, এ লোক, অর্থাৎ এ জীবনই বৃথা তো পরলোক কোথায় ?— অর্থাৎ পরলোকের কথা ছাড়িয়াই দাও। নিজ নিজ বিষয়ে অসীম জ্ঞানশালী, এইরূপ পুরুষদিগের অভিজ্ঞতায় উপরিউক্ত কর্ম্ম-যজ্ঞ গুলির সকল কথা

বিস্তৃত ভাবে রহিয়াছে ; এই সকল যজ্ঞগুলিকে, কর্ম্ম সমুদ্ভব জানিবে, যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ (৩ ২৪) ; এইরূপ জানিয়া, তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হইবে।

৩৩—৪২। কোন কিছুর উদ্দেশ্যে দ্রব্য প্রদানরূপ যজ্ঞ অপেক্ষা, জ্ঞান আহরণের সাধনা রূপ যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। দ্রব্য যজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, যে যজ্ঞ, যে উদ্দেশ্যেই করা যাউক না কেন, পরিসমাপ্তিতে তাহার সেই বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়, অর্থাৎ যে জ্ঞান চাওয়া যাইতেছিল, এইভাবে কর্ম্ম করা তাহাকে তাহা পাওয়াইয়া দেয়, যথা জ্ঞানযজ্ঞ পারমার্থিকজ্ঞান পাওয়াইয়া দেয়। প্রণিপাত দ্বারা, পরিপ্রশ্নের দ্বারা ও সেবার দ্বারা এই জ্ঞান জানিয়া লও, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ তোমাকে সেই জ্ঞানের উপদেশ দিবেন। উহা সেই জ্ঞান, যাহা জানিলে পুনরায় এই প্রকার মোহে পড়িবে না, যে জ্ঞানে এই অসংখ্য সকল জীব তোমার নিজের আত্মাতে, এবং আমাতে (কারণ আমিই সকল আত্মার পরমাত্মা) তুমি দেখিতে পাইবে, (অর্থাৎ তুমি ও সব, আমিই ; তোমরা সকলেই সমান, শত্রু কেহ কাহারও নহে ; যুদ্ধ যদি করিতেই হয়, দ্বেষহীন ভাবে যুদ্ধ করিবে)। তুমি যদি সকল পাপকারী হইতেও পাপী হও (অর্থাৎ যদি হইয়া থাক), তথাপি সাগরের মত সকল পাপ, এই জ্ঞানরূপ ভেলার দ্বারা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। পূর্ব্ব পাপ আর তোমাকে সংসারের জন্ম মৃত্যু সাগরে ডুবাইয়া দিতে অক্ষম হইবে। যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি তেমনি ঐ অগ্নিরূপী জ্ঞান সমস্ত কর্ম্ম-ফল ভস্মীভূত করে,

কর্ম্মকে "অকর্ম্ম" করিয়া দেয়। ইহলোকে এ' জ্ঞানের মত পবিত্র শুদ্ধিকর কিছুই নাই। শুধু তাহাই নহে, কর্ম্ম যোগে যিনি সিদ্ধ হইযাছেন, তিনি যথাকালে নিজে, নিজের মধ্যে ঐ জ্ঞান লাভ করেন। যিনি শ্রদ্ধাশীল ও ভগবৎ পরায়ণ, ও যাঁহার ইন্দ্রিয় বশীভূত, তিনিই এই জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞান লাভের পর, তিনি শীঘ্রই পরম শান্তি প্রাপ্ত হন। যে অজ্ঞ, যে শ্রদ্ধাহীন ও যাঁহার মন সন্দেহে পরিপূর্ণ, তাহার কৃতকার্য্যতা হয় না। সন্দিগ্ধ চিত্ত ব্যক্তির ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, সুখও নাই। যিনি কর্ম্মযোগের উপর সকল কর্ম্ম স্থাপিত করিয়াছেন, অর্থাৎ কর্ম্মযোগ অনুসারে অকর্ম্ম ভাবে সকল কর্ম্ম করেন, যিনি ৪ ৩৫ শ্লোকের জ্ঞানকে অসির মত ব্যবহার করিয়া সকল সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন, মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি যাঁহার বশীভূত (বা, যিনি পুরুষকার সম্পন্ন), কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মফল তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না। সেই জন্য, অর্থাৎ ইহা জানিয়া অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন ও তোমার মনে স্থিত, নিজের এই সংশয়কে উপরিউক্ত ভাবে প্রাপ্ত জ্ঞান-অসির দ্বারা ছেদন করিয়া, কর্ম্মযোগকে অবলম্বন করিয়া উঠ অর্থাৎ যুদ্ধার্থে উত্থিত হও। অর্থাৎ, কর্ম্ম ক্রুরই হউক বা যাহাই হউক, যে ভাবে বলা হইল, সেই ভাবে নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হও।

চতুর্থ অধ্যায়

(১) এই কর্ম্মযোগ, অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রণোদিত করিবার উদ্দেশ্যে আকারিত হয় নাই, বহু পূর্ব্বে ইহা আকারিত হইয়াছে।

শ্রীভগবানুবাচ—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ১

পদচ্ছেদ। ইমম্ বিবস্বতে যোগম্ প্রোক্তবান্ অহম্ অব্যয়ম্, বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ।

অন্বয়। শ্রীভগবানুবাচ। অহম্ ইমম্ অব্যয়ম্ যোগম্ বিবস্বতে প্রোক্তবান্, বিবশ্বান্ মনবে প্রাহ, মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ।

কঠিন শব্দ। ইমম্ = এই অর্থাৎ পূর্ব্ব দুই অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে ও যাহা বলা হইবে। যোগ = কর্ম্মযোগ; কর্ম্মনিষ্ঠারূপ উপায়ের দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, জ্ঞান নিষ্ঠারূপ সেই-যোগ (মধুসূদন)।

অব্যয় = যাহা অবিনশ্বর, এবং যাহা ঘটনাচক্রে খণ্ডিত হইয়া গেলেও "জানিহে জানি তাও হয় না হারা" (রবীন্দ্রনাথ)। এই যোগকে ভাবিও না যে তাহা মরিয়া গিয়াছে। যোগ

অবিনাশী। তবে যোগজ্ঞ লোকদিগের সংখ্যা কমিতে কমিতে ক্রমে শূন্য সংখ্যায় আসিয়াছে। লোকে এ সাধনায় আবার আসিলে, আবার উহা পূর্ব্ববৎ প্রচলিত হইবে। ইহার মূলে অব্যয় সনাতন বেদ রহিয়াছে, এবং ইহা অব্যয় মোক্ষরূপ ফল প্রদান করে" (মধুসূদন)। এই যোগ বা ধর্ম্ম মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ৩৮ অধ্যায়ে বিবৃত, আদি নাম একান্ত ধর্ম্ম ও সামবেদ সম্মত।

অনুবাদ। শ্রীভগবান বলিলেন, এই কর্ম্মযোগ, যাহা অক্ষয়-ফল প্রসূ, (এবং যাহার অনুষ্ঠান, ঘটনাক্রমে খণ্ডিত হইয়া গেলেও যেখানে খণ্ডিত হইয়াছে পর জীবনে সেইখান হইতে আরম্ভ করা যায়),—আমি এই কর্ম্মযোগ সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম, (যাহাতে তিনি নির্লিপ্ত ভাবে শাসন কার্য্য করিতে পারেন)। সূর্য্য (যিনি আদি ক্ষত্রিয়, আদি রাজা সৌরমণ্ডল অধিপতি, সূর্য্যবংশের প্রথম পুরুষ এবং প্রকৃতির নিয়ম রক্ষণ রূপ কর্ম্ম, নিষ্কাম ভাবে করিয়া চলিয়াছেন) নিজ পুত্র মনুকে ইহা বলিয়াছিলেন, এবং মনু নিজ পুত্র ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন। (বৈবস্বত মনু হইতে ৫৮তম অধস্তন পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র)।

অথবা এ অর্থও আসে যে, যোগ অর্থে সেই ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম নর নারায়ণ অবতারে তিনি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, যাহা গৃহীর ধর্ম্ম (সংসারে থাকিয়া নিষ্কাম ভাবে, নিজ কর্ত্তব্য পালন করা); এবং সেইজন্য, সৌর পরিবারাধিপতি সূর্য্যকে ইহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, যাহাকে প্রবৃত্তি মার্গের ধর্ম্ম বলা হয়।

মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে, ইহা সাত্বত ধর্ম্ম বা নারায়ণীয় ধর্ম্ম নামে খ্যাত। সন্ন্যাস গীতার মান্য নহে।

রামানুজ। মন্বন্তরের আদিতে, অখিল জগতের উদ্ধারের জন্য, আমিই পরম পুরুষার্থ রূপ মোক্ষের সাধন রূপে এই যোগ সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম।

শ্রীধর। এইরূপে, দুই অধ্যায় পর্য্যন্ত কর্ম্মযোগোপায়যুক্ত জ্ঞানযোগ, মোক্ষের সাধনরূপে কথিত হইয়াছে, তাহাই ব্রহ্মার্পণাদি গুণবিধানদ্বারাও তত্ত্বস্তু বিচারাদির দ্বারা, প্রসঙ্গতঃ অবতারণ পূর্ব্বক, সেই তত্ত্বজ্ঞান, পরম্পরা প্রাপ্ত, ইত্যাদি।

Krishna Prem—জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ, all are but one sided glimpses, frag. ments of that mighty whole., the imperishable yoga" the imparting of which in its all-sided beauty is the aim of Sri Krishna.

Telang—Existing, because its fruit (emancipation) is imperishable.

শঙ্কর। কর্ম্মযোগ যাহার উপায়, এমন যে সন্ন্যাস সাধিত জ্ঞান-নিষ্ঠারূপ যোগ, জগৎ-প্রতিপালন ক্ষত্রিয়ের ভিতর বল সঞ্চার করিবে। এই যোগযুক্ত হইলে ক্ষত্রিয় ব্রহ্মত্ব রক্ষায় সমর্থ হয়, সেইজন্য সূর্য্যকে, ইত্যাদি

মধুসূদন। ইমং যোগং=পূর্ব্বে দুইটি অধ্যায়ে যাহা কথিত হইয়াছে, কর্ম্ম নিষ্ঠারূপ উপায়ের দ্বারা যাহা লাভ করা যায়,

জ্ঞান নিষ্ঠারূপ সেই যোগ। ইহা অব্যয় মোক্ষরূপ ফল প্রদান করে বলিয়া, ইহা নিজ ফল হইতে বিচ্যুত হয় না, এই কারণে ইহার ফল অব্যভিচারিত।

গিরীন্দ্র শেখর। বিবস্বান্ আকাশের সূর্য্য নহেন; বৈবস্বত মনুর কালে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামানুসারে, আকাশের জ্যোতিষ্ক-দিগের নাম ধরা হইত।

তিলক। অব্যয়=ত্রিকালে বাধা রহিত ও নিত্য

রামদয়াল। এই যোগের দ্বারা রাজগণের বলাধান হইবে ও তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মিলিত হইলে, জগৎ সহজেই পরিপালিত হইবে। গীতোক্ত এই ধর্ম্মের নাম একান্ত ধর্ম্ম। (নারায়ণীয় ধর্ম্ম বা সাত্বত ধর্ম্ম মহাভারতের মোক্ষ ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে ৩৪ অধ্যায়ে, ইহার বিবরণ আছে।...নারায়ণের নাভি-কমল হইতে ব্রহ্মার সপ্তম জন্ম। ব্রহ্মার মানসপুত্র (নিবৃত্তি মার্গাবলম্বী) সনৎকুমার সনাতনাদি চতুঃসন ও কপিল এবং প্রবৃত্তি মার্গাবলম্বী মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ। মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপ-পুত্র (অদিতি গর্ভোৎপন্ন) বিবস্বান্ বা সূর্য্য, সূর্য্যের সন্তান, যমুনা, যম, শ্রাদ্ধদেব, বা বৈবস্বত মনু, এবং ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়। বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু।

সচ্চিদানন্দ। নিষ্ঠা বা বুদ্ধি দ্বিপ্রকার হইলেও, উভয়সাধ্য যোগ একই, ইমম্ যোগম্ তাই একবচন।

কৃষ্ণানন্দ। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যাত জ্ঞানযোগ, কর্ম্মনিষ্ঠারূপ কর্ম্ম-যোগ দ্বারা লাভ করা যায়। এ জ্ঞান-যোগের সনাতনত্ব প্রমাণ করাইবার জন্য সূর্য্যাদির উল্লেখ। জ্ঞানযোগ ক্ষত্রিয়দিগকে পুষ্ট ও বলবান করিয়াছে। ইহার অধিষ্ঠাতা স্বয়ং ভগবান।

তা·প্রেমগা। কূর্ম্ম পুরাণ ২।২।৩ দেখুন।

চতুর্দ্দশ মনু ঃ—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত। (ইনিই সূর্য্যের পুত্র এবং ইহার কাল্ এখন চলিতেছে); সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্ম সাবর্ণি, ধর্ম্ম সাবর্ণি, রুদ্র পুত্র সাবর্ণি, রৌচ্য দেব সাবর্ণি. ভৌত্যক ইন্দ্র সাবর্ণ। প্রত্যেক মনুর ভোগকাল ৭১ মহাযুগ (মহাযুগ = ৪ যুগ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি)। কলিযুগ ৪,৩২০০০। দ্বাপর যুগ = ২ × ৪৩২০০০ ; ত্রেতাযুগ ৩ × ৪৩২০০০। সত্যযুগ = ৪ × ৪৩২০০০ সৌর বর্ষ। চারি যুগ অর্থাৎ এক মহাযুগ = ১০ × ৪৩২০০০ = ৪৩২০০০০ সৌর বর্ষ।

ভুপেন্দ্রনাথ। যোগবল বিহীন হইয়াই আজ আমরা জগতের চক্ষে হীন হইয়া গিয়াছি। যোগস্থ হইয়াই কর্ম্ম করিতে হইবে।...সূর্য্যের অধিষ্ঠাতা একজন চেতন পুরুষ নিশ্চয়ই আছেন ; সেই চেতন পুরুষই আদিদেব, তাঁহা হইতেই বোধ হয় আদি মানবের উৎপত্তি হইয়াছে।...এই যোগের উদ্দেশ্য—সমস্তই বাসুদেব, এই জগৎ ব্রহ্মময় এই জ্ঞান লাভ করা।...মনুষ্য-শরীর জীবের শ্রেষ্ঠ সাধনার আধার।...

অন্তর্মুখী আলোচনা এইরূপ হইবে :—আমাদের অভ্যন্তরেও যে একটি পুরুষ আছেন যাঁহাকে পুরুষোত্তম বলে, যাহা জগতের মূল শক্তির উৎস এবং যাহা না থাকিলে আমাদের এই স্থূল পিণ্ডদেহ ও মনন শক্তি প্রভৃতি সমস্তই অচল হইয়া যায়—তাঁহা হইতে জাত এই 'সবিতা'। সবিতাই জগতের প্রাণ ; ইঁহাকে সৃষ্টির প্রথম বিকাশ বা মহৎ তত্ত্ব বলা যায়। গুণের সচ্ছাংশের জন্য অত্যন্ত প্রকাশময়, তাই বলা হয়, সচ্ছং ভগবতঃ পদং। এই দীপ্যমান দেবতা —সবিতার বরণীয় ভর্গই ভজনীয় পুরুষ। পুরুষোত্তমকে প্রথম পুরুষ বলিলে, ইঁহাকে দ্বিতীয় পুরুষ বলা যাইতে পারে ; ইঁহারই উপাসনা জীব করিয়া থাকে।...সর্ব্বভূতে যিনি প্রকাশ পাইতেছেন তিনিই প্রাণ।...সর্ব্বদেবতারূপা যে অদিতি অর্থাৎ চিৎশক্তি তিনি প্রাণশক্তি সহ উৎপন্ন হন। সর্ব্বভূতস্থ যে বাসুদেব, এই প্রাণ তাঁহারই মুখ্য শক্তি। এই বাসুদেবই শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকেই "আদিদেব" বা পুরুষোত্তম বলা হয়। আমাদের হৃদয়াকাশে যে জ্যোতির্ময় মণ্ডল আছে...তাহাই বিবস্বান্ বা সবিতা ; তাহারাই প্রকাশে সপ্তলোক ভূর্ভুবস্বরাদি প্রতিনিয়ত প্রকাশিত। এই সবিতামণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পুরুষই নারায়ণ, গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ। ইনিই আদিদেব, গোলক পতি, প্রাণের প্রাণ, ইনি স্বয়ং জ্ঞানরূপ নির্ব্বিকার কূটস্থ স্বরূপ, কিন্তু তাঁহার প্রকাশিত শক্তিচ্ছটা যাহা বিশ্বকে উদ্ভাসিত করে, তাহাই প্রাণ বা সূর্য্য। সৃষ্টির দিক দিয়া, ইনিই প্রথম

প্রকাশ বা প্রথমোৎপন্ন বলিয়া, ইহাকে আদিত্য বলে। এই আদিত্য হইতেও বিরাট বিশ্বভুবনের উৎপত্তি হয় বলিয়া, তাঁহাকে 'সবিতা' বলে। পুরুষোত্তম হইতে জ্ঞান, সূর্য্যমণ্ডলে প্রথম সঞ্চারিত হয়, তাই ভগবান সূর্য্যকে জ্ঞান দান করিলেন, গীতায় বলা হইয়াছে। তাহার পর এই জ্ঞানধারা মনঃ ক্ষেত্রে নামে, মন চৈতন্য যুক্ত হইয়া অনন্ত চিন্তায় ব্যাপৃত হয়। এই মনই ভগবান কথিত মনু। মন প্রাণ হইতে জাত, মনের রাজা প্রাণ। মনই সর্ব্ব কর্ম্মের কর্ত্তা; মনের সঙ্কল্প হইতে এই ভুবনত্রয় উৎপন্ন; ত সৃষ্টাতদেবানুপ্রাবিশৎ। আবার এই যখন একাগ্র হইয়া স্থির হয়, তখনই তাহাকে কূটস্থ বা ব্রহ্ম বলা হয়। মন একাগ্র হইলে, ষড়ৈশ্বর্য্যবান হইতে পারে; তখন জন্মমৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা সুখ দুঃখ, এই ষড়বিধ বিকারের লোপ হয়। এই সকল ব্যক্তির নিকট মহর্ষিগণ, ব্রহ্মা গণেশ, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী, মূলাধারে; কৃষ্ণ ও রাধা, লিঙ্গমূলে, রুদ্র নাভিতে ঈশ্বর হৃদয়ে, সদাশিব কণ্ঠে, এবং অন্যান্য অনেক দেবতা তাঁহার নিকট আপনিই আসেন;...এই সাধকের মনই 'মণু' ও এই মনুদের দ্বারাই জগতে পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়া থাকে।... এই মন সাধনশীল হইয়া যখন অন্তরে প্রবেশ করে, তখন তাহার অন্তর্দ্দৃষ্টি খুলিয়া যায়। মনের সেই অবস্থাকেই ইক্ষ্বাকু বলে। ইক্ষ্বাকু মন হইতে জাত, মনের প্রজ্ঞাচক্ষু মানস নেত্র।.. নারদ এইমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন "ওঁ নমো ভগবতে ...পুমান্" (ভাগবৎ১ম স্কন্ধ)।...যিনি যজ্ঞেশ্বর সেই সর্ব্বকর্ম্মের ফল, বিধাতা

তিনি মন্ত্রোক্ত মূর্ত্তি ভিন্ন, অপর মূর্ত্তি শূন্য।...তিনি এক অখণ্ড সর্ব্বব্যাপী বাসুদেব হইলেও, সত্ত্বপ্রধান অনিরুদ্ধ রূপে, রজঃপ্রধান প্রদ্যুম্ন ও তমঃপ্রধান সঙ্কর্ষণ রূপে সৃষ্টি স্থিতি সংহার কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। বাসুদেব ও এই তিন মিলিয়া চতুর্ব্যূহ। বাসুদেব মন্ত্রমূর্ত্তি। এই মন্ত্র নিঃশ্বাস ও শ্বাস রূপে, সকলের মধ্যে রহিয়াছে। সর্ব্বশরীরে শুদ্ধ বা স্থির প্রাণ-বায়ুকে লইয়া যাইতে পারিলে ভূতশুদ্ধি হয়; ভূতশুদ্ধি হইলে তখন মন্ত্র চৈতন্য হয়। কূটস্থের ইচ্ছা হওয়াতে, প্রকৃতিতে প্রবেশ করিলেন বিন্দু স্বরূপে। ইহাই গর্ভাধান। পরে সেই বিন্দুই যিনি প্রাণ বায়ু স্বরূপে মহাদেব, তিনি আবির্ভূত হন। এই শরীরের মধ্যে ওঁকার ধ্বনি স্বরূপ নাদ সর্ব্বদা হইতেছে। সেই নাদের পরেই বিন্দু। ভ্রূর মধ্যে দৃষ্টি করিলে এই চক্ষেই সেই বিন্দুকে দেখা যায়। বিন্দু স্থির হইলেই সাধক ব্রহ্মস্বরূপ বা শিব স্বরূপ হইয়া যান। বারাণসী ভ্রূমধ্যে কূটস্থ জ্যোতি জ্বলন্ত অগ্নির মত জ্বলিতেছে। জীব যিনি শিবস্বরূপ কণ্ঠের মধ্যে রহিয়াছেন, ইনি সর্ব্বব্যাপী, শূন্যস্বরূপ। সেই শূন্যেরও অতীত —ক্রিয়ার পরাবস্থা বা পরম স্থিতি, যাহা হৃদয়ে কূটস্থরূপে বিরাজমান।...যে এতৎ—এই প্রাণশক্তি রূপে প্রকাশিত ব্রহ্মকে, মহদ্ভয়ং অর্থাৎ মহান ও ভয়ঙ্কর রূপে জানেন, তাঁহারা জন্ম মৃত্যুর অতীত হইয়া মুক্ত হইয়া যান। দ্বিতীয় ব্যূহ তমো-ময়, সংহর্ত্তা-বিন্দুরূপ সঙ্কর্ষণ বা মহাশক্তি কালী; সমস্ত গুটাইয়া এক অণুমাত্রে পরিণত হওয়াই জগতের ধ্বংস, সেই

জন্য ইনি কাল, আবার সৃষ্টির মুখে এই বিন্দু হইতেই জগত প্রকাশ হয়, তখন তিনি জগন্মাতা। তৃতীয়, অনিরুদ্ধ, যাহা নিরুদ্ধ নয়, অর্থাৎ স্ফুরণ বা প্রকাশ আরম্ভ হয়েছে, তাই সত্ত্ব গুণ বা বিষ্ণু, স্থির প্রাণ। ই*হাকে আশ্রয় করে স্থূল বা চঞ্চল প্রাণ থাকতে পারে। চতুর্থ প্রদ্যুম্ন; ইনি কামসঙ্কল্প, রজো-গুণ বা ব্রহ্মা, জগৎ সৃষ্টি করেন; কামনা না থাকিলে সৃষ্টি হয় না।...নাড়ী শোধন করাই ভূতশুদ্ধি: ইহার জন্যই প্রাণায়াম ও ওঁকার ক্রিয়া; তাহাই যোগকৌশল।

(২) সেই পুরাতন কর্ম্মযোগ কালে লোক বিস্মরিত হইয়া গেল।

এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগোনষ্টঃ পরন্তপ ॥২

পদচ্ছেদ। এবম্ পরম্পরা-প্রাপ্তম্ ইমম্ রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ, সঃ কালেন ইহ মহতা যোগঃ নষ্টঃ পরন্তপঃ।

অন্বয়। পরন্তপঃ, এবম্ পরম্পরা প্রাপ্তম্ ইমম্ রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ ইহ সঃ যোগঃ মহতা কালেন নষ্টঃ।

কঠিনশব্দ। পরন্তপ = শত্রুতাপন; মহাতাপস। পরম্পরা প্রাপ্ত = একজনের পরে তাহার উত্তরাধিকারী ভাবে আর এক জন, এই যোগে দীক্ষিত হইয়া। রাজর্ষয়ঃ = যুগপৎ রাজা ও ঋষি যাঁহারা। বিদুঃ = জানিয়ছিলেন। ইহ = এখন। মহতাকালেন = দীর্ঘকাল বা বলবান কালের প্রভাবে। নষ্ট = লোপ পাইয়াছে; গুরুশিষ্যধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে (মধু-সূদন)। জল বায়ুর পাচনশীল শক্তির দ্বারা, কীট ইন্দুরাদির

দ্বারা, মূল্য বোধ না থাকায় যত্নের অভাবে, শত্রুর দ্বারা, কোটি কোটি শাস্ত্র গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে।

অনুবাদ। হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন, এইরূপে একজনের পরে, তাহার উত্তরাধিকারী ভাবে আর একজন এই কর্ম্মযোগে দীক্ষা পাইয়া রাজর্ষিগণ ইহা জানিয়া ছিলেন। এখন এই যোগ, দীর্ঘকালের প্রভাবে, ক্রমে বিস্মরিত হইতে হইতে লোপ পাইয়া গিয়াছে।

শাসন কার্য্য এ রকম যে ইহা নিষ্কাম কর্ম্মযোগে করা প্রয়োজন। তিনিই আদর্শ নৃপতি যিনি সমদৃষ্টি সম্পন্ন, স্থিত-ধী, রাজৈশ্বর্য্যে থাকিয়াও অনাসক্ত ভাবে ও অতন্দ্রিত ভাবে প্রজাপালন করেন, ও তাহাদের জন্য ধর্ম্ম কর্ম্মে আদর্শ স্থাপন করেন। নিষ্কাম কর্ম্মযোগে কি ভাবে শাসন করিতে হয় তাহা আর মনে না থাকায় রাজারা সঙ্কীর্ণ মনা স্বার্থান্বেষী স্বেচ্ছাচারী হইয়াছেন।

যাঁহারা এ ধর্ম্মে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহারা রাজা হইয়াও ঋষির মতন নিষ্কাম হইতেন, রাজ-ধর্ম্মের মর্য্যাদা সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষা করিতেন ও রাজ্যপালন ক্রিয়াকে উপাসনা ভাবে করিতেন বলিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে পারমার্থিক বিষয়ে উচ্চে অবস্থিত থাকিতেন বলিয়া ইহাদিগকে রাজর্ষি বলা হইত।

কিন্তু কাল সব জিনিষকেই ক্রমে বিলুপ্ত করিয়া দেয়; কালে ইহার পালনে শৈথিল্য আসায়, প্রয়োগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহার উপাসনাদি বিশেষ কাহারও আর স্মরণে নাই।

Gandhi :—The sense is that the doctrine not a new one, occasioned by the crisis in front of Arjuna.

রামানুজ। শ্রোতাদিগের বুদ্ধি মন্দতার জন্য এই যোগ নষ্ট হইয়া যায়।

শঙ্কর। পর = শত্রু ; পরন্তপ = শত্রুতাপন। অনেক দিন যাবৎ সেই যোগের সম্প্রদায় পরম্পরা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রাজর্ষি = রাজা ও ঋষি দুইই।

মধুসূদন। ধর্ম্মহ্রাসের কালস্বরূপ দীর্ঘকালের প্রভাবে (অর্থাৎ এই দ্বাপর যুগের শেষে), দুর্ব্বল অজিতেন্দ্রিয়, অনধিকারী ব্যক্তিগণকে পাইয়া, সেই অধিকারে কাম ক্রোধাদির দ্বারা অভিভূত হইয়া, গুরুশিষ্য ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

শ্রীধর সেই যোগ, কালবশে ইহলোকে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

(৩) সেই পুরাতন কর্ম্মযোগ, তুমি আমার ভক্ত ও সখা বলিয়া, তোমাকে জানাইতে চাহি।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্। ৩

পদচ্ছেদ। সঃ এব অয়ং ময়া তে অদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ, ভক্ত অসি মে সখা ইতি রহস্যং হি এতদ্ উত্তমম্।

অন্বয়। মে ভক্ত সখা চ অসি চ ইতি অয়ম্ স পুরাতনঃ যোগঃ অদ্য ময়া তে এব প্রোক্তা হি এতদ্ উত্তমম্ রহস্যম্।

কঠিন শব্দ। ইতি, হেতু অর্থে প্রযুক্ত। হি=যেহেতু' রহস্যং=গোপনীয় তত্ত্ব।

অনুবাদ। তুমি আমার ভক্ত ও সখা হইতেছ, এ জন্য এই সেই প্রাচীন কর্ম্মযোগ, আজ আমা কর্ত্তৃক তোমাকেই কথিত হইতেছে, কারণ ইহা উত্তম বা প্রথম শ্রেণীর গোপনীয় তত্ত্ব।

এই কর্ম্মযোগ প্রকৃষ্ট রূপে কর্ম্ম কৌশল শিক্ষা দেয় বলিয়া (যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম) ইহা উত্তমম্ রহস্যম্ আর এই বিদ্যা এখন গুপ্ত হওয়ায় প্রথম শ্রেণীর গুপ্ত তত্ত্ব হইয়াছে বলিয়া ইহা উত্তমম্ রহস্যম্। ইহা নষ্ট বা গুপ্ত হইয়া যাইবার পর, আর কাহাকেও ইহা শিখাই নাই, কারণ সেরূপ অধিকারী পাই নাই। তোমাকে অধিকারী পাইতেছি।

রামানুজ। আমা ছাড়া কেহই এ বিষয়ে বলিতে সমর্থ নহে, কারণ ইহা বেদান্ত বর্ণিত উত্তম রহস্য।

শঙ্কর। এ জ্ঞান রূপ যোগ, উত্তম রহস্য।

তিলক। যোগ=কর্ম্ম-যোগ সাম্য বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার মার্গ মহাভারতে নারায়ণীয় উপাখ্যানে আছে, এই ধর্ম্ম, প্রথম শ্বেত দ্বীপে ভগবান হইতেই নারদ প্রাপ্ত হন। জন্মেজয়কে বৈশম্পায়ন বলিলেন, এই মহান ধর্ম্মই তোমাকে হরিগীতাতে অর্থাৎ ভগবৎ গীতাতে সমান বিধি সহ বলিয়াছি।...ব্রহ্মার ছয় জন্মে পরম্পরা বর্ণিত হইয়া যখন ব্রহ্মার সপ্তম অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্মে কৃত যুগ সমাপ্ত হইল, তখন ত্রেতা যুগের আরম্ভে বিবস্বান

মনুকে এই ধর্ম্ম প্রদান করেন...ভাগবৎ ধর্ম্মই যোগ, বা কর্ম্ম যোগ; ইহা মনুরও গ্রাহ্য ছিল। (তিলক মহাভারত ও শাস্ত্রাদি হইতে শ্লোক সমূহ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে গীতার কর্ম্মযোগ ভাগবৎ ধর্ম্মের।

মধুসূদন। প্রোক্তঃ=প্রকৃষ্ট রূপে বলা হইল, কারণ তুমি আমার ভক্ত ও বন্ধু।

Radhakrishnan :—Great teacher do not lay claim to originality, but affirm that they are expounding the ancient faith...The philosophia perennis, the Sanatan Dharma, what Angustine calls the "wisdom that was not made".

Ghandhi :—These summarise in a nutshell the long spiritual geneology with regard to কর্ম্মযোগ given in the নারায়ণীয় section of the Mahabharat.

আশুদাস। যে অধ্যায়ে রাজভোগ ও মোক্ষ একত্র বর্ত্তমান তাহাই গীতার ব্রহ্ম-জ্ঞান; ইহা সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীগণের বিদ্যা নহে।

শ্রীধর। সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও, সেই যোগ, আমি তোমায় বলিতেছি। ইহা উত্তম রহস্য বলিয়া অন্য কাহারও নিকট আমি বলি নাই।

(৪) শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া অর্জ্জুনের খটকা লাগিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

অর্জ্জুন উবাচ—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্মবিবস্বতঃ।
কথমেতদ্‌বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি। ৪

পদচ্ছেদ। অপরং ভবতঃ জন্ম পরম্ জন্ম বিবস্বতঃ, কথম্ এতৎ বিজানীয়াম্ ত্বম আদৌ প্রোক্তবান ইতি।

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ। ভবতঃ জন্ম অপরং, বিবস্বতঃ জন্ম পরম্, ত্বং আদৌ প্রোক্তবান্ ইতি এতৎ কথং বিজানীয়াম্।

কঠিন শব্দ। ভবতঃ = আপনার। অপরম্ = আধুনিক; ইদানীন্তন ব্যাপার, পরে। পরম্ = বহুপূর্ব্বে; সৃষ্ঠির প্রথম অবস্থায় উৎপন্ন হইয়াছে, এবং দেব শরীর বলিয়া তাহা উৎকৃষ্ট (মধুসূদন)। আদৌ = প্রথমে। কথম্ বীজানীয়াম্ = কি প্রকারে জানিব।

অনুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন, আপনার জন্ম পরে, সূর্য্যের জন্ম পূর্ব্বে। আপনি এ যোগের বিষয়ে প্রথমে (সত্যযুগারম্ভ) বলিয়াছিলেন, ইহা আমি কি প্রকারে বুঝিব?

তুমি সূর্য্যের প্রথম বয়সের সমসাময়িক ছিলে না; এখন কোন সময়ে উপদেশ দিয়াছ তাহাও নহে, কারণ মনু, ইক্ষ্বাকু ইহাদের বর্ত্তমানত্বায় পূর্ব্বে দিয়াছ বলিলে। তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কোন জন্মে দিয়াছ ইহা হইতে পারে; কিন্তু তুমি মনে রাখিয়াছ কি করিয়া।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণতঃ "তুমি" বলিতেন, কারণ তাঁহারা সখা ছিলেন। এখানে, আরম্ভে "আপনি" বলায়, মনে হয় একটু

শ্লেষ রহিয়াছে। অর্জ্জুন ভাবিলেন কৃষ্ণ লম্বা লম্বা কথা বলিতেছেন। কৃষ্ণ যে আদি সনাতন পুরুষ, নারায়ণ, এ জ্ঞানের তখনও তিনি নির্ভর যোগ্য কোন ভিত্তি পান নাই। "যুক্ত আসত মৎপর" (২।৬১) বা "ময়ি সর্ব্বাণি" ইত্যাদি ৩।৩০, এ কথা গুলিতে ভগবান নিজ সম্বন্ধে কিছু যে ইঙ্গিত দেন নাই তাহা নহে, কিন্তু অর্জ্জুন, হয় তাহা ধরিতে পারেন নাই, বা "যোগা-বস্থায় যোগীরা এই রকমই বলেন" এই ভাবে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, বা ঐ কথাগুলি এতক্ষণে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

(ইহা হইতে আর একটি কথা উঠে। গীতাকার তাঁহার বহু শ্লোকে, মধুসূদন ইত্যাদি শব্দ কৃষ্ণের সহিত কথা বার্ত্তায় অর্জ্জুনের মুখে বসাইয়াছেন; তিলকের মতে তাহা নিতান্ত কবিতার পাদ পূরণের জন্য করা হইয়াছে; কারণ অর্জ্জুনের প্রশ্ন হইতে সিদ্ধান্ত ইহাই হয় যে অর্জ্জুনের জ্ঞান ছিল না যে যে শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণ। বা, হয়ত অর্জ্জুনের মন বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝে ছিল। ২।৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমাদের টিপ্পনী দেখুন। অর্জ্জুন কৃষ্ণের পরমেশ্বরত্বের বিষয়ে একেবারেই যে অজ্ঞ ছিলেন তাহা বোধ হয় নহে; সভাপর্ব্বে ভীষ্মের কথায় শ্রীকৃষ্ণ যে পরম পুরুষ তাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, এবং বন পর্ব্বে দেখা যায় অর্জ্জুন নিজেও পরম পুরুষ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়াছিলেন। তবে বলা যাইতে পারে যে সে গুলি স্তুতি। তাহার পর, দুর্য্যোধনের সভায়, শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিবার উপক্রম করাতে, শ্রীকৃষ্ণ বহু বহু শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে নিজেকে প্রকাশিত

করিয়াছিলেন, এ সংবাদও অর্জ্জুন নিশ্চয়ই পাইয়াছিলেন। হয়তো এখন যুদ্ধের পরিস্থিতিতে অর্জ্জুন ঠিক ধাতুস্থ ছিলেন না, বা হয়তো বৈষ্ণবী মায়ায় তিনি সব ভুলিয়া গিয়াছিলেন, বা হয়তো, আরও ভাল করিয়া সব বিষয় জানিবার জন্য তিনি এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, বা হয়তো গীতাকার অর্জ্জুনের মুখে এই প্রশ্ন বসাইয়াছিলেন জগৎকে এ অধ্যায়ের কথাগুলি শুনাইতে। অর্জ্জুনকে জানাইবারও প্রয়োজন হইয়াছিল যে কর্ম্মযোগ অতি পুরাতন ও স্বয়ং ভগবানের দ্বারা বিধিবদ্ধ সাধনা। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিতেছিলেন যে অর্জ্জুনের মনে সন্দেহ উঠিতেছে যে অর্জ্জুনকে যুদ্ধে মাতাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত-প্রতিভায় যাহা তাহা সব রচনা করিয়া বলিতেছেন। বা হয় তো ইহাও হইতে পারে, নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়, পরস্পরকে ভাল করিয়াই জানিতেন, তবে, নারায়ণ-ঋষি রূপী ভগবানেরই মুখ দিয়া তাঁন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কে, ইহা জগৎকে জানাইতে, নরঋষি অর্জ্জুন, তাঁহাদের এই অভিনয়ে, অজ্ঞতার ভান করিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন।

শঙ্কর। এ কথাকে অবিরুদ্ধার্থ কি করিয়া বুঝিব যে আপনি, এই যোগকে আদিকালে বলিয়াছিলেন।

রামানুজ। এ জন্মে তুমি সূর্য্যকে শিক্ষা দেও নাই (২৮ চতুর্যুগ পূর্ব্বে সূর্য্যের জন্ম হইয়াছে) এবং পূর্ব্ব জন্মে যদি দিয়া থাক তুমি সর্ব্বজ্ঞ নহ, তোমার মনে থাকিতে পারে না।

মধুসূদন। যদি তুমি জীব হও তাহা হইলে তোমার সর্ব্বজ্ঞতা হইতে পারে না, যদি তুমি ঈশ্বর হও, তাহা হইলে তোমার জন্মগ্রহণ হইতে পারে না। (অর্জ্জুনের এই দুই আশঙ্কা পরিহার করাইলেন, ভগবান পরের শ্লোকে)।

ভক্তিপ্রদীপ। পরম=is earlier কথং বিজ্ঞানীয়াম=How am I to understand, আদৌ=at first

শ্রীধর। তোমার জন্ম "অপর" অর্থাৎ নূতন, পরবর্ত্তী সূর্য্যের জন্ম "পরম" অর্থাৎ প্রাচীন, পূর্ব্ববর্ত্তী।—তুমি সেই বিবস্বানকে প্রথমে ইহা বলিয়াছিলে, ইহা আমি কিরূপে জানিতে সমর্থ হইব?

ভূপেন্দ্রনাথ। অর্জ্জুনের মনে প্রশ্ন উঠিল, প্রত্যেক অবতার দেহে কি রূপের ভেদ হয় না? অর্জ্জুনের সন্দেহ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে তিনি এখনও জানেন না যে পরব্রহ্ম ভগবান, নামরূপ বিবর্জ্জিত, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার চিন্ময়রূপ আছে, উহাই চিদাকাশরূপ, আদিরূপ পরা প্রকৃতি বা শ্যামা, অরূপের রূপ। ইহার পূর্ব্বে সমস্তই অরূপ—নিজ বোধ মাত্র চিদ্রূপ। সকল জীবের মধ্যে ওই চিদাকাশরূপ দেখিতে এক রকম। ইহা সাধকের প্রথম অবস্থায় দর্শন হয় না। সাধক প্রথম দেখেন জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যরূপ; তাই অর্জ্জুনের সন্দেহ হইল, সূর্য্যই তো প্রথম। অর্জ্জুন জানেন না, ঐ শ্যামসুন্দরের অঙ্গজ্যোতিই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যমণ্ডল।···আবার সেই জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলের অভ্যন্তরে গুহাস্থিত কি একটি অপূর্ব্ব সুন্দর বিন্দু ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। ইহাই জীবচৈতন্য, বা আমি বা

অহংকাব, ইহা হইতেই অহং জ্ঞান স্ফূরিত হয়। এই বিন্দূ সেই চিদাকাশেরই অন্যতম শক্তি।···অজ্ঞ সাধকের মনে হয়, প্রথম প্রকাশই কূটস্থ জ্যোতি, পরে বিন্দু, তবে চিদাকাশরূপ শ্যাম সুন্দর অগ্রে হন কিরূপে?···চিদাকাশে যে ব্রহ্মের স্ফূরণ তাহাই চিজ্জ্যোতি বা কূটস্থের জ্যোতি।····ব্রহ্ম রূপবিবর্জ্জিত অবিকারী সত্তা মাত্র। নাম রূপাত্মক আবরণ, ঐ আদ্যা প্রকৃতির গুণ বৈষম্য হইতে সম্ভব হইয়াছে। ঐ নামরূপাত্মক আবরণের মধ্যে চৈতন্যের স্ফূরণের নামই জন্ম; এতদ্‌দ্বারাই প্রকৃতির ক্ষেত্রগতঃ মনঃ বুদ্ধি অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে পরে তথা হইতে এই স্থূল দেহ ক্ষেত্রের মধ্যে চৈতন্য স্ফুরিত হয়; তখন ঐগুলিকেও চৈতন্য-ময় বলিয়া মনে হয়। ইহাই আত্মপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য বা আভাস চৈতন্য। প্রকৃতি অব্যক্ত চিদাকাশরূপা—ইহারই বক্ষে প্রস্ফুটিত চৈতন্যই আত্মার প্রকৃতি-গর্ভে বীর্য্যাধানের ফল। সুতরাং আদিদেব পুরুষোত্তমই 'বীজপ্রদ পিতা', আর চিদাকাশই ব্রহ্মযোনি মাতৃ-স্বরূপা। চিদাকাশে যে মহৎ জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাই চিজ্জ্যোতি বা মহৎতত্ত্ব, বিবস্বান, সূর্য্য।

(৫) অর্জ্জুনের প্রশ্নে ভগবান বলিলেন—

শ্রীভগবান্ উবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

পদচ্ছেদ। শ্রীভগবান উবাচ। বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চ অর্জ্জুন, তানি অহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বম্ বেত্থ পরন্তপ।

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ। অর্জ্জুন মে তব চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি; অহং তানি সর্ব্বাণি বেদ, পরন্তপ ত্বং ন বেত্থ।

কঠিন শব্দ। ব্যতীতানি = অতীত হইয়াছে। বেদ = জানি। ন বেত্থ = জাননা। জন্ম = দেহ যোগ (বলদেব)।

অনুবাদ। শ্রীভগবান বলিলেন, অর্জ্জুন আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সেই সকল জানি, তুমি তাহা জাননা (২।১২)।

ভগবান এইবার জানাইয়াই দিলেন যে তিনি ভগবান, সর্ব্বজ্ঞ, মায়াধীশ, সাধারণ পুরুষের মত নহে; আসেন নিজ কাজে, নিজের জ্ঞান বীর্য্য ত্রিকালজ্ঞতা বজায় রাখিয়া।

শঙ্কর। পুণ্য পাপ আদি সংস্কারে, অর্জ্জুন তোমার জ্ঞানশক্তি আচ্ছাদিত। আমার নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব।

রামানুজ। জন্মান্তর যে হইহে থাকে তাহা কথিত হইল।

শ্রীধর। এই সকল জন্মের কথা আমি জানি, যে হেতু আমার জ্ঞানশক্তি সর্ব্বদাই অলুপ্ত থাকে। তুমি জাননা, যেহেতু তুমি অবিদ্যায় আচ্ছন্ন।

মধুসূদন। "অর্জ্জুন" ও "পরন্তপ" এই দুই শব্দ, আবরণ বিক্ষেপ আদির দৃষ্টিতে মধুসূদন আলোচনা করিয়াছেন।

Jesus. Before Abraham was; I am. (John viii)

James Hamilton. Brethern, is not this the Saviour that you need? One, who can save you

from the utmost depth of depravity...amidst the utmost urgency of fierce temptations.

Sri Ram Krishna. The Avataras are to Brahman what the waves are to the ocean.

ভূপেন্দ্রনাথ। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, এইকালত্রয়ই মহাশক্তির লীলা। এই কাল নাই যাঁহার কাছে, তিনিই মহাকাল, সদা একরূপ। সাক্ষীস্বরূপ কূটস্থ ভগবানই এই মহাকাল। কূটস্থকে দেখিতে দেখিতে যিনি তাহাতে তন্ময়তা লাভ করিয়াছেন—তিনিও জন্ম-মৃত্যুর অতীত হইয়া সাক্ষীস্বরূপ অবস্থান করেন। কাল বদ্ধজীবের জ্ঞান আবরণ করে; মহাকালে নিবদ্ধদৃষ্টি মুক্তাত্মার জ্ঞান আবৃত হয় না, স্মৃতি মলিন হয় না; চণ্ডীতে ইহাকেই মহাস্মৃতি বলিয়াছে। আত্মবিস্মৃত জীবের ঘটমধ্যস্থ আকাশকেই আপনার স্বরূপ মনে হয়, তাই জন্মে ক্লেশ, মরণে ভয়, অবস্থা বিপর্য্যয়ে বিষাদ, শোক।...গায়ত্রী বিসর্জ্জনের মন্ত্র 'ওঁ উত্তমে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বত মূর্দ্ধণি, ব্রাহ্মণৈরভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখম'; ভূমিতে অর্থাৎ মূলাধারে অবস্থিত যে মেরু পর্ব্বত (মেরুদণ্ড), তাহারই উপরিভাগে, অর্থাৎ শিরস্থিত সহস্রারে এই গায়ত্রী অর্থাৎ জীবশক্তির প্রকৃত আলয়। তাঁহাকে বলা হয়, ব্রাহ্মণৈ অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসক বা মেরুদণ্ডস্থ চৈতন্যময়ী প্রাণশক্তির যাঁহারা উপাসক, তাঁহাদের সাধন শক্তি প্রভাবে যে শক্তি স্ফুরিত হয় তাহারই অনুজ্ঞা বা ইচ্ছামত এই জীবচৈতন্য, পরমশিবের সহিত সংযোজিত হইয়া পরমানন্দ রসে আপ্লুত হইয়া

মৃত্যুকে অতিক্রম করে।...জন্ম মৃত্যু কাহারও নাই,...তোমার অজ্ঞানই এই জন্ম মৃত্যুর বোধয়িতা।...আমি আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত, আমাতে দেহ বোধ নাই। প্রকৃতি তোমাকে নাচাইতেছে, আমি সেই প্রকৃতিকে নাচাইতেছি। তুমি দেহাভিমান বর্জ্জিত হইতে পারিলে, তুমিও "আমি" হইয়া যাইবে।

অর্জ্জুন যেন জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যদি ভগবান হও, তোমাকে জন্ম কেন লইতে হয়? কি অবাপ্ত বা অনবাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্য, আর, শরীর ধারণ করিয়াই তাহা করিতে হইবে, কি এমন কার্য্য সম্পাদনের জন্য তোমাকে জন্ম লইতে হয়? আর পঞ্চভূত গঠিত শরীর ভগবানের তো তাহা স্বরূপ শরীর নবে, অবতার ভাবে প্রকাশিত হইতে কি করিয়া শরীর স্ফূরণ কর? ভগবান তো অজ ও সর্ব্বলোকের অধীশ্বর। তুমি যদি ভগবান, তোমার জন্ম, তাহার অর্থ কি? অধীশ্বর যে, সে অধীনস্থ দেবতাধিগের দ্বারা সব কাজ করাইয়া লইতে পারে। আর জীবের জন্ম, কর্ম্মফলে হয়, আর জন্ম হইলেই জীব প্রকৃতির বশে যায়, তোমার ব্যাপার কি অন্যরূপ? ভগবান বলিলেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৬॥

পদচ্ছেদ। অজঃ অপি সন্ অব্যয়-আত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ অপি সন্ প্রকৃতিম্ স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্ম-মায়য়া।

অন্বয়। অজঃ সন্ অপি অব্যয়াত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ সন্ অপি, স্বাম্ প্রকৃতিম্ অধিষ্ঠায় আত্ম মায়য়া সম্ভবামি।

কঠিন শব্দ। **অজঃ** সন্ অপি = জন্ম রহিত হইয়াও। অব্যয়াত্মা = স্বরূপে অচ্যুত, পরিণাম রহিত; জ্ঞান, শক্তি ও স্বভাবে ক্ষয়রহিত; অবতার ভাবে দেহ গ্রহণ করিলেও, পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণাৎ পূর্ণমেবাবশিষ্যতে; "ইহার দ্বারা পূর্ব্ব দেহের বিয়োগ নিবারিত হইতেছে", (মধুসূদন)। স্বাম্ = নিজ। প্রকৃতিম্ স্বাম্ অধিষ্ঠায় = প্রকৃতি নামক আমার নিজ শক্তি বিশেষ, যাহার অধীনে জীবেরা নিজ-নিজ কর্ম্মফলে জন্ম ও ভোগ পায়, আমার কোনও স্বকর্ম্মফলে জন্ম লইতে হয় না; আমি প্রকৃতির অধীশ্বর, প্রকৃতির ত্রিগুণের বাহিরে, অর্থাৎ প্রকৃতির উপরে সকল সময়েই অধিষ্ঠিত থাকি, এবং এই অধিষ্ঠিত ভাবে আমি অবতীর্ণও হই; তবে অধিষ্ঠান অর্থে সংযোগবিহীনতা নহে, কিছু সংযোগ রাখি এই অর্থে যে আমি অপ্রাকৃতিক কিছু করি না, তাহা হইলে অবতীর্ণই বা হইব কেন? বাহিরে সেই অবতারে যেরূপ ভাবে থাকা প্রয়োজন, যদিচ আমি সেইরূপ ভাবে থাকি, কিন্তু ভিতরে আমি চিন্ময় স্ব-স্বরূপে থাকি। সম্ভবামি = প্রকটিত হই। আমি জন্ম লই না, প্রকটিত হই। (প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায়, ইহার এ অর্থও হইতে পারে, আমার সাহায্যকারিণী বা অধীনা প্রকৃতি হইতে পাঞ্চভৌতিক দেহ লইয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া)। আত্মমায়া—এখানে মায়ার অর্থ শক্তি, যাহা উহার পুরাতন অর্থ। ভগবানের সহস্র প্রকারের শক্তি জগৎ চালনা ব্যাপারে কাম করিতেছে; কিন্তু যে শক্তিকে তিনি প্রকাশিত করেন, মাত্র যখন তাঁহার নিজের প্রয়োজন হয়, আত্মমায়া, আমাদের মনে

হয় সেই শক্তি। ভূতানামপি অধীশ্বর = তিনি সব দেবতার, সব জীবের অধীশ্বর হইয়াও। ভগবানের প্রভু কেহ নাই। এখানে সন্ শব্দে ভাবটা এইরূপ আসে, 'ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্য যাহা তিনি প্রকাশ করিতে পারিতেন, কারণ সকলকার প্রভূ তিনি, তাহা না করিয়াই' ইত্যাদি।

অনুবাদ। জন্ম রহিত, পরিণাম রহিত, সকল জীবের প্রভু হইয়াও (কোন বিশের উদ্দেশ্যে বা ব্যাপার সংঘটিত করাইতে, যে উদ্দেশ্যের কথা পরের শ্লোকে বলা হইবে, এবং ভিতরের অর্থও বলা হইবে), আমি নিজেকে, প্রভূ হইয়াও, প্রকটিত করাই। (প্রকৃতির কোন নিয়মের অধীনে আমার জন্ম নহে) আমি নিজের ইচ্ছাতে আমার আবির্ভাব করাই।—আমি দেশ-কালে প্রকটিত হইলেও, প্রকৃতির ত্রিগুণের ভিতর থাকি না। আমি নিজ চিন্ময় প্রকৃতিতে থাকি, বাহিরে প্রতীয়মান না হইলেও। আমি গুণাতীত)। ("প্রকৃতি" নামক আমার শক্তির অধীনে থাকি না), তাহার উপরেই অধিষ্ঠিত থাকি, তাহাকে কাজে লাগাই, তবে অপ্রাকৃতিক কিছু করা, তাহা সাধারণতঃ করি না)। (মায়ার আদিম অর্থ মাপা। ভগবান নিজেকে নানা মাপা শক্তিতে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন; অনেক ক্ষেত্রে এক শক্তি অন্য শক্তির ঠিক বিপরীত (গীতা ৯।১৯)। ইহা প্রমাণিত করিতেছে যে শক্তিগুলি অসীম নহে, মাপা মাপা entity অর্থাৎ, পুরাতন অর্থ অনুসারে মায়া তাহাই যাহা ভগবানকে মাপা মাপা ভাবে প্রকাশ করে, অসীমকে নানা প্রকারের সসীম করে)।

(যোগমায়া ভগবানের আর এক শক্তি। ইহা পরিচারিকার মত, ভগবান কি চাহিবেন বা কি চাহিতেছেন তাহা বুঝিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার যোগাড় করিয়া দেয়। প্রলয়ে যখন সকল শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকে, যোগমায়া তখনও মোতায়েন বা যুক্ত বা নিযুক্ত থাকিয়া, ভগবানকে সেবা দিতে থাকে, তাঁহাকে বিশ্রামে বা নিদ্রায় রাখে, তাহাতে ব্যাঘাত ঘটিতে দেয় না। ইহা যোগে অর্থাৎ ভগবানের স্মরণে থাকে ও সর্ব্বদা যুক্ত বা নিযুক্ত থাকে বলিয়াই যোগমায়া নাম পাইয়াছে। ভগবানকে কাহার কাছে কতটা প্রকাশ করা উচিত, বুঝিয়া শুনিয়া ইহা করে, যথা অর্জ্জুনাপেক্ষা ভীষ্মের কাছে ভগবান বেশী প্রকাশিত ছিলেন।

আবরণ ও বিক্ষেপ এই যোগমায়া শক্তির দ্বারাই উৎপাদিত হয়—আবরণের দ্বারা লোক দৃষ্টি হইতে ভগবানের ঈশ্বরত্ব আবৃত রাখে; 'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ, মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ (৭;২৫)। বিক্ষেপের দ্বারা, ভগবানে যে, লোকের মনুষ্যত্বাদি প্রতীতি হয়, যোগমায়াই তাহা করায়। আমাদের মনের ত্রিগুণের প্রভাবে ঈশ্বরাভিমুখী না হওয়া, বিষয়াভিমুখী হওয়া যাহাকে মায়া নামে উক্ত করা উচিত, তাহাও তামসিক ও রাজসিক ক্রিয়া হওয়ায়, তাহাকেও আবরণ ও বিক্ষেপ ক্রিয়া বলা যায়। (যথা তমঃ, যথা আভাসঃ, ভাগবত ২।৯।৩৩)।

ভগবানের মনুষ্য গর্ভ হইতে জন্ম হয় না। "তাঁহার জন্ম হইল, তিনি মনুষ্য, তিনি বড় হইলেন, যুবক হইলেন, প্রৌঢ়

হইলেন," এ সব যোগমায়ার কার্য্যে লোকের নিকট প্রতীত হয়। (শ্রীকৃষ্ণ গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় নাই, কারাগারে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল)। অর্থাৎ, ভগবানের যোগমায়া নামক ইচ্ছা বা সঙ্কল্প, তাহার কাজের একটি কাজ ভগবানকে যতটা ঢাকিয়া রাখা প্রয়োজন তাহা করা তাৎকালিক প্রায় সকল মানুষই এই যোগে মায়া বা বৈষ্ণবী মায়াহ আবরণ করা কাজে, মনে ঠিক দিয়াছিল যে কৃষ্ণতো মানুষ, কি করিয়া তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন? মানুষের মতই তো তাহার জন্ম হইয়াছে, মানুষের মতই তো তাহার আহার করা, শয়ন করা ইত্যাদি হয়। অর্জ্জুনও এই বৈষ্ণবী মায়ায় মোহিত ছিলেন না তাহা নহে। ভগবানের যোগ-মায়া রূপিণী এই শক্তি, উহা জগতের উপাদান রূপিণী ও সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সংসাধিনী ও কর্ম্মফল প্রদানকারী শক্তি হইতে, যাহাকে অপরা প্রকৃতি বা ত্রিগুণাত্মিকা বা [illegible] শক্তি বলা হয় তাহা হইতে, এবং জীবাত্মা-সমষ্টি রূপিণী শক্তি যাহাকে পরা প্রকৃতি বা তটস্থা শক্তি বলা হয় তাহা হইতে, এবং অজ্ঞান, অবিদ্যা ইত্যাদি হইতে ইহা পৃথক। জ্ঞানবাদীদের মতে, ঈশ্বর, শুদ্ধা বা সাত্ত্বিকী মায়ায় ব্রহ্মের প্রতিফলন, ইনি মায়াধীশ; আর অশুদ্ধা মায়ায় অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ মিশ্রিত ব্রহ্ম শক্তিতে ব্রহ্মের (কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরের) প্রতিফলনই জীবাত্মা; বহু প্রকারের মিশ্রণ, বহু জীব। জীব মায়াধীন। সাধারণতঃ মায়াকে ধরা হয় যেন ভুল দেখান ভেল্কী, যেন একটা ফাঁদ,—ঈশ্বর যেন উহা পাতিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু বেচরা ঈশ্বর ঐরূপ কিছুই

করেন না। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে প্রাপ্ত ত্রিগুণের অনুপাত যদি এরূপ হয় (অর্থাৎ তামসিক ও রাজসিক গুণ যদি তাহাতে বেশী থাকে) তাহা হইলে আমরা ঈশ্বরাভিমুখী না হইয়া বিষয়াভিমুখী হই, যাহা নহে তাহা দেখি, যাহা দেখা উচিত তাহা দেখি না। ইহাকেই বলা হয় মায়া। এভাব উহা মানুষের নিজের প্রকৃতির প্রভাব। কবিত্ব করিয়া যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই মায়া সম্বন্ধে বলিয়াছেন। ঈশ্বর ফাঁদে ফেলেন না। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যদিও মায়া শব্দই রাখিযাছেন তবুও গুণমায়া জীবমায়া এই দুই বাক্যের দ্বারা অনেকটা আলোকপাত করিয়াছেন যোগমায়া শব্দে মায়া প্রাচীন "শক্তি" অর্থে রহিয়াছে; ইহা ভগবৎ শক্তি যাহা সর্ব্বদাই ভগবানে যুক্ত রহিয়াছে; আমরা পূর্ব্বেই ইহার বিষয় বলিয়াছি। এই শ্লোকটি, মানুষ ও ভগবানে বিরাট পার্থক্য, শুধু যে তাহাই দেখাইতেছে তাহা নহে, অবতার সম্বন্ধে এমন ভাবে প্রশ্ন তুলিতেছে যাহার, তত্ত্বজ্ঞানরূপ উত্তর, আপনিই আসিয়া যাইতেছে, যথা—

অজ। তিনি যদি বাস্তবে অজ, তাহা হইলে জন্মিলেন কি করিয়া? উত্তর, তিনি মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন নাই, চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, পরে সদ্যোজাত শিশুর আকার গ্রহণ করিলেন। তিনি জন্ম লইলেন, মনুষ্য শিশু ভাবে দেশ-কালের ভিতর আসিলেন—এ সব তাঁহার যোগমায়া, দেখায়। ভগবান কি সত্যই জন্ম লইতে পারেন, বা তিনি সত্যই মরিতে পারেন, এ অর্থহীন প্রশ্ন।

অব্যয়াত্মা, ভগবান স্বরূপে অচ্যুত, তাঁহার ক্ষয় বৃদ্ধি নাই। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাবস্থা, প্রৌঢ়াবস্থা ইত্যাদি পাওয়া কি ভাবে হয়? ইহারও উত্তর, সেই যোগমায়া, তাঁহাকে মানুষ ভাবে দেখাইতে ইহা করায়। তাহা ছাড়া অবতার ভাবে আবির্ভূত হইলে, ঈশ্বরত্ব অন্য স্থানে রহিল, তাহা হয় না।

ভূতানাম্ অধিপতি সন্, ভগবানের ভয়ে ইন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণ যমাদি নিজ নিজ কাজ করিতে থাকে, (শ্রুতি তো ইহাই বলে), শ্রীকৃষ্ণ যদি ঈশ্বরই, যুদ্ধই বা তাঁহাকে মাঝে মাঝে করিতে হয় কেন? মানুষের মত মথুরা হইতে পালাইয়া "রণ্ ছোড়্" হইলেন কেন? উত্তর, তিনি মানুষ ভাবে কাজ করিতে আসিয়াছিলেন, ঐশ্বর্য্যের তাক্ লাগাইতে আসেন নাই। ইচ্ছাতেই যদি সব কিছু করাইয়া দেওয়া তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে অবতীর্ণ হইতেন না। অবতীর্ণ হইয়াছিলের বিশেষ কারণে, যাহা নিজেই তিনি পরের শ্লোকে বলিয়া দিলেন।

প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায়। আমাদের মোটা বুদ্ধিতে আমরা ইহার কয়েকটি অর্থ পাই।

(১) মানুষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে, প্রকৃতিং স্বাম্ অর্থাৎ ভগবানের নিজ শক্তি প্রকৃতির বিধানানুযায়ী, যেখানে তাহার জন্ম পাওয়া উচিত, সেই খানে জন্ম পায় ও কর্ম্মফল ভোগ করে। মানুষ প্রকৃতির বশে কর্ম্ম করিতে থাকে (৩।৫; ৯।৮)। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির তিন রজ্জুতে বদ্ধ ভাবে সে ভ্রামিত হইতে থকে (১৮।৬০); সে প্রকৃতির বা মায়ার অধীন। ভগবানের আবির্ভাব

তাঁহার ইচ্ছাতে হয়, কোন কর্ম্মফলে নহে। তিনি প্রকৃতির এলাকায় থাকেন না, তাহার উপর স্থিত থাকেন, তাই অধিষ্ঠায়। জীবের কিন্তু জন্ম হয়, ভগবান যখন "প্রকৃতিং স্বাম্ অবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ" করেন (৯।৮); অবষ্টভ্য, অধিষ্ঠায় নহে। প্রলয়েসব কিছু অব্যক্ত প্রকৃতির ভিতর বিলীন হইয়া যায়; তারপর আবার সৃষ্টির সময়ে, ভগবান যেন প্রকৃতির উপর চাপ দিয়া, (অবষ্টভ্য) জীব সমূহকে বিনির্গত করান। এই চাপ দেওয়াই অন্য ভাষাতে বলা হয়, ভগবানের ঈক্ষণ শক্তিতে প্রকৃতি সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে। ইহাই অন্য ভাষাতে বলা হইয়াছে 'মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ (২৪।৩)।

(২) যদি তিনি দেশকালাতীত গুণাতীত, মায়ার রীতি নীতির বাহিরে, কিন্তু তবুও, অসীম যখন অসীম থাকিয়াও সসীম ভাব গ্রহণ করেন, দেহ ধারণ করেন, তখন, দেহ যে সব ক্রিয়া নিয়মের অধীন, সেই সব ক্রিয়া নিয়মেরই অধীন রহিয়াছেন বলিয়া তিনি প্রতীয়মান হন। তিনি আহার করেন, নিদ্রা যান, সবই করেন, অর্থাৎ করিতেছেন বলিয়া প্রতীয়মান হন। অধিষ্ঠানের অর্থে শুধু উপরে থাকা ভাব আছে, তাহা নহে, একটু যোগও আছে। তাঁহার দেহ অপ্রাকৃতিক হইলেও. প্রাকৃতিক দেহের মত ভাব দেখায়। কিন্তু অনেকের মতে অবতারে সূক্ষ্ম দেহ থাকে না; হয় তো থাকে না, তবে তাহা যে আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা ইন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণ, মন বুদ্ধি ও অহঙ্কারের প্রতীয়মান ক্রিয়ায়) তিনি শুধু সত্যং নহে, তিনি ঋতং; গৃহীত

দেহের রীতি নীতি ভঙ্গ করেন না। দেহ অস্ত্রবিদ্ধ হইলে, রক্তও পড়ে; এ নহে যে, দূর হইতে অস্ত্র স্তম্ভিত করিয়া দেন, বা দেহ হইতে রক্তপাত হইতে দেন না; এও নহে যে ইচ্ছা করিলেন শত্রু মরিয়া যাউক অমনি শত্রু মরিয়া গেল। তাক্ লাগান অভিপ্রায় যদি তাঁহার থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার নামিবার প্রয়োজন কি ছিল? কেহ বলেন মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ পাওয়া যায়নি, কেহ বলেন পাওয়া গিয়াছিল, এবং সৎকারও করা হইয়াছিল। ইহা হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত আসে, যে যেভাবে ব্যাপারটা দেখিতে চাহিয়াছিল, সে সেই ভাবে দেখিতে পাইয়াছে।

(৩) আরও এক অর্থ আসে; সর্ব্বব্যাপক প্রকৃতির উপরে, আমি সর্ব্বব্যাপকের অধিষ্ঠান। আমি দেহ ধারণে, সঙ্কুচিত হইয়া যাই বা আমাতে সচ্চিদানন্দতা বা ঈশ্বরত্ব থাকে না, তাহা নহে; বাহিরে যে ভাবেই থাকি না কেন, ভিতরে সেই আমিই থাকি, প্রকৃতির চালকই থাকি। আমি "নির্গুণং গুণ ভোক্তৃচ" দুইই; অসীম, সসীম, অধিষ্ঠান, অধিষ্ঠিত সব।

(৪) আরও এক অর্থ হয় :—আমার প্রকৃতির উপর চাপিয়া, অর্থাৎ ভিন্ন-ভিন্ন লীলার জন্য, ভিন্ন-ভিন্ন রূপ ও স্বভাব, যাহা আমি চিন্তায় আনি, তাহাদের উপর চাপিয়া, অর্থাৎ তাহাদের গ্রহণ করিয়া। আমার প্রকৃতি, অর্থাৎ আমার এই সব রূপ ও স্বভাব।

(৫) কয়েকজন 'প্রকৃতি হইতে পাঞ্চ ভৌতিক দেহ লইয়া' এই অর্থ করিয়াছেন। ইহাও ভাল অর্থ।

এই যোগমায়া সম্বন্ধে মতিলাল লিখিয়াছেন "যোগমায়া শব্দটি শ্রীমদ্‌ভাগবতে দৃষ্ট হয়।—আনন্দগিরির মতে যোগমায়া অনাদি, অনির্বাচ্য অজ্ঞান। শ্রীধরের মতে উহা অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া, এবং মধুসূদনের মতে আত্মার সঙ্কল্পানুবিধায়িনী মায়া। শঙ্কর বলেন গুণত্রয়ের সংযোগই = সংঘটন যোগ ; যোগই মায়া।···ভগবান জ্ঞান ঐশ্বর্য্য শক্তি বল বীর্য্য ও তেজ সম্পন্ন, জন্মহীন অব্যয়, শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বভাব হইয়াও স্বীয় ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মূলা প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, স্বমায়া দ্বারা যেন দেহবান হন····ও লোক কল্যাণ করেন। অবতারের জন্ম, দেহধারণ মায়িক, "ন লোকবৎ পরমার্থতঃ"।···তাঁহার আত্মবিষয়ক দিব্যজ্ঞান, আজন্ম অলুপ্ত থাকে। অবতার মায়ামনুষ্য, মায়াধীশ।—শ্রীরাম-কৃষ্ণ বলিতেন, "ভক্তি হিমে জমিয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অবতার তনু ধারণ করেন।" "এক স্থানে গঙ্গাস্পর্শ করিলেই গঙ্গা স্পর্শ করা হয়, হরিদ্বার হইতে সাগর পর্য্যন্ত গঙ্গাস্পর্শ করিতে হয় না।" অর্থাৎ একককে পাইলে সবকে পাওয়া হয়।

গীতায় "অবতার" শব্দ কোথাও নাই, বোধ হয় "সম্ভবামি আত্ম মায়য়া" কথা দুটিতে ইহা বিবক্ষিত হইয়াছে। ইহাও হইতে পারে, "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে অবতার শব্দ প্রয়োগ হয় নাই। আত্মমায়া ও যোগমায়া লইয়া গীতায় ছয়বার মায়া শব্দ আসিয়াছে—৪।৬, ৭।১৪, ৭।১৪, ৭।১৫,

৭।২৫, ১৮।৬১। শঙ্করের মতে মায়া মিথ্যা-মাত্র, বিভ্রান্তিকর। কিন্তু গীতা মায়াকে সত্ব, রজঃ, তমোময়ী প্রকৃতি ভাবে লইয়াছে। মায়ার অতি প্রাচীন অর্থ মাপা মাপা ভগবৎ শক্তি, ভগবানের সৃষ্টি-কৌশল শক্তি। পরে আচার্য্য শঙ্কর ইত্যাদির দ্বারা আরও অনেক অর্থ ইহাতে যুক্ত হইয়াছে।

শঙ্কর। সমুদয় ভূতের ঈশ্বর, অর্থাৎ নিয়ন্তা হইয়াও, আমার ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়াতে, যাহার বশে সমুদয় জগৎ বর্ত্তমান, যে মায়াতে মোহিত হইয়া ভূতগণ আপনার আত্মস্বরূপ বাসুদেবকে জানেনা, সেই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক দেহবানের মত হই। কিন্তু এ সব মিথ্যা মায়ামাত্র; ব্রহ্মের জন্ম পারমার্থিক সত্য নয়।

রামানুজ। প্রকৃতি অর্থাৎ নিজ স্বভাবে স্থিত হইয়া। আত্মমায়য়া = নিজ সঙ্কল্প দ্বারা; আপনার প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক আত্মমায়ায় জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি, ইহার অর্থ প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব, আপনার স্বভাবে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক, আপনারই দিব্য স্বরূপে স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।···সেই স্বরূপ, "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ···(ইত্যাতি)। (রামানুজ এখানে বহু শ্রুতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন) মায়াবয়ুনম্ জ্ঞানম্ এই বচন অনুসারে মায়া শব্দ জ্ঞানের পর্য্যায়বাচী।···অর্থাৎ নিজ মায়া বা নিজ জ্ঞান, নিজ সঙ্কল্পে প্রকটিত হই। ভগবান কল্যাণময় গুণযুক্ত ঈশ্বরীয় স্বভাব ত্যাগ না করিয়া নিজ···সঙ্কল্পে দেব মনুষ্যাদি সদৃশ আকারে প্রকটিত হন, সাধারণ মনুষ্যের মত জন্ম

গ্রহণ করেন না, নিজ সম্বন্ধে দেব মনুষ্যাদি রূপে অজত্ব, অব্যয়ত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব ইত্যাদি স্বভাব না ছাড়িয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

শ্রীধর। অব্যয়াত্মা = কর্ম্ম পরতন্ত্রতা রহিত। আত্মমায়া = স্বরূপ-শক্তি, ইহ্যর দ্বারা সম্ভূত হই, অর্থাৎ সম্যক অবিকল জ্ঞান-বল-বীর্য্যাদি শক্তির দ্বারাই অবতীর্ণ হই। অর্জ্জুন মনে যেন প্রশ্ন করিলেন "তথাপি ষোড়শ কলাত্মক লিঙ্গ-দেহ-শূন্য তোমার জন্ম কিরূপে সম্ভব? তাহার উত্তরে ভগবান যেন বলিতেছেন "স্বীয় শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে আশ্রয় বা স্বীকার করিয়া, বিশুদ্ধ অতি উজ্জ্বল সত্ত্ব মূর্ত্তির আশ্রয়ে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হই।

মধুসূদন। জন্ম ও বিনাশ রহিত, সকলের কারণ, মায়াতে অধিষ্ঠান বশতঃ সর্ব্ব ভূতের ঈশ্বর হইয়াও, আমি নিজ স্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক, দেহ ও দেহী ভাব বিনা, দেহীর ন্যায় ব্যবহার করি। প্রকৃতি মায়া নহে, সচ্চিদানন্দ ঘন একরস স্বভাব। "সেই ভগবান নিজের মহিমাতে অবস্থিত" এই শ্রুতি অনুসারে উহা ভগবানের নিজের স্বরূপ। তবে দেহ-শূন্য সচ্চিদানন্দঘন-স্বরূপে দেহত্ব প্রতীত হয় কেন? তাহার উত্তর "আত্ম মায়য়া"।··· ঈশ্বরে কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, তাঁহার জন্ম মৃত্যুর প্রশ্নই উঠেনা। ···অঘটন-ঘটন পটীয়সী মায়া নামক প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া চিদাভাসের দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিয়া, দেহবান না হইলেও যেন দেহবান হই।···ভগবানের দেহ, লীলা-দেহ ইত্যাদি।

বলদেব। এখানে প্রকৃতি শব্দ স্বরূপও স্বভাব পর্য্যায়ের

অন্তর্গত।···জন্ম রহিত্বাদি গুণযুক্ত, সর্ব্বব্যাপী, ঘনীভূত জ্ঞান ও সুখ স্বরূপ যেরূপ, সেই রূপে আমি অবতরণ করি।

নীলকণ্ঠ। অনাত্ম ভূত-প্রকৃতি, তেজ, জল ও অন্নস্বরূপা বা পঞ্চভূতাত্মিকা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া, জীব--সকল জন্মাদি লাভ করিয়া থাকে; আমি কিন্তু অন্য উপাদান আশ্রয় করিয়া নহে, আপনার স্বপ্রকশকত্ব হইতে অভিন্ন প্রকৃতিকে, স্বপ্রকাশ চৈতন্যকে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক আত্ম মায়ায় প্রকাশিত হইয়া থাকি। আমি কূটস্থ চিন্মাত্র, ইন্দ্রিয়াতীত আপনার মায়াতে আপনার চিন্ময় শরীর সৃজন করি।

রামদয়াল। নির্গুণ ব্রহ্ম যখন সগুণ হন, তিনি নিষ্ক্রিয় পরম শান্ত, তিনি যখন সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, সেই পরম শান্ত অবস্থান হইতে, তাঁহাকে অশান্ত স্পন্দনে অবতীর্ণ হইতে হয়। ···আমার দুই দেহ বিরাট শরীর বা স্থূলদেহ, এবং হিরণ্যগর্ভ বা সূক্ষ্ম দেহ। এই বিরাট শরীর হইতে সহস্র সহস্র অবতার জন্ম গ্রহণ করে, এবং কার্য্যান্তে তাহারা ঐ দেহেই প্রবেশ করে।···সর্ব্বব্যাপী অধিষ্ঠান-চৈতন্যে ঘনীভূত মূর্ত্তিই অবতার।··· চিৎ স্বরূপ আমি, আপন স্বরূপে স্থির থাকিয়াও ইন্দ্রজালিকের মত নিজ মায়া দ্বারা মায়িক শরীর সৃজন করি।···আমার দেহধারণ লোকানুগ্রহের জন্য···সহস্র শীর্ষ বিরাট পুরুষের শরীর হইতে বেদমূল ব্রহ্মা উৎপন্ন হন।···আমি···আকাশবৎ নির্ব্বিশেষ, আকাশে রঙের খেলা হয়, আমাতে নানা রঙ কল্পিত হয়।

তিলক। এই শ্লোকের অধ্যাত্ম জ্ঞানে কাপিল সাংখ্য ও বেদান্তের মিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাংখ্যবাদ বলেন, প্রকৃতি নিজেই সৃষ্টি রচনা করেন। কিন্তু বেদান্ত প্রকৃতিকে পরমেশ্বরের এক স্বরূপ জানিয়া বলেন যে প্রকৃতিতে পরমেশ্বর অধিষ্ঠিত হইলে পর প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত সৃষ্টি নির্মিত হয়। নিজের অব্যক্ত স্বরূপ হইতে সমস্ত জগৎ নির্ম্মাণ করিবার পরমেশ্বরের এই অচিন্ত্য শক্তিকেই গীতায় মায়া বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই রূপই বর্ণনা আছে, "মায়া তু প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ মায়িনম্ তু মহেশ্বরঃ।" (শঙ্কর দর্শনে মায়ার অর্থ অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে)।

Vivekananda. I am birthless, I, through my own nature take form.

Gandhi. অব্যয়াত্মা = Inexhanstible in my essence.

গীতা প্রেমী। অধ্যাত্ম রামায়ণ ২২।২৪

সন্তদাস। আমি আপন মায়া দ্বারা স্বপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া, তদবলম্বনে জন্ম লই।

কৃষ্ণানন্দ। ত্রিগুণময়ী মায়াকে স্বীয় চিদাভাস যোগে আশ্রয় করিয়া দেহীর ন্যায় আবির্ভূত হই। এই অনাত্মা মায়া আমার উপাধি মাত্রঃ ব্যবহার কাল মাত্র উহা আমাতে থাকিয়া জগতের কার্য্য সম্পাদন করে। এই মায়ার দ্বারাই আমার বিশুদ্ধ সত্ব-মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। কার্য্য শেষ হইলে মায়া তিরোহিত

হইয়া যায়। এই মায়িক আবির্ভাব ও তিরোভাবের নাম, আমার জন্ম ও মরণ। ঈশ্বরের দেহ, তাঁহার ইচ্ছানুরূপ. মায়া তাঁহার আজ্ঞাকারিণী হইয়া, সাময়িক কার্য্য সাধনোপযোগী দেহ রচনা করিয়া দেয়।

গোয়েনকা। মূল প্রকৃতি সংসার উৎপন্ন করে; যোগমায়া অত্যন্ত প্রভাব শালিনী ঐশ্বর্য্যময়ী শক্তি। যোগমায়া দ্বারা, সময়ে সময়ে দিব্য লীলার জন্য আবশ্যক মত রূপ ধারণ করি।

সচ্চিদানন্দ। সমত্বম যোগ উচ্যতে।···সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, প্রকৃতির অধ্যক্ষত্ব, গুণ-কর্ম্ম বিভাগশঃ চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি, সাধু পরিত্রাণ, দুষ্কৃতির বিনাশ, ধর্ম্ম সংস্থাপনা, প্রভৃতি ঈশ্বরাধিকারোচিত "দিব্য কর্ম্ম" করিতে থাকিলেও, ভগবান নিজ ব্রহ্ম ভাব অবিকৃতই রাখেন। তিনি সগুণ ঈশ্বর ও নির্গুণ ব্রহ্ম, এক সময়াবচ্ছেদে। ইহাই ভগবানের যোগ: তাহাতে উনি যোগেশ্বর। ···ইহাও যোগমায়া, কেন না, হইয়াও না হওয়া, করিয়াও না করা, ইহাই মায়ার স্বরূপ।···সদসদ্ধ্যান অনীর্ব্বচনীয়তা। ব্রহ্মের ঈশ্বর যেমন মায়িক মিথ্যা, ব্রহ্মের জন্মও তেমনি মায়িক মিথ্যা, ঈশ্বরের জন্মকর্ম্ম দিব্য ; জীবের জন্মকর্ম্ম প্রাকৃত।

জ্ঞানেশ্বরী। আমি অজন্মা ; প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করিয়া জন্ম লই। আমি কর্ম্মাধীন নহি ; ভ্রম বুদ্ধিতে মানুষ আমায় কর্ম্মাধীন দেখে।

William Adams—Out of this mystery and

vagueness, and vastness comes the human form of the Divine Redeemer.

Radhakrishnan The Lord uses His nature in a way which is free from subjection to কর্ম্ম। There is no suggestion here that the "becoming" of the one is a mere appearance. It is an actual becoming by the মায়া, the "Capacity, to render this impossible actual." Shankar's view that I appear to be born and embodied through My own power, but not in reality unlike others is not very satisfactory. যোগমায়া refers to the free will of God. His স্বেচ্ছা, His incomprehensible power The assumption of imperfection by perfection, of lowliness by majesty, of weakness by power, is the mystry of the universe. It is maya from the logical stand point.

অরবিন্দ। দিব্য জীবনের দুইটি দিক্ আছে, একটি হইতেছে অবতরণ, মানবীয়তার মধ্যে ভগবানের জন্ম, মানব শরীর ও প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের আত্ম প্রকাশ, চিরন্তন অবতার; অন্যটি হইতেছে আরোহণ, ভাগবত ভাবে মানবের জন্ম। ভাগবত প্রকৃতি ও চৈতন্যের মধ্যে মানবের উত্থান, "মদ্‌ভাব-

মাগতা"। ইহা আত্মার নূতন জন্ম, পুনর্জন্ম লাভ। গীতাতে অবতারবাদে এই যে দুইটি দিক্ আছে, তাহা অসতর্ক পাঠকের চক্ষুতে পড়েনা। গোঁড়া টীকাকাররাও ইহা ধরিতে পারেন নাই···গীতার সমস্ত শিক্ষার ন্যায় এই অবতারবাদও গভীর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবম্ উত্তমম্ রহস্যম্।···এই রূপে মানুষকে তুলিয়া ভাগবত জীবনের মধ্যে লইয়া যাইতে সাহায্য করিবার জন্যই মানব শরীরে ভগবানের অবতরণ। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে শুধু ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবানের অবতরণ কোনও প্রয়োজন নাই, কারণ ধর্ম্ম, ন্যায়, পাপ পুণ্যের বিধান ও সকলের প্রতিষ্ঠা, সর্ব্ব শক্তিমান পরমেশ্বর সকল সময়েই সাধারণ উপায়ের দ্বারা সংসাধন করিতে পারেন।···মহাপুরুষ বা মহৎ আন্দোলনের ভিতর দিয়া এই সকল—সংসাধিত হইতে পারে, স্বয়ং ভগবানকে অবতীর্ণ হইতে হয় না।···আধুনিক মত, অবতারবাদকে অজ্ঞ কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেয়। (অরবিন্দ, জড়বাদীরা কি বলেন, পূর্ণাদ্বৈতবাদীদের কি আপত্তি, ইত্যাদি এখানে আলোচনা করিয়াছেন)। এই সব আপত্তি শুনিবা মাত্র বুদ্ধির কাছে খুব বড় বলিয়া মনে হয়; গীতার গুরুর মনেও যে আপত্তি গুলি উঠিয়াছিল, তাহা পরের শ্লোক গুলিতে ৯।১৩ শ্লোকে প্রকাশ।··· (অরবিন্দের, দুইটি সম্পূর্ণ অধ্যায়, "অবতারের সম্ভাবনা ও প্রয়োজন" এবং "অবতরণের প্রণালী" বিষয়ক)। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গীতা সাধারণ জীবের জন্ম যে ভাষায় বর্ণনা

করিয়াছে, তাহারই বিশেষ প্রয়োজনীয় স্বল্প একটু পরিবর্ত্তন করিয়া ভগবানের অবতারের কথাও বর্ণনা করিয়াছে।···জীবের জন্ম, প্রকৃতিম্ স্বাম্ অবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ (৯।৮), এখানে, "প্রকৃতিম্ স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া;" পূর্ব্বের শ্লোকে অবষ্টভ্য অর্থাৎ নীচের দিকে এমন সজোরে চাপ দেওয়া যাহাতে অধিকৃত বস্তুটি উপরের বস্তুর বশ হইয়া পড়ে; জীব সকলের নিজের কোনও প্রভুত্ব থাকে না।···অন্য দিকে অধিষ্ঠায় অর্থাৎ প্রকৃতিতে বাস করা, অথচ প্রকৃতির উপর দাঁড়াইয়া থাকিয়া সজ্ঞানে অধিষ্ঠাতৃ দেবতা রূপে প্রকৃতির কার্য্য পরিচালনা করা। অতএব, সাধারণ জন্মে যাহা সৃষ্ট হয় তাহা "ভূত গ্রামম্"; দিব্য জন্মে যাহা আবির্ভূত হয়, তাহা স্বয়ং ভূ; আত্ম চেতন স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা, আত্মানম্। বেদান্ত, আত্মা ও ভূতানি এ দুয়ের যে প্রভেদ্ করিয়াছে, পাশ্চাত্য দর্শনও সেই প্রভেদ করিয়াছে, "Being ও তাহার becoming", উভয় ক্ষেত্রেই মায়াই সৃষ্টির বা অভিব্যক্তির উপায় স্বরূপ, কিন্তু দিব্য জন্মে ইহা আত্ম-মায়া (যাহকে পরে যোগমায়া বলা হইয়াছে), নিম্নতম অবিদ্যা মায়া নহে···অবিদ্যা শব্দের অর্থ নামিয়া আসা যে, রেখা ভাগবৎকে মানবীয় স্তর হইতে পৃথক্ করিতেছে, সেই রেখার নীচে ভগবানের নামিয়া আসাই অবতার। প্রত্যেক মানবেরই সনাতন সর্ব্ব গত আত্মা, ভগবান। এমন কি মানুষের ব্যক্তিগত আত্মাও ভগবানের অংশ, "মমৈবাংশ"; সেই এক চৈতন্যের আংশিক চৈতন্য, সেই এক শক্তির আংশিক শক্তি।···মানুষের

এই উর্দ্ধ গতিকে ক্রমবিবর্ত্তনবাদকে সাহায্য করিবার নিমিত্তই ভগবান অবতার রূপে নামিয়া আসেন।···মানুষের মধ্যে ভাগবৎ সত্ত্বা প্রকাশ সম্ভব, ইহা দেখাইবার জন্যই অবতার, যেন মানুষ দেখিতে পায়, উহা কিরূপ, এবং নিজ দিগকে ঐ সত্ত্বায় পরিণত করিবার ভরসা করিতে পারে।···অবতারের উদ্দেশ্য অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন যাপনে একটি প্রণালী দেওয়া, শুধু এক মতবাদ নহে।···কোন মনুষ্য দেবোচিত চরিত্র, বুদ্ধি ও কর্ম্ম শক্তির অসাধারণ প্রকাশ হইলে, তাহাকে অবতার বলা হয়, এ ধারণায় কিছু সত্য আছে, অর্থাৎ অবতার যিনি তিনি বিভূতিও বটে। বিভূতি প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রথম, প্রত্যেক দলের, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, প্রত্যেক শ্রেণীর বিশিষ্ট, গুণ ও কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।···এই সকলকে দেবতা বা অবতার বলিয়া মানিবার ঝোঁক ভারতবাসীর সংস্কার বস্তু; তাহারা গুরু, ধর্ম্মপ্রচারক সকলকেই ভগবানের অংশ অবতার বলিয়া লয়। দাক্ষিণাত্যে, অনেক সাধুপুরুষদের বিষ্ণুর প্রতীকাত্মক জীবন্ত অস্ত্র শস্ত্রের অবতার বলা হইয়াছে। কিন্তু বিভূতি ও অবতার এক নহে। কেবল ভাগবত গুণ থাকিলেই হয় না, ভগবান স্বয়ং বর্ত্তমান থাকিয়া মানবীয় প্রকৃতিকে পরিচালনা করিতেছেন, এই জ্ঞান ভিতরে থাকা চাই···অবতার সম্বন্ধে মাঝামাঝি একটা মতবাদ আছে; মানবীয় আত্মা নিজের মধ্যে ভগবানকে অবতীর্ণ করান।··· মানব চৈতন্য বিকসিত ও রূপান্তরিত হইতে হইতে যখন ভাগবত চৈতন্যে পরিণত হয়, তখনই হয় মানুষের দিব্য জন্ম।···জীব

নিজের ব্যক্তিগত সত্তাকে এক অখণ্ড বিশ্বব্যাপী সত্তায় ডুবাইয়া দেয়, অথবা যেমন কেহ কেহ আরও চূড়ান্ত করিয়া বলেন যে জীব, অদ্বিতীয় ব্রহ্মই হইয়া যায়। গীতা বলিয়াছে বটে যে জীব ব্রহ্ম হয়, ব্রহ্মভূত; এবং এই রূপে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বাস করে, কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে গীতা কোথাও বলে নাই জীব ভগবান বা পুরুষোত্তম হয়, যদিও গীতা বলিয়াছে যে জীব, স্বয়ংই ঈশ্বর-ভগবানের অংশ-সত্তা, মমৈবাংশ। সত্য বটে যে প্রত্যেক জীব নিত্য জন্ম লাভ করিতে পারে, কিন্তু উহা ভগবানের অবতরণ নহে; উহা, বড় জোর বৌদ্ধ মতানুযায়ী বুদ্ধত্ব লাভ, জীবের পক্ষে বর্ত্তমান জাগতিক ব্যক্তিত্ব হইতে উঠিয়া এক অনন্ত পরা-চৈতন্যে জাগ্রত হওয়া···খৃষ্টানদের ত্রিসত্তাবাদ (Trinity), পিতা এই আভ্যন্তরীন স্বর্গবাসী, পুত্র অথবা পরপ্রকৃতি গীতার মতানুযায়ী জীব হইয়া ভূতলে নরদেহে দিব্য-মানব-রূপে অবতীর্ণ The Holy Spirit হইতেছে শুদ্ধ আত্মা, ব্রহ্মচৈতন্য, এই আত্মা বা চৈতন্যের দ্বারা পিতা ও পুত্র এক হন।···পুরুষোত্তমের দিব্য-চৈতন্য মানুষের মধ্যে নামিয়া আসিতে পারে, তাহা শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িকেরা বলিয়াছেন।···মাঝে মাঝে তিনি স্বয়ং ভগবান হইতেন, ভগবানের মত কথা কহিতেন···অবতার সকল সময়েই ভাগবৎ ভাব ও মানুষ ভাব, এই দুই ভাব সমন্বিত।···অবতার বাজীকরের মতো আসেন না।···তাহাকে মানবোচিত ও শারীরিক যন্ত্রণাও গ্রহণ করিতে হইবে, এবং দেখাইতে হইবে, প্রথমতঃ কেমন করিয়া এই দুঃখ যন্ত্রণাকেই মুক্তির সহায় করা

যাইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ কেমন করিয়া ভাগবত সত্তা মানবীয় প্রকৃতিতে এই দুঃখ যন্ত্রণা স্বীকার করিয়াও মানবীয় প্রকৃতিতে তাহা জয় করিতে পারে, (বুদ্ধ যেমন করিয়াছিলেন)। যাহারা বিজ্ঞ ভাবে মাথা নাড়িয়া বলে যে অবতাররা ভগবান হইতে পারে না, কারণ তাহারা মরে, ও রোগের দ্বারা মরে, তাহারা অবতারের মূল উদ্দেশ্য কিছুই বুঝে নাই; দিব্য আনন্দের অবতার হইবার পূর্ব্বে দুঃখ ও যন্ত্রণারও অবতার হইতে হইবে।···অবতার নিজ দেহ কোন্ যুগে কিরূপ প্রয়োজন, তাহা নির্ণয় করেন। এই রূপে কোন এক ভাবেই, কেহ কেহ বিষ্ণুর দশাবতারের ব্যাখ্যা করেন।···কাল হিসাবে বুদ্ধের পূর্ব্বে, কিন্তু স্থান হিসাবে সর্ব্বোচ হইতেছেন পূর্ণ দেবভাবাপন্ন মানব শ্রীকৃষ্ণ।···কল্কি শ্রীকৃষ্ণের পরে হইলেও, তিনি শুধু শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আরব্ধ কর্ম্মই সম্পন্ন করেন।···যে সন্ধিক্ষণে অবতারের আবির্ভাব তাহা বাস্তব পক্ষে যখন জাতির চৈতন্যের কোনও মহাপরিবর্ত্তন সংসাধন করিতে হয়, (অরবিন্দ ২ পূর্ণ অধ্যায়ে "দিব্য ও দিব্য কর্ম্ম এবং দিব্য কর্ম্মী" আলোচনা করিয়াছেন, সংক্ষেপ করা অসম্ভব)। সামাজিক রাজনৈতিক নহে, আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন যখন উদ্দেশ্যে হয় তখন মানবীয় মন ও আত্মার মধ্যে ঐশ্বরিক চৈতন্যের পূর্ণ বা আংশিক আবির্ভাব হয়। গীতায় অবতারের বাহ্যিক কর্ম্ম "ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়" বলা হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি নৈতিক, একটি দার্শনিক ও একটি আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। নৈতিক অর্থ সৎ কর্ম্মের নীতি, ন্যায় আচরণের বিধান অথবা

আরও ব্যবহারিক ভাবে, সামাজিক অনুশাসন পালন। এই রূপে কৃষ্ণাবতারের প্রয়োজন বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের কথা ধরা হয় নাই, এবং ধরিলে খৃষ্টকে ও বুদ্ধকে বাদ দিতে হয়। কিন্তু শুধু আধ্যাত্মিক অর্থ ধরিলে অবতারের কর্ম্মে একটা আবশ্যকীয় দিক্ বাদ পড়িয়া যায়।···আমরা যাহাকে ধরিয়া থাকি এবং যাহা আমাদের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কার্যাবলীকে ধরিয়া রাখে, এ দুই-ই ধর্ম্ম।··· ধর্ম্মের মূলনীতি অপরিবর্ত্তনশীল বটে, কিন্তু ইহার রূপের পরিবর্ত্তন ও বিকাশ সকল সময়েই চলিতেছে। ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের সংগ্রাম চলিতেছেই। দেবাসুর সংগ্রাম ইহার রূপক। বৌদ্ধ ধর্ম্মে শরণ লয়—ধর্ম্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধের। খৃষ্টানেরা ধর্ম্ম, চার্চ্চ ও খৃষ্টের এবং বৈষ্ণব শরণ লয়—ভাগবত, ভক্ত ও ভগবানের।··· তাহা হইলে দিব্য জন্ম এক উচ্চতর চেতনায় আত্মার দিব্য ভাবাত্মক জন্ম লাভ এবং দিব্য জন্ম লাভ করার পূর্ব্বে ইহার উপায় স্বরূপ এবং পরে ইহার অভিব্যক্তি স্বরূপ দিব্য কর্ম্ম করা, ইহাই গীতা কথিত কর্ম্ম যোগের সমগ্র তত্ত্ব।···মুক্ত মানবের ব্যক্তিগত কোনও আশা আকাঙ্ক্ষা নাই।···তিনি সর্ব্বত্র দুইটি জিনিষ দেখেন, তিনি দেখেন যে ভগবান সর্ব্বভূতে সমান ভাবে বিরাজ করিতেছেন, কেবল সাময়িক ঘটনা ক্রমে সর্ব্বত্র ভগবানের প্রকাশ সমান নহে।···সকলের প্রতি, তাঁহার অন্তরে সমান দয়া।···দিব্য কর্ম্মীর আর এক লক্ষণ পূর্ণ আন্তরিক আনন্দ।··· কর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানীগণও মোহিত হন, কারণ বাহ্য দিক্‌টা লইয়া

বিচার করেন বলিয়া, এ বিষয়ে যাহা মূলতত্ত্ব তাহার কোনও সম্বন্ধ পান না।···ভগবানের সহিত আত্মাকে যুক্ত রাখিয়া সকল কর্ম্ম করিতে হইবে।·· জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তা বলিয়া যাহা দেখা যায় তাহার মধ্যেও কর্ম্ম চলিতেছে।···ভগবান এই সকল কর্ম্মের অধীশ্বর, প্রকৃতি তাঁহারই পরিচালনায় যন্ত্রস্বরূপ ঐ সকল কর্ম্ম সম্পাদন করে···এই জ্ঞানের জ্বলন্ত ও পূত অগ্নিশিখায় তাহার সমস্ত কর্ম্ম যেন পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়।

ব্যোমব্রহ্ম। জন্ম রহিত অবিনশ্বর সর্ব্ব ভূতেশ্বর হইয়াও আমি প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া নিজের আশ্চর্য্য সংঘটনকারিণী শক্তির দ্বারা আবির্ভূত হই, অর্থাৎ ক্রিয়া প্রকাশিত করি।

মহানাম ব্রত। ভগবানের অবতরণ রহস্য দুইটি কথায়—নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া, ও আত্মমায়া শক্তি দ্বারা। তাঁহার প্রকৃতি তিনটি—একটি প্রকৃতি জগৎ, ভূম্যাদি ভূতময় (৭।৪), আর একটি প্রকৃতি জীবভূত (৭।৫) যে জগৎ ধারণ করে। এ ছাড়া আরও একটী প্রকৃতি আছে, ইহাতে অধিষ্ঠান করেন অবতরণ কালে; আর সেটি গতিময়ী হয় যে মহাশক্তিতে, তার নাম আত্মমায়া। একটি মায়া আছে গুণমায়া (৭।২৪), ইহা সেটি নহে· এ হল নিজ মায়া, আত্মমায়া।

কেবল যুগে যুগে নহে, যখন যখন প্রয়োজন।···যাহারা ভজন শক্তির প্রভাবে, মুক্তি সুখেরও অপেক্ষাশূন্য, তাহারাই সাধু নাম বাচ্য। ভগবদ্ ভক্তকে যে পীড়া দান করে, সেই

দুষ্কৃত। সেই ব্যক্তি যদি, তিনি ভিন্ন অপরা কোন ব্যক্তির দ্বারা বধ্য না হয়, তবেই তাঁহাকে আসিতে হয়।...

একবার অধ্যক্ষ রূপে থাকিয়া প্রকৃতি দ্বারা জগৎ সৃষ্ট করান্ (৯।২০), আবার সৃষ্টিকে চালাইবার জন্য তন্মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন; তাহারপর জীবান্তর্য্যামী ভাবে, সর্ব্বজনের হৃদয়ে প্রবেশ করেন (১৮।৬১), এবং যন্ত্রারূঢ় কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত তাহাদিগকে ভ্রমণ করান। তারপর, এই বিশ্বের সাজান বাগানে, আরও একবার আপনাকে সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়া দেন।

জীব-দেহ সৃষ্টি করে জীবের কর্ম্মফল; তাঁর চিন্ময় দেহ প্রকটন করেন, তাঁর চিৎ শক্তি; চিদ্ বিভূতি মূর্ত্তি তাঁহার, নিত্য মায়া স্পর্শ শূন্য; শুধুই চৈতন্য সত্তার বিলাস।

মতিলাল। ব্রহ্মের বিভাব সম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছেন—ঈশ্বর মায়োপহিত চৈতন্য, অর্থাৎ চিদ্‌ঘন সৎ। তারপর হিরণ্যগর্ভ, যিনি সূক্ষ্ম সৃষ্টির উৎপত্তি ক্ষেত্র। শেষে বিরাট...স্থূল সৃষ্টির সমষ্টি চৈতন্য। বৈষ্ণব কবির ভাষায়—হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী, ব্যষ্টি জীব অন্তর্যামী ক্ষীরোদক শায়ী...মায়া ও প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—মায়া জগৎ কারণ—প্রকৃতি প্রকাশ্যময়ী—তটস্থা চৈতন্যরূপিণী; তিনই এক-একই তিন—মূলে অভেদ।

জগদীশ্বরানন্দ। মৃত্যুর পরে সূক্ষ্ম দেহ লইয়া আত্মা পুনঃ স্থূল দেহ ধারণ করে। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য যে অবতারের সূক্ষ্ম দেহ নাই।

মতিলাল। আত্ম প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আত্ম মায়া বলে জন্ম পরিগ্রহ করি।··· ঈশ্বর, ক্লেশ (অবিদ্যা), কর্ম্ম (ধর্ম্ম অধর্ম্ম), বিপাক (কর্ম্মফল), আশ্রয়, ফলানুকূল সংস্কারযুক্ত চিত্ত—এ সব হইতে সম্পর্কলেশশূন্য। যিনি অবিনাশী, তাঁহার জন্ম কি? "তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ।"

আনন্দগিরি। এই শ্লোকের প্রথমাংশে পারমার্থিক ও শেষাংশে প্রতিভাসিক জন্মের ব্যাখ্যা।

ভুপেন্দ্রনাথ। ভগবানের দেহধারণ, তাহা কর্ম্ম জনিত ফলে নহে, উহা তাঁহার স্বকীয় ইচ্ছাশক্তি বশে হইয়া থাকে। তাঁহার ইচ্ছা হইলেই, তিনি স্বকীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া বা আজ্ঞা করিয়া ইচ্ছানুরূপ দেহ পরিগ্রহ করেন। তাঁহার জন্ম মৃত্যু নিজায়ত্ত; ভগবান স্বেচ্ছায় যেমন দেহ গ্রহণ করেন, তেমনি ইচ্ছামত এই দেহকে সঙ্কুচিত করিয়া, লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া যান, মায়িক 'দেহাস্থিপঞ্জরের' অনুসন্ধানই কেহ পায় না।—তাঁহার এইরূপ দেহ ধারণও তাঁহার মায়ার খেলা,—প্রয়োজনানুরূপ দেহধারণ করিয়া থাকেন।···ভূতানুগ্রহের জন্য দেহের প্রয়োজন।···ভগবান যে প্রকট দেহ অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হন, জীবের মঙ্গলের জন্য, সেই দেহ নিত্য, চিন্ময় স্বরূপবৎ জগতে নিত্য পূজিত হয়, ইহা তাঁহার নিত্য সিদ্ধ শরীর। এই দেহের সহিত দেহাধিষ্ঠিত পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মা প্রকাশমান, জীব তাহার উপাসনা করিয়া কৃতকৃত্য হয়। অগ্নির শিখাও অগ্নি।···সে শরীর মায়াধীন নহে, ইচ্ছায় হয়। ভগবানের

এই ইচ্ছাই বা সঙ্কল্পই বেদ ও এই বিরাট বিশ্ব। এই ইচ্ছা যেমন তাঁহার সত্তা হইতে পৃথক নহে, তদ্রূপ এই বিশ্ব ও বেদ ভগবানের স্বরূপ হইতে পৃথক নহে।···অজ্ঞানী, বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার এই পিণ্ড দেহাদি মায়ার খেলা গুলিতে নানাত্ব অনুভব করে, এবং সকলের প্রকাশ যে একেরই প্রকাশ তাহা বুঝিতে না পারিয়া বিহ্বল হইয়া পড়ে।

ভক্তিপ্রদীপ। সন্ = am অব্যয়াত্মা = unchangeable. অপি সন্ = and though. ভূতানাম্ = of all the universe. অধিষ্ঠায় = taking the help of. স্বাম্ প্রকৃতিম্ = My own Potency. আত্মমায়য়া = through the agency of the Enlightened Energy. (যোগমায়া = My own internal controlling Potency. মহামায়া = My external Deluding Potency, which deprives people of the recollections of their previous births.) (যোগমায়া is inseparately associated with Me, assists Me in My Transcendental Revels and guides My true devotees in rendering their loving service to Me. মহামায়া, the perverted aspect of যোগমায়া enthrals the fallen soues with Her three qualities, and forces them to rotate in the cycle of births and rebirths, on account of their abuse of free

will and their forgetfulness of their real self and of Me.

Telang—Even though I am unborn and is inexhaustible, in my essence. even though I am Lord of all beings, still I take the control of my own nature, and am born by means of my delusive powers.

ভগবান বলিলেন, ন মে কর্ত্তব্যম্ ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন, নানবাপ্তমবাপ্তব্যম্ (৩।২২) হইলেও, কেন আসি ও কি ভাবে কি করি, তাহা শোন :—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮

পদচ্ছেদ। যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ ভবতি ভারত, অভূত্থানম্ অধর্ম্মস্য তদা আত্মানম্ সৃজামি অহম্। পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, ধর্ম্ম-সংস্থাপন অর্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

অন্বয়। ভারত, যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানম্ভবতি, তদা অহম্ আত্মানম্ সৃজামি। সাধূনাম্ পরিত্রাণায়, দুষ্কৃতাম্ বিনাশায়, ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় চ যুগে যুগে সম্ভবামি।

কঠিন শব্দ। যদা যদা হি = যখন যখনই। গ্লানি = ঘৃণাকর পঙ্কিলতা। আত্মানম্ সৃজামি = নিজেকে আবির্ভূত করাই; আমার নিত্যসিদ্ধ রূপকেই মায়াবশে এইরূপে সৃষ্টি করা রূপের মত দেখাই (মধুসূদন)। (মাতা পিতার সংযোগে উৎপন্ন হওয়া, সে ভাবে আমি উৎপন্ন হই নাই। কারাগারে, যেখানে বসুদেব ও দেবকী অবরুদ্ধ ছিলেন সেখানে আবির্ভূত হইয়াছিলাম)। পরিত্রাণায় = সকল কঠিন পরিস্থিতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য। দুষ্কৃতাম্ দুষ্টদিগের। সম্ভবামি = প্রকটিত, আবির্ভূত হই।

অনুবাদ। হে ভারত (অর্জ্জুন) যখন যখনই ধর্ম্মে পঙ্কিলতা আসে ও অধর্ম্মের উত্থান বা আধিক্য হয়, তখন তখনই আমি নিজেকে আবির্ভূত করাই। সাধুদিগের রক্ষার জন্য, দুষ্টদিগের বিনাশের জন্য, ও ধর্ম্মকে (সংশোধিত ভাবে বা নূতন ভাবে) প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যুগে যুগে আমি আবির্ভূত হই।

আমি যুগাবতার রূপে, বা দেবোপম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের দ্বারা সময় উপযোগী ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করাই। কিন্তু কালের নিয়মে, মানুষের সেই ধর্ম্মের প্রতি, নিষ্ঠার শিথিলতা আসিতে থাকে; তখন পঙ্কিল করা নানাবিধ ক্রিয়া সমূহ তাহাতে প্রবেশ করিতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন বিচ্ছিন্নকারী নানা মতবাদের জন্ম হইয়া থাকে। সেই পঙ্কিল ধর্ম্মে দুষ্ট দিগের বৃদ্ধি হইতে থাকে ও সাধুরা তাহাদিগের

দ্বারা অত্যাচারিত হইতে থাকেন ক্রমে, পরিস্থিতি এত জটিল ও জঘন্য হইয়া উঠে যে, মানব কৃত উদ্যম, তাহার সংস্কারে নিস্ফল হইয়া পড়ে। তখন সেই অপবিত্র মৃত, বিকৃত ধর্ম্মকে সরাইয়া ফেলিতে ও তাহার স্থানে প্রাণবন্ত ও সময়োপযোগী ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত, দুষ্টের দমন ও বিনাশ করিতে ও সাধুদিগের পরিরক্ষিত রাখিতে মানুষের দেহ ধরিয়া, শিক্ষক ভাবে, আমাকে আবার আসিতে হয়, আর আসিতে হয় সময় বুঝিয়া যখন আমার জন্য অনেক গুলি কাজ জমা হইয়া পড়ে, যাহা আমা বিনা নিস্পাদিত হইতে পারে না, যথা নানা শাপ ও নানা বর যাহাতে আমাকে যুক্ত করা হইয়াছে, বা আমি নিজে যুক্ত হইয়াছি সেইগুলি ফলীকৃত করিতে, যথা অহল্যাকে উদ্ধার, দণ্ডকারণ্যের ত্রেতার ঋষিদিগের মনস্কামনা পূরণ (তাহারা আমার সেই বরে, এই কৃষ্ণ জন্মে আমাকে গোপীভাবে ভজনা করিতে পাইয়াছিল), জয় বিজয়কে, রাবন শিশুপালাদি জন্মে উদ্ধার, অঙ্গদকে নিজ হইতে বরদান (দ্বাপরে যে ব্যাধ হইয়া, পিতৃবধের শোধ লইতে আমাকে যেন গুপ্ত করিতে পারে) ইত্যাদি এই সব কাজ আমা ছাড়া আর কাহারও দ্বারা সম্পাদিত হইত না। এইগুলি ফলীকৃত করিতে আমারই আসিতে হয়। ভগবদ্-ভক্ত, পীড়নকারী ব্যক্তি যদি কোন দেবতার বরে, বা পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মে, অন্য কাহারও দ্বারা বধ্য না হয় তাহাকে বিনাশ করিতে আমাকেই আসিতে হয় আমি বসিয়া বসিয়া তাহার মন ঘুরাইয়া দিলাম

বা ইচ্ছার দ্বারা তাহাকে মারিয়া ফেলিলাম এরূপ অদ্ভুত কিছু করি না।

ভগবান ও ভগবৎ প্রণোদিত ঋষি মানবেরা আদর্শ স্থাপনের জন্যও আসেন (৩।২৪-২৫)। একজনের সত্য ভাবে সু-আচরণ করায়, ও লোকের তাহা দেখায়, যাহা শিক্ষা হয়, শত সহস্র মৌখিক উপদেশে তাহা হয় না। যুগে যুগে, শুধু যুগে যুগে নয়, বার বার যখনই প্রয়োজন হয়, তখন ভগবান নিজেকে প্রকটিত করেন। দরকার পড়িলে এক যুগে একাধিক বার অবতীর্ণ হন।

"পরিত্রাণ", এই শব্দের অর্থ শুধু পরিরক্ষিত নয়, ইহাতে আরও কয়েকটি সুসঙ্গত ভাব আছে, যথা সাধুদিগকে আসুরিক ভাবের স্পর্শ বা প্রভাব হইতে রক্ষা করা, ভগবানের জন্য কর্ম্ম সাক্ষাৎ ভাবে উপলব্ধিত করাইয়া পুনর্জন্ম হইতে পরিত্রাণ দেওয়া; ভগবানের বিরহে সাধুরা যখন অত্যন্ত তাপিত হইয়া উঠে, সেই তাপ হইতে তাহাদের মুক্ত করা।

"বিনাশায়" ইহার সুসঙ্গত অর্থ হইবে আসুরিক ভাব নষ্ট করিয়া দেওয়া। অবতার, পাপীদের হাতে করিয়া বধ করেন, এ ভাবে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। চৈতন্যদেব বা বুদ্ধদেব কাহাকেও হাতে করিয়া বধ করেন নাই। উহা মশা মারিতে কামান দাগা হয়। অবতারদিগের আগমনে যে একটা পুণ্যের বন্যা বহিতে থাকে, মানুষের ভিতরের পাপ পুরুষ তাহাতে তলাইয়া বিনষ্ট হইয়া যায় (বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম)। পাপের

যে মলপূর্ণ পচনশীল নদী বহিতেছিল তাহার পঙ্কিলতায় সাধুদের আর পড়িতে হয় না, পাপ স্পর্শ হইতে তাঁহারা "পরিত্রাণ" পান; মৃত্যুময় সংসার সাগর হইতে তাঁহারা ত্রাণ পান (তেষামহম্ সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার সাগরাৎ)"। (১২।৭)। "When an inarnation comes, a tidal wave of spirituality breaks upon the world." **Sri RamaKrishna quoted** by Swami **Vivekananda.**

ধর্ম্ম কি, তাহা প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। যোগীরা বলেন আমাদের অন্তরে মনের ভাবানুযায়ী সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের উদয় হইতে থাকে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা হয় ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও তাহাই হয়। মানুষ যদি কলিযুগ হইতে মানসিক সত্য যুগে ধর্ম্মে নীত হইয়া থাকিতে ইচ্ছুক হয়, সেই ভাবে তাহার সাধনার প্রয়োজন হয়। মন যখন অশান্তির গ্লানিতে বিপর্য্যস্ত হইতে থাকে, উদ্ধারের কোনও উপায় পাওয়া যায় না, ভগবানের শরণাগতি তখন একমাত্র উপায় হয়; অকপট ভাবে শরণাগত হইলে ভগবান সাধকের মনে নিজে অবতরণ করেন। যদি অকপট ভাবে তাঁহাকে ডাকা হয়, তাঁহার অসীম কৃপায় সাধক মানসিক উদ্বেগ হইতে পরিরক্ষিত হইতে থাকে (পরিত্রাণায় সাধূনাম্) ও ভগবৎ পদে যুক্ত হইবার অন্তরায় সমূহ, তাহার দূরীভূত হইতে থাকে (বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্)। মানুষকে ভগবান কিছু স্বতন্ত্রতা, কিছু স্বাধীনতা দিয়াছেন; তাহার যদি অপব্যবহার করিয়া,

জগৎ চক্রের সুষ্ঠু গতিতে মানুষ যদি বিঘ্ন আনিতে চেষ্টা করে, তাহা হইতে থাকিলে ভগবানকে কিছু অলৌকিক ব্যাপার না করিয়া, মানুষ-রূপে, শিক্ষক হইয়া শাসক হইয়া, আসিয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে হয়। ইহাই ভাগবতী নিয়ম, তিনিই এ নিয়ম করিয়াছেন। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। যদি বল, ঈশ্বর দুষ্কৃতকারীদিগের মন ঘুরাইয়া দেন না কেন? —তাহার উত্তর, তাহাও তিনি ইচ্ছা করিয়াই করেন না— তাহাদের স্বাধীনতায় তিনি হস্তক্ষেপ করেন না যে স্বাধীনতা, কু-স্বাধীনতা বটে কিন্তু তাহা যে জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফলে উৎপন্ন; ঈশ্বর কর্ম্মের নিয়ম ভঙ্গ করেন না। তিনি শুধু সত্যং নহে, তিনি ঋতম্-সত্যম্ পরমব্রহ্ম। মানুষ যখম ধর্ম্মে বিকট গ্লানি আনে, তখন মানুষ হইয়া ভগবানকে আসিতে হয়, সেই গ্লানি অপনোদন করিতে। অলৌকিক ভাবে তিনি দুষ্কৃতদিগকে সরাইয়া ফেলেন না, তাহার আর একটি কারণ বোধ হয় এই যে তিনি চাহেন মানুষ পুরুষকার চালাইবে, নিজে সমাজ সংশোধন করিবে। মাত্র তখনই তিনি আসেন, যখন মানুষ পুরুষকার চালাইয়াও নিষ্ফল হইতে থাকে, এবং নিষ্ফল হইয়া, কাতর ভাবে তাঁহার শরণাগত হয়। মানবিক উপায়ে তখন তিনি তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। আর, সকল সময়ে তখনই যে তিনি সাহায্য করেন, তাহা নহে, হয় তো বা পূর্ব্ব জন্মের পাপে, বা অন্য কোনও কারণে, আর্ত্ত, সাহায্য তখনই পায় না। পুরুষকার, কর্ম্মফল, কৃপা—

ইহাদের মিশ্রিত ফল, স্থান, কাল, পাত্রে, কি রকম হয়, কিছুই কেহ বলিতে পারে না—মানুষের সাধ্য নাই যুক্তির বলে ইহার হদিশ পায়।

যেমন, কালের গতিতে যে নদী প্রথমে প্রাণবন্ত ছিল, সেও, অনবরত তাহাতে লতাপাতা ও আবর্জ্জনাদি পচিতে থাকিলে, হীন প্রাণ হইয়া যায় ও তাহার জল পচিতে আরম্ভ করে, সেই রূপ ধর্ম্মেও হয়। দুষ্ট দুই চারি জন পাপ ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিলে, অন্যেরা এই ভাবিয়া তাহাদের অনুসরণ করে যে, ইহারা তো বেশ সুখে আছে, ইহাদের তো কোনই অনিষ্ঠ হইতেছে না, আমরাই বা কেন ইহাদের মত না থাকি? এই ব্যাপার যখন ব্যাপক ভাবে ঘটিতে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে, নানা মুনির নানা মতবাদে ও নানা ক্রিয়া কলাপে, ধর্ম্মের পূর্ব্ব রূপ চলিয়া যায় ও তাহাতে বিকৃতি আসে, তখন বলা হয় যে ধর্ম্মে গ্লানি আসিয়াছে ও অধর্ম্মের প্রাধান্য বাড়িতেছে। এই গ্লানি যখন বিকট হইয়া উঠে যখন তাৎকালিক সজ্জনেরা অকপট ভাবে চেষ্টা করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না, যখন দুষ্ট দিগের দ্বারা তাঁহারা নির্য্যাতিত ও নিহত হইতে থাকেন, তখন কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, তাঁহাকে ভগবান কেহ না বলিতে চাহেন, না বলিবেন, ইহা ভগবানেরই আসার মত, কারণ যিনি আসেন, তিনি ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট থাকেন। মানুষের ভিতর হইতেই ভগবানের প্রকাশ হয় মানুষই ভগবানের প্রতীক হয়। ভগবানের শক্তি

যাঁহাতে অবতরিত হয়, তিনি অবতারই, তাঁহাকে যদি ভগবান না বলা হয়, না হইল। শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান না বলিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু ভগবান তাঁহার মাধ্যমে সাড়া দিয়াছিলেন, ইহা ভাবিলে আশা করি কেহ বিরক্ত হইবেন না।

যাঁহার স্পর্শে, এমন কি যাঁহার দৃষ্টিতে, মানুষের জ্ঞানোন্মেষ হয়, অজ্ঞানের নাশ হয় (বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম), শাস্ত্র নূতনাভাবে প্রকাশ পায় (ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়), এবং যাঁহার কৃপায় পুণ্যাত্মারা "মায়ামেতাম্ তরন্তি তে" (৭।১৪) হন এবং এই জীবনেই জীবন্মুক্তি লাভ করেন, যিনি জীবের এই ভাবে উদ্ধার সাধন করেন, এবং জ্ঞান-তাপসেরাও যাঁহাকে আদর্শ ভাবে পাইয়া, বীত রাগ—ভয়ক্রোধ হইয়া উর্দ্ধতর স্থিতি লাভ করেন, ভগবানের অবতার ছাড়া আর কি নাম তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারে ?

পরমহংসদেব বলিয়াছেন, "বড় বড় বাহাদুরী কাঠ যখন ভাসিয়া আসে, তখন কত লোক তাহার উপর চড়িয়া চলিয়া যায়, তেমনি যখন অবতারাদি আসেন, কত শত লোক তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তরিয়া যায়; সিদ্ধ পুরুষ কষ্টে স্বষ্টে, মাত্র নিজে চলিতে সমর্থ হন"।

এই শ্লোক গুলিতে আরও একটি অর্থ আছে। আমাদের মনে সু ও কু দুই ই আছে। কু-বলে উপভোগই পরম পুরুষার্থ, এবং সু-কে তাহা বুঝাইতে অনবরতঃ চেষ্টা করে। বশে আনিবার জন্য সু-কে নানা প্রলোভন দেখায়, তাহার পর নানাবিধ ভাবে

নির্য্যাতিত করে। এই নির্য্যাতন যখন বাড়িতে বাড়িতে চূড়ান্ত হয়, এবং তাহাতেও যদি সু না ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন ভগবান যেন তাহার ভিতর আবির্ভূত হইয়া তাহাকে অসীম শক্তিশালী, করিয়া তোলেন। কু পরাজিত হয়, সু পতন হইতে পরিত্রাণ পায়। কর্ম্ম তত্ত্বে ইহা একটি বিশেষ সত্য যে, যাহা কর্ত্তব্য, শত নির্য্যাতনে তাহা ছাড়িবে না। কর্ত্তব্য স্থির থাকিলে ভগবান সহায় হন।

দুষ্কৃত-কারীদিগের নির্মম নির্য্যাতন সাধুদিগের প্রতি চির-কালই হইয়া আসিয়াছে, ইহাই হইয়াছে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে, ইহাই হইয়াছে প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে, ইহাই হইয়াছে হরিদাসের প্রাণ লইবার জন্য নৃশংস ভাবে বেত্রাঘাত, আর ইহাই হইয়াছে শিখদিগের তাহাদের শত্রুগণ কর্ত্তৃক নির্মম ভাবে বধ সাধনে। কিন্তু সাধুরা এই নির্য্যাতনে ভাঙ্গিয়া পড়েন না, প্রাণ দান তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না।

প্রশ্ন যদি উঠে কর্ম্মযোগের প্রাচীনতা সম্বন্ধে ও তাহার মহান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে, তাহার উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। প্রশ্ন যদি উঠে ভগবানের আসা ইত্যাদির সঙ্গে কর্ম্মযোগের সম্বন্ধ কি, এ শ্লোকগুলি ও ইহার পরের এই সম্বন্ধীয় শ্লোক গুলি না জানিলে ক্ষতি কি হইত, তাহার উত্তর উপরে দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা সংক্ষেপে এই যে, কর্ম্ম তত্ত্বের ইহা একটি মহৎ তথ্য যে, যাহা সত্য বলিয়া ধারণা হইবে তাহাকে ধরিয়া থাকিতে হইবে, এই ভরসায় বুক বাঁধিয়া যে ভগবান তাহা

প্রতিষ্ঠিত করিয়াই দিবেন। কখন কি আকারে তিনি তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন, তাহা বলা দুঃসাধ্য। আর, তাঁহার আসার সম্বন্ধে, কখন কি ভাবে তিনি আসেন, তাহাও বলা যায় না; তবে ইহা ঠিক যে তিনি আসেন—হয় প্রতিনিধি পাঠাইয়া দেন যাহা তাঁহারই আসা, বা প্রয়োজন হইলে নিজেই আসেন,—আর আসেন স্বর্গ হইতে লাফাইয়া নহে, মানুষের ভিতর হইতে মানুষ ভাবে নির্গত হইয়া। আর, ইঁহাদের আসা হয়, মানুষকে শিখাইতে, "Intense peace in intense action" কাহাকে বলে, আর, শিখাইতে, কি করিয়া নির্লিপ্ত ভাবে, মনে সাম্য ও স্থৈর্য্য রাখিয়া, কর্ম্ম ত্যাগে নহে, কর্ম্ম যোগে সংশয় শূন্য ভাবে, মনে বৈরীতা না রাখিয়া, স্বধর্ম্ম কঠিন কর্ম্ম হইলেও,—কি করিয়া তাহার নিষ্পাদনে নিজেকে যুক্ত রাখিতে হয় (৪।৪১, স্ক্র২)। এই ভাবে ও এই সব শিক্ষা দিতে ভগবান ও তাহার প্রতিনিধিদের আসা যদি না হইত, তাহা হইলে যুগ যুগের বিপদপাতের ভিতর দিয়া জগৎ চক্র চলিতে থাকিত না, কবে বন্ধ হইয়া যাইত।

কর্ম্মযোগে এই সব শ্লোক অপ্রাসঙ্গিক মোটেই নহে; যে তত্ত্ব সমূহ ইহারা বিবক্ষিত করিতেছে—কর্ম্মযোগকে বুঝিতে, তাহাদের অতি বিশেষ ভাবে আমাদের জানা প্রয়োজন। এই জানাই জ্ঞানযোগ।

এই শ্লোকগুলি, কাব্যের ভাবে এবং নিজের গৌরবে, অতি

মহত্ত্বপূর্ণ; ভরসাহীনের হৃদয়ে বল আনিয়া দেয়। শ্লোক গুলি অনবরত উদ্ধৃত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের বহু অবতার—২২টি শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার দশটি, দশাবতার স্তোত্রে স্তুত হয়। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি)। শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বা মূল বা পূর্ণ ধরা হয় বলিয়া, অবতারদিগের ভিতর তাঁহার নাম নাই। অবতার সমূহ সাধারণতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত করা হয়—পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার. মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার, শক্তি-আবেশ অবতার।

শঙ্কর। বর্ণাশ্রম আদি যাহা লক্ষণ ও প্রাণীদের উন্নতি ও পরম কল্যাণের যাহা সাধন, সেই ধর্ম্মের যখন যখন হানি হয়, তখন তখনই আমি মায়া দ্বারা নিজ স্বরূপের রচনা করি। সৎ মার্গে স্থিত সাধুদের রক্ষার জন্য, ইত্যাদি। প্রত্যেক যুগে আমি প্রকটিত হই।

রামানুজ। আমার প্রাকট্যের জন্য কালের নিয়ম নাই। যখন যখন বেদোক্ত ধর্ম্ম চারিবর্ণের, চারি আশ্রমের, ও সুব্যবস্থিত মানব সমাজের হানি হইতে থাকে ইত্যাদি, তখন তখন আমি স্বয়ং নিজ সঙ্কল্পে, পূর্ব্ব প্রকারে নিজেকে রচিয়া লই। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ যুক্ত ধর্ম্ম শীল বৈষ্ণব শ্রেণী সাধুরা, আমার নাম, কর্ম্ম ও স্বরূপকে মন ও বাণীর দ্বারা গ্রহণ করিতে না পারায়, ও সেই জন্য জীবনে সুখ না পাওয়া ও অদর্শনের এক

এক মুহূর্ত্ত সহস্র কল্পের সমান প্রতীত হইতে থাকায়, ও বিরহ তাপে শিথিলাঙ্গ হইয়া প্রাণ যাইবার ভাব হওয়ায়, তাহাদের নিজ স্বরূপ ও লীলা দর্শন করাইয়া ও তাহাদের সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া, তাহাদের বিরহ তাপ হইতে পরিত্রাণ করি, ইত্যাদি, আমার আরাধনা রূপ বৈদিক ধর্ম্ম সংস্থাপনা করিতে যুগে যুগে দেব মনুষ্যাদি রূপে প্রকট হই।

শ্রীধর। দুষ্ট নিগ্রহ করি বলিয়া আমার নিষ্ঠুরতা আশঙ্কা করিও না। যাহা, উক্ত হইয়াছে—যেরূপ শিশু পুত্রের লালন ও তাড়নে মাতার দয়াহীনতা প্রকাশ পায় না সেইরূপ গুণ দোষের নিয়ন্তা পরমেশ্বরের নির্দয়তা নাই।

মধুসূদন। যাহা বেদ বিহিত এবং যাহা প্রাণী গণের অভ্যুদয়ের ও নিঃশ্রেয়সের হেতু প্রবৃত্তি (বিধি) এবং নিবৃত্তি (নিষেধ) যাহার লক্ষণ (অর্থাৎ বিধি ও নিষেধ যাহার জ্ঞাপক, কারণ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে পরিবর্জ্জন হইতেই ধর্ম্ম হইয়া থাকে), এবং যাহা বর্ণাশ্রম ও বর্ণাশ্রমানুযায়ী আচারের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, তাহা ধর্ম্ম।

James Hamilton—Brethern, is not this the saviour that you need ? One, who can save you from the utmost depths of depravity...amidst the utmost frequency of fierce temptations ?

Krishna Prem—It is the birth of this Wisdom (Sri Krishna) in the human soul, that

is celebrated each year at the Janmastami festival, the Wisdom that destroys the demons of ignorance and selfishness, the Wisdom whose other names are Love and Sacrifice. Though unborn and undying, yet does this Wisdom Love manifest in human souls from time to time, and specially at times of great spiritual stress.

Aravinda—The word "Avatar" means a descent ; it is coming down of the Divine below the line which divides the Divine from the human world or status.

Gandhi :—Here is comfort for the faithful on affirmation of the truth that Right ever prevails....I believe in the Krishna. He may destroy, because He creats...I do not regard this verse as an exhortation to physical warfare... I may be pardoned if I refuse to regard every revolutionary as an all-knowing God or an Avatar.

Radhakrishnan :—The purpose of the avatar is to inaugurate a new world, a new Dharma....The conception of Dharma is a

development of this idea of us, which connotes cosmic as well as moral order, in Rigveda....The divine nature is not seeing in the incarnation in its naked splendour but is mediated by the instrumentality of manhood....He knows hunger and thirst, sorrow and suffering, solititude and forsakenness. He overcomes them all and asks us to take courage from his example.

Vivekananda—Again and again I come. Therefore whenever thou seest a great Soul, struggling to uplift mankind, know that I am come....He is everywhere but do you see Him? We can only see Him if He takes the limitation of man....No man can really see God except through these human manifestations. If we try to see God otherwise, we make for ourselves a hideous creature of Him. ...Two kinds of men do not worship God as man. The human brute who has no religion, and the Paramahansa.

তিলক। ধর্ম্ম শব্দের অর্থ কেবল পারলৌকিক বৈদিক কর্ম্ম নহে, কিন্তু চারি বর্ণের ধর্ম্ম ন্যায়, নীতি, প্রভৃতির বিষয়ও সমাবেশ হয়।

কৃষ্ণানন্দ। ভগবান কোন্ কর্ম্ম কি জন্য করেন, তাহা মুক্ত স্বয়ং ভগবান ভিন্ন মায়াভিভূত জীব সহজে বুঝিতে পারে না।...দুষ্টের বিনাশ তাহাদের কল্যাণের জন্য।

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চাতীত পরম ব্যোমাখ্যধাম সমূহে স্বয়ং রূপ, তদেকাত্ম রূপ ও আবেশে, এই ত্রিরূপে অবতরিত হ'ন।

রামদয়াল। আমার দ্বারা দুষ্টেরা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া আমাকেই পায়। এই বিনাশ করা আমার নিষ্ঠুরতা নহে...সৃষ্টি সম্বন্ধে কেহ বলেন জগৎ ঈশ্বরের বিভূতি, কেহ বলেন ইহা স্বরূপ, কেহ বলেন ইহা নট-মায়া-স্বরূপ, কেহ বলেন সত্য সঙ্কল্প প্রভুর ইচ্ছা, কেহ বলেন কাম হইতে সৃষ্টি, কেহ বলেন ভোগার্থে, কেহ বলেন ক্রীড়ার্থে, কেহ বলেন "দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা," কেহ বলেন বন্ধ্যার পুত্রবৎ এই জগৎ।

ব্যোমব্রহ্ম। যখন যখনই ভূতগণের প্রাকৃতিক ধর্ম্মের হানি হয় এবং অস্বাভাবিকতার আবির্ভাব হয়,...প্রাকৃতিক ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত করি। ধর্ম্ম = প্রাকৃতিক সাম্য ভাব।

বিশ্বনাথ। সাধুদিগের পরিত্রাণ করি ইহার অর্থ আমার বিরহরূপ উৎকট দুঃখ হইতে তাহাদের পরিত্রাণ।

মহানাম ব্রত। ধর্ম্ম—তিনি ছাড়া যাহা অন্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না, সেই পরম ভক্তিধর্ম্ম।

ভক্তি প্রদীপ। সৃজামি = manifest. বিশ্বনাথ। সাধুদিগের পরিত্রাণ করি, ইহার অর্থ আমার বিরহরূপ উৎকট দুঃখ হইতে তাহাদের পরিত্রাণ করি। গীতাপ্রেমী মহাভারত ৩।১৮ ৯।২৮

ভুপেন্দ্রনাথ। ভগবান কখনও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, কখনও জীব হৃদয়ে জ্ঞান রূপে আবির্ভূত হইয়া, কখনও মুক্ত পুরুষের বুদ্ধিস্থ হইয়া, জগতের কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হইয়া, থাকেন (নীচেই নামেন,—না হইলে তাহার নাগাল পাইব কিরূপে? সপ্তম জ্ঞান ভূমিতে আরূঢ় পুরুষ, জগতের কোন কথা ভাবিতে পারেন না; জীবের প্রতি করুণা করিয়া ভগবান পঞ্চম ভূমিতে নামিয়া আসেন।··· যখন সত্যের প্রতি লোকের আদর থাকে না···অভক্ষ্য ভক্ষণে তৎপর হয়, নারীদের মধ্যে সতীত্ব থাকে না···ইত্যাদি তখন বুঝিতে হইবে ধর্ম্মের গ্লানি হইয়াছে। জগৎ টলমল করিতে থাকে; যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, চতুর্দ্দিকে।···ধর্ম্মচক্র ঘনঘন আন্দোলিত হয়, তাহার ফলে শক্তিমান পুরুষ সকলের আবির্ভাব হয়, কখনও কখনও স্বয়ং ভগবান জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।···বহির্বিচরণশীল মনকে অন্তর্মুখী করিয়া দিবার জন্য, তিনি শ্রীগুরুরূপে উদিত হন।··· ব্যষ্টি ভাবে সত্য ত্রেতাদি হয়।···ধর্ম্মের চারি পাদ,—সত্যযুগে তপঃ শৌচ দয়া ও সত্য। কিন্তু গর্ব্ব দ্বারা তপঃ, প্রবল ভোগাসক্তি দ্বারা শৌচ, এবং মত্ততা দ্বারা দয়া নামক পাদ ভগ্ন হইয়া

গিয়াছে। (যে ইহা রাখিয়াছে, তিনি কলির জীব হইলেও সত্যযুগে প্রতিষ্ঠিত)। ধর্ম্ম=ধারণ, যদ্দ্বারা এই গুণ গুলিকে ধারণ করা যায়? তাহাই ধর্ম্ম, স্বধর্ম্ম পালন, উহা পুরামাত্রায় হইলেই সত্যযুগ। দেহ, প্রাণ, মন বুদ্ধি—এই চারিটির পূর্ণ নির্ম্মলতাই সত্যযুগ; প্রতি পরপর যুগে এই নির্ম্মলতার এক এক পাদ হ্রাস হইয়া যায়। কলিযুগে জীবের প্রধান আসক্তি এই দেহের উপর। যখন প্রাণের সাধনায় দেহধর্ম্মের (স্বার্থ ভাব ও কামোপভোগাদির) উপর অনাস্থা হয় তখন দ্বাপর যুগ, প্রাণের সাধনায় প্রাণ স্থির ও ইন্দ্রিয় সমূহ নির্ম্মল হইয়া ঈশ্বর মুখী হয়, তখন ত্রেতাযুগ, মনের চাঞ্চল্য (বিক্ষেপ) সম্পূর্ণ বিদূরিত হইলে, বুদ্ধি স্থির ও একাগ্র হইয়া, নিরুদ্ধ ও ঈশ্বরার্পিত হইয়া যে পরম জ্ঞানের উদয় হয়, তখন সত্যযুগ।...কলিযুগে কেবল বাহিরে বাহিরে ক্রিয়া করিবার চেষ্টা, দ্বাপরে মন অন্তর্মুখী হইয়া একাগ্রতা লাভ করিতে চেষ্টা করে, ত্রেতায় প্রাণের স্থিরতা হইতে মনে অসীম ধৈর্য্য আসে ও বুদ্ধি নির্ম্মল হয়। সত্যযুগে বুদ্ধি অত্যন্ত নির্ম্মল হইয়া ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। কলিযুগে যত দেহাত্ম বুদ্ধি ও দেহাভিমান বাড়িতে থাকে, ততই জীব ভগবান হইতে দূরে সরিয়া পড়ে।

সাধুদের অনেক রকমের বিপত্তি আসে। তখন শরণ গ্রহণ করিতে হয় তিনি দয়া করেন। শরণাগতিতে "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে"। ইহাই সাধুদের পরিত্রাণ।

রাক্ষস ও অসুর প্রকৃতি, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ। তবে কি তিনি হিংসা পরায়ণ? না, এ সংহার স্থিতিমূলক; এ সংহার না থাকিলে জগতে আর কেহ বাস করিতে পারিত না। কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা—এই সপ্ত মাতৃকা আসুর ভাবের বৃদ্ধিতে লোপ পাইয়া যায়।

ধর্ম্ম সংস্থাপনঃ—ধর্ম্মই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। ধর্ম্মের মূল বা কেন্দ্র ভগবান। কেন্দ্র হইতে শক্তি স্ফুরিত হইয়া পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; আবার পরিধি হইতে ফিরিয়া আসে। এইরূপ আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনই ধর্ম্ম চক্রের নিয়ম; ইহাই সর্গ ও বিসর্গ, সৃষ্টি ও লয়। জীব নিজের স্বাধীনতার অপব্যবহার করে, ক্লেশ পায়; ভগবান তাহার প্রতিবিধান করেন না, এই জন্য যে যাহাতে জীবের জ্ঞান সঞ্চার হয়।...ধর্ম্মের মানদণ্ডে বিষমতা আসিলেই, তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য ভগবানের আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়।...মনুষ্যের শরীর মন ও প্রাণের মধ্য দিয়াও ধর্ম্ম সংস্থাপনের কাজ চলে।...দ্বিদল বা আজ্ঞা-চক্রে আত্মার প্রকাশের আধিক্য দেখা যায়। মনের স্বস্থানও ঐ দ্বিদল পদ্ম। কিন্তু পঞ্চতত্ত্বের সহিত মন নামিতে যে, দেহ ও ইন্দ্রিয়, বিষয় ছাড়া সব ভুলিয়া যায়, অজস্র প্রাণ প্রবাহের মধ্যে পড়িয়া দিশাহারা হয়। জ্ঞান স্বভাব চিৎ, চৈত্য ভাবে স্ফুরিত হইলে, আত্মবিস্মৃত হয় চিত্তের মধ্যে স্পন্দন হইলেই চৈত্য ভাব ফুটিয়া উঠে, প্রাণ স্পন্দন আরম্ভ হয়।

এই প্রাণ স্পন্দিত হইতে হইতে উনপঞ্চাশ বায়ু (প্রাণশক্তি) রূপে অজস্র নাড়ী প্রবাহের মধ্য দিয়াই বহির্ম্মুখী হইয়া পড়ে, ইন্দ্রিয় শক্তি গুলিকে বিষয় গ্রহণের জন্য আন্দোলিত করে...মন দ্বিদল চ্যুত হইলে দেহাত্মবোধহয়, উহাই সমস্ত পাপের মূল। মনকে স্বস্থানে আটকাইবার চেষ্টাই ধর্ম্ম সংস্থাপন। মনকে আবার আজ্ঞা-চক্রে লইয়া যাইতে হইবে, ধর্ম্ম স্থির হইবে। রজোগুণকে শান্ত করিলে ব্রহ্মের সহিত মিলনরূপ যোগমুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় (৬।২৭)। মন দিয়া বার বার প্রাণায়াম করিলেই প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সকল অবস্থাই আসিতে পারিবে।...তারপর "যুগে যুগে'র ব্যাখ্যায় প্রাণের চাঞ্চল্য ভাবই শ্বাসপ্রশ্বাস; ইহা কখন বাম নাসিকার বা ইড়া নাড়ীতে কখনও দক্ষিণ নাসিকার বা পিঙ্গলায় বহে ; এই ইড়া পিঙ্গলায় শ্বাস বহার নামই সংসার ;ইহাই রজস্তম ভাব, সমস্ত পাপ বাসনার মূল।...কিন্তু ভগবান বলিয়াছেন তিনি পাপকে নাশ করিতে যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। যুগ অর্থাৎ যুগ্ম বা যুগল। শ্বাস ইড়া হইতে যখন একবার পিঙ্গলায় যায়, তখন সুষুম্না হইয়া আসে, এই যে সুষুম্নার সহিত যোগ, ইহাই যুগ ; এই সন্ধিক্ষণে, ভগবানের আবির্ভাব হয় ; যোগীরা মিলন ক্ষণকে সাধনা দ্বারা পরিবৃদ্ধি করেন।...যেখানে আসিলেই জীব তাঁহার নাগাল পায়, তিনি সেখানে অবতরণ করেন। ভ্রূমধ্যে তিনি স্ব-মহিমায় নিত্য বিরাজিত। মন যদি কোন প্রকারে সেই-খানে একবার প্রবেশ করিতে পারে, তবে তাহার আত্মবিস্মৃতি ছুটিয়া যাইবেই।

ভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম অলৌকিক, ইহা হইতে অনেক কিছু শিক্ষা পাওয়া যায়। ভগবান বলিলেন, এই শিক্ষার ফল কিরূপ হয় তাহা শোন।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥৯

পদচ্ছেদ। জন্ম, কর্ম্ম চ মে দিব্যম্ এবম্ যঃ বেত্তি তত্ত্বতঃ, ত্যক্ত্বা দেহঃ পুনঃ জন্ম ন এতি মাম এতি সঃ অর্জ্জুন।

অন্বয়। অর্জ্জুন, যঃ মে এবম্ দিব্যম্ জন্ম কর্ম্ম চ তত্ত্বতঃ বেত্তি, সঃ দেহম্ ত্যক্ত্বা পুনঃ জন্ম ন এতি মাম এতি।

কঠিন শব্দ। এবম্ = এই রূপে, অর্থাৎ "অজোঽপি সন্" সন্দর্ভে যেরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে" (মধুসূদন)। জন্ম = নিত্য-সিদ্ধ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আমার লীলা বসতঃ জন্ম গ্রহণ করার ন্যায় তাদৃশ যে অনুকরণ (মধুসূদন)। কর্ম্ম = ধর্ম্ম সংস্থাপন পূর্ব্বক যে জগৎ প্রতিপালন রূপ কর্ম্ম তাহা আমার অর্থাৎ নিত্য সিদ্ধ ঈশ্বরের (মধুসূদন)। দিব্যম্ = অপ্রাকৃত, অর্থাৎ অন্য কেহ তাহা করিতে পারে না (মধুসূদন)। বেত্তি = জানে। তত্ত্বতঃ = স্বরূপতঃ অর্থাৎ উদ্দেশ্যের বিশ্লেষন দ্বারা জানিত ভিতরকার উপাদান সমূহের জ্ঞান সহিত, অর্থাৎ ব্যাপারটা বাস্তবিক যাহা সেই ভাবে। অর্থাৎ "ভ্রম নির্বত্তন পূর্ব্বক" (মধুসূদন) (ভ্রম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ ভাবা ইত্যাদি।

এতি = প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান কর্ম্ম, লোকশিক্ষার্থে, জীবে করুণা প্রদর্শনার্থে (শাণ্ডিল্য সূত্র (৪৯)।

অনুবাদ। অর্জ্জুন, যিনি আমার এই প্রকার অপ্রাকৃত জন্ম এবং (মহান উদ্দেশ্য সমন্বিত) কর্ম্ম স্বরূপত: জানিয়া ফেলেন (অর্থাৎ তাহার মর্ম্ম বা ভিতবের কথা পরিগ্রহ করিতে, তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে, সমর্থ হন) তিনি দেহ ত্যাগের পর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, তিনি আমাকেই পান। এই সব রহস্যময় কথা হৃদয়ে বসিলে, মানুষ তদ্‌গত চিত্ত, শরণাগত, ভক্তি আপ্লুত হইতে বাধ্য হয়)।

এই যথার্থতঃ জানা কি? হয়তো এই উত্তর হইবে, আমি আসি লোক-শিক্ষার্থ, আমি আসি "পরিত্রাণায় সাধুনাম, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম, ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায়"; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ উর্ত্তর নহে, ঐ কাজের জন্য আমার অংশ বা অংশের অংশ কাহাকেও পাঠাইলে চলিতে পারিত, বা আমার দ্বারা আবিষ্ট কোন লোকের দ্বারা তাহা সংঘটিত করা যাইতে পারিত। শুধু তাহারই জন্য আসি তাহা নহে, আমি আসি একটি বিশেষ কারণে, যে শাপ বা বরে আমাকে যুক্ত করা হইয়াছে বা আমি নিজে যুক্ত হইয়াছি, যথা অহল্যাকে উদ্ধার, জয় বিজয়কে উদ্ধার, শিশুপালকে উদ্ধার, দণ্ডকারণ্যে ঋষিদিগকে বরদান যে আমার কৃষ্ণজন্মে তাঁহারা গোপী-ভাবে আমাকে ভজনা করিতে পাইবেন, অঙ্গদকে বরদান যে সে আমার কৃষ্ণজন্মে, ব্যাধ রূপে আমাকে বিষাক্ত তীরে

বধ করিতে পাইবে ইত্যাদি। আমি আসি আমার নানা লীলা দিব্ ধাতু, লীলার্থ) যোগমৈশ্বরম্, ভক্তগণকে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখাইতে, আর শুধু ইহাই নহে, আরও বিশেষ একটি বিশেষ কারণে আমি আসি তাহা এই যে, আসি কর্ম্ম-যোগ কি তাহা প্রামাণিক ভাবে অর্থাৎ অন্যলোকের মারফতে নহে, কর্ম্মযোগের নিয়মাদির রচনা কর্ত্তা যে আমি, সমাজ রক্ষার্থ চাতুবর্ণ্যের সৃষ্টি-কর্ত্তা যে আমি, সেই আমার দ্বারা দেখাইয়া দিতে; আমি আসি কি করিয়া অনাসক্ত ভাবে, নির্লিপ্ত ভাবে, (৪ ১৩-১৫) স্বার্থ শূন্য ভাবে, কর্ম্ম-বিজ্ঞানের "অকর্ম্ম ভাবে" অর্থাৎ কর্ম্ম-ফল উৎপাদন যাহাতে না হয় সেই ভাবে ও যজ্ঞের ভাবে কর্ম্ম করিতে পারা যায়, তাহা শোনা কথায় নহে, চাক্ষুর ভাবে দেখাইয়া দিতে, আমি আসি, বাহিরে কর্ম্মে ব্যাপৃত, কিন্তু ভিতরে পরমা শান্তিতে থাকা কি করিয়া তাহা সম্ভব হয়, তাহা চাক্ষুষ দেখাইয়া দিতে। আমার ঐকান্তিক ভক্ত, নির্ব্যক্তিক ব্রহ্ম-ভাবে নহে, রূপ-বিশিষ্ট মূর্ত্তি গৃহীত ভাবে আমাকে দেখিতে ও পাইতে চাহে, যাহাকে তাহারা শুধু উপাসনায় নহে, অতি আপন ভাবে ভাল বাসিতে পারে—আমি আসি, মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া, তাহাদের সেই মূর্ত্তি দিতে, যে মূর্ত্তি, আমার এই মূর্ত্তি, প্রামাণিক ভাবে, কোন মুনি ঋষির কল্পনা-বিবৃত ভাবে নহে, সাক্ষাৎ ভাবে, যাহাতে তাহারা পায়। আমি আসি সেই জ্ঞান-যজ্ঞ শিখাইতে, যে যজ্ঞে সকল বৈরীতা উৎসর্গীকৃত

করিয়া "যেন ভূতানি অশেষেন দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথোময়ি (৪।৩৫) হইরা যুদ্ধাদি সকল কর্ম্ম করিতে পারা যায়। আর, আসি আসি সেই অতি কাজের এবং অতি ভরসার কথা, আমার নিজ মুখে মানুষকে শোনাইতে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" আর "সর্ব্বধর্ম্মাণ্ পরিত্যজ্য মামেকম্ শরণং ব্রজ"।

"তত্ত্বতঃ" এই বাক্যটি—গীতায় কয়েক স্থলে আসিয়াছে যথা ৪।৯, ৬।২১, ৭৩, ১০।৭, ১৮।৫৫; অর্থে কিছু কিছু ভেদ থাকিলেও মূলে থাকে সেই এক কথা—সকল দিক, বা অনেক দিক দিয়া স্বরূপতঃ ভগবানকে জানা, তাঁহার লীলা, করুণা, অবতার গ্রহণ কারনাদি জানা অনেক দিক দিয়া স্বরূপতঃ ভগবানকে জানা,—দেখিতে মনুষ্য কিন্তু বাস্তবিক তিনি কি তাহা জানা—তাঁহাকে সেই ভাবে জানা, যে জানাতে শিক্ষার অনেককিছু অবস্থিত থাকে। "দিব্য" কথাটায় লীলাভাব যুক্ত, চমৎকার দেব ভাব যুক্ত, এ ভাব তো থাকেই যাহা রহস্যপূর্ণ ও যাহা বোধগম্য নহে এ ভাবও থাকে। ভগবান কখন্, কোথায় কি ভাবে নিজেকে প্রকাশিত করেন, ইহা হিসাব করিয়া কেহই বলিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ গোপ গৃহে মানুষ হইয়াছিলেন; বুদ্ধদেব কোন এক ক্ষুদ্র রাজত্বের রাজপুত্র হইয়া জন্মিয়াছিলেন, খৃষ্টের জন্ম আরও বিচিত্র। কে জানিত, ইঁহারা ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবেন এবং ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপন করিবেন? তত্ত্বজ্ঞ রাম রাবনের "যুদ্ধ"

দেখেনা, "ভগবানের লীলা" দেখে, তিনিই তো সব, স্রষ্টা, সৃষ্টি, সৃষ্ট।

দেহধারী শ্রীকৃষ্ণকে কেহ যদি ভগবান না বলিতে চাহেন, বলিবেন না; ভগবানের অনন্ত বিভূতির মধ্যে তিনিও একটি বিভূতি, ইহা বলিতে আশা করি কাহারও বাধিবে না। "বৃষ্ণীনাম্ বাসুদেবোঽস্মি"। জীবন বিশিষ্ট অন্যান্য বিভূতিতে যে সকল গুণাবলী দেখা যায়, তাঁহাদের সমষ্টি হইতেও বহু বহু গুণ বেশী গুণাবলী তাঁহাতে পাওয়া যায় না কি? যদি এইরূপই তিনি, তাঁহাকে অবতার বলিতে বাধে কোথায়? অবতার নহে; পূর্ণাবতার, তাঁহার দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্ম তাঁহাকে ঐ আখ্যাই দেওয়ায়। যে ঐ জন্ম ও কর্ম্মের দিব্যতায় অনুপ্রাণিত হয়, সে জীবঃযই "মদ্‌ভাবমাগত হইতে সমর্থ হয়।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ,
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বাঃ তৎপরো ভবেৎ।
(ভাগ ১০।১৩।৩১)।

শঙ্কর। আমার মায়া ময় জন্ম…কেবল ঈশ্বর শক্তিতেই হইতে পারে; ইহাই তত্ত্বতঃ জানা।

রামানুজ। অপ্রাকৃত অসাধারণ জন্ম, ও লীলা,—ইহার যথার্থ স্বরূপ ভাল করিয়া জানিলে, ইত্যাদি।

শ্রীধর। স্বেচ্ছাকৃত মদীয় জন্ম, ও ধর্ম্ম পালন রূপ আমার কর্ম্ম, ইহা বস্তুতঃ অপরের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্তই, ইহা যিনি জানেন, তিনি দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া আর জন্ম গ্রহণ করেন না, আমাকেই পান।

তিলক। ভগবানের দিব্য জন্ম বুঝিবার জন্য জানা আবশ্যক যে অবক্ত পরমেশ্বর মায়া দ্বারা সগুণ কিরূপে হন।......সার কথা পরমেশ্বরের দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্ম সম্পূর্ণ ভাবে জানিতে পারিলে অধ্যাত্ম জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ উভয়ের পরিচয় হইয়া যায়।

জ্ঞানেশ্বরী। যে নিঃসংশয় ভাবে বুঝিয়া লয় যে আমি জন্ম রহিত হইয়াও, কর্ম্ম করি, সে মুক্ত।

রামদয়াল। মহাপ্রলয়ে...একমাত্র পরম ব্যোম্, পরব্রহ্ম, মাত্র আছেন। সৃষ্টি আরম্ভ হইল। শব্দ-ব্রহ্মাত্মিকা গৌরবর্ণা বাক্ দেবী ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। পুনঃ সৃষ্টির আরম্ভে, সলিল-সদৃশ বর্ণ, পদ ও বাক্য সকল, আদি বাগ্‌দেবী রূপে বিবর্ত্তিত হইয়া হইয়া সৃষ্টি করা হইল, এবং বাগ্‌দেবী অন্তর্য্যামিনী হইয়া ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সমাধিস্থ বিশ্বস্রষ্টার অন্তরাকাশে নাদ উদ্ভূত হইল। সমাধিস্থ বিশ্বস্রষ্টার অর্ণবাকারই ঋত সত্য স্বরূপ পরব্রহ্ম। তাহা হইতে নাদ্ উঠিল, তাহা হইতেই বাগ্‌দেবী প্রণবাত্মাতে একপদী হইয়া আবির্ভূতা হইলেন। ক্রমে ব্যাহৃতি ও সাবিত্রী রূপে দ্বিপদী, পরে বেদ চতুষ্টয় রূপে চতুষ্পদী, পরে ষড়বেদাঙ্গ, পুরাণ ও ধর্ম্ম শাস্ত্র রূপে

অষ্টপদী, পরে মীমাংসা, ন্যায়, সাংখ্য, যোগ পাঞ্চরাত্র, পাশুপত আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ ও গন্ধর্ব্ব-বেদ দ্বারা নবপদী এবং সর্ব্বশেষ অনন্ত বাক্‌ সন্দর্ভ দ্বারা অনন্ত রূপে প্রকটিত হইলেন। শব্দ হইতে সমস্ত শাস্ত্র ও জগৎ প্রকাশিত হইল।...শক্তি ক্রমে দুই ভাগে প্রকটিত হয়, ক্রিয়াত্মক ও জড়াংশ ; প্রথম সমস্ত তমঃ ছিল, আমি ঋত ও সত্যভাবে প্রকটিত হইয়া সৃষ্টি করিলাম, পরে সলিল সদৃশ বর্ণ শব্দ ও বাক্য সৃজন করিলাম। জল সম্বৎসর অহোরাত্রি সূর্য্য, চন্দ্র যেমন যেমন পূর্ব্ব কল্পে ছিল সেই রূপ সৃষ্টি করিলাম আমার অনেক অবতার, দশটি মুখ্য ; তদ্ভিন্ন নারদ (কার্য্য, পঞ্চরাত্র প্রচার) নর নারায়ণ (তপস্যা), কপিল (সাংখ্য জ্ঞান), দত্তাত্রেয় (আত্ম-বিদ্যা) যজ্ঞ (সায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন) ঋষভ (পরমহংস পথ প্রদর্শন) পৃথু (পৃথিবী দোহন), ধন্বন্তরি (অমৃত সংগ্রহ), মোহিনী (অসুর বঞ্চনা ও সুর গণকে অমৃত বন্টন) ব্যাস (বেদ-বিভাগ)...

Radhakrishnan—The Blssed one (Buddha) spoke "Know that from time to time, Tathagata (তথাগত) is born into this world......as a guide to erring mortals."

W. H. Billows—We can not resemble Him without contemplating His character without adoring Him, without experiencing the bliss of wor-

ship...We cannot taste bliss without discovering that God is the fountain and joy and glory of our life.

ব্যোমব্রহ্ম। যিনি আমার ঐশ আবির্ভাব ও ক্রিয়া প্রকাশ ঠিক ভাবে বুঝেন।...দিব্য জন্ম ও অবতার। মানব লোকে ও জীব জগতে কেহ বা কাহারও নিদারুণ ক্লেশ উৎপাদন করিতে থাকিলে আমারই ইচ্ছায় এরূপ জীবের আবির্ভাব হয়, যাহা দ্বারা ঐ আসুরিক মূর্ত্তি সমূহ বিদ্ধস্ত হইয়া শান্তি ব্যবস্থাপিত হয়। এই রূপে আবির্ভূত আমার শক্তিকে লোকে আমার অবতার বলিয়া থাকে।

মহানামব্রত। জন্ম ও কর্ম্ম পার্থিব নহে, mundane নহে। দিব্ celestial, অথবা লীলার্থ দিব্ ধাতু হইতে; ক্রীড়াময়, লীলামাত্র Overflow of exuberant energy (ত্রিপাদস্যাদ-মৃতং দিবি।

ভক্তিপ্রদীপ। দিব্যং = transcendental

মধুসূদন। মূঢ়েরা মানুষ মনে করিয়া ভগবানে গর্ভবাসাদি রূপ জন্ম আরোপ করিয়াছে; বস্তুতঃ ভগবান... জন্ম অনুকরণ করেন...পরের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া কর্ম্ম অনুকরণ করেন,...... এইরূপ যে জানে ইত্যাদি।

ভুপেন্দ্রনাথ। আত্মা বা ভগবান, আকাশবৎ নিঃসঙ্গ। তাহাতে কোন কর্ম্ম বা সংস্কার থাকা সম্ভব নহে, তাই তাঁহার

জন্মকর্ম্ম দিব্য অপ্রাকৃতমৈশ্বরং ঈশ্বরের জন্মকর্ম্ম স্বেচ্ছাধীন, কর্ম্মাধীন নহে। ঈশ্বর মায়াকে আশ্রয় করিয়া, মায়াকে বশীভূত করিয়া প্রকাশিত হন। জীব ঈশ্বরই, অবিদ্যা তাহা তাহাকে জানিতে দেয় না, তাই সে মায়াধীন। জীব যখন পরমাত্মার জন্ম কর্ম্মের কথা বুঝিতে পারিয়া জ্ঞানবান হয়, তখন আর সে আপনাকে দেহ বোধ করে না।···আত্মা বা ব্রহ্মের স্বরূপের তিনটি অবস্থা প্রকাশ পায়—ব্রহ্মরূপে, ঈশ্বররূপে, অবতাররূপে। ব্রহ্মরূপে তাঁহার মায়া-শক্তির নিত্য সঙ্কোচ—ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং। এই ব্রহ্ম যখন মায়াকে স্বীকার করেন, তখন তাঁহার দ্বিতীয় অবস্থা, ঈশ্বর ভাব, প্রকাশ পায়। ঈশ্বরের স্থূলদেহ বিরাট রূপে, সূক্ষ্মদেহ হিরণ্যগর্ভরূপে, এবং কারণ দেহ প্রাজ্ঞরূপে, সমষ্টি ও ব্যষ্টিতে প্রকাশিত আছে। ঈশ্বরে সত্ত্বগুণের আধিক্যে অনন্ত জ্ঞান, জীব সত্ত্বগুণের অল্পতা হেতু অজ্ঞান সম্পন্ন। ঈশ্বর মায়মুক্ত, জীব মায়াধীন। ব্রহ্মের তৃতীয় অবস্থা অবতার। মুক্ত জীবেরাও যখন জগতে ধর্ম্মরক্ষার্থ অবতীর্ণ হন, তাঁহারাও অবতার মধ্যে গণ্য হন। ইহারা সকলেই শক্তি সম্পন্ন, পরস্পরে ঠোকাঠুকি হয় না, কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব। মায়া ঈশ্বর বা ঈশ্বরাশ্রিত মুক্ত পুরুষের অধীন। ইঁহারা ব্রহ্মেতে থাকেন এবং মায়াকে আশ্রয় করিয়া জগৎ ও জীবের কল্যাণও করিতে থাকেন। ···যে প্রাণের অস্থিরতায় এই মন বুদ্ধি নিরন্তর ছটফট্ করিয়া বেড়াইতেছে, সেই প্রাণ স্থির হইয়া কূটস্থ ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করে, তৎসহ, মন বুদ্ধি ও

ব্রহ্ম সংলীন হয়। প্রাণের সাধনায় যখন চিদ্‌জ্যোতিঃ স্ফুরিত হয়, এবং অনাহত বাদ্য বাজিয়া উঠে, ক্রিয়ার পরাবস্থার ক্ষণিক স্পর্শ প্রাপ্তি ঘটে।...শব্দের দরজায় পৌঁছিতে পারিলেই সাধকের আজ্ঞাচক্রে ও পরে সহস্রারে স্থিতি হয়। আপনার স্বরূপ অনুভব করা, এই জন্ম, দিব্য জন্ম—অর্থাৎ সবশূন্য অথচ পূর্ণ ইহাই তাহার স্বধাম। এই মহাশূন্য বা পরমব্যোমে পৌঁছিলে আর জন্ম হইবে কি রূপে? শিবই তো স্বয়ং ব্যোমরূপ।

মহানামব্রত। দিব্য = অপ্রাকৃত (শঙ্কর, রামানুজ), অলৌকিক (শ্রীধর)। ভগবানের জন্ম-কর্ম্মকে বেদান্ত শাস্ত্র ও ভাগবত 'লীলা' বলিয়াছেন। ভক্ত, লীলাকে অভিনয়ের সহিত তুলনা করেন।

জন্মকর্ম্ম দর্শন করিব ভূমিতে, কিন্তু তাহাতে খবর জানিব ভূমার; অর্থাৎ রহস্য ব্যক্ত হইবে গোলোকের; ইহাই তত্ত্বতঃ জানা।...ভগবানে সিসৃক্ষা জাগিলে প্রয়োজন হয় বহিরঙ্গা মায়ার সহকারিতা; লীলার সাধ জাগিলে প্রয়োজন পড়ে যোগ-মায়া বা আত্মমায়ার সহকারিতা।...যাঁহারা তত্ত্বতঃ দেখেন, তাঁহারা জীবশিক্ষা ছাড়া আরও একটি উদ্দেশ্য দেখিতে পান, লীলাকারী নিজেও আনন্দবান। তাই 'দিব্য' শব্দ, (দিবু ক্রীড়ায়াং)।...যিনি জীবাত্মা পরমাত্মার নিত্য আলাপন কুরু-ক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রকট দেখেন, তিনি তত্ত্বতঃ দ্রষ্টা।...অসীম

অনন্ত ব্রহ্ম পরাৎপর আজ পার্থ সারথির মধ্যে ধরা পড়িয়াছেন, সীমার ফাঁদে অসীম, রূপের মধ্যে অরূপ; ইহা জানাই তত্ত্বতঃ জানা। (এই যে জানা, ইহাতে আসে জ্ঞান, তারপর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি তারপর জ্ঞান শূন্যভক্তি। এই শূন্যতা অভাবের নয়—পূর্ণতার। গীতাও ইহা ১৮ ৫৫ শ্লোকে বলিয়াছেন।...পরমহংসদেব বলিতেন, জ্ঞান পুরুষ, ভক্তি নারী; জ্ঞান ভক্তিকে রাজ বাড়ীর দুয়ার পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসে, ভক্তি অন্দরে প্রবেশ করে। ...সকল জ্ঞান আসিয়া ভক্তিতে পর্য্যবসান হয়, তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে (৭।১৭)।...জ্ঞান ভক্তি সমুচ্চয়ের একটি বীজ রহিয়াছে "বেত্তি তত্ত্বতঃ" কথায়।

৪।৬ শ্লোক—কবে দেহান্ত হবে তারপর প্রাপ্তি—কত বিলম্ব ; তাই ভক্তের জন্য, বিশ্বনাথ ব্যাখ্যা দিয়াছেন "দেহং ত্যক্ত্বা পুনর্জ্জন্ম ন এতি, দেহম্ অত্যক্ত্বা এব মাং এতি" অর্থাৎ আত্মার দিব্য জন্ম কর্ম্মের জ্ঞান লাভের ফলে, তিনি দেহ ত্যাগ না করিয়াই আমাকে প্রাপ্ত হন, এই দেহেই আমাকে লাভ করেন। ...ভক্তও তাই চায় "কিয়ে মানুষ পশু পাখী জনমিয়ে, অথবা কীট পতঙ্গে। করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন, মতি রহ তুয়া পরসঙ্গে"।

এই 'তত্ত্বতঃ' জানিলে, তাহার জন্ম কর্ম্মের বন্ধন থাকে না, কেন? তাহার উত্তর, ৪।১০ শ্লোক।...সকল বিষয়ে সে বীতরাগ হয়, সে 'অভয়' ভূমি পায়।...ইতর বস্তুতে রাগ না থাকিলে, (আর

আমি অব্যয়, অব্যক্ত, কিরূপে অবতীর্ণ হই, এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জানিলে), মামুপাশ্রিত ও জ্ঞান তপসাপূত হইবে, (এই ভাবে মন্মনা হইলে, মদ্ভাবমাগতা হইবে, অর্থাৎ) আমার ভাব প্রাপ্ত হইবে আমি তো জন্মকর্ম্মের অতীত, সেও তাই হইবে, আমার পার্ষদত্ব পাইবে।

(২০) 'আমার জন্ম কর্ম্মের রহস্য যে তত্ত্বতঃ বুঝিতে পারে, সে, মৃত্যুর পর, আমাকে পায় (গীতা ৪।৯) ইহা তো হয়ই, সে জীবনেই আমার ভাব প্রাপ্ত হয়। আমি বহুবার আসিয়াছি। যাঁহারা আমাকে বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই অনুধাবনরূপ জ্ঞান-তপস্যায় থাকিয়া, নিজেদের আমার আশ্রয়ে রাখিয়া, পবিত্র ও বীতরাগ-ভয়-ক্রোধ হইয়া, মদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বীত রাগ-ভয়ক্রোধো মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ
বহবো জ্ঞান-তপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ।১০।

পদচ্ছেদ। বীত রাগ-ভয়-ক্রোধোঃ মৎময়াঃ মাম্ উপাশ্রিতাঃ বহবঃ জ্ঞান তপসা পূতা মদ্ভাবম্ আগতা।

অন্বয়। বহবঃ জ্ঞান তপসা মন্ময়াঃ মাম্ উপাশ্রিতাঃ বীতরাগ-ভয়-ক্রোধাঃ পূতাঃ মদ্ ভাব মাগতা।

কঠিনশব্দ। জ্ঞান-তপসা = আমার জন্ম-কর্ম্ম—মর্ম্মজ্ঞানের চেষ্টারূপ তপস্যা দ্বারা। মন্ময়াঃ = যাঁহারা আমাতে তন্ময় হইয়াছেন, আমাতে চিত্ত সমাহিত করিয়াছেন। বীতরাগভয়-ক্রোধাঃ = আসক্তি, ভয়, যথা মৃত্যু ভয়, পুনর্জন্ম। ভয়, সংসার

ভয়, শত্রু ভয় ইত্যাদি) ও ক্রোধ বিহীন যাঁহারা, মদ্ ভাবমাগতা ইহা নীচে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কথাটিতে নানা ভাব আছে। মামুপাশ্রিতা = যাঁহারা আমাকে আশ্রয় করিয়াছেন, আমার শরণাগত হইয়াছেন।

অনুবাদ। আমার জন্ম ও কর্ম্মের মর্ম্ম জ্ঞানের অর্থাৎ তত্ত্বতঃ (৪।৯) আমাকে জানিবার চেষ্টারূপ তপস্যার সহায়ে, পবিত্রীকৃত হইয়া, আসক্তি ক্রোধ ও ভয় শূন্য হইয়া, আমার আশ্রয়ে অর্থাৎ আমার শরণাগতিতে নিজেদের রাখিয়া, আমাতে তন্ময় অর্থাৎ সমাহিত হইয়া, বহু পুরুষ বহু বহু সাধক আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। (গুণাতীত যাহার একটি বিশেষ অর্থ) (প্রকৃতির গণ্ডীর ভিতর না পড়া, ইহাও ইহার অর্থ হয়)।

যে প্রহ্লাদের মত তন্ময় ('মন্ময়া') হইয়া ভগবানের শরণাগত হয়, তাহার জাগতিক বিষয়ে আসক্তি থাকে না, ভয় (যথা, মৃত্যু ভয়) থাকে না, ক্রোধ থাকে না। রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (মৃত্যু ভয়), ইহারাই মূল বিক্ষেপ; ইহাদের হইতেই অন্যান্য বিক্ষেপের সৃষ্টি হয়; বীতরাগ-ভয়-ক্রোধঃ স্থিতধী মুনিরুচ্যতে (গীতা ২।৫৬)।

ভগবানের জন্ম-কর্ম্ম-মর্ম্ম জ্ঞানের চেষ্টারূপ তপস্যায় যে থাকে, মৃত্যুতে ভগবানকে পাওয়া ও পুনর্জ্জন্ম নিবারিত হওয়া, সে তো হয়ই. জীবনেই সে ভগবানের মত ভগবানের ভাবে নিজেকে মায়ার পরপারে রাখিতে সমর্থ হয়, ভগবানের অনুধ্যানে বা

'ভাবিত চিত্তে' থাকিয়া (২।৬৬ গীতা), 'পরম ভাব' বা পরা-প্রেম লাভ করে; নদী যেমন নিজেকে সমুদ্রে মিশাইয়া সমুদ্রের "ভাব" প্রাপ্ত হয়, সে সেইরূপ ভাবে নিজেকে ভগবানে মিশাইয়া, সকল স্বতন্ত্রতা বিসর্জ্জন দিয়া ভগবানের ভাব প্রাপ্ত হয়; "প্রকৃতি ও চৈতন্যে তাহার আরোহণ ও স্থিতি হয়" (যাহাকে অরবিন্দ ascent of man into God-head বলিয়াছেন)। সে নির্দ্বন্দ্ব, ও ভগবান যেরূপ "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু" সেও সেইরূপ হয়। আর কর্ম্ম করা ব্যাপারে, ভগবানের কর্ম্মযোগের ভাবে, কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য ও নির্লিপ্ত ভাবে (গীতা ৪।১৩, ১৪), "অকর্ম্ম" ও যজ্ঞের ভাবে (গীতা ১।১৮, ২৩), সে সকল কর্ম্ম করিতে থাকে। শুধু নির্ব্যক্তিক ভাবই শেষ কথা নহে, ভগবৎ ভাব সম্পন্ন থাকাও তুল্য ভাবেরই একটি মস্ত কথা।

উপরে যে 'জ্ঞান তাপস' কথা আসিয়াছে, তাহার অর্থ কি? উহা কিসের—জ্ঞান? আমাদের মোটা বুদ্ধিতে তাহার উত্তর পাই পূর্ব্ব শ্লোকের "জন্ম-কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ" কথা গুলিতে। গীতায় উত্তরের জন্য কল্পনা বা অধ্যাহার করিতে হয় না; কাছাকাছিই উত্তর পাওয়া যায়। আমরা ইহা অনেক কার আমাদের গীতায় বলিয়াছি।

মদ্ভাব কথাটি গীতায় আরও কয়েক স্থলে আসিয়াছে, যথা ৮।৫; ১০।৬; ১০।৮; ১৩।১৮ ও ১৪।১৯ শ্লোকে। ১৩।১৮ ও ১৪।১৯ শ্লোকে টীকাকারেরা ইহার অর্থ দিয়াছেন—গুণাতীত-

ভাব; নির্লিপ্ত ভাব; মায়ার বা প্রকৃতির পর পারে অবস্থিতি (৭।২৪); আমাতে "ভাব" বা পরাভক্তি লাভ করা; ১০।৮ শ্লোকে অর্থ পাওয়া যায়, প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভক্তি, পরম প্রেম বা পরাভক্তি। ১০।৬ শ্লোকের মদ্‌ভাব শব্দের অর্থ পাওয়া যায় আমার প্রভাব সৃষ্টি করিবার, বা লোক-রক্ষা করিবার ও লোক-সংগ্রহ কবিবার সামর্থ্য। ৮।৫ শ্লোকে অর্থ পাওয়া যায়, সারূপ্য বা সাযুজ্য ভাব; আমাতে বিলীন হওয়া; "ব্রহ্ম ভাব বা বিদেহ কৈবল্য ভাব" —("ইহা বোধ সৌকর্য্যার্থে ঐরূপ ভাবে বলা হয় বাস্তবিক কিন্তু ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির প্রাণ উৎক্রমণ করে না, এই খানে থাকিয়াই তাহা লীন হইয়া যায়") (মধুসূদন)। চিদানন্দময় ভাব, মদ্‌ ভাবের ইহাও অর্থ।

গীতায় "জ্ঞান" একক ভাবে বিশেষ কোথাও প্রাধান্য পায় নাই; কর্ম্ম ও ভক্তির অমৃতে তাহাকে প্রাণবন্ত করিয়া পরিবেশিত করা হইয়াছে। গীতায় বহু শ্লোক, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সম্মিলিত অর্থ রাখে, এই শ্লোকটির জ্ঞান-তপসা শব্দে উহা পরি-লক্ষিত হইবে।

Radha Krishnan–The purpose of incarnation is not simply to uphold the world order, but also to help human beings to become perfect in nature. The ascent of man into God-head is also the purpose of the descent of God into humanity.

মধুসূদন। মন্ময়া=তৎ পদার্থ পরমাত্মাকে যাঁহারা ত্বং পদার্থের সহিত অভিন্ন ভাবে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। জ্ঞানতপসা পূতাঃ মদ্ভাবমাগতাঃ=জ্ঞানরূপ তপস্যার দ্বারা, তাহাদের অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য্যরূপ মল দূর হইয়া, মদ্‌ভাবমাগতা অর্থাৎ বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ অর্থও বিকল্পে হয়—জ্ঞানরূপ তপস্যার দ্বারা জীবন্‌-মুক্ত হইয়া মদ্‌বিষয়ক ভাব, যাহাকে রতি বা প্রেম বলা হয়, তাহা পান্‌। বীতরাগ-ভয়-ক্রোধ=শুদ্ধ সত্ত্ব, শুদ্ধ চিত্ত।

শ্রীধর। "আমি শুদ্ধ সত্ত্বাবতার সমূহ দ্বারা ধর্ম্ম পালন করি" এইরূপে আমার পরম কারুণিকত্ব অবগত হইয়া, বীতরাগ ভয়ক্রোধ অর্থাৎ চিত্ত বিক্ষেপের অভাব হেতু···আমার কৃপায় লভ্য যে আত্ম-জ্ঞান ও তপস্যা, তাহার পরিপাকের নিমিত্ত স্বধর্ম্ম (দ্বন্দ্বৈকবদ্ ভাব) সেই জ্ঞান-তপের দ্বারা পূত, অর্থাৎ নিরস্ত হইয়াছে অজ্ঞান ও তৎকার্য্যরূপ মালিন্য যাহা হইতে, তাদৃশ হইয়া, মৎ সাযুজ্য লাভকারী বহু ব্যক্তি ছিলেন,···তত্ত্বমসি জ্ঞানে জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য কথিত হইল।

সমন্বয়গীতা। "তপস্যাও কর্ম্ম" সেইজন্য জ্ঞান তপস্যার অর্থ জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ। মন্ময়া=মদেকপরায়ণ।

নীলকণ্ঠ। রাগ=বিষয়সমূহে প্রীতি, ভয়=নিজের উচ্ছেদ আশঙ্কা। ক্রোধ=আপনার ও পরের পীড়া হেতু উদ্দীপ্ত ভাব।

বিশ্বনাথ। কুমত লইয়া যাহারা বাগাড়ম্বর করে, তাহাদের

প্রতি যাহাদের প্রীতি নাই, ক্রোধ নাই, ভয় নাই, সেই সকল আমায় ভক্ত, আমার জন্ম কর্ম্মাদির অনুধ্যান, মনন ও শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে রত।

বলদেব। মামুপাশ্রিতাঃ = সেবায় নিরত। মদ্‌ভাবমাগতাঃ = আমাতে ভাব অর্থাৎ প্রেম বিদ্যমানতা, অথবা মৎ-সাক্ষাৎকার যাঁহারা পাইয়াছেন।

শঙ্কর। যিনি…ঈশ্বর হইতে নিজেকে অভেদ ভাবেন অর্থাৎ ব্রহ্মবেত্তা, ও পরমেশ্বর যে আমি, আমাতে আশ্রিত ও কেবল জ্ঞাননিষ্ঠায় স্থির, এইরূপ বহু মহাপুরুষ পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞানরূপ তপের দ্বারা পরমশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, আমি যে ঈশ্বর সেই ঈশ্বরের ভাব অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। জ্ঞাননিষ্ঠা অন্যতপের অপেক্ষা রাখে না।

রামানুজ। ক্রোধাদি রহিত…আমাতে ওতঃপ্রোতঃ… বহুপুরুষ (তত্ত্ব)-জ্ঞান-রূপ তপে পবিত্র হইয়া এইরূপ হন, এবম্ সংবৃত্তা।

তিলক। তাৎপর্য্য এই, ভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম আলোচনা কর।…ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য অপর কোন সাধনেরই অপেক্ষা নাই।

অরবিন্দ। অবতারের নিগূঢ় ফল তাহারা লাভ করে, যাহারা ইহা হইতে দ্বিব্য জন্মের দিব্য কর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারে, যাহাদের চিত্ত তাঁহার চিন্তাতেই পূর্ণ হয়, যাহারা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে, যাহারা জ্ঞানের দ্বারা

শুদ্ধ হইয়া, এবং নিজ প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া, দিব্য সত্তা ও দিব্য প্রকৃতি লাভ করে।...ত্রিগুণময়ী হইতে নিজেকে তুলিয়া, মদ্ভাবমাগতা হওয়াই যোগের উদ্দেশ্য।

Modi—মদ্ভাবমাগতা = Reaching the status of the Lord.

কৃষ্ণানন্দ। মদ্ভাবমাগত = আমার স্বরূপতা লাভ। এইশ্লোক মুক্তিলাভের বিশেষ বিবরণ।

ব্যোমব্রহ্ম। একাগ্রতা প্রভাবে জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জগদীশ্বরানন্দ। সাধন ও তপস্যা একার্থবাচক। তত্ত্বচিন্তা উত্তম সাধন, শাস্ত্রার্থমন্থন মধ্যম সাধন, মন্ত্ররূপ অধম সাধন, ও তীর্থদর্শন নিকৃষ্ট সাধন।

মহানামব্রত। মদ্ভাব = মোক্ষ (শঙ্কর), মৎসাযুজ্য (শ্রীধর), মৎসাক্ষাৎকার (বলদেব), আমাতে রতি (মধুসূদন), ইহাই 'মামেতি'। লীলা শ্রবণ বা মননের গুণ শুকদেব বলিয়াছেন "ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।"

ভক্তিপ্রদীপ। মন্ময়া = steadfastly attached to me. মদ্ভাবম্ = My Divine love. পূতাঃ = purified. জ্ঞানতপসা = by the penance and the cultivation of transcendental knowledge.

Telang—Many from whom affection, fear and wrath have departed, who are full of me,

who depend on me, and who are purified by the penance of knowledge, come into my essence.

মদ্‌ভাবমাগতা=ঈশ্বরভাবরূপ মোক্ষ যাঁহারা সম্পূর্ণভাবে পাইয়াছেন (শঙ্কর)। সাযুজ্য পাইয়াছেন (শ্রীধর)। আমাতে ভাব অর্থাৎ প্রেম যাঁহারা পাইয়াছেন (বলদেব)। বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন-মোক্ষ যাঁহারা পাইয়াছেন (মধুসূদন)।

ভূপেন্দ্রনাথ। "স্বয়ম্ভু ভগবান ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্ম্মুখ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন..." (কঠ)।...সাধন করিতে করিতে, মন অন্তর্ম্মুখী হয়। বহির্জগতে মন না থাকায়, মন আত্মাতে লাগিয়া থাকে, বা তাহাতে প্রবিষ্ট হয়, ইহাই মদ্ভাব প্রাপ্তি। পূর্ব্বেও সাধন দ্বারা অনেকেই এ অবস্থাই পাইয়াছেন। ...ইহা শুদ্ধ জ্ঞানময় তপস্যা। পরমাত্মার সহিত আপনাকে অভেদ বলিয়া জানাই তপস্যার ফল। ইহা লাভ হইবার পূর্ব্বেই ভয়, ক্রোধ, কপটতা সব মন হইতে চলিয়া যায়।

(১১) নানা জনের নানা ভাব, কেহ ভগবানকে তত্ত্বতঃ বুঝিবার চেষ্টা করে; কেহ ভগবানকে ডাকে; কেহ শীঘ্র শীঘ্র ফল পাইতে অন্য দেবতাদের ডাকে। যাহারা ভগবানকে ডাকে, তাহাদের সকলকে কি তিনি একভাবে অনুগৃহীত করেন? এই শ্লোক ঐ প্রশ্নের উত্তর :—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ। ১১।

পদচ্ছেদ। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তান্ তথা এব ভজামি অহম্, মমবর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।

অন্বয়। পার্থ, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, অহম্ তাম্ তথা এব ভজামি, মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে।

কঠিন শব্দ। যথা=যে ভাবে, যথা বন্ধুভাবে, আপনজন ভাবে, বৈরীভাবে সকামভাবে, নিষ্কাম ভাবে, আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু বা জ্ঞানীভাবে; মাম্=আমাকে; সর্ব্বফলদাতা ঈশ্বরকে (মধুসূদন)। প্রপদ্যন্তে=প্রপত্তি দ্বারা পাইতে ইচ্ছা করে; শত্রুভাব, মিত্রভাব, যে ভাবই সে আমার প্রতি রাখুক না কেন, সেই ভাবের তীব্রতাটা যদি আমাকেখুসী করে ইত্যাদি; ভজামি=সেই ভাবানুযায়ী আমি তাহাকে ভাব দেখাই।

মম বর্ত্ম=আমার নিকটে আসিবার পথ; যেভাবেই আমাকে দেখা হউক না কেন, সব ভাবই আমাকে পাইবার ভাব।

অনুবর্ত্তন্তে = অনুসরণ করে। [মাম্ শব্দের ভিতর দেবতারাও আসেন, কারণ সকামভাবে তাহাদের পূজা, অবিধপূর্ব্বক] ভগবানেরই পূজা। সব পূজা তাঁহারই দ্বারা ব্যবস্থিত (৪, ২২; ৯।২৩)। অর্চ্চিত দেবতার মারফৎ তাহাদের অভিলাষ তিনিই পূর্ণ করেন। পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ। পার্থ, যে, যে ভাবেই আমাকে ডাকুক না কেন, যদি সেই ভাবের তীব্রতায় আমাকে তুষ্ট করে, আমি

তাহাকে সেই ভাবানুযায়ী ভাবই দেখাই। মনুষ্যগণ সর্ব্ব-প্রকারে আমারই পথ অনুসরণ করে। (অর্থাৎ যে পথই লওয়া হউক না কেন, সব পথই, যে, যে ভাবে আমাকে চিন্তা করে, আমাকে সেই ভাবেই পাওয়ায়)।

সব পথই আমাকে পাওয়ার পথ। কোনও পথিক বা পথচারীকে আমাকে পাওয়া হইতে বঞ্চিত করি না। "যত মত, তত পথ," তবে কোন্ পথে, কতদিনে কে পৌঁছাবে, তাহা পথ ও পথিকের উপর নির্ভর করে। যে যে ভাবে বা যে, যে মূর্ত্তিতে আমাকে পাইতে চায়, যাহাতে সেই ভাবে সে পাইতে পারে, তাহাকে সেই রকম বুদ্ধিযোগ দিই (১০।১০)।

"নির্গুণ" ব্রহ্মভাবে আমাকে উপলব্ধি করিতে চাও; তাহাই পাইবে। প্রভুভাবে, সখা ভাবে, পুত্র ভাবে, পিতা ভাবে, সর্ব্বপ্রিয় ভাবে আমাকে পাইতে চাও সেই ভাবেই পাইবে। রাম, দুর্গা, মহাদেব, যে ভাবে ভক্ত আমাকে চায়, আমি সেই ভাবে তাহাকে তুষ্ট করি। গোপীরা আমাকে যে ভাবে চাহিয়াছিল, সেই ভাবেই পাইয়াছিল। কংস, শিশুপালাদি সর্ব্বদা শত্রুভাবে আমাকে চিন্তা করিত, শত্রুভাবেই আমাকে পাইয়াছিল। অন্য দেবতার পূজক অজ্ঞাতসারে আমারই পূজা করে। আন্তরিকতা থাকা চাই। বৈষয়িক বিষয়কামী যাহা চায়, অর্থাৎ আমাকে চাহে না, অন্য কিছু চায়, সে তাহাই পায় (দেব পূজার মাধ্যমে)। কামিনী কাঞ্চনের যে

সাধনা করে, কামিনী কাঞ্চনই সে পায়। আর, ফল-বৈষম্য? যে ভাবে ফল চাওয়া হয়, সেই কর্ম্মের বৈষম্যে ও প্রারব্ধের বৈষম্যে সে তাহা পায় হয়, ফল দাতার বৈষম্য রহিয়াছে, তাহা নহে। "সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ"।

আমাদের মনে হয় ভগবান চাহেন শত্রুভাব, মিত্রভাব, আর্ত্তভাব, অর্থার্থী ভাব (৭।১৬) যে ভাবই তাঁহার প্রতি দেখান হউক না কেন, তাহাতে তীব্রতা যেন থাকে। কোন রকমে কাজ সারা ভাব যেন না থাকে; আর, "যজ্ঞ করিলাম, পূজা করিলাম, ধূমধাম করিলাম, ফল দাও, এখনি ফল দাও," এ আবদার যেন না থাকে। অবশ্য বলিতে হইবে না, নিষ্কাম ভাবে তাঁহাকে চাওয়া, ইহা তো শ্রেষ্ঠ চাওয়া, এবং ইহা তিনি নিশ্চয়ই ভালবাসেন। অন্যান্য চাওয়ার ফল, সে ফলের জীবন, মাত্র দুদিনের জন্য থাকে, এ ফল চিরদিনের (৭।২৩; ৯।২৫); কিন্তু এ ফল দেরীতে আসিবে, হয়তো অনেক দেরীতে আসিবে। সাধারণ মানুষ তাঁহাকে নিষ্কাম ভাবে ডাকিবার গরজই বোধ করেনা; আর্ত্ত বা অর্থার্থী ভাবে এক-প্রাণতায় তাঁহাকে ডাকা, সে কষ্টও লইতে চায় না। তাহারা চাহে পুত্র, বিত্ত, যশ, তাহারা চাহে চটপট্ যজ্ঞ এবং চটপট্ ফল, এবং খুব যদি কারল তো ধূমধাম ভরা যজ্ঞ। এ সব চাওয়াও তিনি ঠেলিয়া ফেলেন না। এ ভাবের হুড়াহুড়ি চওয়াও তো চাওয়া, তাহার জন্য না কিছু করিলে, মানুষ করে কি?—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম? তাই অমোঘ আশ্বাস

বাণী তিনি দিয়াছেন "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে"। ইহাদের জন্যই তো তিনি দেবতা সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যেন দেবতা হইয়াছেন। দেবতাদের পূজা করা তাঁহারই পূজা করা, সব পূজা তাঁহারই কাছে আসে। তিনিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা। মানুষ মূর্খভাবে ভাবে যে, ফল আমাদের তাড়াতাড়ি পাওয়া চাই, ও তাহার জন্য যজ্ঞাদি দ্বারা দেবতাদের তুষ্ট করা চাই, ভগবানকে ডাকার কি প্রয়োজন? পরের শ্লোকে ইহাই স্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে।

সকামভাবে যদি ডাকা যায়, সে ডাক কি তিনি শুনিবেন না? তাহাও তিনি শোনেন, যদি তীব্রভাবে, অনন্যভাবে তাঁহাকে ডাকা যায়, যদি আন্তরিকতা থাকে। আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ইহাদেরও মনস্কামনা তিনি সিদ্ধ করেন, যদি তাহাদের ডাকে অনন্যশরণতা ও আন্তরিকতা থাকে। প্রপদ্যন্তের ঠিক অর্থ প্রপত্তি-আত্মক ভজনা, কিন্তু কংস শিশুপালাদি এ অর্থে আসে না বলিয়া, আমরা ইহার অর্থ, "তীব্রতায় তুষ্ট করা" বলিলাম। "মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ" এই বচনটি তৃতীয় অধ্যায়ে (৩।২৩) এক অর্থে আছে, "আমি যে পথ ধরিব মনুষ্যেরাও, সকলেই সেই পথ ধরিবে। ইহা হইতে বুঝা যায়, পূর্ব্বাপর সন্দর্ভ অনুসারে অর্থ কি প্রকারে বদলাইয়া যায়। এ শ্লোকে শুধু যে ভগবান মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী বলা হইল, তাহা নহে বা তাঁহাকে পাইতে যে পথেই মানুষ চলুক না কেন পরিণামে তাঁহাকে পাইবেই, শুধু যে এই ভরসা

মানুষকে দেওয়া হইল তাহা নহে—কর্ম্ম বা পথ চলা বিফল হয় না এবং এই কর্ম্মের দ্বারা ভগবানও লভ্য হন, তাহাও জানান হইল। এই কারণে, এ অধ্যায়ে, এ শ্লোক মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নহে। ভগবৎ সামীপ্য লাভের চেষ্টা, সে সামীপ্য যে ভাবেরই হউক না কেন, আর সেই লাভের চেষ্টা তাহা কায়িক, বাচনিক, মানসিক, যে প্রকারের হউক না কেন, তাহা কর্ম্মই, এই শ্লোকে "কর্ম্ম" ও "ভজনার" সম্বন্ধ বিবৃত হইয়াছে, এবং কর্ম্ম, কর্ম্মফল আনিবেই বলা হইয়াছে। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক, ঋতং সত্যং unviolable law, always true. ইহা প্রায়ই উদ্ধৃত হয়। অতি উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি নিরাকার হইলেন তো কি? ভক্ত যদি তীব্র আন্তরিকতায় তাঁহাকে কোন বিশেষ মূর্ত্তিতে দেখিতে চাহে, তিনি এত অক্ষম নহেন, যে সেই মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে তিনি পারিবেনই না, যিনি এই বৃহৎ জগৎ চালাইয়া চলিয়াছেন, ও এই অনন্ত প্রসারিত জগৎ যাঁহার মাত্র একাংশে স্থিত। আর পথ সম্বন্ধে শুধু হিন্দু ধর্ম্মেই—শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য ও তাহাদের শাখা প্রশাখা প্রভৃতিতে এত অসংখ্য রকমের উপাসনার পদ্ধতি রহিয়াছে (বিভিন্ন দেবতার উপাসনাতেই এত পথ) সব ধর্ম্মের সব পথ মিলাইলে না জানি কত পথ হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। দেব পূজা তো তাঁহারই পূজা, তাই পরমহংসদেব বলিয়াছেন "যত মত, তত পথ"। আরও বলিয়াছেন "দেখলাম সেই এক ঈশ্বর তাঁর কাছে সকলেই

আসছে, ভিন্ন পথ দিয়ে"। ভগবান কোন পথে কাহাকে কৃপা করেন তাহার হদিস নাই, তাই কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে, কোথা নিয়ে যায় কাহারে, সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া, এনেছ তোমারি দুয়ারে"। এই শ্লোকের প্রতিধ্বনি "But I say, who soweth sparingly, shall also reap sparingly, and he who soweth bountifully, shall also reap bountifully" (Bible) আর "Father of all in every age, In every clime adored, By Saint, by savage, and by sage, Jehovah, gove or Lord" (কবি Pope)

"যে, যে ভাবে আমায় চায়, সে সেই ভাবেই আমায় পায়", এত উদার ঘোষনা আর কোথাও আছে কি? তাই-আমাদেরই এই দেশ, সকল ধর্ম্মকে মান্য দিয়াছে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "ইহাই প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম; হিন্দু ধর্ম্মের তুল্য উদার ধর্ম্ম আর নাই। আর এই শ্লোকের তুল্য উদার মহাবাক্যও আর নাই"।

শঙ্কর। তাহাদের কামানুযায়ী ফল দিয়া, তাহাদের অনুগৃহীত করি, কারণ তাহাদের মোক্ষের ইচ্ছা হয় না। একই পুরুষে মুমুক্ষুত্ব ও ফলার্থিত্ব দুই একসঙ্গে হয় না। যে ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া শাস্ত্রোক্ত ভাবে কর্ম্ম করে ও মুমুক্ষু হয়, তাহাকে জ্ঞান দি, সন্ন্যাসী ও ঐরূপ জ্ঞানী ও মুমুক্ষুকে,

মোক্ষ দি।......যে, যে ফলের ইচ্ছায় ও যে কর্ম্মের অধিকারী হইয়া, সেই ফলের জন্য সেই কর্ম্মের প্রযত্ন করে, সেই তাহাকে মনুষ্য বলা হয়।

রামানুজ। যে, যে প্রকার আমার রূপের কল্পনা করিয়া আমাতে প্রপন্ন হয়...দর্শন দি। আমার অনুবর্ত্তন করা যাহার একমাত্র মনোরথ এইরূপ সংকল্প মনুষ্য আমার মার্গের আমার এক সমগ্র স্বভাবের, যাহা যোগিদেরও মন বাণীর অগোচর, নিজ চক্ষুরাদি ই'ন্দ্রিয় দ্বারা নিজ অপেক্ষিত স্বরূপে সকল প্রকারে অনুভব করিতে পারেন।

শ্রীধর। মনে করিও না, যাহারা আমাকে ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে ভজনা করে, আমি তাহাদের উপেক্ষা করি যে হেতু সর্ব্বশঃ অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকারে, ইন্দ্রাদি দেবসেবকগণও আমারই বর্ত্ম অর্থাৎ ভজন পথ অনুবর্ত্তন করে, কারণ ইন্দ্রাদি রূপেও আমি সেব্য।

মধুসূদন। জ্ঞানীগণ সেই একই পরমেশ্বরকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

বর্ত্ম = আমার স্বভাব (রামানুজ), ভজন পন্থা (শ্রীধর), জ্ঞান কর্ম্মাদি সকলই আমার স্বরূপ সুতরাং আমার পথ (বিশ্বনাথ) কর্ম্ম ও জ্ঞান রূপ ভজন মার্গ।

বঙ্কিমচন্দ্র। ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম ; হিন্দুধর্ম্মের তুল্য উদার ধর্ম্ম আর নাই। (আমরা ইহা পূর্ব্বেই দিয়াছি),

(এই শ্লোকটীর বঙ্কিমবাবুর কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী চমৎকার আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

রামদয়াল। মানুষ যাহা যখন চাহে, আমি তখনই তাহা দি, শুধু তাহার নিজের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মভোগের জন্য যাহা একটু অপেক্ষা করিতে হয়।

সন্তদাস। যে সাধক, যে কোনও মূর্ত্তি ভজনা করে, তাহা সে প্রাপ্ত হয়, পরন্তু সকলই আমারই বিভূতি, সুতরাং তাহাদের ঐ ভজনের দ্বারা আমারই অনুসরণ করা হয়।

Vivekananda :—Whoever wants to reach me, through whatever ways, I reach him through that. All men are struggling along paths which lead in the end to Me.

Krishna Prem :—In all ways men follow My path. নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

Radhakrishnan :—This verse brings out wide catholicity of the Gita religion. God meets every aspirant with favour and grants to each, his heart's desire.

বিজ্ঞানন্দ। কোন মার্গ সুগম, কোনটা দুর্গম ; কিন্তু গন্তব্য একই স্থান।...হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান একই স্থানে যায়। যে, যে কামনায়, যে দেবতার আরাধনা করে, সেই দেবতার দ্বারা তাহার কামনা পূর্ণ করাইয়া দি।

মহানামব্রত। ভগবানের স্বরূপসিদ্ধ স্বভাব, তিনি সাধকের ভাবনানুরূপ ভজনা করিয়া থাকেন। জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাত-সারে জীব মাত্রই তাঁহার অভিমুখে চলিতেছে। যৎ প্রযান্তি অভিসংবিশন্তি)।...তাঁহাকে পাওয়ার একটা পথ পাওয়া গেল।

ভক্তিপ্রদীপ। ভজামি=reciprocate the worship. প্রপদ্যন্তে=offer submission. অনুবর্ত্তন্তে=follow. সর্ব্বশঃ=in all possible ways.

ভূপেন্দ্রনাথ। আমি কাহাকেও ফল দিতে ছাড়ি না, তবে কর্ম্মানুরূপ; সকলকে একভাবে কৃতার্থ করিলে জ্ঞানের অপুষ্টতা বশতঃ আমাকে বুঝিতে পারিবে না।...আমার রাস্তায় সকলেই চলিতেছে...জ্ঞানী, বিষয়াসক্ত, সকলেই আনন্দের টানে পড়িয়া আছে; বিষয়াসক্ত বিষয়কেই আনন্দের হেতু মনে করে, কিন্তু সে জানে না, রস বা আনন্দ, আর কোথাও নাই—সব রসই সেই আত্মা—রসো বৈ সঃ?...লোকে যাহা মনে করিয়াই ছুটুক্, শেষ পর্য্যন্ত সেই তাহার পদতলে আসিয়া দাঁড়াইবে। যে বিষয়ানন্দরূপে তাঁহাকে চায়, সে বিষয়ানন্দরূপে, যে একমাত্র তাঁহাকেই চায়, সে সচ্চিদানন্দ আনন্দরূপে তাঁহাকে পাইবে।

Telang :—I serve men in the way in which they approach me (i.e. I give to each worshipper what is proper for them). In every way,

men follow in my path. (The words used here occur before in a different sense).

(১২) অর্জ্জুন যেন বলিলেন, যখন "যে যথা মাংপ্রপদ্যন্তে", তখন তোমাকে সকলে ভজনা করে না কেন ? তাহার উত্তর—

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২ ॥

পদচ্ছেদ। কাঙ্ ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাম্ সিদ্ধিম্ যজন্তে ইহ দেবতাঃ, ক্ষিপ্রম্ হি মানুষে লোকে সিদ্ধিঃ ভবতি কর্ম্মজা।

অন্বয়। ইহ কর্ম্মণাম্ সিদ্ধিম্ কাঙ্ক্ষন্তঃ (ইহ) দেবতাঃ যজন্তে, হি মানুষে লোকে কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রম্ ভবতি।

কঠিন শব্দ। ইহ = এই লোকে। কর্ম্মণাম্ সিদ্ধি = ক্রিয়া সমূহের দ্বারা আনা অভীষ্ট ফল। কি রূপ ক্রিয়া ? যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ, অর্থাৎ যজ্ঞাদি। হি = যে হেতু। যজন্তে = যজ্ঞাদি করে। কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ = কর্ম্মণাং সিদ্ধি, অর্থাৎ যজ্ঞাদির দ্বারা প্রাপ্ত ইচ্ছিত ফল বা কৃতকৃত্যতা।

অনুবাদ। ইহ লোকে, (বহুলোক) কর্ম্মের অর্থাৎ যজ্ঞাদির ফল চাহিতে থাকিয়া, দেবতাদের পূজা, অর্থাৎ তাহাদের তুষ্টির জন্য যজ্ঞাদি করে। কারণ, এই মনুষ্য লোকে, যজ্ঞাদি উৎপন্ন ফল বা কৃতকৃত্যতা শীঘ্র শীঘ্র ঘটিতে থাকে। (ভক্তি বা জ্ঞানে, বা যেন-তেন ভাবে আমাকে ডাকায়, তেমন শীঘ্র হয় না)।

পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইনাছে, ভগবানই ইহা করাই-য়াছেন। কেন, তাহাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভগবান যে ভাবের ডাকা চাহেন, বেশীর ভাগ মানুষ তাহা করেই না। তীব্র ভাবের ভাব তাঁহার প্রতি রাখা, মানুষ সে দিকে যায়ই না। তাহারা চাহে চট্ পট্ কাজ সারা চট্ পট্ ফল প্রাপ্তি, এবং দশটা ফল প্রাপ্তি। ইহাদেরই জন্য, তাঁহার আশ্বাস বাণী, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে; তিনিই দেবতা সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবতা তুষ্টির জন্য যজ্ঞ, তিনিই পান (৫।২৯; ৯।২৪)। তবে ঐ লোকদের মনোভাব প্রত্যক্ষতঃ তাহার কাছে না চাওয়া হওয়ায়, এবং তিনি যে রকম চাহেন সে রকম ভাবের না হওয়ায় ফল, যদিও তিনিই দেন, তবে দেন প্রত্যক্ষতঃ নহে, দেন তাঁহারই মূর্ত্তশক্তি ঐ সব দেবতাদের মারফতে। যে যেমন চায় সে তেমন পায়, তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্; তাঁহাকে চাহে না, তাঁহাকে পায় না; যজ্ঞাদি দ্বারা যে চট্ পট্ ফল চাহে, সে চট্ পট্ ফল পায়, তবে সে ফল চিরস্থায়ী অবশ্যই হয় না। "যো যস্ করৈ সো তস্ ফল চাখা" (তুলসী দাস)।

শঙ্কর। যে, দেবতাদের ভিন্ন ভাবে পূজা করে, সে দেবতাদের পশু হয়। মনুষ্য লোকে শাস্ত্রের অধিকার থাকায়, অন্য-দেব পূজকদের সিদ্ধি শীঘ্রই হয়। (বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা থাকার জন্য)।

রামানুজ। মনুষ্য লোক, স্বর্গাদি লোকেরও উপলক্ষণ।

শ্রীধর। ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করে, কিন্তু সাক্ষাৎ আমার উপাসনা করে না, যে হেতু কর্ম্মজনিত ফল শীঘ্রই

ঘটিয়া থাকে, কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞানের দুষ্প্রাপ্যতা বশতঃ, কৈবল্য রূপ জ্ঞান-ফল শীঘ্র ঘটে না।

তিলক। ঈশ্বরের আরাধনার প্রকৃত ফল মোক্ষ, কিন্তু উহা তখনই পাওয়া যায়, যখন দীর্ঘকাল ধরিয়া একান্ত উপাসনার ফলে কর্ম্ম বন্ধন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়; এই প্রকার দূরদর্শী ও দীর্ঘ উদ্যোগী পুরুষ খুব অল্পই আছেন।

ব্যোমব্রহ্ম। এই মনুষ্য লোকে যাঁহারা জ্ঞান লাভ করিবার যোগ্য হইতে চান, তাঁহারা মনো বুদ্ধি আদির প্রসন্নতা বিধান করেন, এবং শীঘ্রই জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়। কর্ম্মণাম্ সিদ্ধি = কর্ম্ম সমূহের ফল জ্ঞান লাভ। দেবতাঃ যজন্তে = মনো বুদ্ধি আদির প্রসন্নতা লাভ করেন

মধুসূদন। আচ্ছা, সকলেই তবে, ভগবান তোমাকে আশ্রয় করে না কেন? তাহার উত্তর এই শ্লোক। ভাব প্রকাশ—যতদিন কর্ম্ম, কামনা দ্বারা প্রেরিত হয়, ততদিন ক্ষুদ্র দেবতাদের পূজা হয়। সকাম ব্যক্তির ফল লাভ হইতে বিলম্ব হয় না, কারণ সকাম কর্ম্ম, ক্ষুদ্র ফল উৎপন্ন করে। ভগবৎকামী বা জ্ঞানাভিলাষী ব্যক্তির ফল পাইতে বিলম্ব হয়, কারণ ইহার জন্য অন্তঃকরণ শুদ্ধির প্রয়োজন এবং ইহা মহাফল প্রসব করে।··· মানুষেলোকে অর্থাৎ মানুষ্যতর লোকে বৈদিক কর্ম্মে অধিকার না থাকিলেও, তাহারা সৎকর্ম্ম করিলে যে তাহা বিফল হয়, এমন নহে, কিন্তু তাহারা তজ্জনিত ইষ্ট ফল বিলম্বে পায়।

Telang. In this world of mortals, the success produced by Action is soon oltaisaed.

ভূপেন্দ্রনাথ। ফলাকাঙ্ক্ষার নিমিত্ত দেবতার ভজনা করে। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত করিলে শীঘ্রই সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ ইচ্ছা রহিত হয়। যোগাভ্যাস করিতে করিতেও যোগসিদ্ধির লাভের জন্য লোকে ব্যাকুল হয়।···সর্ব্বাপেক্ষা বড় যোগসিদ্ধি হইল, ইচ্ছা-রহিত অবস্থা, নৈষ্কর্ম্ম্য বা জ্ঞান।···ইচ্ছারহিত কি সহজে হয়? ···কামনা সহিত ভজনায় ও কামনারহিত ভজনায় প্রভেদ অনেক। কবীর বলিয়াছেন 'সহকামী সুমিরণ করে' পাওয়ে উঁচাধাম, নিহকামী সুমিরণ করে পাওয়ে অবিচল রাম'।··· সাধন কিছু করিলেই উচ্চলোকসমূহ প্রকাশিত হয়, অনেক দিব্য-দর্শন, দেবতাদিরও দর্শন লাভ হয়। তাঁহারা সময়ে সময়ে সাধককে কৃপাও করেব, কিন্তু কেহই কৈবল্যদান করিতে পারেন না।···লোকে সামান্য বিভূতিতে তুষ্ট হইয়া সেই পরম পাবন কৈবল্য পদকে তুচ্ছ করে। কৈবল্যকামী সাধকদিগকে দেব-তারাও বিড়ম্বিত করিতে চেষ্টা করেন; ইহা এক হিসাবে মন্দ নহে, সাধকের পরীক্ষা হয়।···বিকল্প ব্যাখ্যাঃ—এই মনুষ্য লোকে কাম্যকর্ম্মের সিদ্ধিপ্রার্থীরা আমাকে ছাড়িয়া ইন্দ্রাদি দেবতদিগের ভজনা করে, কিন্তু তাহাদের সিদ্ধি অনিশ্চিত, কারণ কাম্যকর্ম্ম ঠিক বিধিমত না হইলে ফলপ্রসূ হয় না; কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মরূপ যে প্রাণ কর্ম্ম, তাহাতে সিদ্ধি বা ইচ্ছারহিত অবস্থা নিশ্চয়ই শীঘ্র জন্মে।

(১৩) সমাজে যাহাতে শৃঙ্খলা থাকে, সমাজে যাহাতে জটিলতা না আসে, সেইজন্য বর্ণাশ্রম প্রথা হিন্দু, সমাজে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই প্রথার উপরই "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মঃ" (৩।৩৫, ১৮।৪৭) প্রতিষ্ঠিত। স্বধর্ম্ম প্রতিপালন, কর্ম্ম যোগের একটি বড় কথা। কর্ম্মযোগ কেন, কোনও যোগই চলিবে না, কোন কর্ম্মই সুশৃঙ্খলার সহিত নিষ্পাদিত হইবে না, যদি সমাজে, যে, যে কর্ম্মের উপযোগী, সেও সে কর্ম্ম না করিয়া, অন্য কর্ম্ম, হয়তো যাহার জন্য সে উপযোগী নহে, সেরূপ কর্ম্ম করিতে থাকে এবং তাহা লইয়া অনবরতঃ গোলমাল হইতে থাকে। কর্ম্ম বিজ্ঞানের এই তথ্য দৃঢ় ভাবে মনে বসাইয়া দিতে, কর্ম্ম ষট্‌কে এবং এই স্থানে, এই শ্লোকটিকে আনা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, আমাদের সকলের ভিতর প্রকৃতির এই ত্রিগুণ, ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে বা পরিমাণে রহিয়াছে। ইহারই জন্য মানুষের প্রকৃতি বা স্বভাব এইরূপ হয়, যে, আপ্‌না আপ্‌নি মানুষ চার শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে; কেহ যজন যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনে অনুরক্ত হয়, কেহ সামরিক বৃত্তি অবলম্বন করে, কেহ কেহ শিল্প বাণিজ্যকে বৃত্তিভাবে গ্রহণ করে, আর কেহ কেহ আর যে সব বৃত্তি আছে তাহাতে যায়। এই "আপনা আপনি" চার শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া, ভগবান যেন করাইয়া দিতেছেন এইরূপ ভাবের হয়। তাই বলা হইয়াছে চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং। সৃষ্ট হইল, তবে ভগবান মানুষ সকলকে

ডাকিয়া, এই রূপ বিভাগ করিয়া দিলেন, তাহা হয় নাই। তাঁহার ঐশী নিয়মে ইহা আপনিই সৃষ্ট হয়। তাই বলা হইল "আমি এসব ব্যবস্থার কর্ত্তা হইয়াও, কর্ত্তা নহি", তদ্ব্যতীত তিনি যখন অবিকারী, তাঁহার কর্ম্ম যখন অকর্ম্ম (৪ ১৬-১৮) তখন লিপ্ততার কথাই উঠে না; লিপ্ত হইলে তো কর্ত্তা! ভগবান বলিলেন—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥১৩

পদচ্ছেদ । চাতুঃ-বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টম্ গুণ-কর্ম্ম বিভাগশঃ, তস্য কর্ত্তারম্ অপি মাং বিদ্ধি অকর্ত্তারম্ অব্যয়ম্।

অন্বয়। গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্ তস্য কর্ত্তারম্ অপি মাং অব্যয়ম্ অকর্ত্তারং বিদ্ধি।

কঠিন শব্দ। চাতুর্ব্বর্ণ্যং= উপরের চারটি শ্রেণীর উল্লেখ করা হইয়াছে, হিন্দু সমাজে এ চারটি শ্রেণীকে চারটি বর্ণ বলা হয়; আর, ভিন্ন ভিন্ন ঐ চারিটি বর্ণে যাহারা জন্ম গ্রহণ করে, তাহদিগকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলা হয়। গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ=গুণ ও কর্ম্মের ভিন্নতায় বিভাগীকৃত। সব কিছু প্রকৃতিজাত হওয়ায়, মানুষের স্বভাব ও কর্ম্মও ত্রিগুণের মিশ্রণ, মানুষের সেই মিশ্রিত পুঁজিতে কোন্ গুণের কাহাতে প্রাধান্য আছে তাহা দেখিয়া এবং কে কোন্ কর্ম্ম, বৃত্তিরূপে করিতে ভালবাসে তাহা দেখিয়া, তাহাকে চার বর্ণের উপযোগী

বর্ণে ফেলিবার নীতি হইয়াছিল। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ বিশদ্ ভাবে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে, ও কর্ম্ম, অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির কর্ম্ম ২৮।৪১-৪৪ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

অব্যয় = অবিকারী ; বিভাগ সৃষ্টি ইত্যাদি আমার তথাকথিত কোনও কার্য্যের প্রভাব আমাতে পড়ে না, আমাকে লঘু করিয়া দেয় না। "গুণকর্ম্ম বিভাগ" কথাটা ৩।২৮ শ্লোকে আছে, একটু অন্য অর্থে।

অনুবাদ। গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুযায়ী চারিবর্ণ আমার দ্বারা "সৃষ্ট" হইয়াছে ; ইহার (অর্থাৎ এইরূপ সৃষ্টি কার্য্যের) কর্ত্তা হইয়াও আমাকে অবিকারী, অকর্ত্তা বলিয়া জানিও।

কর্ম্ম বিজ্ঞানের একটি মস্ত কথা, বিভিন্ন রকম কর্ম্মের অধিকারী নির্ণয় করা। উপরেই বলা হইয়াছে যে, নিজ প্রকৃতি বা স্বভাবের বশে প্রত্যেক মানুষকেই উপরিউক্ত কোন না কোন শ্রেণীতে পড়িতে হয়। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে স্বাভাবিক ভাবে যে শ্রেণী যাহার জন্য, সে, সে শ্রেণীতে না গিয়া যদি অন্য শ্রেণীতে প্রবেশ করে, বা সে কোন্ শ্রেণীর যোগ্য ইহা বুঝিতে না পারিয়া, অনবরতঃ শ্রেণী বদ্‌লাইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার একুল ওকুল দুকুল যায়, কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পরধর্ম্ম ভয়াবহ। ঠিক ভাবে কাজ করা তখনই সম্ভব হয় যখন মানুষ নিজের উপযোগী শ্রেণীতে থাকিয়া, নিষ্কাম ভাবে,

নির্লিপ্ত ভাবে, "অকর্ম্মের" মত নিজ স্বধর্ম্ম পালন করে, ১৮।৪৫; ৪৬। উহাই ভগবানের সাধনা (১৮।৬১) ভগবান অর্জ্জুনকে বর্ণ ধর্ম্ম পালনের কর্ত্তব্য দেখাইয়াই যুদ্ধে নামাইয়াছিলেন।

গুণ ও কর্ম্মের সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ট। প্রকৃতি হইতে আমরা তিনটি গুণ পাই—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুযায়ী নানা অনুপাতে। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহারা কি করায়, এবং তাহাদের জন্য কি কি অনেক-কিছু ত্রিভাবের হয়, তাহা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে এবং পরের কয়েকটি অধ্যায়েই বিবৃত হইয়াছে। যাহাদের ভিতর সত্ত্বগুণ, অনুপাতে খুব বেশী আছে, তাহাদের ভিতর ফুটিয়া উঠে "শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরাজব মেবচ, জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং" (১৮।৪৯)। তাহাদেরই ভিতর অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন যাজন ইত্যাদি বৃত্তি গুলির দিকে এবং পারমার্থিক বিষয়ে থাকিবার দিকে, ও ফলে, জাগতিক বিষয়ে না থাকিবার দিকে, প্রবণতা জাগিয়া উঠে। সমাজের আরম্ভ সময়ে প্রচুর সত্ত্বগুণশালী এই শ্রেণীর লোকেরা ব্রাহ্মণ নাম পাইয়াছিল। ইঁহারা শিক্ষা ও পরিস্থিতি এমন রাখিতেন যে তাহা সত্ত্ব গুণকে স্থির রাখিত, তাহাকে কমিয়া যাইতে দিত না। পিতার সত্ত্বগুণ সন্তানগণে নামিত, এবং পারিবারিক শিক্ষা ও পরিস্থিতি এবং বাহিরের পরিস্থিতি এমন করা হইত যে সেই সত্ত্বগুণ কুলে কম যেন না হয়। অনেক সময় কুলের গোত্র এবং কুলজাত পুরুষগণের উপাধি, কোন আদম্ প্রসিদ্ধ পুরুষের নামানুযায়ী রাখা হইত, যথা বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ভার্গব,

ব্যাস, জনক ইত্যাদি; এ নাম গুলি এখনও চলিয়া আসিতেছে, উপাধিবৎ। প্রচুর রজোগুণশালী ব্যক্তিদিগের ভিতর ফুটিয়া উঠিত যাহা ১৪।৪৩ শ্লোকে আছে; এই শ্রেণীর লোকেরা ক্ষত্রিয় নাম পাইয়াছিল, ইহাদের ভিতর অন্য দুটি গুণ খুব কম থাকিত। রজঃ ও তমঃ গুণ প্রায় সমান সমান, কিন্তু সত্ত্ব গুণাপেক্ষা অনেক বেশী যাহাদের থাকিত তাহাদের ভিতর ফুটিয়া উঠিত ১৮।৪৪ শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে যাহা আছে, এবং উহারা বৈশ্য নাম পাইত। বাকীরা, অর্থাৎ যাহাদের ভিতর তামসিক গুণ খুব বেশী ও অন্য দুটি গুণ খুব কম থাকিত, তাহারা শূদ্র নামে অভিহিত হইত। সমাজের জন্য উপরের তিন প্রকার কর্ম্ম ছাড়া, অন্য যে সব কর্ম্মের প্রয়োজন, তাহা করিতে তাহাদের প্রবণতা ও দক্ষতা থাকিত।

ত্রিগুণের উপরি-উক্ত চারিভাবে মিশ্রণ, আমাদের ভিতর অর্থাৎ লোকেদের ভিতর এই ভাবে আসে। মৃত্যুর সময়, যাহাদের ভিতর সাত্ত্বিক গুণ, অনুপাতে খুব বেশী থাকে, কর্ম্মের ফলদাত্রী প্রকৃতির নিয়মে, তাহাদের সেই ঘরে জন্ম হয়, যেখানে মোটামুটি সেই ভাবে, সাত্ত্বিক গুণ বর্ত্তমান, যাহাতে তাহার বড় হওয়া, মানুষ হওয়ার কাজে সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়। এই ভাবেই, রাজসিক-গুণীর মৃত্যুতে ও তামসিক গুণীর মৃত্যুতে, রাজসিক ও তামসিক ঘরে জন্ম হয়। কিন্তু ঐ আনীত গুণের অনুপাত, সঙ্গ প্রভাবে, শিক্ষা প্রভাবে, খাদ্য প্রভাবে এবং এই রূপ নানা প্রভাবে, অনবরতঃই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। তাই

অনেক ব্রাহ্মণ পুত্রকে ক্ষত্রিয় স্বভাব, বৈশ্য স্বভাব, শূদ্র স্বভাব, এমনকি চণ্ডাল স্বভাব পাইতে দেখি। ব্রাহ্মণের পুত্র পরশুরাম, কৃপ দ্রোণ ও অশ্বত্থামা ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শুনিতে পাই পরশুরাম ও অশ্বত্থামা চিরজীবী। দ্রোণের যদি জন্ম হইয়া থাকে তো নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মিয়াছিলেন। অন্যদিকে অব্রাহ্মণ কুলে জাত, বিদুর, কবীর, কমাল, দাদু ও হরিদাস, ইহাঁরা নিজেদের চেষ্টায়, অতি সাত্ত্বিক ভাব পাইয়াছিলেন। তাহা হইলে কর্ম্মের দ্বারা গুণের অনুপাত স্থিরীকৃত হয়, গুণের অনুপাত উপযোগী বর্ণে জন্ম আনে, আবার উপযোগী বর্ণে জন্ম হইলেও কর্ম্মের প্রভাবে তাহার ভিতরে গুণের অনুপাতের পরিবর্ত্তন আনে এবং তাহা উচ্চ ও নীচ বর্ণত্ব আনে। জন্মজাত বর্ণে থাকিলেও, পরজন্মে নিশ্চয়ই বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মের জন্য ঐ কর্ম্মের উপযোগী বর্ণ পায়। তাহা হইলে বর্ণ পাওয়া শুধু গুণে নহে, শুধু কর্ম্মে নহে, দুইয়ের ভাগ বিভাগে। ইহাকেই বলা হইয়াছে গুণ-কর্ম্ম বিভাগশঃ।

ক্রমে অনেক পরিবারে, এমন সময় না আসিত তাহা নহে, যখন, নানা কারণে নিজেদের দোষেই হউক, বা উর্দ্ধ কয়েক পুরুষের দোষেই হউক, পিতা মাতার সত্ত্ব গুণের পরিমাণ, অন্যান্য গুণের সমান, বা তাহাদের অপেক্ষা ন্যূন হইয়া গিয়াছে। ইহাদের সন্তানেরা ব্রাহ্মণ নাম যুক্ত থাকিলেও তাহাদের ভিতর আর সে রকম ব্রাহ্মণত্ব থাকিত না, যাহা উহাদের বংশের সেই আদি পুরুষে ছিল। আমাদের বেশীর ভাগ পুরুষের এই দশা।

এরূপ হওয়া সত্ত্বেও, আমাদের মোটাবুদ্ধিতে মনে হয়, ইহাদের ব্রাহ্মণ নাম খারিজ করা উচিত হয় না, কারণ আর কিছু না হউক অন্ততঃ হোমিওপ্যাথি ঔষধের মত, তখনও ব্রাহ্মণত্ব তাহাদের রক্তে এরূপ ভাবে থাকে যে, তাঁহারা যদি একটু উঠিয়া পড়িয়া লাগেন, আবার তাঁহাদের সুব্রাহ্মণ হইবার সম্ভাবনা জাগিয়া উঠে। তাহা ছাড়া নাম খারিজ ব্যাপার, করিবে কে—বিশেষ আজ কাল কার দিনে ?

গীতা চাতুর্বর্ণ্য ধর্ম্মের পরিপালনের উপর খুবই জোর দিয়াছে, তাহা এই (৪ ১৩) শ্লোক হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, (ময়া সৃষ্টম্)। যাহাতে গোল না উঠে, সেইজন্য গীতা যথাস্থানে সত্ত্বাদি গুণাদির তো বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছে, ব্রাহ্মণের কি কর্ম্ম, ক্ষাত্রয়ের কি কর্ম্ম ইত্যাদিও স্পষ্ট ভাবে জানাইয়াছে (১৮।৪০-৪৬)। গীতা জোরের সহিত বলিয়াছে, কর্ত্তব্য ভাবে পালিত স্বধর্ম্ম অর্থাৎ সহজাত ধর্ম্ম, ভগবানেরই অর্চ্চনা, ও তাহা সিদ্ধিপ্রদ (স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব (১৮।৪৬)। বিশেষ জোর দিবার জন্য, গীতা একস্থানে নহে, দুইস্থানে বলিয়াছে, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ (৩।৩৫ ; ১৮ ৪৭)। গীতা বিশেষ করিয়া বলিয়াছে, সহজাত ধর্ম্মে, যদি কিছু দোষও থাকে তাহা হইলেও তাহা ত্যাজ্য নহে, কারণ সব অগ্নিই ধূম-স্পৃষ্ট। দুই একজনকে বলিতে শোনা গিয়াছে যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ জন্মের দ্বারা পওয়াইতে হইবে, এবং স্বধর্ম্মের অর্থ

সহজাত ধর্ম্ম, ইহা গীতা কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলে নাই। কিন্তু উহা মোটেই ঠিক নহে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে নামাইয়াছিলেন যে সব যুক্তি বলে, তাহার ভিতর মুখ্যতম এই যুক্তি ছিল যে পাপ বা দুঃখ যাহাই উৎপন্ন হউক না কেন, অর্জ্জুনকে নিজ ক্ষাত্র ধর্ম্ম, যাহা তাহার প্রকৃতিতে আছে, তাহা নিষ্কাম ভাবে প্রতিপালন করিতেই হইবে, হউক না কেন যুদ্ধ অতি ক্রুর কর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণকে ইহাও বলিতে হইয়াছে যে যদি তুমি বড়াই কর যে যুদ্ধ করিব না, তোমার সে বড়াই টিকিবে না (১৮।৫৯), প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধ করাবেই। ইহা কেন ? ইহা এই জন্য যে অর্জ্জুনের তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের বংশে জন্ম হইয়াছিল, তাঁহার রক্তে বিশেষ ভাবেই ক্ষাত্র ধর্ম্ম ছিল। যে, জন্মে ক্ষত্রিয়, তাহার কর্ম্মে কিছু না কিছু ভাবে, ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকাশ পাইবেই ; "কুছ্ন হেয়তো,থোড়া থোড়া" বৈজ্ঞানিকেরা ইহার কারণ Law of Heredity [উত্তরাধিকার নীতি, অর্থাৎ মাতা পিতার শরীরিক ও মানসিক বৃত্তি সমূহের সন্তানে অবতরন] বলিয়াছেন।

বংশের ধারায় বৃত্তি সমূহের নামা, ইহা বৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক সকলেরই জানা। পূর্ণ মাত্রায় নামা, বা পূর্ণ মাত্রায় থাকা বা প্রকাশিত হওয়া, উহা নানা কারণে ঘটে না, ইহাও সকলের জানা, যথা শরীরের অন্যান্য উপাদানের, খাদ্যাদি ও নানা পারিস্থিতির প্রভাব, সঙ্গ, শিক্ষা, অভ্যাস ইত্যাদি। ইহার বিশেষ রকমের একটি উদাহরণ, নেকড়ে বাঘের দ্বারা পালিত একাধিক মানব শিশুকে নানা দেশে তাহাদের বড় হওয়া

অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে; দেখা গিয়াছে সেই জীবগুলির ভিতর নেকড়ে বাঘের বৃত্তি যথা চার হাত পায়ে হাঁটা, কাঁচা মাংস খাওয়া ইত্যাদি, এমন ভাবে বসিয়াছে যে সেই বৃত্তি সমূহ হইতে তাহাদের সম্পুর্ণভাবে মুক্ত করা সাধ্য হয় নাই। Law of Heredityর উপর বৈজ্ঞানিকেরা নানা অনুসন্ধান চালাইয়া যাইতেছেন, তাঁহারা নানা তথ্য, নানা নিয়মাদি আবিষ্কার করিতেছেন Chromosome নামক এক অণুবীক্ষণিক বস্তু মানুষে থাকে, বহু বহুবার পরীক্ষায় পাওয়া এক বিশেষ সংখ্যায় থাকে, বানরে আর এক সংখ্যায়, কুকুরে আর সংখ্যায়, ইত্যাদি। তাই মানুষে মানুষে সন্তান হয়, মানুষে বানরে হয় না। পিতা মাতা হইতে সন্তান genes নামক আরও ক্ষুদ্র বহু সংখ্যক অণুবীক্ষণিক বিন্দুবৎ বস্তু সমূহ পায়, যাহার এক একটিতে এক একবৃত্তি থাকে। পুরুষানুক্রমিক ধারায় ইহাদের যে সবগুলি নামিতে পায় তাহা নহে; আবার কোন genesএর ফল নানা কারণে তেমন প্রকাশিত হইতে পারে না, আবার কোন genesএর ফল, সংখ্যাধিক্য ইত্যাদি নানা কারণে খুব বেশী প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বৈজ্ঞানিকেরা আন্দাজ করেন, বংশে হঠাৎ Newton বা Einsteinএর জন্ম এই ভাবে হয়। যাক্, আমাদের ঐ সব কথায় দরকার নাই; ঐ সব কথা গুলি, মনে এমটু ধারণা দিবার জন্য বলা হইল এই কারণে যে বৈজ্ঞানিক মতেও জন্মের দ্বারা গুণাদি পাওয়া যায়, অনেক সময়ে বেশ ভাল ভাবেই পাওয়া যায়, এবং ঐ ভাবে গুণাদি শরীরে থাকে

বলিয়াই সহজাত ধর্ম্ম পালন করা সুগম। ইহাকেই বলে ব্রাহ্মণের রক্তে, আভাস ভাবে হইলেও, ব্রাহ্মণত্ব আছে। এই সহজাত ধর্ম্ম, নানা কারণে পালন করার না ইচ্ছা হওয়া, বা তাহা পালন করা ঘটিয়া না উঠা (এখন যাহা খুব বেশী পরিমাণে হইতেছে) তাহা পূর্ব্বে হয় নাই তাহা নহে; তাহা কোন না কোন কারণে হইয়াছে; উদাহরণ, পরশুরাম দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা ইত্যাদি। ইহারা, নেকড়ে বাঘ পালিত মানবের মত, ব্যতিক্রম-স্থানীয়। স্বাস্থ্যের নিয়মাদি পালন করা, ধর্ম্ম বিশেষ; কিন্তু অনেকেই পালন করেন না;- ইহার অর্থ ইহা নহে যে ঐ নিয়মাদি বাজে নিয়ম, মূলে কোন তত্ত্ব নাই। সেইরূপ, সহজাত ধর্ম্ম পালন করার ইচ্ছা না হওয়া, বা তাহা অনেকের দ্বারা পালিত না হওয়ার অর্থ ইহা নহে যে তাহার মূলে কোন তত্ত্ব নাই।

জন্মের দ্বারা শ্রেণী পাওয়া উচিত কি না, এ সম্বন্ধে বহু বাগবিতণ্ডা হইয়া আসিতেছে এবং হইয়া চলিবেও। দুই পক্ষই শাস্ত্র-যুক্তি এবং অন্যান্য প্রকারে নানা যুক্তি, নিজ নিজ মত সমর্থনে প্রয়োগ করিয়া চলিয়াছেন। আমরা স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধে ও বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু এখানে উহার অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক। এখানে আমাদের বলিবার ছিল, "ময়া সৃষ্টম্" বাক্যের অর্থ কি, ও জন্ম দ্বারা শ্রেণী পাওয়ান, অস্পষ্ট ভাবে নহে, সুস্পষ্ট ভাবেই গীতার মান্য, এবং Law of Heredity ও প্রকৃতির ত্রিগুণ তত্ত্বের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত, যদি

কেহ নিজ শ্রেণীর ধর্ম্ম না পালন করেন, তিনি না করুন পালনের কোন মূল্য নাই, ইহা হইয়া যাইবে না। আর, সহজাত ধর্ম্ম, সহজাত, বলিয়াই সুগম ; ইহা এরূপ যে পথ-ভ্রষ্ট যদি একটু চেষ্টা করেন, নিজ পথে শীঘ্রই উঠিতে পারেন। যখন মুখুয্যের পুত্রকে মিত্র না বলিয়া মুখুযো বলা বেঠিক হয় না, ব্রাহ্মণের পুত্রকে সেইরূপ ব্রাহ্মণ বলা বেঠিক হইবে না, ব্রাহ্মণের সম্মান ও privileges তাহাকে দেওয়া না দেওয়া সে অন্য কথা। চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ, স্বাভাবিক বিভাগ, এবংLaw of Heredityর উপর প্রতিষ্ঠিত।

শঙ্কর। চাতুর্ব্বর্ণ্য ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট ; ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ ; এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা প্রমাণিত। এইরূপ, এই চারি বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা অন্য লোকে নাই, সেই জন্য পূর্ব্বশ্লোকে এই বাক্য আসিয়াছে। "যদি তুমি চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টির কর্ত্তা হইয়া থাক, তাহা হইলে কর্ম্মফলও তোমাতে আসিবে তাহা হইলে তুমি নিত্যমুক্ত নিত্য ঈশ্বর থাকিতে পার না "ইহারইউত্তর, যদিও মায়িক ব্যবহারে আমি কর্ত্তা তথাপি আমাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিও, এবং সেই জন্য আমাকে অব্যয় ও অসংসারী বুঝিও।

ভক্তিপ্রদীপ। গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ = according to qualification and action. অব্যয়ম্ = unchangeable. অকর্ত্তারম = to be not the direct Agent.

Telang. The four fold division of castes

created by me according to the apportionment of qualities and deuties.

রামানুজ। আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ তত্ত্বাদি গুণ বিভাগে ও অনুরূপ শম আদি কর্ম্ম বিভাগে বিভক্ত ভাবে আমা দ্বারা রচিত হইয়াছে। "সৃষ্টম্" বাক্য ও সংহার ও রক্ষণাদি উপলক্ষণ সম্বলিত। এই বিচিত্র সৃষ্টি আদির কর্ত্তাকেও অকর্ত্তা বলিয়াও জানিও।

শ্রীধর। এই বর্ণ বিভাগের কর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিবে, কারণ আমাকে অব্যয় আসক্তি-শূন্যতা হেতু শ্রম শূন্য জানিবে।

মধুসূদন। আমাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ আমার কোনও অহংকারতা না থাকায়, অর্থাৎ নিরপেক্ষ ভাবে কর্ত্তৃত্ব না থাকায়, আমার মহিমা অক্ষুন্ন থাকে।

তিলক। কিন্তু কর্ত্তা হইলেনই বা, কিন্তু পরবর্ত্তী শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে তিনি সর্ব্বদাই নিঃসঙ্গ, এই কারণে অকর্ত্তাই (৫।১৪)। পরমেশ্বরের স্বরূপের সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাষ, সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতন্ এই প্রকার বিরোধ-ভাষাত্মক অপর বর্ণনাও আছে (১০।১৪)।

কৃষ্ণানন্দ। ব্রাহ্মণ মলিন বৃত্তি লইলে, যথাক্রমে "ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি হয়; ইহাতে শূদ্রত্ব ও আসে। ব্রাহ্মণের ক্রম—ব্রহ্মজ্ঞ-ব্রাহ্মণ, বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ, দ্বিজ ইত্যাদি। আপ্ত

কামস্থ কা স্পৃহা; তাঁহার সব লীলা। অব্যয়=নিরহঙ্কার বশতঃ অক্ষুণ্ণ মহিমা।

রামদয়াল। নিজ টীকায়, প্রকৃতি পুরুষ, জল রূপী নারায়ণ, সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি আলোচনা করিয়াছেন। জাতি ভেদের কথা বেদে আছে বলিয়াছেন (বৃ০ উ০ ৯।৪,১৯; ৮'১০,১৫) (ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ...)। রামদয়াল আনুষঙ্গিক অনেক কথা আনিয়াছেন, যথা হরের তাণ্ডব ও গৌরীর লাস্য, এ দুয়ের আদ্য অক্ষর লইয়া "তাল"। প্রসঙ্গতঃ শক্তি-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন...সত্ত্বঃ রজঃ ও তমঃ রূপ পরমাণু পুঞ্জ এই জগতের উপাদান-কারণ ও ধর্ম্ম কর্ম্ম ইহার নিমিত্ত-কারণ।

বঙ্কিমচন্দ্র। ভগবদ্ উক্তি...তখনকার ভাষায় ব্যক্ত হইয়া থাকে,...তখনকার অবস্থার অনুগত যে অর্থ, তাহাই গৃহীত হয়। কিন্তু সমাজের অবস্থা ও লোকের শিক্ষা ও সংস্কার সকল, কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়। তখন ভগবদুক্তির ব্যাখ্যাও সম্প্রসারন আবশ্যক হয়।

Gandhi—Brahminism means capacity for superior service and not superior status. The moment superior status is arrogated, it becomes worthy to be trampled under foot.

Radhakrishnan—The emphasis is on "guna" (aptitude) and 'Karma' (function), and and not Jati (brith) The varna or the order to which we

belong, is independent of sex, birth or breeding ...According to the Mahabharata, the whole world was originally of one class but later, it became divided into four divisions on account of the specific duties (Here, verse was quoted). Even the distinctions between cast and coust, is artificial and unspiritual An ancient verse (quoted points out that the Brahman and the outcast are blood brothers. In the Mahabharata, Yudhisthira says that it is difficult to find out the cast on account of the mixture of casts···functional groupings will never be out of date. and as for marriages they will happen among those who belong to more or bess the same stage of cultural development...Works do not affect His Changeless being, though He is the unseen back-ground of all works.

ব্যোমব্রহ্ম। আমি কর্তা হইলেও অকর্তা, কারণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ গুণানুসারে কর্ম্ম করে।

বিত্তানন্দ। মনু স্মৃতিতে আছে, স্রষ্টার মুখ বাহু ও উরু হইতে ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্ম। তবে কাহাকেও কি নীচু বলিতে পারা যায়? সমাজ শরীরে চারিবর্ণের ঠিক সেই স্থিতি, যে স্থিতি মুখ,

হাত, উরু ও চরণের, মনুষ্য শরীরে। অতিথি আসিলে পা ধোয়ান হয়, গুরুজন ও দেবতাদের পাদ বন্দনা করা হয় ; পা'কে প্রথমেই সম্মান দেওয়া হয়। ভগবান ইচ্ছা করিয়া কোন বর্ণকে উচু বা নীচু করেন নাই।

জগদীশ্বরানন্দ। সুর অসুর নর পক্ষী পশু বৃক্ষ—সব সৃষ্টি চাতুর্ব্বর্ণ্য যুক্ত।

অরবিন্দ। ১৮।৪১-৪৬ শ্লোকাদির ব্যাখ্যায়, অরবিন্দের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

ভূপেন্দ্রনাথ। সত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির এই তিনগুণ ভেদে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারিটি বর্ণ সৃষ্টি হইয়াছে, ইহারও কর্ত্তা আত্মাই; আত্মা না থাকলে ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি কেহই কাজ করিতে পারে না, এই জন্য কর্ত্তা বলা হইয়াছে। কিন্তু আত্মা এই সকল কর্ম্মের ফল ভোক্তা নহেন, এই জন্য অকর্ত্তাও বটেন। প্রকৃতি কোনও কর্ম্মে আত্মাকে লিপ্ত করিতে পারে না।···ব্রাহ্মণাদি বাহিরের দিকে জাতি, কিন্তু ভিতরের দিকে বর্ণের খেলা, সত্ত্ব শুভ্রবর্ণ, কূটস্থের চতুর্দ্দিকস্থ আকাশ যখন শুভ্র জ্যোতিতে ভরিয়া যায়, শুভ্র জ্যোতিঃ প্রকাশে বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, মন শুদ্ধ শান্ত হয়, তখনই সত্ত্বভাবময় বিপ্রবর্ণ। আবার যখন মনে সত্ত্ব ভাব থাকে, কিন্তু রজোগুণের প্রাধান্য লক্ষিত হয়, মনে যথেষ্ট তেজ, বুদ্ধিতে দৃঢ়তা লক্ষিত হয়, তখন অন্তরাকাশও ঈষৎ শ্বেতাভাযুক্ত রক্ত রঙ্গে (গোলাপী) রঞ্জিত হয়, ইহা ক্ষত্রিয়বর্ণ। কিন্তু যখন অন্তরাকাশ পীতাভ বর্ণের হয়, মনের স্থিরতা ও দৃঢ়তা

তেমন থাকে না, রজোগুণের অত্যন্ত বৃদ্ধি, সত্ত্বগুণ থাকে না, তখন রজস্তমোময় বৈশ্য বর্ণ বলিয়া বুঝিবে। আর যখন কূটস্থের চতুর্দ্দিকস্থ জ্যোতি (aura) অন্ধকারময় বলিয়া মনে হয়, কোন প্রকাশ বা জ্যোতিঃ দেখা যায় না, তখন তাহা তমোময় শূদ্র বর্ণ। ইহাই চারি যুগের চারি প্রকার কূটস্থ মণ্ডলের আভা। ইহাই দেখিয়া আধ্যাত্মিক বর্ণ নির্ণীত হয়, ঋগ্বেদে আছে—ব্রাহ্মণোঽস্য মুখ মাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যান্ শূদ্রো অজায়ত। মুখ জ্ঞানের প্রকাশদ্বার বলিয়া উহাই ব্রাহ্মণের আদি স্থান বলা হয়, ক্ষত্রিয় অর্থাৎ জগৎ পরিচালনার শক্তির প্রধান কেন্দ্র বাহু, বাহুই সব কর্ম্মের মূলে, এই জন্য ব্রহ্ম শরীরের ইহাই ক্ষত্রিয়ের স্থান। বসিয়া বসিয়া শিল্প কার্য্যাদি হয়, সেই জন্য ব্রহ্ম শরীরে উরু বৈশ্যের স্থান; পদ, গমনাদি জ্ঞাপক, শূদ্রের স্থান। সকলেই ব্রহ্মে স্থিত; জাগতিক কার্য্যে সকলেরই প্রয়োজন, কেহ কাহারও ঘৃণার পাত্র নহেন। জাতি কল্পনা কাহারও স্বকপোল কল্পিত নহে. ইহা প্রকৃতির স্বকীয় কর্ম্ম বিভাগ।···প্রণবদীক্ষা দ্বারাই দ্বিজত্ব সূচিত হয়। শূদ্র প্রণবহীন, তাহাদিগকে কেহ জোর করিয়া বঞ্চিত করে নাই; সাধনের অভাব হেতু হইয়াছে। প্রণবধ্বনি নাদাত্মক পুরুষ স্বভাব, এই নাদই বিন্দু ও তৎসহ প্রকৃতিরূপা জ্যোতিকে প্রকাশ করিতেছে, এই বিন্দু ও জ্যোতি হইতে সঙ্কল্পাত্মক মন বা এই বিশ্ব উৎপন্ন।···সকলের মূলে ভগবান বলিয়া, সকলের কর্ত্তাও তিনি। অকর্ত্তা এই রূপেই, কূটস্থের নিজবর্ণ কিছুই

নাই। আকাশবৎ নির্ম্মল। কিন্তু সাধকের দেহ যন্ত্র ও মনাদির (এক কথায় প্রকৃতির) অবস্থানুযায়ী, সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের প্রভাব হইতেই, প্রকৃতি ক্ষেত্র বিম্বিত কূটস্থ চৈতন্যের গুণানুযায়ী ঝলক উঠিতে থাকে, নানা রংয়ের কাচের ভিতর দিয়া যেমন আলোকের প্রকাশ। তাহা হইলে, চারিবর্ণের কর্ত্তা প্রকৃতি, ভগবান নহেন।

এই শ্লোকটির উপর হিন্দুদের সামাজিক বর্ণ ভেদ স্থাপিত হইয়াছে অনেকে অনুমান করেন। অনেকে বলেন বর্ত্তমান চারিবর্ণের ভেদ অনাদিসিদ্ধ ব্যাপার নহে, ইহা লৌকিক চেষ্টার ফল; ইহা মনুষ্য কৃত বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখেন। কিন্তু এরূপ ধারণা সত্য নহে, তাঁহারা ভগবানের "গুণ কর্ম্ম বিভাগ" ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, এই জন্য বর্ত্তমান কালের বহুলোকই এই রূপ বর্ণ বিভাগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন এবং সনাতন প্রথার বিদ্রোহী হইয়া প্রকৃত উন্নতির পথে বিঘ্ন আনয়ন করেন। জাতিভেদ অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে (ঋগ্বেদ সংহিতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কেহ স্বীকার করুন বা না করুন, এই জাতি বিভাগ প্রকারান্তরে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে ভারতবর্ষে ইহা জন্মগত, তাহারও যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক হেতু আছে। পূর্ব্বতন ঋষিরা এতটা সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন যে তাহারা মনুষ্য কেন, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ এমন কি নদনদী বৃক্ষ পর্ব্বতাদির মধ্যেও চারি প্রকার জাতির অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছিলেন। যখন গুণের বিভিন্নতা

হেতু সৃষ্টি বৈচিত্র্য, তখন সৃষ্টির সকল বস্তুর মধ্যেই এই গুণের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, সুতরাং গুণানুযায়ী কর্ম্ম বিভাগও অবশ্যই থাকিবে এমন কি দেবতাদিগের ভিতরও চারিবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ...বৃহদারণ্যক উপনিষদেও ইহার আলোচনা আছে। ...বৃত্তির গুণ তারতম্যে ব্রাহ্মণ "শূদ্রত্ব" ও শূদ্র "ব্রাহ্মণত্ব" প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু "ব্রাহ্মণ" কখন "শূদ্র" ও "শূদ্র" কখন "ব্রাহ্মণ' হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম, সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব বেদ পাঠ পূর্ব্বক বিপ্রত্ব ও ব্রহ্মযোগ যুক্ত পুরুষই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।...ব্রাহ্মণ কুলজাত অনুপনীত ব্রাহ্মণ, দ্বিজ ব্রহ্মণ অপেক্ষা হীন। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের সহিত যে সম্বন্ধ, গুরু ও শিষ্যের সহিত যে সদ্ভাব ও সম্বন্ধ, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের সহিত সেই সম্বন্ধ। কেহ মনে করিবেন না যে শূদ্র ব্রাহ্মণের কৃতদাস। কনিষ্ঠ যেমন জ্যেষ্ঠের সেবা করে, শিষ্য যেমন গুরুর শুশ্রূষা করে, সেইরূপ শূদ্র দ্বিজাতি গণের সেবা করিবে। যেমন সকল ভাইই জ্যেষ্ঠ হইতে পারে না, সেইরূপ সকল বর্ণ ই একরূপ হয় না ঈশ্বর কাহাকেও পক্ষপাত পূর্ব্বক ছোট বড় করেন নাই প্রাকৃতিক গুণ কর্ম্ম বিভাগে এরূপ হইয়াছে মাত্র"। (ব্রাহ্মণেতর কোন ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণত্বের বিকাশ হইতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য সাধারণ বিধি ভাঙ্গিলে ভ্রষ্টাচারের বৃদ্ধি হইবে।

মহানাম ব্রত। ৩৩৫ শ্লোকের সহিত ৪।১৩ শ্লোক সম্বন্ধিত। ঋগ্বেদের ১০।৯০।১২ খণ্ডে যাহা বলা হইয়াছে

(পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, ইত্যাদি) তাহার "তাৎপর্য্য এইরূপ মনে হয় যে মানবদেহে মুখ বাহু উরু ও চরণের যেমন যেমন কার্য্য, মানব সমাজের গণদেবতার দেহে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের তেমন তেমন স্থান ও কার্য্য ; বোধ হয় এই মন্ত্র লক্ষ্য করিয়াই, ভগবান "ময়া সৃষ্ট বলিয়াছেন।"

ভাগবতে নারদ (৭।১১।৩৫) বলিতেছেন, মানুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক যেমৎ লক্ষণ কথিত হইয়াছে, বর্ণান্তরেও যদি তাহা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই লক্ষণ দ্বারাই বর্ণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। শ্রীধর স্বামীপাদ টীকায় লিখিলেন "তেনৈব লক্ষণ নিমিত্তেনৈকম বর্ণেন বিনির্দিশেৎ নতু জাতি নিমিত্তেন ইত্যর্থ।...এই বিষয়ে যুধিষ্ঠির (মহাভারত বনপর্ব্ব) অজগরের প্রশ্নে বলিলেন, ঐ সকল অর্থাৎ ব্রাহ্মণের লক্ষণ শূদ্রে থাকিলে সে শূদ্র নয় ; ব্রাহ্মণে না থাকিলে সে ব্রাহ্মণ নয়। অজগরের পরের প্রশ্ন, যদি বৃত্তি দ্বারাই বর্ণ ঠিক হইবে, তাহা হইলে জাতি কোন্ কাজে লাগিবে, ইহার উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন, জগতে জাতি পবিত্র থাকে না, সকলেই সঙ্কর ; শীলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মনু বলিয়াছেন যে যাঁহারা দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা যদি বেদাধ্যয়ন না করিয়া অসৎপথে চলেন, তবে শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ম। মহর্ষি অত্রি নিজ সংহিতায় (৩৬৪-৩৭৪) ব্রাহ্মণকে দশ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—দেব ব্রাহ্মণ, মুনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ব্রাহ্মণ, শূদ্র ব্রাহ্মণ, নিষাদ ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণ, চাণ্ডাল ব্রাহ্মণ, পশু ব্রাহ্মণ ; ইহাদের

লক্ষণাদিও দিয়াছেন।...তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ শব্দ থাকায়, ঋষির অভিপ্রায় এই বুঝিতে হইবে যে জন্মগত যে ব্রাহ্মণত্ব, অর্থাৎ দশ সংস্কারে তাহার ব্রাহ্মণত্ব থাকিবে, সমাদর ইত্যাদিতে নহে ; ব্রাহ্মাণের শূদ্রত্ব পরিবারগত ভাবে ঘটিবে না, বা প্রত্যেক দিনও নহে।...অনুলোম বিবাহ শাস্ত্রসম্মত তবে সন্তান এইরূপ শ্রেণী পাইবে—ব্রাহ্মণ পিতা ক্ষত্রিয়া মাতার সন্তান মূর্দ্ধাবসিক্ত, ক্ষত্রিয় পিতা বৈশ্য মাতার সন্তান মাহিষ্য, ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান অম্বষ্ঠ ইত্যাদি।... শান্তিপর্ব্বে (১৮৮।১০।১৪) ভৃগু বলিতেছেন, সমস্ত জগতই ব্রাহ্মণ জাতি পূর্ণ ; মানবগণ পূর্ব্বে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট হইয়া কর্ম্মহেতু বিভিন্ন বর্ণে পরিণত হইয়াছে। উপনয়ন, বিবাহ সংস্কারাদির যথেচ্ছতা দ্বারা নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণ হইবে না,... গুণকর্ম্মাদির উন্নতি সাধনই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। যাহার যে সেবা তাহা সে সুষ্ঠুভাবে করিলেই সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে (স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ ইত্যাদি, ২৮।৪৫, ৪৬)।

(১৪) তিনি কেন অকর্ত্তা, ভগবান তাহার কারণ বলিলেন আর এই সঙ্গে ইহা জানান হইল, নির্লিপ্ততা কর্ম্মযোগের একটি বিশিষ্ট উপাদান ; নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম বন্ধন হয় না। ভগবান বলিলেন—

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪

পদচ্ছেদ। ন মাম্ কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা, ইতি মাম্ যঃ অভিজানাতি কর্ম্মভিঃ ন সঃ বধ্যতে।

অন্বয়। কর্ম্মাণি মাম্ ন লিম্পন্তি, কর্ম্মফলে মে স্পৃহা ন, ইতি যঃ মাম্ অভিজ্ঞানাতি সঃ কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে।

কঠিন শব্দ। ন লিম্পন্তি = লিপ্ত করে না, আসক্ত করে না, মুক্তাবস্থায় থাকি, জড়াইয়া পড়িনা, রাগ দ্বেষাদি যুক্ত হই না। (কর্ত্তৃত্ব নিষেধিত হইল, মধুসূদন)। স্পৃহা = লোভ, (ভোক্তৃত্ব নিষেধিত হইল, মধুসূদন)। অভিজানাতি = জানে, নিজ হইতে অভিন্ন ভাবে জানে, মধুসূদন)। ন বধ্যতে = আবদ্ধ হয় না ; আত্মজ্ঞান বলে সে মুক্ত হইয়া যায় (মধুসূদন)।

অনুবাদ। কর্ম্ম সমূহ (যথা, চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি ও যথা, জগৎ প্রসারণ, সংরক্ষণ ও সংবরণ আদি কার্য্য) আমাকে আসক্ত করে না, আমার কর্ম্ম-ফলে লোভ বা ভোগ করিবার ইচ্ছা নাই। এইরূপে যে আমাকে জানে সে কর্ম্মসমূহ দ্বারা আবদ্ধ হয় না।"

"জানা" অর্থে আমাকে বোঝা আমার আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া, ও তদনুসারে আচরণ করা, অর্থাৎ কর্ম্মে মুক্তাবস্থায় থাকা। যদি কর্ম্ম করা বলিয়া কিছু আমার থাকে, তাহা নির্লিপ্ত ভাবে সম্পাদিত হয়। কর্ম্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হই না। "নমে পার্থাস্তিকর্ত্তব্যং" (৩।২২)। আমার নিঃস্পৃহ নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম করা দেখিয়া লোকে যেন সেই ভাবে কর্ম্ম করে।

প্রকৃতিব নিয়মে কর্ম্মে স স্কার উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ লেপ উৎপন্ন হয় ; আমাতে কোনও লেপ উৎপন্ন হয় না ; কর্ম্মের অধীনে আমি নই।

বলদেব। মেঘ যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে বারিবর্ষণ করে ইত্যাদি।

রামদয়াল। আসক্তিকেই জ্ঞানীগণ কর্তৃত্ব বলেন।...আপ্ত কাম...অকর্ত্তা বলিয়া যেমন সুখ দুঃখ রূপ কর্ম্ম বন্ধন আমার নাই সেই রূপ অভোক্তা বলিয়া কর্ম্ম ফলে স্পৃহা আমার নাই।

রামানুজ। লিপ্ত করিতে পারে না=বাঁধিতে পারে না। অন্বয় ব্যাতিরেকে সিদ্ধ হয় এই বিচিত্র সৃষ্টি আদির আমি কর্ত্তা নহি।...কর্ম্মের অনুরূপ জীবের ভোগ।...ঈশ্বরে বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য ন সাপেক্ষত্বাৎ।

Shankar as quoted by **Gandhi.** "Any one, who identifies himself with Me, and have realised that he is no doer, has no desire for fruit and is freed from the bondage of action.

ভক্তিপ্রদীপ। ন লিম্পন্তি=do not bind. স্পৃহা= desire. অভিজানাতি=really know. ন বধ্যতে=is not bound.

ভূপেন্দ্রনাথ। আত্মা স্বয়ং পূর্ণ, তাহাতে বাসনার লেপ থাকিবে কেন ? তিনি সাক্ষীস্বরূপ মন বুদ্ধির কার্য্য অবলোকন

করেন মাত্র। ..যাহা কামনা করিবেন তাহাও তো তিনি।... ক্রিয়ার শেষ ঐ "আক্রয়" অবস্থা, সুতরাং কর্ম্মই যখন নাই, তখন কর্ম্মবন্ধন হইবে কিরূপে।

শ্রীধর। বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কার্য্যেও আমাকে আসক্ত করে না। ...লব্ধকাম, এবং কর্ম্মবলে আমার স্পৃহা নাই, সেই জন্যই আমাকে কর্ম্ম লিপ্ত করিতে পারে না। এরূপ ভাবে যে আমাকে জানে,...তাহারও অহঙ্কারাদির হ্রাস হয়,...কর্ম্ম সমূহ দ্বারা আবদ্ধ হয় না।

মধুসূদন। ন মে কর্ম্ম ফলে স্পৃহা=আমি আপ্ত কাম, (ভোক্তৃত্বের নিরসন হইল)।

শঙ্কর। আমার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই, সেই জন্য কর্ম্ম দেহাদির উৎপত্তির কারণ হইলেও আমাকে লিপ্ত করে না। অভিজানাতি =আমার আসল রূপে জানে।

তিলক। নবম শ্লোকে যে দুই বিষয় বলিয়াছি যে, আমার জন্ম ও কর্ম্ম যে জানে সে মুক্ত হইয়া যায়, তন্মধ্যে কর্ম্মের তত্ত্ব এই শ্লোকে স্পষ্টিকৃত হইয়াছে।

ভগবান, পূর্ব্ব শ্লোকের নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম করা সম্বন্ধে আরও বলিলেন—

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥১৫॥

পদচ্ছেদ। এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈঃ অপি মুমুক্ষুভিঃ, কুরু কর্ম্ম এব তস্মাৎ ত্বম্ পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরম্ কৃতম্।

অন্বয়। এবম্ জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈঃ মুমুক্ষুভিঃ অপি কর্ম্ম কৃতম্, তস্মাৎত্বম্ পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরম্ কৃতম্ কর্ম্ম এব কুরু।

কঠিন শব্দ। জ্ঞাত্বা = জানিয়া ; কর্ম্মের দ্বারা অসংস্পৃষ্টতা জানিয়া (মধুসূদন) পূর্ব্বৈঃ মুমুক্ষুভিঃ অপি = প্রাচীন মোক্ষ কামিগণ কর্ত্তৃক। যাঁহারা গত হইয়াছেন সেই যযাতি, যদু, জনক প্রভৃতি, যাঁহারা আত্মার অকর্ত্তৃত্ব জানিয়াই মুমুক্ষু হইয়াও নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, (মধুসূদন)। পূর্ব্বতরম্ = আরও পূর্ব্ব যুগের ; পূর্ব্ব এবং আরও তৎপূর্ব্বকালে (ইক্ষ্বাকু, মনু ও সূর্য্যের সময়)।

অনুবাদ। এইরূপ জানিয়া (অর্থাৎ লিপ্ততা ও কর্ত্তৃত্বাভিমাম হইতে এবং তৎপ্রসূত কর্ম্মবন্ধন হইতে, ঐ নির্লিপ্ততা নীতির জ্ঞানে থাকিয়া ও তাহার অনুসরণ করিয়া, মুক্ত থাকিতে) প্রাচীন মোক্ষকামীগণ কর্ত্তৃকত্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে অর্থাৎ আজ আমি তোমাকে ঐ নীতির কথা বলিতেছি তাহা নহে) ; অতএব তুমিও পূর্ব্ব এবং তৎপূর্ব্বকালে প্রাচীণগণ কর্ত্তৃক আচরিত ভাবে, কর্ম্ম সকলই করিতে থাক।

আমার নির্লিপ্ত ভাবে, এবং কর্ম্ম ফলে স্পৃহা না রাখা ভাবে, কর্ম্ম করা শিক্ষা করিয়া পূর্ব্বগামি দিগের দ্বারা, যথা জনক, ইক্ষ্বাকু, মনু, সূর্য্যাদির দ্বারা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই রূপ ভাবে তুমিও কর্ম্ম কর। মুমুক্ষু হইলে কর্ম্ম করা উচিত নহে এরূপ নহে। ত বে, কর্ম্ম এমন ভাবে করিতে হইবে, যথা কর্ত্তৃত্বাভিমান বিরহিত ও নির্লিপ্ত

ভাবে, যাহাতে কর্ম্ম বন্ধন না হয়। (ভগবান এখানে স্পষ্টই জ্ঞান-কর্ম্ম সমুচ্চয় হয়, মোক্ষের পথে নিষ্কাম কর্ম্ম বাধা দেয় না বলিলেন)।

শ্রীধর। জনকাদি পূর্ব্ববর্ত্তী মুমুক্ষুগণ সত্ব শুদ্ধির নিমিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগ সমূহেও কর্ম্ম করিয়াছেন।

শঙ্কর। আত্মজ্ঞানী যদি তোমার অবস্থা না হয়, তাহা হইলে অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য, আর তত্ত্বজ্ঞানী যদি তুমি হইয়া থাক, তাহা হইলে জনকাদি পূর্ব্বজগণের দ্বারা কৃত কর্ম্মের মত কর্ম্ম কর; এখন যেমন নূতন প্রকারের কর্ম্ম করা হইতেছে সেরূপ ভাবে করিও না। (ন অধুনাতনং কৃতং নিবর্ত্তিতং)।

তিলক: এই প্রকার মোক্ষ ও কর্ম্মের বিরোধ নাই... সন্ন্যাস মার্গীদের কথা এই যে কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলে মোক্ষ লাভ হয়।

ভুপেন্দ্রনাথ। কর্ম্মেতে আত্মা লিপ্ত হয় না, বুঝা গেল বটে, কিন্তু আচরণ আসিয়া পড়ে সব ভুলাইয়া দেয় যে? সেই জন্য জনকাদি ক্রিয়া কখনও ছাড়েন নাই। কাজ করিয়া স্থায়ীভাবে যুক্তাবস্থা না হইলে কর্ম্ম ত্যাগ করা ঠিক নহে।

মহানামব্রত। কর্ম্মযোগী নিজ অজ্ঞাত সারে জ্ঞানযোগী হইয়া যায় (জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ৪।৩৩। ৪।১১, ১৫, শ্লোকে ভগবানের কোনও পক্ষপাতিত্ব নাই জানাইলেন।

ভক্তিপ্রদীপ। এবম্ = this truth. পূর্ব্বতর = the time-honoured পূর্ব্বৈ = by the sages of older times এব = actions,

মধুসূদন। অকর্ত্তা আত্মার, কর্ম্মের দ্বারা অস্পৃষ্টতা জানিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে এই যুগেই, যাঁহারা গত হইয়াছেন সেই যযাতি মনু প্রভৃতি মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক; অর্থাৎ তাঁহারা আত্মার অকর্ত্তৃত্ব জানিয়াই, মুমুক্ষু হইয়াও কর্ত্তৃত্বাভিমান বিহীন হইয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন।···যদি তুমি অতত্ত্ববিৎ হও, তাহা হইলে আত্মশুদ্ধির জন্য আর যদি তুমি তত্ত্ববিৎ হও তাহা হইলে লোক-সংগ্রহের জন্য, নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম কর, নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিও না।

রামানুজ। পূর্ব্বগামী মুমুক্ষুরা এইরূপে কর্ম্ম করিয়াছেন। তুমিও ঐরূপে আমার স্বরূপ-জ্ঞানের দ্বারা পাপমুক্ত হইয়া, ঐরূপ কর্ম্ম কর।

(১৬) কি রকম কর্ম্ম করা "কর্ম্ম করা" হয়, এবং কি রকম কর্ম্ম না করা "কর্ম্ম না করা" হয়, এ বিষয়ে পণ্ডিতেরাও গোলমালে পড়িয়া যান। কর্ম্ম বিজ্ঞানের এই গূঢ় রহস্য ইহা কি, তাহা এখন বলা হইবে।

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬ ॥

পদচ্ছেদ। কিং কর্ম্ম কিং অকর্ম্ম ইতি কবয়ঃ অপি অত্র-মোহিতাঃ তৎ তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যৎ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে অশুভাৎ।

অন্বয়। কিং কর্ম্ম কিং অকর্ম্ম ইতি অত্র কবয়ঃ অপি মোহিতাঃ, তৎ কর্ম্ম তে প্রবক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে।

কঠিন শব্দ। কিং কর্ম্ম=কর্ম্মই বা কি? পরমার্থতঃ কোনটি কর্ম্ম (মধুসূদন)। অকর্ম্ম=কর্ম্ম-ফল-শূন্য কর্ম্ম, অর্থাৎ সেই কর্ম্ম যাহার করা এরূপ হয় যে তাহাতে কর্ম্মফল উদ্ভূত হয় না, কর্ম্ম বন্ধন হয় না, এবং সেই জন্য ইহা কর্ম্ম-না-করার মত কর্ম্ম, তাই এরূপ নাম। কবয়ঃ=বুদ্ধিমান বা জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ। অত্র=এই বিষয়ে। মোহিত=(তত্ত্ব নির্ণয়ে) গোলমালে পড়িয়া যান, অক্ষম হন। তৎ=সেই জন্য। কর্ম্ম= সম্পূর্ণ কর্ম্ম বিষয়ে, অর্থাৎ কর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম, সকল বিষয়ে। অশুভাৎ মোক্ষ্যসে=প্রকৃতিতে অশুভ যাহা, সেই কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবে; অশুভ সংসার হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবে (মধুসূদন)। (গীতা ৯।১) "কর্ম্ম" যাহা সাধারণতঃ কুকর্ম্ম নহে কিন্তু বন্ধনপ্রদ)।

অনুবাদ। কর্ম্ম কি, অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম-ফল-শূন্য কর্ম্মই বা কি—এই বিষয় (ঠিক ভাবে জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে) বুদ্ধিমানেরাও গোলমালে পড়িয়া যান। সেই জন্য, কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম বিষয় সকল কথা, তোমায় ভাল করিয়া বলিব, যাহা জানিলে তুমি অশুভ অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবে (গীতা ৯।১)

(প্রথম "কর্ম্মের" অর্থ, অ-কুকর্ম্ম, কিন্তু যাহাতে কর্ম্ম-বন্ধন হয়; দ্বিতীয় "কর্ম্মের" অর্থ, সমগ্র কর্ম্ম বিষয়ক)।

এই জ্ঞানের নাম আমরা কর্ম্ম বিজ্ঞান দিলাম· ইহা বুঝাইতে, পরের শ্লোক গুলিতে ভগবান অনেক উদাহরণ দিয়াছেন।

"কর্ম্ম" এবং বিশেষ করিয়া "অকর্ম্ম" এ দুটি পারিভাষিক শব্দ। "কর্ম্ম" অর্থে অ-কুকর্ম্ম কিন্তু যাহাতে কর্ম্ম বন্ধন আনে। "অকর্ম্ম" অর্থে এখানে "কুকর্ম্ম" নহে, "কর্ম্মহীনতা"ও নহে। কুকর্ম্মের জন্য পরের শ্লোকে "বিকর্ম্ম" কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। ২।৪৭ শ্লোকে, অকর্ম্মের অর্থ কর্ম্ম ত্যাগ বা কর্ম্ম-হীন অবস্থা, এবং সেখানে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে এই কর্ম্ম ত্যাগ উহাও ক্রিয়া, এবং সেই জন্য কর্ম্ম বন্ধনকারী। এখানে "অকর্ম্মের" অর্থ কর্ম্ম·ফল-শূন্য ক্রিয়া অর্থাৎ এ রূপ ভাবে করা ক্রিয়া, যাহাতে কর্ম্ম বন্ধন না হয়। কর্তৃত্বাভিমান বর্জ্জিত নিষ্কাম ও নির্লিপ্ত ভাবে করা ক্রিয়া এই হিসাবে "অকর্ম্ম"; উহা কর্ম্ম বন্ধন আনে না। বিকর্ম্ম এবং কর্ম্ম, দুয়েতেই কর্ম্ম বন্ধন আছে, তবে তাহাদের পিছনে যদি এরূপ কোনও সদুদ্দেশ্য থাকে, যাহা কর্ম্ম বন্ধন না ঘটিতে দেয, তাহা হইলে সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের কাজ করা "অকর্ম্ম" করার মত হইবে। বিহিত কর্ম্ম যদি কুফল ঘটায়, তাহা হইলে তাহা "বিকর্ম্ম" হইয়া যাইবে, যথা সত্য কথন শুধু অ-কুকর্ম্ম নহে, ভাল রকমের বিহিত কর্ম্ম কিন্তু যদি তাহাতে কাহারও বধ সাধন করা হয়, তাহা হইলে সেরূপ সত্য তখন কুকর্ম্ম বা বিকর্ম্ম হইবে। আবার কুকর্ম্মও অনেক সময় বিহিত কর্ম্ম একন কি "অকর্ম্ম" হইয়া যায়। যথা পশু বধ কুকর্ম্ম কিন্তু মীমাংসকেরা বলেন, যজ্ঞে

পশু বধ পুণ্য, বিহিত কর্ম্ম। মিথ্যা কথন কুকর্ম্ম বা বিকর্ম্ম, কিন্তু যদি তাহাতে গো ব্রাহ্মণ বা কোনও মহাত্মার প্রাণ রক্ষা হয়, তবে ইহা কর্ম্মবন্ধন অনুৎপাদক হওয়াতে, "অকর্ম্ম" হইবে, বিহিত কর্ম্ম তো হইবেই। কসাইয়ের কাজ কুকর্ম্ম, কিন্তু যদি কসাইয়ের ছেলে নির্লিপ্ত ভাবে, তাহার সহজাত ধর্ম্ম প্রতিপালন করে, তো তাহা "অকর্ম্ম" হইবে। যজ্ঞ, দান, ও তপস্যা পুণ্য কর্ম্ম হওয়া সত্ত্বেও, যদি সকাম ভাবে করা হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম-বন্ধন আনে; স্বর্ণ-শৃঙ্খলও শৃঙ্খল। কিন্তু যদি উহারা কর্ত্তৃত্বাভিমান শূণ্য ভাবে, নির্লিপ্ত স্বার্থহীন ভাবে, জগতের মঙ্গলের জন্য করা হয়, তখন উহারা অকর্ম্ম হয়। "গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে (৪।২৩)। ২।৪৭ শ্লোকে "অকর্ম্ম" অর্থাৎ কর্ম্ম না করা এবং এ শ্লোকের "অকর্ম্ম" এক অর্থ ব্যঞ্জক নহে। এখানকার অকর্ম্মের অর্থ উপরে দেওয়া হইয়াছে। কর্ম্ম ত্যাগও ক্রিয়া এবং ক্রিয়া হওয়ায়, উহা কর্ম্ম-বন্ধন আনে; এবং গীতার মতে কর্ম্ম ত্যাগ অবিহিত কর্ম্ম হওয়ায়, ভাল করিয়া কর্ম্ম-বন্ধন আনে উহা এই শ্লোকে যাহাকে অকর্ম্ম বলা হইয়াছে, মোটেই তাহা নহে। তাহা ছাড়া, বাহির দেখানো যে কর্ম্ম-ত্যাগে মনের ভিতর জল্পনা কল্পনা তোলপাড় করিতে থাকে তাহা যে "অকর্ম্ম" অর্থাৎ কর্ম্মহীনতাই নহে তাহা অতি স্পষ্ট। কর্ম্ম বন্ধনই আসল কথা; যেরূপ কর্ম্মই হউক না কেন, যদি তাহাতে কর্ম্ম বন্ধন না

আনে, তবে তাহা অকর্ম্ম নাম পাইবে আর যদি কর্ম্ম-বন্ধন তাহা হইলে ঐ নাম পাইবে না।

টীকাকারদিগের অনেকেই কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম, ইহাদের অর্থ সকাম কর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ম্ম ও পাপ কর্ম্ম বা প্রবৃত্তি কর্ম, নিবৃত্তি কর্ম য় পাপ কর্ম, করিয়াছেন। তবে আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয়, জোর দেওয়া, কর্মের রকমের উপর না দিয়া, কর্ম করার রকমের উপর দেওয়া উচিত। তাহা না হইলে, তাঁহাদের অর্থ অষ্টাদশ শ্লোকে ভাঙ্গিয়া পড়ে,—সকাম কর্ম্মে যে নিষ্কাম কর্ম্ম দেখে" বা "প্রবৃত্তি মূলক কর্ম্মে যে নিবৃত্তি দেখে", এই কথা গুলির অর্থ হয় কি? কয়েকজন টীকাকার কর্ম্ম এবং অকর্ম্মকে সংসার ভাবনা এবং ব্রহ্ম ভাবনা করিয়াছেন; "সংসার ভাবনাতে যে ব্রহ্ম ভাবনা ভাবে দেখিতে সমর্থ হয়, ও ব্রহ্ম ভাবনাতে যে সংসার ভাবনা দেখিতে সমর্থ হয়" ইহার অর্থ কি? কেহ কর্ম্ম অর্থে মায়া এবং অকর্ম্ম অর্থে ব্রহ্ম লইয়াছেন; ব্রহ্মে মায়ার স্ফুরণ বা মায়ার অধ্যাস করা যায়, কিন্তু মায়ার ভিতর ব্রহ্মের স্ফুরণ বা ব্রহ্ম দেখা যায় কি? কেহ কর্ম্মের অর্থ সংসার এবং অকর্ম্মের অর্থ ব্রহ্ম লইয়াছেন। এ অর্থ অনেকটা বোঝা যায়; তাঁহাদের মনে বোধ হয় এই ভাবের অর্থ আসিয়াছে —সংসারে ব্রহ্ম দর্শন, যথা "তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং" (৩।১৫,) বা, ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ইত্যাদি" (৪ ২২), আর, অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখা, অর্থাৎ ব্রহ্মে সংসার প্রপঞ্চ রহিয়াছে দেখা। আমরা এই ভাবের ব্যাখ্যা আনিয়া, উহা ৪।২৪ ও

৪।৩৫ শ্লোকে রহিয়াছে, দেখাইয়াছি, এবং পরে, আরও দু এক স্থলে এই ভাব লাগাইয়াছি। তবে এই স্থানটি গোড়ার কথা। আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয়, ব্যাখ্যা পরিষ্কার হওয়া উচিত, কারণ এই প্রকরণে, কর্ম্ম যোগের উপাদান, এবং কর্ম্ম বিজ্ঞান অর্থাৎ ঠিক কি ভাবে সেই উপাদান গুলি বুঝিতে ও কাজে লাগাইতে হইবে, তাহার আলোচনা চলিতেছে। কর্ম্ম যোগের সহিত যাহা সম্বন্ধিত এরূপ অর্থ আনিতে হইবে। কেহ অকর্ম্ম অর্থে নিত্য কর্ম্ম করিয়াছেন, বোধহয় এই জন্য যে নিত্য কর্ম্ম কর্ম্মফল উৎপাদক নহে, এবং বোধহয়, "সকল কর্ম্মকে নিত্য কর্ম্মের ভাবে সম্পাদন কর", ইহা বলিতে।

কৃষ্ণানন্দ। ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপারের নাম কর্ম্ম, এবং তত্ত্বাবতের সন্ন্যাসের নাম অকর্ম্ম।

বলদেব। অকর্ম্ম=কর্ম্ম ছাড়া তাহার অন্তর্গত জ্ঞান।

রামদয়াল, কর্ম্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন অর্থের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ বলিয়াছেন যে ভারতের বাহিরে জন্ম, এরকম অনেকের মৃত্যু এইখানে হয় ইত্যাদি, এসব কর্ম্মের গহন গতি।

বিদ্যানন্দ। কর্ম্ম=করিবার যোগ্য কি কি কাজ। অকর্ম্ম =না করিবার যোগ্য কি কি কাজ।

মধুসূদন। অশুভাৎ মোক্ষ্যসে=অশুভ সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

ভূপেন্দ্রনাথ। কর্ম্ম, বুঝিয়া না করিতে পারিলে—ভাল কর্ম্ম করিতে গিয়াও লোকে অপকর্ম্ম করিয়া ফেলে।...যেমন,

ক্রিয়া করিতে বসিলে বটে, কিন্তু সংস্কার বশতঃ মন সে সময় বিষয় চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া গেল, তখন কর্ম্ম অকর্ম্মের সমান হইয়া গেল ; আবার হয়তো বিষয় কর্ম্মেরই অনুসরণ করিতেছে, কিন্তু আমায় লক্ষ্য রাখিয়া ; এখানে কর্ম্ম অকর্ম্মের সদৃশ বন্ধকত্ব শূন্য হইল।

Telang—কর্ম্ম = action. অকর্ম্ম = inaction. অশুভাৎ = world of evil.

ভক্তিপ্রদীপ। কবয় = wise. কিম্ অকর্ম্ম = What is inaction. অশুভাৎ – from the bondage of action.

মতিলাল। শাস্ত্রের মোক্ষবাদ, গীতায় ভিন্নমূর্ত্তি ধরিয়াছে, এবং উহা বৌদ্ধবাদের মত ভারতের বেদ-বহির্ভূত বস্তু না হয়, সে দিকে শ্রীকৃষ্ণ প্রাত ক্ষেত্রে অতিশয় সতর্ক হইয়াছেন।

শ্রীধর। অকর্ম্ম = অকর্ত্তব্য কর্ম্ম। মোক্ষসেঽশুভাৎ = অমঙ্গল সংহার হইতে মুক্ত হইবে।

শঙ্কর। তোমার ইহা ভাবা উচিত হইবে না যে "কেবল চেষ্টার নাম কর্ম্ম, আর চুপ চাপ বসিয়া থাকার নাম অকর্ম্ম, ইহাতে আবার বুঝিবার কি আছে ?"

রামানুজ। কর্ম্ম = ফলাভিসন্ধি রহিত ভগবদারাধনারূপ কর্ম্ম। অকর্ম্ম = আত্মার যথার্থ স্বরূপ জ্ঞান। শ্লোকের তাৎপর্য্য, আচরণ যোগ্য কর্ম্ম, ও তাহার অন্তর্গত আত্মজ্ঞান— ইহাদের স্বরূপ কি ? যাহার অন্তর্গত জ্ঞান, এরূপ যে কর্ম্ম,

তাহা তোমাকে বলিব, কারণ কর্ত্তব্য কর্মের জ্ঞানের ফল, তাহার আচরণ করা।

তিলক। অকর্ম শব্দের দ্বারা সন্ন্যাস-মার্গীরা বলে যাহাতে "কর্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ" তাহা উদ্দিষ্ট হইয়াছে। উহারা বলে সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া দাও। কিন্তু কর্ম্ম সমূহ ত্যাগ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। সন্ন্যাস-মার্গীদিগের কর্ম্ম ত্যাগ প্রকৃত অকর্ম্ম নহে, অকর্ম্মের মর্মই আর কিছুই।

সন্তদাস। অকর্ম্ম কি? অর্থাৎ কিরূপেই বা কর্ম্মের অকর্ত্তা থাকা যায়।

এই কর্ম-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আরও বলিলেন—

কর্ম্মণোহপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥১৭

পদচ্ছেদ। কর্মণঃ হি অপি বোদ্ধব্যম্ চ বিকর্মণঃ, অকর্মণঃ চ বোদ্ধব্যম্ গহনা কর্মণঃ গতিঃ।

অন্বয়। কর্মণঃ অপি বোদ্ধব্যম্, বিকর্ম্মণঃ চ বোদ্ধব্যম্ অকর্মণঃ চ বোদ্ধব্যম্, কর্মণঃ গতিঃ গহণা।

কঠিন শব্দ। কর্মণঃ=যাহা সাধারণতঃ কুকর্ম নহে, কিন্তু বন্ধনপ্রদ এই রূপ প্রবৃত্তির কর্মের তত্ত্ব। বোদ্ধব্য=জ্ঞাতব্য। বিকর্ম=নিষিদ্ধ অবিহিত কর্ম। অকর্ম=এক অর্থ কর্মহীনতা অন্য অর্থ (যাহা এখানে), যে কর্মে কর্ম-বন্ধন হয় না। গহন =দুর্জ্ঞেয়। গতি=তত্ত্ব; বহিবার ধারা। গহণা কর্মণো গতিঃ =কর্মের তত্ত্ব, অর্থাৎ কোন্ কর্ম কোন্ দিকে লইয়া যায় কর্ম-

বন্ধন উৎপাদন করিবে কি না তাহা বলা বড় কঠিন (পূর্ব্ব শ্লোকে ইহার ভাব ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। (দ্রষ্টব্য, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মের আমরা যে অথ দিয়াছি, বহু টীকাকারেরা তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ দিয়াছেন, যথা অকর্ম = অবিহিত কর্ম, বিকর্ম = বিশিষ্ট বা বিহিত কর্ম। অকর্ম্মের আমরা যে অর্থ দিয়াছি, মনে হয়, এবং পরের শ্লোকগুলি দেখিলেই তাহা মনে হইবে, আমরা ঠিক অর্থ দিয়াছি। বিকর্ম্মের অর্থও আমরা ঠিকই দিয়াছি। আচার্য্য শঙ্করও ঐ অর্থই দিয়াছেন।

অনুবাদ। কর্ম কি, তাহাও বুঝিবার, বিকর্ম অর্থাৎ কুকর্ম কি তাহাও বুঝিবার, এবং অকর্ম কি তাহাও বুঝিবার প্রয়োজন। (কর্ম্মের তত্ত্ব অর্থাৎ) কোন্ কর্ম কোথায় যায় (অর্থাৎ কি রূপ, পরিণামে হইবে) তাহা জানা কঠিন।

Gandhi Three classes of actions are there, (1) Karma", that is, action which is capable of being performed without attachment, but is not so performed, and therefore binds; also including inaction or laziness, which presupposes selfishness or attachment and therefore, binds. (2) বিকর্ম that ia, a for bidden action, that is, action which by its own nature is incapable of being performed without attachment and necessarily binding, for example murder, lying, adultery.

(3) অকর্ম that is, action. mental or physical which is performed without attachment, and, therefore, does not bind. Vinoba, about বিকর্ম says it means specific action, that is when the mind is co operating with 'the body and helps to make a sinful action sinless. Mathematically, Karma + Bikarma = Akarma.

গিরীন্দ্রশেখর। আত্মা বাস্তবিক পক্ষে নির্লিপ্ত থাকে বলিয়া, সমস্ত কর্মই আত্মার পক্ষে অকর্ম। আবার, বিনা কর্মে, কখনও শরীর ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না, তখন বাস্তবিক শরীরের পক্ষে অকর্ম অসম্ভব, তা আমি যত বড় সন্ন্যাসী বা ত্যাগী হই না কেন।

শ্রীধর। কর্ম, ইহা উপলক্ষণ মাত্র,—কর্ম অকর্ম ও বিকর্ম সকলের তত্ত্বই দুর্বিজ্ঞেয়। কর্ম = বিহিত ব্যাপারেরও তত্ত্ব জানা আবশ্যক কিন্তু কেবল লোক প্রসিদ্ধ কর্মে নহে। অকর্ম = অবিহিত ব্যাপার, বিকর্ম = নিষিদ্ধ ব্যাপার।

রামানুজ। কর্ম = মোক্ষের সাধনভূত। বিকর্ম = নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য রূপে, এবং তাহাদের সাধন দ্রব্যোপার্জ্জনাদি রূপে বিবিধ ভাব কর্ম।...বিকর্মের বিষয় জানিবার যোগ্য...নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য দ্রব্যোপার্জ্জনাদি কর্মে, ফলভেদ জনিত বিবিধ ভাব ছাড়িয়া একমাত্র মোক্ষরূপী ফল লক্ষ্য করিয়া, শাস্ত্রের

একার্থতা বোঝা ; ইহা "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ" এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে।

ভক্তিপ্রদীপ। অকর্ম্মণঃ = of action. বিকর্ম্মণঃ = of sinful action. কর্ম্ম = ordained duties. অকর্ম্ম = dereliction or omission of ordaincd duties.

বিনোবা। গীতায কর্ম শব্দ সাধারণতঃ স্বধর্মের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।···কর্মের অর্থ স্বধর্মাচরণের, যাহা বাহিরের স্থূল ক্রিয়া। এই বাহিরের কর্ম চিত্ত দিয়া করাই বিকর্ম, অর্থাৎ বিশিষ্ট কর্ম। নমস্কার করায়, বাহিরে দেখান ভাবে মাথা নত করা হয়, কিন্তু যদি তাহা মন হইতে না হয় তাহা হইলে ব্যর্থ। বিকর্মে, কর্মের সাথে মনের মিল হওয়া চাই। কর্ম + বিকর্ম = অকর্ম। কর্মের সাথে বিকর্ম মিলাইয়া অকর্ম করা হয়। এ জ্ঞানের কথা কাহার কাছে পাইবে ? সন্তদের কাছে। সেই জন্য ভগবান সন্তদের কাছে যাইতে বলিয়াছেন। স্বধর্মাচরণের সঙ্গে নিষ্কামতা থাকা চাই।

শঙ্কর। কর্ম = শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া। বিকর্ম = শাস্ত্রবর্জ্জিত কর্ম। অকর্ম = চুপচাপ বসিয়া থাকা। **মধুসূদন** ও **নীলকণ্ঠও** এইরূপ অর্থ দিয়াছেন।

মধুসূদন। কর্মণো গতিঃ পদের "কর্ম" এই পদটি, কর্ম অকর্ম ও বিকর্ম এই তিনেরই উপলক্ষণ।

তিলক। ইহাতে এবং পরবর্ত্তী পাঁচ শ্লোকে কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্ম খুলিয়া বলা হইয়াছে। ইহাতে যাহা কিছু বাকী

রহিল, তাহা পরবর্ত্তী অষ্টাদশ অধ্যায়ে কর্ম ত্যাগ, কর্ম ও কর্মের বিবিধ ভেদ বর্ণনায় সম্পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে (১৮।৪ ৭; ১৮।২০-২৮)। কর্ম, অকর্ম লইয়া টীকাকারেরা বড়ই গণ্ডগোল বাধাইয়াছেন; সন্ন্যাস-পন্থী অকর্ম পদের টানাবুনা করিয়াছেন। মীমাংসকেরা যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কাম্য কর্ম ইষ্ট, ইহার অতিরিক্ত আর সব কর্ম বিকর্ম বলেন; অকর্ম কর্ম-শূণ্যতা নহে। কর্মের অর্থ নিছক ক্রিয়া না বুঝিয়া, উহা হইতে উৎপন্ন শুভ, অশুভ প্রভৃতি পরিণামের বিচার করিয়া কর্মের কর্মত্ব ও অকর্মত্ব স্থির কর। বিচার এই দৃষ্টিতে করিতে হইবে যে মনুষ্যকে ঐ কর্ম কতদূর বদ্ধ করিবে। যে কর্মের বন্ধকত্ব দূর হইয়াছে তাহা অকর্ম। অকর্মও কখন কখন ভয়ানক কর্ম হইয়া যায় ও কর্মেও অকর্ম হয়। সাত্ত্বিক কর্ম সরাইয়া দিলে, রাজস ও তামস কর্ম থাকে। তামস, মোহ ও অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, উহা বিকর্ম।

বলদেব। নিষ্কাম ভাবে মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহাই কর্ম। যাহা জ্ঞান বিরুদ্ধ তাহাই বিকর্ম, এবং কর্মবিহীন যে জ্ঞান তাহাই অকর্ম।

হনুমৎ স্বামী। কর্ম=শরীরেন্দ্রিয় ব্যাপার, বিকর্ম= প্রতিষিদ্ধ কর্ম; অকর্ম =কর্মাভাব।

Telang. The truth regardmg action is abstruse.

Radhakrishnan. What is the right course is not generally obvious. The ideas of our time,

the prescription of tradition, the voice of conscience get mixed up and confuse us. In the midst of all this, the wise man seeks a way out by a reference to immutable truths, within the sight of the highest reason.

ভুপেন্দ্রনাথ। কর্ম দ্বারাই জীব জগতের ব্যাপার চলিতেছে, কর্মব্যতীত কাহারও গতি মুক্তি নাই।···দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপার কর্ম, অযথা পরিচালনে অকর্ম হয়। কর্মফলের লোভ হইতে সেই কর্মে অসক্তি জন্মে, তাহা করিতে পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি হয়, শেষে সংস্কার এত দৃঢ় হয় যে ইচ্ছা বা প্রয়োজন না থাকিলেও ঐ কর্ম না করিয়া থাকা যায় না; ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে কর্ম কি রূপে বন্ধনের কাজ করে।···অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান কর্মের সুন্দর সংজ্ঞা দিযাছেন।···এখানে এই টুকু বলিয়া রাখি কর্ম ঈশ্বরার্পিত না হইলে, অর্থাৎ ভগবানের উদ্দেশে কর্ম না করিলে, কর্মের মধ্যে যে বিষ অর্থাৎ বন্ধনকারিণী শক্তি আছে, তাহা কিছুতেই যায না।···সান্ন্যাল মহাশয়েও গুরুদেব পূর্ব্বাচার্য্যগণ হইতে কর্মের একটু পৃথক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তবে তত্ত্বের দিক দিয়া একই। শঙ্কর বলিয়াছেন শাস্ত্রবিহিত ব্যাপারই "কর্ম", শাস্ত্র প্রতিষিদ্ধ কর্মই বিকর্ম, এবং কোন প্রকার ব্যাপার রহিত হইযা তুষ্ণীভাব বা কর্ম-অকরণ তাহাই "অকর্ম"। সান্ন্যাল মহাশয়ের গুরুদেব, লাহিড়ী মহাশয় বলেন "ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত যে কর্ম, তাহাই অকর্ম", ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত কর্মই কর্ম,

এবং ঈশ্বরোদ্দেশে সাধনাদি কর্ম করিয়া ক্রিয়ার পরাবস্থা (ক্রিয়া রহিত অবস্থা) লাভই "বিকর্ম"।...দেহাদির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হইলেই ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়াদি মন বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া বাহিবিষয়ে বিচরণশীল হয়, এই জন্য প্রাণ ক্রিয়া (শ্বাস প্রশ্বাস) বাহিরে বাহিরে চলিতে থাকে, এবং প্রাণের বহির্মুখতা বশতঃ ইন্দ্রিয ও মন বাহিরে বিচরণ করে, ইহা যদিও কর্ম তাহা হইলেও ইহা অকর্ম বা অপকর্মের সমান, কেন না উহাতে কর্মবন্ধন হয়।...তাহার পর জীব যখন জাগ্রত হয়... কর্মের উপদেশ পায়...শ্রদ্ধার সহিত উপদেশানুযায়ী চলে... তখন মন অন্তর্মুখী হয়,...বাহিরের ব্যাপারও যাহা অল্প স্বল্প করিতে হয, তাহা ভগবৎ প্রীত্যর্থে তাহাদের করিতে হয়। এইরূপ লোকের দ্বারা সম্পাদিত যে কর্ম, তাহাই প্রকৃত "কর্ম", আর এই প্রাণ কর্মের অনুসরণ করিতে করিতে যখন প্রাণ ও তৎসহ মন ব্যাপার শূন্য বা স্থির হইয়া যায়, তখনই নিঃশ্রেয়স হস্তগত হইয়া থাকে। তন্মনঃ বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইহাই 'বিকর্ম" বা কর্মের শেষ বা পরাবস্থা।

উপসংহারে ভগবান বলিলেন—

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥১৮

পদচ্ছেদ। কর্মণি অকর্ম যঃ পশ্যেদ্ অকর্মণি চ কর্ম যঃ, সঃ বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু সঃ যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ।

অন্বয়। যঃ কর্মণি অকর্ম চ যঃ অকর্মণি কর্ম পশ্যেৎ, সঃ মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্, সঃ যুক্তঃ, সঃ কৃৎস্নকর্ম কৃৎ।

কঠিন শব্দ। যুক্ত = কর্মযোগ যুক্ত, কৃৎস্ন কর্ম কৃৎ = যে, সকল কর্ম সম্পাদনে সক্ষম, অর্থাৎ যে সকল কর্ম করিতে পারে; সকল কর্মের অভিজ্ঞতা যাহার আসিয়া গিয়াছে ও বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে যে কোন্‌টা কর্ম, কোন্‌টা অকর্ম।

এই শ্লোকটি হেঁয়ালি স্বরূপ, তবে এই অধ্যায়ের ভিতর, অর্থাৎ কর্মবিজ্ঞানের প্রকরণে অর্থাৎ কর্মবন্ধন সম্বন্ধীয় শ্লোক ভাবে যদি ইহা রাখিতে হয়, এবং তাহাতে দ্বিমত হওয়া মোটেই সঙ্গত হইবে না, তাহা হইলে কর্ম ও অকর্ম সম্বন্ধে আমরা যে ব্যাখ্যা দিয়াছি তাহা লাগাইলে শ্লোকটি বুঝিতে আয়াস পাইতে হইবে না। কর্ম কি ভাবে করিলে বন্ধন হয় না। গীতা বার বার তাহারই তো নির্দ্দেশ দিয়েছে; অকর্ম ভাবে করা, তাহারই সংক্ষিপ্ত নাম।

অনুবাদ। যিনি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখিতে পান, তিনিই মনুষ্যের ভিতর বুদ্ধিমান, তিনিই কর্মযোগী, তিনিই সকল কর্ম করিতে পারেন। (অর্থাৎ তিনিই সকল কর্মের অভিজ্ঞতা পাইয়াছেন, তিনি জ্ঞাত হইয়াছেন কোন্‌টা কর্ম কোন্‌টা অকর্ম এবং কোনটা বিকর্ম।

কর্ম ও অকর্মের অর্থাদি বিশদ ভাবে আমারা ১৬ ও ১৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দিয়াছি। তাহা হইতে ইহা প্রকৃষ্ট ভাবে সিদ্ধ হইবে যে তিনিই কৃৎস্ন কর্ম কৃৎ, যিনি কর্মে অকর্ম এবং

অকর্মে কর্ম কোথায় আছে তাহা নিজের দৃষ্টি গোচরে জানিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং সেই ভাবে কাজ করেন। কর্মে অকর্ম দেখা তাঁহার হয়, যখন তিনি কর্ম এমন ভাবে করেন, যাহাতে তাহাকে "অকর্ম্মবৎ" দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি সর্ব্বদা দেখিতে থাকেন যাহাতে তাঁহার কর্মে কর্ত্তৃত্বাভিমান না আসে, যাহাতে তাঁহার কর্ম কর্মবন্ধনহীন থাকে। তিনিই কৃৎস্ন কর্মকৃৎ, যাঁহার intense peace in intense activity" থাকে; তিনিই কর্ম্মযোগী, যিনি বুঝেন যে যুদ্ধ ক্রুর কর্ম হইলেও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ অকর্ম্মবৎ হইবে, অর্থাৎ তাহাতে কর্ম্ম বন্ধন হইবে না যদি তাহাতে কর্ত্তৃত্বাভিমান ও দ্বেষবোধ না থাকে। মিথ্যা ভাষণ কর্ম্ম, ও বিকট কর্ম্ম-বন্ধন আনে, কিন্তু তাহাও সময় বিশেষে অকর্ম্ম হয়। পশুবধ কর্ম্ম ও পাপকর্ম্ম কিন্তু মীমাংসকদিগের মতে যজ্ঞে পশুবধে কর্ম্ম বন্ধন হয় না। অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখা, অর্থাৎ যে কর্ম্মকে কর্ম্মফল-অনুৎপাদক বলিয়া মানুষ নিশ্চিন্ত থাকে, অনেকস্থলে সে নিশ্চিন্ততা ভ্রম, তাহাও কর্ম্মফল উৎপাদক, তাহা যিনি দেখিতে পান, তিনি অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন। কর্ম্মহীনতায় থাকা, ইহা বাস্তবে অকর্ম্ম নহে, ইহা কর্ম্ম-ফল উৎপাদক কর্ম্ম। তাহা ছাড়া, এই বাহির-দেখানো কর্ম্মত্যাগের ভিতর, অনেকের মনের মধ্যে জল্পনা কল্পনা ছুটোছুটি করিতে থাকে। যজ্ঞে পশুবধ মীমাংসকদিগের মতে সুকর্ম্ম, অন্ততঃ অকর্ম্ম; কিন্তু অনেকের মতে উহা কর্ম্ম বন্ধন আনে। সেইজন্য ভগবান বলিলেন যে যাহার কর্ম এরূপ হয়

যে তাহা "অকর্ম্ম", ইহা যিনি দেখিতে পান তিনি, অথবা যাহা বাস্তবে কর্ম্ম-ফল-শূন্য-অকর্ম্ম নহে, এইরূপ ভাবে প্রত্যয়মান-অকর্ম্মে বন্ধনকারী কর্ম্ম রহিয়াছে, ইহা যিনি দেখিতে পান তিনি,—এইরূপ পুরুষ, তিনি মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান, কর্ম্মযোগী ও কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। তিনিই কর্ম্ম কি, তাহা পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। এ জ্ঞান, অনেক অভিজ্ঞতায় হয়, তাই ভগবান বলিলেন, কবয়োঽপি অত্র মোহিতাঃ।

কর্মযোগের সহিত সম্বন্ধিত নহে তবে ব্রহ্মজ্ঞানমূলক বা ভ্রম প্রমাদাদি সম্বন্ধীয় মনস্তত্ত্ব মূলক, এরূপ কয়েকটি উদাহরণ, কর্ম ও অকর্ম এই দুই বাক্যের অর্থ, "ক্রিয়া ও ক্রিযাহীনতা," বা প্রকৃতির বৃত্তি ও আত্মা, বা জগৎ ও ব্রহ্ম ইত্যাদি নানা অর্থ অনেকেই দিয়াছেন ; এই ভাবের অর্থ, এই স্থানের উপযোগী নহে দেখিয়া উহা আমরা মানিয়া লইতে পারিলাম না (আমাদের মূর্খতা ক্ষন্তব্য) কারণ ঐ রকম ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ যাহা শিক্ষা দিতেছেন, সেই কর্ম-বন্ধন-মুক্তি বিষয়ক কিছু নাই। টানিয়া বুনিয়া সব ব্যাখ্যাই লাগাইতে পারা যায়, সে কথা পৃথক। তাহা ছাড়া ঐ উদাহরণগুলির ভিতর কয়েকটিতে এই দোষ আছে যে তাহারা "অশুভ" হইতে মুক্তি দেয় না। শঙ্কর নিজেই এইরূপ একটি উদাহারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে উহা "অশুভ" হইতে মুক্তি দেয় না। যাহা হউক দৃষ্টান্তগুলি কর্ম বিষয়ক না হইলেও অন্য প্রকারে সুন্দর বলিয়া, আমরা দুই একটি এই ভাবে দিলাম :—চলমান নৌকা হইতে তীরের

বৃক্ষগুলি চলমান দেখায় ; বৃক্ষগুলির প্রতীয়মান-গতিশীলতার ভিতরে বস্তুতঃ গতিহীনতা, ক্রিয়াহীনতা, ইহা যিনি জ্ঞাত থাকেন, অথবা দেহাদির কর্ম যাহা প্রকৃতির কর্ম কিন্তু অধ্যাস বলে তাহা নিষ্ক্রিয় আত্মায় আরোপিত হওয়ায় আত্মাকে কর্মশীল মনে হয়, এই প্রতীয়মানতার ভিতর আত্মা বাস্তবে নিষ্ক্রিয় রহিয়াছে. ইহা যিনি বোঝেন, অথবা জগৎ, যাহা সর্ব্বদাই গতি চঞ্চল, সেই কর্মময় জগতের প্রতি বস্তুতে শান্ত ব্রহ্ম রহিয়াছেন (ব্রহ্মার্পণম্ ইত্যাদি, ৪।২২, তস্মাৎ সর্ব্বগতম ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্, ৩।১৫) ইহা যিনি দেখিতে পান, তিনি কর্মে অকর্ম দেখেন, তিনিই কৃৎস্নকর্মকৃৎ। আর, অতি দূরে, কোনও মানুষ চলিতে থাকিলে, দূর হইতে বোধহয় যে সে স্থির হইয়া আছে, এইরূপ বোধ হওয়া যে ভ্রমাত্মক, প্রতীয়মান স্থিরতায় (অকর্মে) বাস্তব ক্রিয়া হইতেছে ইহা যাঁহার দ্বারা পরিদৃষ্ট হয়, তিনিই অকর্মে কর্ম দেখেন, তিনিই ঠিক ভাবে বোঝেন যে কর্ম কি, তিনিই কৃৎস্ন কর্মকৃৎ।

ইহার পর পাঁচটি শ্লোকে, যাহার অকর্ম তত্ত্ব আয়ত্তীকৃত হইয়াছে, সে কিরূপ ও তাহার কর্ম কিরূপ, এবং কিরূপ ভাবে সে সেরূপ হইয়াছে, ও কাহার কাহার কর্মে কর্মবন্ধন হয় না, তাহা আলোচিত হইয়াছে। তাহাদের ক্রম বেশ সুসঙ্গত ভাবেই পাই, তাহা এই :—কি হইলে কর্ম বন্ধন উৎপন্ন হইবে না এবং কাহার্ কাহার্ কর্ম বন্ধন হয় না তাহা জানা ; উহা (১) কাম সঙ্কল্প বর্জ্জিত ভাবে কর্মারম্ভ ও কর্ম নিষ্পাদন এবং

কর্মফলাসঙ্গ ত্যাগ ; (৪।১৯,২০) (২) শুধু ত্যক্ত কর্মফলাসঙ্গ হইলে হইবে না, নিত্য তৃপ্ত হওয়াও চাই, অর্থাৎ কাহারও কাছে কিছু যাচ্ঞা করিবার ভাব মনে না আনা (৪।২০,২১) ; (৩) শুধু ইহাই হইলে হইবে না, যতচিত্তাত্মা হওয়াও চাই, ও কোনও ভোগ সামগ্রীর দিকে মনকে না যাইতে দেওয়াও চাই (৪ ২২) (৪) কিন্তু জীবন ধারণের জন্য বস্ত্রতো চাই, আর শীত গ্রীষ্ম ? তাহার উত্তর. যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট ও দ্বন্দ্বাতীত হওয়া চাই, (৪।২২) ; (৫) আচ্ছা ভিক্ষাটন না হয় করিলাম, ও শীত গ্রীষ্ম বোধকে চাপিয়া রাখিলাম, কিন্তু যদি ইহা হইতে থাকে, একজন আমারই মত ভিক্ষুক সে ভিক্ষা পাইল, আমি পাইলাম না, বা যদি ইহা হইতে থাকে যে "অকর্ম" ভাবে কর্ম আরম্ভ করিলাম কিন্তু আমার কর্ম সকল বিফল হইতে লাগিল ? তাহার উত্তর বিমৎসর হও সিদ্ধাবসিদ্ধৌ হও ; আর সিদ্ধি অসিদ্ধিও বড় কথা নহে, দেখিতে হইবে কর্মের বিলীনতা হইতেছে কি না, দেখিতে হইবে কর্ম অকর্ম হইতেছে কি না। যজ্ঞ অর্থাৎ প্রযত্নের সহিত কৃত যে কোনও কর্ম হউক না কেন, তাহাকে অকর্ম করিতে চাই তিনটি জিনিষ—

(১) গত-সঙ্গ অবস্থা (২) মুক্ত অবস্থা (৩) জ্ঞানাবস্থিত চিত্ত। (এগুলির অর্থ যথা স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। (এগুলি গুণাতীত পুরুষের নানা দিক)।

শঙ্কর। যাহা কিছু করা যায়, সেই চেষ্টা মাত্রের নাম কর্ম... আত্ম তত্ত্ব প্রাপ্তির পূর্ব অজ্ঞানাবস্থাতেই সব ক্রিয়া কারক আদি

ব্যবহার।···বিপরীত প্রকারে শব্দ থাকিলেও. বিপরীত জ্ঞানের কথা নাই। যথার্থ জ্ঞানই বোদ্ধব্য, (শঙ্কর, চলমান নৌকা হইতে তীরস্থ বৃক্ষের গতিশীলতা উদাহরণ দিয়াছেন), অকর্মে ক্রিয়া রহিত আত্মায়, "আমি করিতেছি রূপ" কর্ম্ম দেখা—এ উদাহরণও দিয়াছেন ; চুপচাপ বসিয়া থাকা, এ উদাহরণও দিয়াছেন)। শঙ্কর জানাইয়াছেন যে কয়েকজন টীকাকার এই শ্লোকের অন্য রকম ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। যথা ঈশ্বরের জন্য করা যায় পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি নিত্য কর্ম্ম, এই কর্ম্মে তাহার ফল পাওয়া যায় না বলিয়া, গৌণী বৃত্তিতে তাহা অকর্ম্ম। সেই প্রকারে, ঐ নিত্য কর্ম্মের না করার নাম অকর্ম্ম; উহা পাপ রূপ ফল দাতা হইবার জন্য গৌণী রূপে তাহা কথিত হয়। ইহা কর্ম্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম।

মধুসূদন। দেহান্দ্রিয়াদির কর্ম আত্মার উপর আরোপিত হওয়াতেই "আমি করিতেছি" ইত্যাকার প্রতীতি হয়, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু আত্মারকোনও কর্ম নাই।...দেহেন্দ্রিয়াদির উদাসীনতা রূপ অবস্থা, উহাও কর্ম ; কর্ম চলিয়াই চলিয়াছে। মধুসূদনের অন্য ব্যাখ্যা :—কর্ম্মে, অর্থাৎ জ্ঞানের কর্ম, কার্য্যভূত দৃশ্য জড় পদার্থের মধ্যে, অকর্ম অর্থাৎ যিনি সর্ব্বত্র সৎস্বরূপ এবং স্ফুরণ রূপে অনুগত, এবং যিনি সকল প্রকার ভ্রমের অধিষ্ঠান সেই অকর্ম অর্থাৎ অবেদ্য (যিনি বেদন ক্রিয়ার কর্ম হন না), সেই স্বয়ং প্রকাশ চৈতন্যকে পরমার্থ দৃষ্টিতে যিনি দেখেন, এবং "অকর্মণি" অর্থাৎ অকর্মে, অর্থাৎ স্বপ্রকাশ দৃক্ বস্তুতে কল্পিত কর্মকে "ইহা দৃশ্য মায়াময়,

ইহা পরমার্থতঃ সৎ নহে," রূপ যিনি দেখেন (ইত্যাদি), কারণ দৃক্ ও দৃশ্যের মধ্যে বাস্তব সম্বন্ধ হইতে পারে না।...ইহা বুঝিলে তোমার কৃৎস্নকর্মকারিতা (সকল কর্ম সম্পাদনের শক্তি) হইবে।...অজ্ঞানই কর্ম, জ্ঞানই অকর্ম। জ্ঞান ভূমিতে অবস্থিত হইয়া কর্ম করিলে তাহা অকর্মই হয়?

শ্রীধর। পরমেশ্বরের আরাধনা রূপ কর্ম্ম-বিষয়ে অকর্ম্ম, অর্থাৎ "ইহা কর্ম্ম নহে" এইরূপ যিনি জ্ঞান করেন, তাঁহার সেই কর্ম, জ্ঞানের হেতু হওয়ায়, এবং বন্ধনের অভাব বশতঃ অকর্ম্মে অর্থাৎ বিহিত কার্য্যের অকরণে, যিনি কর্ম্ম দর্শন করেন অর্থাৎ যিনি উহাকে প্রত্যবায়োৎপাদক ও বন্ধনের কারণ জানিয়া, কর্ম্ম করেন, তিনি কর্ম্মী মনুষ্য গণের মধ্যে নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি বিশিষ্ট, তিনিই যোগী (কারণ কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান যোগ প্রাপ্তি ঘটে, তিনি কৃতস্ন কর্ম্ম-কর্ত্তা, কেন না সর্ব্বতোভাবে সমপ্লুতোদক স্থানীয় সেই কর্ম্মে সর্ব্ব কর্ম্মের অন্তর্ভুক্তি আছে। এরূপে আরুরুক্ষুর কর্ম্ম কর্ম্মযোগাধিকার অবস্থায় "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদি দ্বারা উক্ত কর্ম্মযোগই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।...ইহার দ্বারাই যোগারূঢ়াবস্থায় "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদি দ্বারা যে কর্ম্মের অনাবশ্যকতা উক্ত হইয়াছে, তদর্থেও প্রকরণ বিস্তার হইয়াছে, ইহাই জ্ঞাতব্য; যখন আরুরুক্ষু ব্যক্তির পক্ষেও কর্ম্ম বন্ধন-স্বরূপ হয় না, তখন আরূঢ় ব্যক্তির কিরূপে উহা বন্ধন হইবে?—এই প্রশ্নের উত্তরে এই শ্লোক সঙ্গত হয়। অথবা কর্ম্মে অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপারে বর্ত্তমান থাকিলেও আত্মার দেহাদি

ব্যতিরিক্ত অনুভব হেতু অকর্ম্ম, অর্থাৎ স্বাভাবিক নৈষ্কর্ম্ম্য যিনি দর্শন করেন, এবং জ্ঞান রহিত অকর্ম্মে অর্থাৎ দুঃখ জনক জ্ঞানে কর্ম্ম ত্যাগে যিনি কর্ম্ম দর্শন করেন ইত্যাদি, কারণ প্রযত্ন সাধ্য বলিয়া কর্ম্ম ত্যাগ মিথ্যাচার মাত্র।

রামানুজ। অকর্ম্ম = কর্ম্মাতিরিক্ত, প্রকরণে বর্ত্তমান, আত্মজ্ঞান। ক্রিয়মান কর্ম্মেই যে আত্মজ্ঞান দেখে, ও অকর্ম্মরূপ আত্মজ্ঞানে যে কর্ম্ম বর্ত্তমান দেখে। ক্রিয়মান কর্ম্মকেই যাহাতে আত্মার যথার্থ স্বরূপের অনুসন্ধানে থাকিবার কারণ যে জ্ঞান-স্বরূপ বোঝে, আর কর্ম্মের অন্তর্গত আসিবার কারণ, সেই জ্ঞানকে কর্ম্ম স্বরূপ বোঝে, সেই ঠিক বোঝে।

তিলক। তিলকের এ বিষয়ে টিপ্পণী তাঁহার পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেওয়া হইয়াছে।

রামদয়াল। "আমি সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য কর্ম্ম করি," ইহাতেও অহং কর্ত্তা অভিমান আছে ও বন্ধন আছে।...আর আমি কর্ম্ম সন্ন্যাস লইয়াছি, ইহাতেও অভিমান ও বন্ধন আছে। যিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য থাকিতে পারেন, তিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন। যিনি উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকাটা কর্ম্ম—ইহা বোঝেন, তিনি অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন।...ভগবান তোমাকে কর্ম্ম করাইয়া, তোমার কর্ম্ম ক্ষয় করাইয়া দিতেছেন।

মহানামব্রত: যিনি কর্ম্মময় জগতে ব্রহ্ম সত্তা ভিন্ন কিছুই দেখেন না, তিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন; যিনি ব্রহ্মে জগৎ দেখেন, তিনি অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন।

রামানুজ ও বলদেব। এখানে কর্ম্ম শব্দে নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, এবং অকর্ম্ম শব্দে ফলস্বরূপ আত্মজ্ঞান।

বিশ্বনাথ। জনকাদি নিষ্কাম ভাবে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন ও "কর্ম্ম করা হইতেছে না" বলিয়া বোধ করেন। কর্ম্মের ত্যাগকে কর্ম্ম বলিয়া উপলব্ধি করেন।

নীলকণ্ঠ। যে ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় আত্মায় অবিদ্যা কর্তৃক কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম আরোপিত হইলে তাহাতে অকর্ম্ম, অর্থাৎ উক্ত ত্রিবিধ কর্মাভাব দেখিয়া থাকেন ইত্যাদি।

দামোদর। যিনি কর্মে অকর্ম্ম দর্শন করেন, তিনি বুদ্ধিমান; যিনি অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন করেন তিনি যোগী; কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ হইতে হইলে দুইই হওয়া চাই।

বশিষ্ঠ গীতায় আছে—কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যত্যকর্ম্মণি চ কর্ম্মজঃ, স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স চোক্ত কৃৎস্ন কর্ম্মকৃৎ।

সন্তদাস। কৃৎস্ন কর্ম্মকৃৎ = যিনি সর্ব্ববিধ বৈধ কর্ম্ম করিবার শেষ ফল লাভ করিয়াছেন, যে ফল চিত্ত শুদ্ধি; অতএব সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাঁহার করা হইয়াছে বলিতে হইবে।

অষ্টাবক্র গীতায় (১৮।৬১) কথিত হইয়াছে, মূর্খদিগের নিবৃত্তি (কর্ম্ম ত্যাগ) তাহা প্রবৃত্তি অর্থাৎ কর্ম্ম; আর পণ্ডিত দিগের প্রবৃত্তি (নিষ্কাম কর্ম্ম) তাহাই নিবৃত্তি, অর্থাৎ তাহাতে কর্ম্ম ত্যাগের ফল লাভ হয়।

Vivekananda—He who finds in the midst of intense activity, the greatest rest, and in the

midst of the greatest rest, intense activity, he has become a yogi. He is wise indeed.

Gandhi—The action of him, who though ever active, does not claim to be the doer, is "inaction"; and the "inaction" of him though outwardly avoiding action, is always building castles in his own mind, is action.

Radhakrishnan—Shankar explains that in "Atman" there is no action; in the body, however there is no rest even when there seems to be rest. Ramanuja holds "Akarma to be আত্মজ্ঞান। The wise man is he who sees জ্ঞান, in the true performance of কর্ম্ম; for him জ্ঞান and কর্ম্ম go together. According to **Maddhwa,** অকর্ম্ম is the inactivity of the self and the activity of বিষ্ণু। Therefore the wise man is he who sees the activity of the Lord whether the individual is active or not. **Radhakrishnan** quotes অষ্টাবক্র গীতাঃ The turning away from action by fools due to proximity and ignorance, amonnts to action.

ব্যোমব্রহ্ম। যিনি কর্ম্মে নির্লিপ্ততা কেমন বোঝেন এবং নির্লিপ্ততার ভিতরেও কর্ম দেখিতে পান ইত্যাদি। কৃৎস্ন কর্ম

কৃৎ = ব্রহ্ম স্বরূপ (সকল কর্ম ব্রহ্ম ভিন্ন তো আর কেহ করেন না)

ভূপেন্দ্রনাথ। ফলাকাঙ্খা বিরহিত ক্রিয়া করা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাতে কর্মজনিত শুভাশুভ ফলভোগ করিতে হয় না, সুতরাং তাহা অকর্ম অর্থাৎ অননুষ্ঠিতবৎ—না করার তুল্য। কিন্তু গায়ের জোরে কর্মত্যাগ করিলে ইচ্ছারহিত অবস্থা আসে না, অথচ বিহিত বা কর্ত্তব্য কর্ম না করায় দোষ হয়।...প্রাণ কর্মফলাকাঙ্খা পূর্ণ। ইহার সহিত মনকে যুক্ত করিতে পারিলে, তাহাও ফলাকাঙ্খাপূর্ণ হয়। তখন যোগী বাহিরের কর্ম করিলেও, উহা লক্ষ্যহীন বলিয়া অকর্মের তুল্য হয়, বন্ধন আনে না। ইঁহারা ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকেন বলিয়া বুদ্ধিমানও বটে, কারণ স্থির মনই বুদ্ধি।...সদসৎ কর্মের কর্ত্তাই অহঙ্কার, এই অহঙ্কার উৎপন্ন হয় আত্মার সহিত বুদ্ধির মিলন হেতু। ইন্দ্রিয়াদি করণ। এই গুলির দ্বারাই যেন আত্মাই কর্ম করিতেছে মনে হয়। আত্মার চেতন ধর্ম বুদ্ধিতে আরোপিত হয়, এবং বুদ্ধ্যাদিকৃতকর্ম আত্মকৃত বলিয়া প্রতীতি হয়।...মনকে স্থির করিতে যোগাভ্যাস করা উচিত। আত্মক্রিয়ার শেষ ফল একাগ্রতা বা মনের নিরোধ; মনে যখন আর কিছুতেই সঙ্কল্পের তরঙ্গ উঠে না, তাহাই চিত্ত শুদ্ধি। যোগী স্বয়ং-উপস্থিত কর্ম করিতে ভয় পান না, আবার কর্মের জন্য ব্যাকুলও হন না।...যজ্ঞে পশুবধ বেদে আছে অগ্নিষ্টোমীয়ং পশুমালভেত জীবের যথেচ্ছাহার সংযত করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।...যজ্ঞ সকলের মধ্যে জপযজ্ঞ

ভগবানের বিভূতি. তাহার মধ্যে অজপাজপই সর্ব্বপ্রধান। পশু বৃত্তিমূলক পশুভাবকে ইহাতে বলি দেওয়া হয়, পশুবধ ইহাই। বলি মানে ত্যাগ; ত্যাগ ব্যতীত যজ্ঞ পূর্ণ হয় না। ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছেন "কামে দিয়ে অজা বলি, ক্রোধে দিয়ে মহিষ বলি"। পশুহনন সম্বন্ধে বলিয়াছেন—ত্রিভুবন যে মায়ের ছেলে, তাঁর কি আছে ভাবনা, তুই কোন্ লাজে চায দিতে বলি, মেনে মহিষ আর ছাগল ছানা।...ধ্যানী পুরুষ ব্যবহারিক কর্মে রত থাকিলেও, লক্ষ্যহারা হন না। ইহাই কর্ম্মে অকর্ম দর্শন।...ভগবান বশিষ্ঠের উপদেশ—কর্মকে অকর্ম ব্রহ্ম রূপে এবং অকর্মকে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মস্বরূপকে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্মরূপ জ্ঞান করিয়া তুমি যথাসুখে শান্ত চিৎস্বরূপে অবস্থান কর (পশ্যন্ কর্মণ্য কর্মাত্বম্, কর্ম্মণি চ কর্মতাম যথা ভূতার্থ চিদ্রূপঃ শান্তমাস স্ব যথা সুখম্)।

ভক্তিপ্রদীপ। যুক্তঃ = equitable. কৃৎস্ন কর্মকৃৎ = a seer of perfect harmony in all action.

বিদ্যানন্দ। ফলাভিলাষ ও কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া, শরীর দ্বারা কৃতকর্মে 'অকর্ম' অর্থাৎ কর্ম না হওয়া ধর্ম দেখে ও অজ্ঞানীদের কর্মত্যাগ বা 'আমি কর্মত্যাগ করিয়াছি, ইহা মনে করাতে কর্ম দেখে,...সেই বুদ্ধিমান...সকল কর্মের কর্মী।

জগদীশ্বরানন্দ। শঙ্কর, মধুসূদন ও নীলকণ্ঠ তিনজনেই বলিয়াছেন,—কর্ম, শাস্ত্রবিহিত; বিকর্ম, প্রতিষিদ্ধ; ও অকর্ম তুষ্ণীভাব। হনুমৎ স্বামী বলেন,—শরীরেন্দ্রিয় ব্যাপারঃ

প্রতিষিদ্ধ, কর্মভাব। বলদেব বলেন,—মুমুক্ষুগণ অনুষ্ঠেয় কর্ম, জ্ঞান বিরুদ্ধ কাম্যকর্ম, কর্মভিন্ন জ্ঞান। রামানুজ বলেন—মুমুক্ষুগণের অনুষ্ঠাতব্য কর্ম নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম,জ্ঞান। বিশ্বনাথ বলেন—(১) কর্ম ঈদৃশ কর্ম বন্ধক হয়, ইহা জ্ঞাতব্য, (২) নিষিদ্ধাচরণ কিরূপ দুর্গতি প্রাপক হয় এই তত্ত্ব, (৩) কর্ম করণে সন্ন্যাসীর ঈদৃশ কর্ম করণ অন্যথা নিঃশ্রেয়স কিরূপে হস্তগত হয় এই ভাব।

মতিলাল। কর্ম পঞ্চবিধ—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, প্রায়শ্চিত্ত ও নিষিদ্ধ। কর্মের আবার আরও তিনটি রূপ আছে —সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মান। গুণভেদে উহার প্রকাশও ভিন্ন ভিন্ন হয়—যথা সত্ত্বগুণাশ্রিত ব্যাক্তির কর্ম আসক্তি রহিত, রাগ-দ্বেষ শূন্য, ইত্যাদি।

মহানামব্রত। চলন্ত গাড়ী স্থির আছে, স্থির গাছ পালা গুলো চলছে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও যখন এইরূপ ভ্রম হয়, তখন পারমার্থিক কর্মে যে ভ্রম হইবে, তাহা আর অশ্চর্য্য কি ?

মহানামব্রত। 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি, কিন্তু অগ্নিসমীয় পশুমালভেত', এইরূপ শ্রুতিবাক্য থাকায় যজ্ঞ সম্পর্কে পশু-বধ বিকর্ম হইবে না। পশুহিংসার ব্যবস্থা, হিংসা কর্মে প্রেরণা নহে, বিধিবাক্য নহে, 'পরিসংখ্যা' বাক্য...আমিষাহার প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার ব্যবস্থা।

উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে, যথা ডাক্তার ও operation. চুপ্ চাপ্ বসিয়া থাকা, কর্ম্মাতীত হওয়া যায় না, কারণ দেহ নিয়ত

ব্যাপারশীল,...ইন্দ্রিয় কর্ম করে, সে দ্রষ্টা ; ইহা হইলে 'অকর্ম' হয়। কর্তৃত্বাভিমানী কর্ত্তা হয়, কর্মবন্ধন হয় ভোগ না করিলেও ভোক্তা হয় যদি ভোগাভিলাষ থাকে। যিনি অকর্ত্তা ও অভোক্তা, তিনি নিত্য তৃপ্ত। যাহার দেহে আত্মজ্ঞান নাই, সে নিরাশ্রয়। ইহাদের কর্ম অকর্ম।

জগদীশ্বরানন্দ। বোধায়ন বলেন, ঈশ্বরার্থে অনুষ্ঠীয়মান নিত্যকর্ম সমূহের ফলাভাব হেতু সেইগুলি গৌনীবৃত্তি দ্বারা অকর্ম হয়। তাহাদের অকরণ অকর্ম, এবং উহা প্রত্যবায়ফল হেতু কর্ম উক্ত হয় গৌনী বৃত্তি দ্বারাই। তথা নিত্যকর্মে যিনি অকর্ম দর্শন করেন ফলাভাব হেতু—যেমন ধেনু গাভী হইলেও যদি ক্ষীরাখ্য ফলদান না করে সে অগাভীই, তদ্রূপ। শঙ্কর বলেন এই ব্যখ্যান অযৌক্তিক। এরূপ অশুভ জ্ঞানদ্বারা মোক্ষের উপপত্তি হয় না, ভগবানের বাক্য বাধিত হয়।...

জগদীশ্বরানন্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তপোবলে চিত্তশুদ্ধি লাভান্তে "গলিত হস্ত" হইয়াছিলেন, তর্পণাদি সৎকর্মও করিতে পারিতেন না। কর্মত্যাগ অবস্থা সম্বন্ধে বলিতেন, ক্ষতস্থান শুকাইয়া গেলে শুকনো মামড়ি স্বতঃই খসিয়া পড়ে। যোগবাশিষ্ঠে বলিয়াছে, কর্মে অকর্মতা ও অকর্মে কর্ম্মতা দেখিয়া তুমি যথা-সুখে প্রশান্ত চিদ্রূপে অবস্থান কর।

বিদ্যানন্দ। ফলাভিলাষ ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া শরীর দ্বারা কৃত কর্ম 'অকর্ম' অর্থাৎ কর্ম না হওয়া যে দেখে, ও অজ্ঞানীদের কর্মত্যাগ বা "আমি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি" এই

মনে করাতে কর্ম ত্যাগ যে দেখে সেই বুদ্ধিমান সকল...কর্মের কর্মী।

এই শ্লোক গুলি কর্ম্ম বিজ্ঞানে বিজ্ঞানী যাহারা তাহাদের কার্য্য বিষয়ক, অর্থাৎ কর্ম্ম কি ভাবে হইলে অকর্ম্ম হয়, তদ্ বিষয়ক।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্প বর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

পদচ্ছেদ। যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কাম-সঙ্কল্প-বর্জিতাঃ, জ্ঞান-অগ্নি-দগ্ধ-কর্ম্মাণং ত্বং আহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।

অন্বয়। যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্প বর্জ্জিতাঃ, তম্ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মণং বুধাঃ পণ্ডিতম্ আহুঃ।

কঠিন শব্দ। সমারম্ভা=যাহা সম্যক্ রূপে আরম্ভ অর্থাৎ নিষ্পাদনের জন্য আরম্ভ করা হয়; উদ্যোগ; কর্ম্ম চেষ্টা। কামসঙ্কল্প বর্জ্জিতাঃ=সকল কর্ম্ম, আরম্ভ হইতে ফল কামনা ও কর্তৃত্বাভিমান রহিতভাবে, অর্থাৎ "অকর্ম্ম" ভাবে কৃত। তৃষ্ণা ও বিক্ষিপ্ত পরিকল্পনা রহিত ভাবে কৃত, (৬।২,৪) মনে ছুটাছুটি থাকিলে কর্ম্ম অকর্ম্ম হয় না। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ কর্ম্মাণং=এই অগ্নিরূপ কর্ম-বিজ্ঞানে, অর্থাৎ ইহার নীতি অনুসারে, কৃত হওয়ায় যাহার কর্ম দগ্ধবৎ হইয়া অকর্ম হইয়া যায়, তাহাকে; কর্ম্মাদিতে অকর্ম দর্শন তাহাই জ্ঞানই আবার অগ্নিস্বরূপ (মধুসূদন)।

মধুসূদন। জ্ঞানমূলক ব্যাখ্যাও দিয়াছেন, নীচে ২।৪ কথায় তাহা দেওয়া হইল; প্রকরণ কিন্তু কর্ম্ম মূলক)। যোগ বাশিষ্ঠ ২।২।৫, (গীতাপ্রেমী)

অনুবাদ। যাহার সকল কর্ম-চেষ্টা, ফল কামনা ও কর্তৃত্বাভিমান বর্জ্জিত (অর্থাৎ যাহার কর্ম-চেষ্টা কর্ম্ম বিজ্ঞানের জ্ঞানে করা হয়, এবং সেই ভাবে কৃত হওয়ায়) সেই জ্ঞান, জ্ঞানরূপী অগ্নি হইয়া যাহার কর্ম সমূহকে দগ্ধ করে অর্থাৎ "অকর্ম্মে" পরিণত করে, জ্ঞানীগণ তাহাকে পণ্ডিত বলেন।

প্রসঙ্গক্রমে, পণ্ডিতের কি কি লক্ষণ ভগবান বলিয়া দিলেন।

কোন্ জ্ঞানে কর্ম্ম করিলে, কর্ম্ম দগ্ধ বা অ-ফলপ্রসূ হইয়া যায় ? অধ্যাহার করিলে, বা বাহির হইতে কোনও "জ্ঞান" আমদানী করিলে চলিবে না ; দেখিতে হইবে, ইহার পূর্ব্বে ভগবান যে কয়েকটি জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, তাহার ভিতর কোন্ জ্ঞান, এই শ্লোকের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম শ্লোকে আছে ও এখানে লক্ষিত হইয়াছে, ইহা কর্ম্ম ও অকর্ম্মের সম্যক জ্ঞান, যজ্ জ্ঞাত্বামোক্ষ্যসে হশুভাৎ, অর্থাৎ যাহাকে আমরা কর্ম্ম-বিজ্ঞান বলিয়াছি, তাহা।

মধুসূদন ইহার সহিত বিকল্পে অন্য ব্যাখ্যা দিলেও, প্রথমে ইহারই উল্লেখ করিয়াছেন।

বিশ্বনাথ। জ্ঞানাধিকারী পণ্ডিত কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন এবং বিকর্ম্মেও অকর্ম্ম দর্শন করেন ; পূর্ব্বোক্ত বাক্য পঞ্চশ্লোকে স্পষ্টিকৃত হইয়াছে।

তিলক। জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম দগ্ধ হয়, ইহার অর্থ কর্ম্ম ত্যাগ নহে। এই শ্লোকের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর'।

সন্তদাস। জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা কর্ম্মে আত্মবুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি।

কৃষ্ণানন্দ। যে বৃত্তির দ্বারা সর্ব্বত্র ব্রহ্ম চৈতন্য উপলব্ধি হয়, সেই বৃত্তির নাম "পণ্ডা"। সমস্ত প্রপঞ্চ জগৎই ব্রহ্মময়, এইরূপ জ্ঞানাগ্নি শিখায় শুভ এবং অশুভ কর্ম্মের ফলরাশি দগ্ধ করে।

রামানুজ। প্রকৃতি ও প্রকৃতির গুণের সহিত আত্মার একতা করিয়া বোঝার নাম সঙ্কল্প, কিন্তু উহার কর্ম্ম প্রকৃতি হইতে পৃথক্ আত্ম স্বরূপের অনুসন্ধান পূর্ব্বক করা হইবার কারণ সেই সংকল্প হইতে রহিত হয়। এই ভাবে কর্ম্ম করিতে থাকিলে, কর্ম্মান্তরগত জ্ঞানরূপী অগ্নির দ্বারা, প্রাচীন কর্ম্ম যে ভস্ম করিয়া দেয়, এইরূপ মুমুক্ষুকে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ পণ্ডিত বলেন।

শঙ্কর। কর্ম্মে অকর্ম্ম, ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখে যে পুরুষ, তাহার সমস্ত সমারম্ভ (কর্ম্ম) কামনা হইতে এবং কামনার কারণরূপ সঙ্কল্প হইতে রহিত হইয়া যায়, অর্থাৎ যাহার দ্বারা, বিনা কোনও নিজের প্রয়োজনে, যদি সে প্রবৃত্তি মার্গী হয় ও লোক-সংগ্রহের জন্য, আর যদি সে নিবৃত্তি মার্গী হয় তো জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য, কেবল চেষ্টা মাত্রই তাহার ক্রিয়া হয়।

মধুসূদন। কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন তাহাই জ্ঞান,...জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা শুভাশুভ সকল কর্ম্মই যে দগ্ধ হইয়া যায়, তদ্‌বিষয়ে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে উত্তর কালে যে সমস্ত শুভাশুভ

কর্ম্মরূপ পাপ অনুষ্ঠিত হয়, চিত্তমধ্যে বাসনাকালে সংশ্লিষ্ট হয় না ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য...।

মহানামব্রত। ফলতৃষ্ণা, কাম, ; অহং করোমি, এই অভিমান, সঙ্কল্প। যে ভূমিকায় এই দুইটি নাই। কামসঙ্কল্প-বর্জ্জিতাঃ (৪।১৯)—সেইটি জ্ঞানভূমি ; সেখানকার কর্ম্ম জ্ঞান দ্বারা দগ্ধ হইয়া অকর্ম্মক হয়। নিরাশীঃ = তৃষ্ণা নাই। ত্যক্তসর্ব্ব পরিগ্রহঃ = যিনি ভোগোপকরণ ত্যাগ করিয়াছেন। কিল্বিষ, পাপপুণ্য দুই বুঝায় ; মোক্ষার্থী স্বর্গ চাহে না। যিনি জানেন ইন্দ্রিয়ই কর্ত্তা, তিনি আত্মায় আরোপিত কর্ম্মে-অকর্ম্ম দেখেন।

Telang:—জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ কর্ম্মাণি = whose wisdom are burnt down by the fire of knowledge.

হীরেন্দ্রনাথ। পণ্ডিত তিনিই, যিনি কর্ম্মযোগ ও জ্ঞান-যোগ—উভয়ই আয়ত্ত করিয়াছেন।

ভূপেন্দ্রনাথ। আমরা অনেকসময় অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের কামনা করি। যাঁহারা এইরূপ বৃথা চিন্তা করেন না, এবং মোহ বশতঃ ভবিষ্যৎ কর্ম্মসম্বন্ধেও সঙ্কল্প করেন না, তাঁহারা দগ্ধকর্ম্মা ও পণ্ডিত। ভগবৎ প্রাপ্তির ইচ্ছা, বা মুক্তির ইচ্ছা অবশ্য কাম নহে, ন তু কামায় কল্পতে), সমারম্ভ অর্থাৎ অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান কামসঙ্কল্প বর্জ্জিত থাকে না, যদি আমার সিদ্ধিলাভ হয়, কত কি দেখিব এই সব কথা মনে আনে।

(৪।১৯) **ভক্তিপ্রদীপ**। জ্ঞানাগ্নি দগ্ধ কর্ম্মাণম্ = whose desire for fruitive action has been burnt by

fire of spiritual knowledge কামসঙ্কল্পবৰ্জ্জিতা = are void of any action hankering for enjoyments সমারম্ভাঃ = active.

শ্রীধর। কর্ম্মসকল দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হইলে উদিত জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ অর্থাৎ অকর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, কর্ম্মসমূহ যাহার যোগারূঢ়াবস্থায় কাম অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তি বিষয়ক কামনা, ও সেই ফলপ্রাপ্তি নিমিত্ত ইহা "কর্ত্তব্য" এই জ্ঞানে কর্ত্তব্য বিষয়ক সঙ্কল্প, তদুভয়দ্বারা বর্জ্জিত। (ভগবদ্ বাক্যে শ্রুতির অর্থ ও অর্থাপত্তি দ্বারা যে অবস্থায় আসে, তাহাই এই পাঁচটি শ্লোকে কথিত।

রামদয়াল। যিনি সর্ব্বত্র একই দেখেন, যিনি সমদর্শী, তিনি পণ্ডিত।

বলদেব। যাঁহার কর্ম্মসমূহ আত্মার জন্য, তাঁহাকে পণ্ডিতগণ আত্মজ্ঞ বলেন, তাঁহার কাম সঙ্কল্প বিবর্জ্জিত কর্ম্ম দ্বারা সৃষ্ট জ্ঞানাগ্নিতে, সঞ্চিত কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায়।

আরও, যে ভাবে কর্ম অকর্ম হয় তাহা—

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভি প্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০

পদচ্ছেদ। ত্যক্ত্বা কর্ম-ফল-আসঙ্গম্ নিত্য-তৃপ্তঃ নিরাশ্রয় কর্মাণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি ন এব কিঞ্চিৎ করোতিসঃ।

অন্বয়। সঃ কর্ম ফলাসঙ্গম্ ত্যক্ত্বা নিত্য তৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ কর্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি কিঞ্চিৎ এব ন করোতি।

কঠিন শব্দ। কর্ম ফলাসঙ্গ = কর্মফলে আসক্তি ; "কর্ম ফলে আসক্তি তো বটেই কর্মেও আসক্তি অর্থাৎ কর্মাসঙ্গ + ফলাসঙ্গ অর্থাৎ কর্ম এবং কর্মফলে কর্তৃত্বাভিমান ও ভোগ তৃষ্ণা", (মধুসূদন)। নিত্যতৃপ্ত = সর্ব্বদা তুষ্ট ; নির্যোগক্ষেম (২।৪৫ ; ৩।১৭ ; ১৮) পরমানন্দ স্বরূপ লাভ হওয়ায়, সকল বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা বিহীন (মধুসূদন)। নিরাশ্রয় = কাহারও অপেক্ষা রাখে না, কোনও কিছুর আশ্রয় গ্রহণ করে না, (ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়, (৩।১৮) ; অদ্বৈত দর্শন হওয়ায় দেহেন্দ্রিয়াদি রূপ আশ্রয় যাহার নিকট হইতে নির্গত হইয়াছে, (মধুসূদন) ; (ভগবানে আশ্রয়, "নিরাশ্রয় মাং জগদীশ রক্ষ")

অনুবাদ। যিনি কর্ম ও কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া সদা সন্তুষ্ট থাকেন, এবং কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, পূর্ণ ভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও, তিনি কিছুই করেন না। (অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্ম কিছুই না করার সমান হয়, অর্থাৎ "অকর্ম্ম" হয়, কর্মবন্ধন সৃষ্টি করে না)। এই নিত্য তৃপ্ত নিরাশ্রয় ভাব, গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে বা সাম্য ভাবে স্থিত হইলে, তবেই হয়। (ভক্তির ক্ষেত্রে, ভগবানকে আশ্রয় করিলে তবে নিত্য তৃপ্ত থাকা যায় ; নিত্য তৃপ্ত হইলে তবে কর্মফলাসঙ্গ ত্যাগ করা যায়। অথবা কর্মফলাসঙ্গ ত্যাগে নিত্য তৃপ্ত, ও যে নিত্য তৃপ্ত সে, ভগবান ছাড়া আর কোনও আশ্রয়াপেক্ষী থাকে না। মনকে, চাহিবার-কিছু-নাই, এরকম অবস্থায় আনিলে, তবেই কর্ম অকর্ম ভাবে করা যাইতে পারে।

আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্য ন বিদ্যতে, কিন্তু তবুও লোক-সংগ্রহার্থে যদি কর্ম করা হয়, তাহা অকর্ম হয়, কর্মবন্ধন আনে না।

শঙ্কর। নিরাশ্রয়=ইষ্ট ফলসাধন রূপ আশ্রয় রহিত, যে ফলের আশ্রয় লইয়া, মানুষ পুরুষার্থ সিদ্ধ করিবার ইচ্ছা করে, তাহার নাম আশ্রয়।...কর্ম-ত্যাগ কর্ত্তব্য; জ্ঞানী যদি তাহা না করিয়া লোকপ্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও নিষ্ক্রিয় আত্মার জ্ঞান সম্পন্ন হওয়ার জন্য, তাহার কাজ করা হয় না।

রামানুজ। নিত্যতৃপ্ত=নিত্য স্বরূপ, নিজ আত্মায় তৃপ্ত। নিরাশ্রয়=অস্থির প্রকৃতিতে আশ্রয় বুদ্ধি যে না রাখে; কোনই কর্ম করে না, কর্ম্মের নামে জ্ঞানের অভ্যাস করে।

বলদেব। তিনি কর্মানুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞান নিষ্ঠা সম্পাদন করেন।

শ্রীধর। কর্ম ফলাসঙ্গ=কর্ম ও তৎফলে আসক্তি। নিত্য তৃপ্ত=নিজানন্দে তৃপ্ত। নিরাশ্রয়=যোগক্ষেমের নিমিত্ত আশ্রয়-নীয় বস্তু রহিত।

মধুসূদন। তিনি ফলকামনা ত্যাগ করিয়াছেন, যে হেতু নিত্য তৃপ্ত; কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়াছেন, যে হেতু নিরাশ্রয় (দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান শূন্য)। অভিপ্রবৃত্ত=সাঙ্গোপাঙ্গ কর্মের অনুষ্ঠান করিবার জন্য অভিমুখ।...নিষ্ক্রিয় আত্মার স্বরূপ দর্শন করায় সমস্ত দ্বৈত বাধিত হওয়ায়, তাঁহার "করিতেছি" ইত্যাকার বোধ হয় না।

তিলক। সন্ন্যাস-মার্গী, নিরাশ্রয়ের অর্থ গৃহ সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী করেন, কিন্তু উহা ঠিক নহে।

কৃষ্ণানন্দ। কর্ম্মাসঙ্গ = অহং কর্ত্তা অভিমান ; ফলাসঙ্গ = স্বর্গাদি ফলকামনা।

ভক্তিপ্রদীপ। কর্মফলাসঙ্গ = fruits of his action. নিত্যতৃপ্ত = always self content. নিরাশ্রয় = free from all cares and anxieties. অভিপ্রবৃত্ত = actually engaged.

ভূপেন্দ্রনাথ। যাঁহার হৃদয় হইতে ফলাভিলাষ মুছিয়া গিয়াছে, তিনি নিত্য তৃপ্ত...তখন মনে করিবারও কিছু থাকে না, সুতরাং বস্তুকে অবলম্বন না করিয়া নিরাবলম্বনে থাকে, ইহাই নিরাশ্রয় ভাব।...এতাদৃশ পুরুষের কর্ম্মের প্রবিলয় হয়, তথাপি প্রাক্তন সংস্কার বশতঃ যদি তাঁহাকে কোনরূপ সুখ দুঃখাদি ভোগও করিতে হয়, অথবা কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়...তাঁহার কিছু করিলেও না-করার সমান হয়।

অকর্ম সম্বন্ধে ভগবান আরও বলিলেন—

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্ত সর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥২১

পদচ্ছেদ। নিরাশীঃযতচিত্ত-আত্মা ত্যক্ত-সর্ব্ব-পরিগ্রহঃ, শারীরং কেবলং কর্ম কুর্ব্বন্ ন আপ্নোতি কিল্বিষম্।

অন্বয়। নিরাশীঃ যত চিত্তাত্মা ত্যক্ত সর্ব্বপরিগ্রহঃ, কেবলং শারীরং কর্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং ন আপ্নোতি।

কঠিন শব্দ। নিরাশী=যাহার আশা অর্থাৎ তৃষ্ণা দূর হইয়াছে। যত-চিত্তাত্মা=মন শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি যাহার সংযত বা বশীকৃত; আত্মা=বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত দেহ। পরিগ্রহ=গ্রহণীয় বস্তু, ভোগ সামগ্রী। শরীরম্ কেবলং কর্ম=মাত্র শরীরের দ্বারা অর্থাৎ মন বুদ্ধি তাহাতে যুক্ত না করিয়া; অথবা, মাত্র শরীর রক্ষার্থ। কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম, "কেবল" ভাবে, অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া, যে হেতু তিনি, পরমার্থতঃ অকর্ত্তা যে আত্মা সেই আত্মার স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন (মধুসূদন)। কিল্বিষম্=পাপ; ধর্মাধর্মের ফল রূপ অনিষ্ট (মধুসূদন)। শরীর নিজের কর্ম করিতেছে, যথা শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি, আমি দ্রষ্টা মাত্র, আমি নৈব কিঞ্চিৎ করোমি (৫।৮,৯), "কেবল" শব্দের এ অর্থও হয়।

অনুবাদ। তৃষ্ণা রহিত ভাবে ও দেহ মন ও ইন্দ্রিয় সংযত রাখিয়া, ভোগসামগ্রী সকল পরিত্যাগ করিয়া এবং মাত্র শরীর দ্বারা, অর্থাৎ মন কর্মে লিপ্ত না করিয়া (অর্থাৎ যন্ত্রের মত), অথবা কেবল শরীর রক্ষার্থ (যত টুকু প্রয়োজন মাত্র ততটুকু) কর্ম করিতে থাকিলে (অথবা শরীর নিজের কর্ম করে যথা দর্শন ইত্যাদি, আমি নৈব কিঞ্চিৎ করোমি এ ভাব মনে রাখিলে) (কর্ম্মীর) তাহাতে পাপ (কর্ম্ম-বন্ধন) প্রাপ্তি হয় না (১৮।৪৭)। (অথবা, যে "নিরাশী" ইত্যাদি হইয়াছে, কেবলং অর্থাৎ মাত্র তাহারই শরীর এরূপ হয় যে তাহার কর্মবন্ধন আসে না)।

রামানুজ। ত্যক্ত-সর্ব্ব-পরিগ্রহ = একমাত্র আত্মাতেই নিজ প্রয়োজন, ইহা বুঝিয়া, যে প্রকৃতি ও প্রাকৃত বস্তুতে মমতা রহিত হইয়া গিয়াছে, এরূপ পুরুষ সমস্ত জীবন, শরীর সম্বন্ধী কর্ম্ম করিতে থাকিলেও, পাপ পায় না। অভিপ্রায় এই, জ্ঞাননিষ্ঠা ব্যবধান রহিত কেবল এই প্রকার কর্ম্ম যোগেই সে আত্মার দর্শন করিয়া লয়।

শ্রীধর। যোগরূঢ় ব্যক্তি কেবল শরীর যাত্রা নির্ব্বাহে উপযোগী স্বাভাবিক ভিক্ষাটনাদি কার্য্য করিয়াও, কিল্বিষ অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মের অকরণ নিমিত্ত দোষ লাভ করে না।

রামদয়াল। কেবলম্ কর্ম্ম = অভিমান বর্জ্জিত কর্ম্ম।

বলদেব। শরীর নির্ব্বাহার্থ প্রতিগ্রহ করিলেও পাপ হয় না।

Modi. কেবল কর্ম্ম = without attachment to rewards.

কৃষ্ণানন্দ। কেবল শরীর দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া পাপ ভাগী হয় না ; প্রারব্ধ ভোগার্থ শরীর।

Radhakrishnan—শারীরম্ কর্ম্ম = work required for the maintenance of the body. (Shankar and Madhusudan). ; work done by the body alone. (Vedanta Deshika).

Gandhi—For a man in sleep, only his body works ; for a prisoner likewise. Similarly here

"body mechanically acts ; the doer is God not he. He has reduced himself to nothingness.

ব্যোমব্রহ্ম। পরিগ্রহ=তিলক, ফোঁটা, মালা, দণ্ড, কৌপীন, উপবীত, ত্রিশূল, চিমটা ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক চিহ্ন। কেবলম্ শারীরং কর্ম্ম=কেবল মাত্র শরীর রক্ষার্থ কর্ম্ম।

ভূপেন্দ্রনাথ। যিনি আশা রহিত, অর্থাৎ মনে কোনও বিষয়লাভের আশা নাই, তিনি অন্য বস্তুতে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল কূটস্থে মন রাখেন। ইহাতে চিত্তে ও দেহের সংযম অভ্যাস হয়। এইরূপ শরীর ও চিত্ত দ্বারা তিনি কাজ করেন. ইহাই শারীরং কেবলং কর্ম্মং। কেবল কর্ম তাহা, যাহাতে কৈবল্যপদ লাভ হয়। প্রাণায়ামাদি সাধন করিতে করিতে বিনা আয়াসে রেচক ও পূরক (শ্বাস ও প্রশ্বাস) স্থির হইয়া যায়, ইহাই "কেবল" প্রাণায়াম—এতদ্‌দ্বারা প্রাণবায়ুকে শিরে ধারণ করিলে কৈবল্যপদ লাভ হয় ; তাই প্রাণরূপিণী গঙ্গা শিবের শিরে।

ভক্তিপ্রদীপ। কুর্ব্বন্=performs. কেবলম্=only. শারীরম্=for the maintenance of his livelihood, নিরাশী=without seeking the fruits of his action. যত চিত্তাত্মা=keeping his body mind and senses under control. ত্যক্ত সর্ব্বপরিগ্রহ=hoping for nothing in this world. কিল্বিষম্=all vices accruing from কর্ম্ম।

জগদীশ্বরানন্দ। শঙ্করানন্দ কর্তৃক উদ্ধৃত—"সন্ন্যাসী দূর হইতে মধু, মাংস মদ তাম্বুল, তৈল, ঔষধ, কামিনী, কাঞ্চন, এই অষ্ট দ্রব্য ত্যাগ করিবেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন যে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করে, সেই সাধু, কারণ এই দুটি ত্যক্ত হইলে অন্য ছয়টি অক্লেশে বর্জ্জিত হয়। তিনি কাঞ্চন স্পর্শ করিতে পারিতেন না।

মধুসূদন। যতচিত্তাত্মা = যাঁহা কর্তৃক চিত্ত এবং বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত দেহ প্রত্যাহার প্রভাবে প্রত্যাহার নামক যোগের অনুষ্ঠান করায় নিগৃহীত হইয়াছে। শারীরং কর্ম্ম কেবলম্ = প্রারব্ধ কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া কেবলমাত্র শরীর রক্ষার জন্য যাহা আবশ্যক এতাদৃশ, কৌপীনাচ্ছাদনাদি গ্রহণ এবং ভিক্ষাটন প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম্ম সন্ন্যাসীর পক্ষে শাস্ত্রে অনুজ্ঞাত হইয়াছে, সেই সমস্ত কায়িক বাচিক ও মানসিক কর্ম্ম, তাহাও আবার কেবলম্ অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া, ইত্যাদি।

Telang. শারীরং কেবলং কর্ম্ম = Performing action merely for the sake of the body.

শঙ্কর। আত্মা = বাহ্য কার্য্য করিবার সংঘাত রূপ শরীর। যত চিত্তাত্মা ইত্যাদি, এই রূপ পুরুষ, কেবল শরীর স্থিতি মাত্রেরই জন্য কৃত, অভিমান রহিত কর্ম্ম করিতে থাকিলেও, পুণ্য পাপ দুইই প্রাপ্ত হন না। শারীর = শরীর দ্বারা কৃত বা শরীর নির্ব্বাহের জন্য কৃত।

(২২) কর্ম্ম বিজ্ঞানে জ্ঞানিদিগের সম্বন্ধে ভগবান আরও বলিলেন—

যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২

পদচ্ছেদ। যদৃচ্ছা-লাভ-সন্তুষ্টঃ দ্বন্দ্ব-অতীত বিমৎসরঃ সমঃ, সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ কৃত্বা অপি ন নিবদ্ধ্যতে।

কঠিন শব্দ। যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্টঃ=বিনা চেষ্টায় (যে ভাবে চেষ্টা শাস্ত্রানুমোদিত মাত্র সেই ভাবের চেষ্টায়, (মধুসূদন); আগত, এরকম বস্তু লাভে যে সন্তুষ্ট। দ্বন্দ্বাতীত=হর্ষ, বিষাদ বা এইরকম বিরুদ্ধগুণী বস্তুর প্রভাবের উর্দ্ধে যে অবস্থিত; যথা, যে সুখে প্রমত্ত হয় না, দুঃখে মুহ্যমান হয় না, ইত্যাদি (২।১৪, ১৫, ৩৮ ৪৫, ৪৮)। বিমৎসর=পরশ্রীকাতরতাশূন্য; যে পরের ভাগ্য দেখিয়া হিংসা করে না বা নিজের ভাগ্যের নিন্দা করে না; বা যে কাহারও প্রতি শত্রুভাব পোষণ করে না। সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ=যে কৃতকার্য্যতায় বা অকৃতকার্য্যতায় সমভাবাপন্ন (২।৪৮, এই সমভাবাপন্নতাই গুণাতীতত্ব, ইহাই ব্রহ্মভাব। কৃত্বা অপি=কর্ম্ম করিয়াও।

অনুবাদ। বিনা চেষ্টায়, বা শাস্ত্রানুমোদিত চেষ্টায়, আগত বস্তুলাভে যে সন্তুষ্ট, যে বিরুদ্ধ-গুণী বস্তুর প্রভাবের উর্দ্ধে অবস্থিত, যে পরশ্রীকাতর নহে (বা নিজের ভাগ্য লইয়া দুঃখ করে না বা যে নির্বৈর) যে কৃতকার্য্যতায় ও অকৃতকার্য্যতায় সমভাবাপন্ন (অর্থাৎ তাহাতে তাহার মনের শান্তি বিনষ্ট

হয় না) সে কর্ম্ম করিতে থাকিলেও বন্ধন প্রাপ্ত হয় না (মহাভারত ১৪ ১৯।৫)

মধুসূদন। যদৃচ্ছালাভ=শাস্ত্রের অনুমোদিত প্রযত্ন না থাকার নাম, যদৃচ্ছা. সেই যদৃচ্ছাক্রমে শাস্ত্রানুমোদিত অন্নাচ্ছাদনাদির লাভ, তাহাই যদৃচ্ছা লাভ—যথা সন্ন্যাসীর জন্য কৌপিনদ্বয়াত্মক বস্ত্র, শীত নিবারিণী কন্থা ও একজোড়া পাদুকা।

রামদয়াল। এ' উদাহারণ দিয়াছেন।

কৃষ্ণানন্দ। যদৃচ্ছালাভ বিশেষ যত্ন না করিয়া যাহা আসে।

রামানুজ। এই রকম পুরুষ কেবল কর্ম্ম করিয়াও, বিনা জ্ঞাননিষ্ঠায়, বন্ধনপ্রাপ্ত হন না।

শ্রীধর। যদৃচ্ছালাভ=অপ্রার্থিত ভাবে উপস্থিত লাভ। ...যিনি এরূপ, তিনি আরুরুক্ষ ও আরূঢ় অবস্থাদ্বয়ের, বিহিত বা স্বাভাবিক কর্ম্ম করিয়াও, বন্ধনপ্রাপ্ত হন না।

শঙ্কর, শ্রীধর। বিমৎসর=নির্বৈর। ভিক্ষাটণাদিও তো কর্ম্ম, সেই ভাবে ইহারা কর্ম্ম করেন, কিন্তু উহা তাঁহাদের পক্ষে "অকর্ম্ম" বলিয়াই গণ্য হয়। জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা তাহাদের কর্ম্ম ভস্মসাৎ হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

Aughey—He who bears failure with patience is as much of a philosopher as who succeeds

Radhakrishnan—Action by itself does not bind. If it does, then we are committed to a gross dualism between God and the world;

and the world becomes a cosmic blunder. The cosmos is a manifestation of the Supreme, and what binds is not the act, but the selfish attitude to action, born of ignorance which makes us imagine that we are so many separate individuals with our special preferences and aversions.

ভূপেন্দ্রনাথ। ক্রিয়ার পরাবস্থাপ্রাপ্ত যোগী অন্যে যাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক দেয় তাহাতেই খুশী ; "এ হোল না তা হোল না করেন না"। সমাধি সময়ে বুদ্ধিতে বাহ্য নিয়ম গ্রহণ হয় না, এইজন্য দ্বন্দ্বাতীত ভাব ; আবার ব্যুত্থান অবস্থায় ভালমন্দ যাহা পাইলেন তাহাতেও দ্বিধা বোধ নাই, অহঙ্কার অভিমান নাই ; মনে সর্ব্বদা সাম্য ভাব, লাভালাভে হর্ষ বিষাদ নাই। এরূপ যোগী বদ্ধ হন না।

ভক্তিপ্রদীপ। যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টঃ = is content with whatever he gets without efforts. দ্বন্দ্বাতীত = has transcended the pains of opposites

জগদীশ্বরানন্দ। সঙ্কল্প ব্যতীত পঞ্চ বা সপ্ত গৃহ হইতে অযাচিত ভিক্ষান্ন বৈদিক সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ গ্রহণ করিবেন।...সন্ন্যাসীর আহার বিহারাদি সম্বন্ধে মনুসংহিতার শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মধুসূদন ইহা হইতেই বলিয়াছেন, সন্ন্যাসী পরিধানার্থ কৌপিন একজোড়া, শীত নিবারণার্থ কন্থা ও পাদুকা গ্রহণ করিবেন, অন্য দ্রব্য সংগ্রহ করিবেন না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সকল কর্ম্ম ই যজ্ঞ, যদি প্রযত্নের সহিত করা হয়। এই যে যজ্ঞ, (যে নামের ভিতর আনুষ্ঠানিক, রূপক, ব্রহ্মদর্শন, জ্ঞানযজ্ঞ দ্রব্যযজ্ঞ, পারমার্থিক ক্রিয়া, অপারমার্থিক ক্রিয়া ইত্যাদি সব কিছু ধরা হয়), এই যজ্ঞকে "অকর্ম্ম" ভাবে করিতে, চাই গত সঙ্গ, মুক্ত ও জ্ঞানাবস্থিত চেতা হওয়া। ভগবান তিন কথায় যজ্ঞ অর্থাৎ সকল রকম ক্রিয়া করিবার নীতি বলিয়াদিলেন—

গত সঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে। ২৩

পদচ্ছেদ। গত-সঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত-চেতসঃ, যজ্ঞায় আচরত: কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।

কঠিন শব্দ। গত সঙ্গ = কর্ম্মফলাসঙ্গ (৪।২০) যাহার নাই, কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ভোগতৃষ্ণা যাহার দ্বারা বর্জ্জিত হইয়াছে, আসক্তি বর্জ্জিত। মুক্ত = বীত-রাগ ভয়-ক্রোধ, অর্থাৎ, রাগদ্বেষ ও ভয় হইতে যে মুক্ত (৪।১০) বা দেহাভিমান হইতে যে মুক্ত, বা পরিগ্রহ মুক্ত বা পাপ পুণ্য হইতে যে মুক্ত, গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত। জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ = জ্ঞানে যাহার চিত্ত স্থাপিত। এই জ্ঞান কোন্ জ্ঞান নিম্নে তাহা আলোচিত হইল। প্রবিলীয়তে = বিলীন হইয়া যায়, অর্থাৎ তাহা "অকর্ম্ম" হইয়া যায়, তাহা কর্ম্মবন্ধন আনে না। তত্ত্ব দর্শনে, কারণ-উচ্ছেদ সহকারে

নাশ প্রাপ্ত হয় (মধুসূদন)। যজ্ঞ = ঈশ্বরার্থ কর্ম। (শ্রীধর)। সমগ্র = বাসনা সহিত প্রকৃষ্ট রূপে (শ্রীধর)।

অনুবাদ। কর্তৃত্বাভিমান ও ভোগ তৃষ্ণা বিরহিত ও রাগ, দ্বেষ ও ভয় হইতে মুক্ত (বা দেহাভিমান সকল পরিগ্রহ হইতে মুক্ত) ও জ্ঞানে যাহার চিত্ত স্থাপিত, এই রূপ পুরুষের দ্বারা যজ্ঞে আচরিত সকল কর্ম্ম (সে যজ্ঞ যে যজ্ঞই হউক না কেন), সেই কর্ম্ম সমূহ বিলীন অর্থাৎ "অকর্ম্ম" হইয়া যায়। তাহার যজ্ঞ 'নিষ্কাম' হইবেই, কারণ সে "গত সঙ্গ" ও "মুক্ত"; আর নিষ্কাম হওয়ার অর্থই অকর্ম্ম ভাব। (৩।৯; ১৮।৬) এই কথাই ভগবান বলিয়াছেন।

অথবা গুণাতীতের লোক-সংগ্রহ কর্ম্ম, তাহা কর্ম্ম হইলেও তাহাতে কোন পাপ পুণ্য হয় না।

জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ, এই জ্ঞান কিসের জ্ঞান? যজ্ঞ যদি কর্ম্ম হয় (যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ (৩।১৪), সকল যজ্ঞই কর্ম্ম), তাহা হইলে উত্তর ইহাই হয় যে, সেই কর্ম্মের জন্য যে জ্ঞান আবশ্যক সেই জ্ঞান; অপারমার্থিক কার্য্যের জন্য অপারমার্থিক জ্ঞান, পারমার্থিক কার্য্যের জন্য পারমার্থিক জ্ঞান (৪।৩৪,৩৫)। কর্ম্মকে অকর্ম্ম করিতে সাধারণতঃ প্রয়োজন গতসঙ্গ থাকা ও মুক্ত থাকা; আর কর্ম্মকে অকর্ম্ম ও সঙ্গে সঙ্গে পরিপূর্ণতায় পরিণত করিতে হইলে ইহাদের সহিত যুক্ত করিতে হইবে জ্ঞানাবস্থিত চিত্ত অর্থাৎ কর্ম্ম

বিজ্ঞানের পরিস্থিতিতে থাকা চাই; ইহা গতসঙ্গ ও মুক্ত এই দুইটি কথায় নির্দ্দেশিত হইয়াছে আর, সেই সঙ্গে অভিজ্ঞ হইবার জ্ঞান তাহাও থাকা চাই।

মাত্র পারমার্থিক জ্ঞানের উপর যদি জোর দেওয়া হয়, তাহা হইলে এ কয় অধ্যায়ে ভগবান অনেক জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন; সবগুলিই এখানে আনা যাইতে পারে। তবে এ অধ্যায়ে যে জ্ঞানের উপর ভগবান বিশেষ করিয়া জোর দিয়াছেন, তাহা আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয় ৪।৩৫ শ্লোকে বিবৃত জ্ঞান; যে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সম্মিলন, যে জ্ঞান তত্ত্বদর্শিগণের নিকট হইতে, প্রণাম ও সেবা দ্বারা, ভগবান জানিয়া লইতে বলিয়াছেন, যে জ্ঞান এইরূপ, যে ভগবান বলিলেন "যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবম্ যাস্যসি পাণ্ডব"। ঐ জ্ঞান জীবে জীবে, এবং জীবে ব্রহ্মে সম্বন্ধিত করিয়া দিতেছে, ঐ জ্ঞানেই রহিয়াছে ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান এবং পূর্ণ ভাবে অদ্বৈত জ্ঞান; তাহার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানে, কর্ম্ম তত্ত্বের একটি নীতির "কেন"র উত্তর পাই। যুদ্ধ কেন নিষ্কাম ভাবে করিতে হইবে, তাহার উত্তর ঐ ৪ ৩৫ শ্লোকে বিবক্ষিত জ্ঞানে পাই।

আত্ম জ্ঞান, ব্রহ্ম—জ্ঞান, ঐ শ্লোকে রহিয়াছে, এবং সেই জন্য "জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ"র জ্ঞানে উহা আমাদের ব্যাখ্যাত জ্ঞান হওয়ায় তাহা আপনিই আসিয়া যায়। টীকাকারেরা "আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান" জ্ঞানাবস্থিত চেতসর

জ্ঞানে প্রচুর পরিমাণে আনিয়াছেণ, কিন্তু কোনও যুক্তি দেন নাই যে কেন আনিলেন।

তিলক। জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ=সাম্যবুদ্ধি রূপ জ্ঞানে স্থির চিত্ত। যজ্ঞার্থ কর্ম্মও অনাসক্ত বুদ্ধিতে করিলে সমগ্র লয় পায়, অর্থাৎ স্বর্গ প্রদ না হইয়া মোক্ষপ্রদ হয়। এই অধ্যায়ের যজ্ঞ প্রকরণ প্রতিপাদনে ও তৃতীয় অধ্যায়ের যজ্ঞ প্রকরণ প্রতিপাদনে, এক গুরুতর ভেদ আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে শ্রৌত, স্মার্ত্ত, ক্রিযায় অনাদি যজ্ঞ চক্র স্থির রাখা উচিত, কিন্তু এক্ষণে ভগবান বলিতেছেন যে যজ্ঞের ওরূপ সঙ্কুচিত অর্থ ধরিও না যে, দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে তিল, তণ্ডুল বা পশু আহুতি দিলে, অথবা চাতুর্বর্ণ্যের কর্ম্ম স্বধর্ম অনুসারে কাম্য বুদ্ধিতে করিবে। অগ্নিতে আহুতি দিবার সময় শেষে "ইদম্ ন মম" (ইহা আমার নহে) এই শব্দ গুলি উচ্চারণ করা হয়। ইহাতে স্বার্থ ত্যাগের যে তত্ত্ব আছে, তাহাই যজ্ঞের প্রধান অংশ। এইরূপে "ন মম" বলিয়া অর্থাৎ মমতা যুক্ত বুদ্ধি ছাড়িয়া ব্রহ্মার্পণ পূর্ব্বক জীবনের সমস্ত ব্যবহার করাও এক বৃহৎ যজ্ঞ ...মীমাংসকদের দ্রব্য সম্বন্ধীয যে সিদ্ধান্ত আছে, তাহা এই বৃহৎ যজ্ঞের পক্ষেও উপযোগী। লোক-সংগ্রহের জন্য জগতের আসক্তি-রহিত কর্মকর্ত্তা পুরুষ, কর্মের সমগ্র ফল হইতে মুক্ত হইয়া শেষে মোক্ষ লাভ করে।

শ্রীধর। জ্ঞানবস্থিত চেতসঃ=ব্রহ্মে অবস্থিত মন।

যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম = আরূঢ় যোগীর যজ্ঞ রক্ষণের জন্য লোকের স্বধর্ম শিক্ষাদানের জন্য কর্ম।

অরবিন্দ। ইহাদের পরেই যজ্ঞের যে বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যে ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা হইতেই নিঃসন্দেহেই বুঝা যায় যে এই সকল কথা রূপক ভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং গীতায় যে যজ্ঞের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাহ্যিক নহে, আন্তরিক। প্রাচীন বৈদিক প্রথায় সর্ব্বত্রই দুই প্রকার অর্থ ছিল শারীরিক এবং মনস্তত্ত্ব মূলক, বাহ্যিক এবং রূপক— যজ্ঞের বাহ্যিক অনুষ্ঠান এবং তাহার সকল বিধানের গূঢ় অর্থ আছে। কিন্তু প্রাচীন বৈদিকদের সেই গূঢ় কবিত্বময় রূপকের অর্থ লোকে বহু দিনই ভুলিয়া গিয়াছে, এবং তাহার পরিবর্ত্তে গীতাতে বেদান্ত এবং পরবর্ত্তী যোগের শিক্ষা অনুসারে, যজ্ঞের উদার দার্শনিক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।......এইরূপে ভিতরের কর্মের অর্পণ, এবং বাহিরে কর্মের সম্পাদন, ইহাই যজ্ঞের পরিণতি।

[(৪।৩৭) শ্লোকে, অরবিন্দের আলোচনা দেখুন)]

গিরীন্দ্রশেখর। জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ = সম্যক বুদ্ধি রূপ জ্ঞানে স্থির চিত্ত।

সন্তদাস। মুক্ত = ধর্মাধর্মাদি বন্ধন মুক্ত। পরমেশ্বর আরাধনা রূপ যজ্ঞ।

বলদেব। গত সঙ্গ = নিষ্কাম। আত্ম-বিষয়ক জ্ঞানে নিবিষ্ট

চিত্ত। বিষ্ণু প্রসাদ লাভার্থ তৎ চিন্তনাদি আচরণ করিলেও, বন্ধন রূপ প্রাচীন কর্ম সমূহ বিলয় হয়।

রামদয়াল। সকল কর্মকে যজ্ঞ বলে না। যাহার দ্বারা প্রকৃষ্ট গতি (প্রগতি) লাভ হয় না...যে কর্মে অভ্যুদয় লাভ ও নিঃশ্রেয়স লাভ হয় না...তাহা যজ্ঞ নহে। কর্ম্মকে ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে, অথবা ব্রহ্মার্পণ করিতে হইবে।... ঈশ্বরার্পণ হইলে ভোজনকে যজ্ঞ রূপে (তাহাতে আহুতি দিতেছি) ও স্নানকে ও শয়নকে যজ্ঞ রূপে (তাহাতে মগ্ন হইতেছি, তাঁহাতে সমাধি করিতেছি) এই ভাবে গ্রহণ করা যায়।

ব্যোমব্রহ্ম। আসক্তি হীন, পাশমুক্ত জ্ঞাননিষ্ঠা এবং ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভের জন্য হোমাদির অনুষ্ঠানকারীর সমস্তই লয় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ফলাশা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না।

Gandhi—Sacrifice extinguishes even action which has yet to bear fruit. Sacrifice is thus both the prevention and cure of bondage......The slokas 11-20 sum up the conditions of free action.

Aravinda—Sacrifice is the Law of the world, and nothing can be gained without it, neither mastery here, nor the possession of heaven nor the supreme possession of all—the Eternal Brahman.

বিদ্যানন্দ। মন পরমাত্মায় স্থিত করাইয়াছে ও শরীর সম্বন্ধী প্রত্যেক ব্যাপার কেবল যজ্ঞের উদ্দেশ্যে লাগাইয়াছে ...এইরূপ মুক্ত পুরুষের কার্য্য প্রবিলীন হইয়া যায়।

মহানামব্রত। জ্ঞানাবস্থিত ব্যক্তি জীবনের সব কর্মই যজ্ঞময় দেখেন। বিশ্ব জীবনের বিরাট কর্মও ব্রহ্মাণ্ডশালার একটি মহাযজ্ঞ। যজ্ঞাযাচরিতঃ কর্ম (৮।২৩) ঐ মহদনুভূতির উদয় হয়, উহা হইলে সব কর্মই অকর্ম হইয়া হইয়া যায়।... সমগ্র কর্ম ফলের সহিত সমস্ত কর্ম হ ইত্যাদি।

ভূপেন্দ্রনাথ। আত্মস্থিত যোগীর সব কর্ম্মে ব্রহ্ম বোধ হয়।...জ্ঞান স্বরূপে অবস্থান হেতু, কর্ম্ম ও ফলে আবদ্ধ হইতে হয় না, চিত্ত বৃত্তি আত্মস্বরূপে বিলীন হইয়া যায়। যজ্ঞ = বিষ্ণু, বিষ ধাতু প্রবেশনার্থ যিনি সকল বস্তুতে প্রবিষ্ট তিনি আত্মা; তিনি নিত্য প্রসন্নতাময়। ইহা উপলব্ধি করিতে গেলেই তাহাই হইতে হইবে। এই ভাব যাহাতে আসে জীবের কল্যাণার্থ, অন্যকে স্বধর্ম্মে সাধনার্থ এই ক্রিয়া প্রচার করেন সেই আরূঢ় পুরুষের কর্ম্মও অকর্ম্মতা প্রাপ্ত হয়।

ভক্তিপ্রদীপ। সমগ্রম্ = all his actions. প্রবিলীয়তে = are not binding on him. মুক্তস্য গত সঙ্গস্য = (who) is free from all mundane attachments. জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ = is equipoised in his pure intelligence. আচরতঃ কর্ম্ম = does action. যজ্ঞায় = for the pleasure of Vishnu.

জগদীশ্বরানন্দ। অজ্ঞের পক্ষে অর্পণাদি পঞ্চকে ব্রহ্ম-দৃষ্টি কর্ত্তব্য। উক্ত রূপ ব্রহ্ম দৃষ্টির ফলে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ এই যজ্ঞীয় পঞ্চাঙ্গ ব্রহ্মময় দেখেন।

মধুসূদন। শঙ্কা হইতে পারে যে জনক প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের (গৃহস্থাশ্রম নিহিত) যজ্ঞাদি রূপ যে সমস্ত কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা বন্ধনের কারণ হইতে পারে, সেই আশঙ্কা দূর করিতে এই শ্লোক। গত সঙ্গস্য = কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব আদি অধ্যাসশূন্য ফলা-সঙ্গ বিহীন মুক্ত ব্যক্তির। জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ = ব্রহ্ম এবং আত্মার একতা বিষয়ক নির্বিকল্পক বোধে যাঁহার চিত্ত অবস্থিত, স্থির প্রাজ্ঞ। এই শ্লোকের মধ্যে পরে পরে যে বিশেষণ গুলি প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই গুলি পূর্ব্বপূর্ব্বের বিশেষণরূপে অন্বিত হইবে, যথা, গতসঙ্গ, ইহার কারণ কি? উত্তর, যেহেতু তিনি মুক্ত, অধ্যাসহীন। তিনি অধ্যাসহীন কেন? উত্তর, তিনি জ্ঞানবস্থিত চেতসঃ অর্থাৎ স্থিত প্রজ্ঞ। যজ্ঞ = বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত অর্চনাদি।

Telang The acts of a man who is deviod of attachment, who is free; whose mind is fixed on knowledge and who performs actions for the purpose of sacrifice, are all destroyed. (Commentators vary in their interpretations of মুক্ত but the

common point appears to be free from attachment to worldly concerns. Sacrifice apparently means every act for the attainment of the Supreme.

শঙ্কর। এই শ্লোকে জ্ঞানীর কর্ম্মের অভাবত্ব বা অকর্ম্মত্ব দেখান হইয়াছে। যখন কর্ম্ম করিতে করিতে এই জ্ঞান আসে যে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মাই আত্মা, তখন কর্ম্ম ত্যাগ করাই উচিত। তবে যদি কোনও কারণে ত্যাগ না হয়, তাহা হইলেও জ্ঞানীর কর্ম্ম অকর্ম্মই হয়। অগ্র শব্দ ফলবাচক, সমগ্র কর্ম্ম = কর্ম্ম ও তাহার ফল।

রামানুজ। মন আত্মা বিষয়ক জ্ঞানে স্থিত হইয়া যাওয়ার কারণ, আত্মা হইতে অতিরিক্ত অন্য পদার্থে যাহার আসক্তি থামিয়া যায় নাই। আত্মস্বরূপকে বুঝিয়া কর্ম্ম করিলে আত্মজ্ঞান স্বরূপ হইয়া যায়।

(২৪) যজ্ঞের কথা তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। সেখানে যজ্ঞ, বাহিরে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত যজ্ঞের অর্থে এবং ভিতরে সহযোগিতার অর্থে, অর্থাৎ জগৎ চক্রের ইহা একটি বিশেষ অঙ্গ সেই অর্থে, লওয়া হইয়াছিল। এখানে প্রকরণ কর্ম্ম বিজ্ঞানের; সেই কর্ম্মবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, এবং যজ্ঞকে ব্যাপক ভাবেন লইয়া অর্থাৎ ইহার ভিতরে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ, মানসিক যজ্ঞ, ও রূপক যজ্ঞ ইত্যাদি সকল রকম যজ্ঞকে লইয়া, ও উপসংহারে যজ্ঞকে, দ্রব্য যজ্ঞ ও জ্ঞান যজ্ঞ এই দুই

শ্রেণীতে ফেলিয়া, ভগবান যজ্ঞের আলোচনা করিয়াছেন। এই জ্ঞান-যজ্ঞে যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান, (৪ ৩৫) ভগবান কয়েকটি কথায় সেই জ্ঞান কি তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। কর্ম্মযোগের সেই জ্ঞানের কথা আনা হইয়াছে এই জন্য যে শুধু জ্ঞানে নহে কর্ম্মযোগেও তাহার বিশেষ মূল্য আছে। বৈরীভাব না রাখিয়া যুদ্ধ করা, তাহা অতি কঠিন; তাহা সম্ভব হয় যদি ঐ জ্ঞানকে তাহার পাদপীঠ করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়ে, আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের প্রসঙ্গে ব্রহ্মের উল্লেখ আসিয়াছে। এই অধ্যায়ে শুধু আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ নহে, উপরে বিবৃত অতি ব্যাপক ভাবে যে নানা প্রকারের যজ্ঞ আলোচিত হইয়াছে, এ যজ্ঞ সমূহেও ঔচিত্য অনুযায়ী, প্রথমেই, সেই জন্য ব্রহ্ম দর্শনরূপ যজ্ঞ আনা হইয়াছে। এই ব্রহ্মযজ্ঞের শ্লোকটি কয়েক প্রকারে ব্যাখ্যাত হইতে পারে দেখিয়া, আমরা আমাদের মোটা বুদ্ধি অনুসারে তাহাই করিয়াছি। তাহা ছাড়া পূর্ব্ব শ্লোকগুলির সহিত ইহার বিশেষ এই সম্বন্ধ রহিয়াছে যে, সেই শ্লোকগুলিতে বিবৃত প্রকৃতি যিনি প্রাপ্ত হন, সর্ব্ববস্তুতে তিনি ব্রহ্মের স্পর্শ পান, এবং ব্রহ্মে তাঁহার গতি হয়। আর একটি কথা, তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা পাইয়াছি চক্রের নিম্নগতি, অক্ষর বা পরব্রহ্ম হইতে যজ্ঞে; এখানে পাইতেছি চক্রের ঘূর্ণনের উর্দ্ধগতি, যজ্ঞ হইতে পরব্রহ্মে। গীতায় কোনও গতি বাদ পড়ে না।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞ তাহাই, যে প্রক্রিয়াতে,

কোনও কিছুতে, মূল্যবান কোনও কিছু উৎসর্গের ভাবে, ও প্রযত্নের সহিত দেওয়া হয়, যাহাতে আরও মূল্যবান কোনও কিছু পাইতে পারা যায়। এ অধ্যায়েও, সকল যজ্ঞে এই লক্ষণই দৃষ্ট হইবে। আরও সংক্ষেপে, ইহা বলিতে পারা যায়, যে যাহা কিছু প্রযত্নের সহিত করা যায় তাহাই যজ্ঞ। এ কথা তৃতীয় ও চতুর্থ দুই অধ্যায়েই খাটে। যজ্ঞই উৎসর্গ; এই শ্লোকে এবং পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে, সেই বিলীনতার কথা পরিদৃষ্ট হইবে।

এই ব্রহ্মযজ্ঞের শ্লোক হইতে আর একটি বিশেষ কথা আমরা পাই, যাহা সকল যজ্ঞে প্রযুজ্য। তাহা এই যে, যজ্ঞের প্রতি অঙ্গই ব্রহ্ম, অর্থাৎ প্রতি অঙ্গই গুরুত্বপূর্ণ, কোন অঙ্গই লঘু নহে। ব্রহ্মযজ্ঞের কথা প্রথমেই দেওয়া হইয়াছে আরও এই কারণে যে, রূপক যজ্ঞ, আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ, যে যজ্ঞই আমরা করিনা কেন, তাহা এক প্রকার ব্রহ্ম যজ্ঞ, তাহার কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ সবই ব্রহ্ম অর্থাৎ সবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপরে প্রদত্ত ভূমিকার পর, এইবার বর্ত্তমান শ্লোকটি লওয়া যাউক। এই শ্লোকের নাম দিলাম, ব্রহ্মযজ্ঞের শ্লোক। ভগবান যজ্ঞের প্রথম উদাহরণ স্বরূপ এই ব্রহ্ম যজ্ঞ লইয়া বলিলেন—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা ॥২৪

পদচ্ছেদ। ব্রহ্ম অর্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্ম অগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং, ব্রহ্ম এব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম-কর্ম্ম-সমাধিনা।

অন্বয়। অর্পণং ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্মণা ব্রহ্মাগ্নৌ হুতম্, তেন ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধিনা ব্রহ্ম এব গন্তব্যং।

কঠিন শব্দ। অর্পণম্ = আহুতি দান ক্রিয়া; আহুতি দানের স্রুবাদি যজ্ঞ-পাত্র (হাতা) (শঙ্কর)। হবিঃ = ঘৃতাদি আহুতি। ব্রহ্মণা = ব্রহ্ম রূপ হোতা দ্বারা। ব্রহ্মাগ্নৌ = ব্রহ্ম রূপ অগ্নিতে। হুতম্ = আহুতি প্রদত্ত হইতে থাকিলে। ব্রহ্ম কর্ম সমাধিনা = কর্মকে ব্রহ্মস্বরূপ ভাবিয়া যিনি সেই তাহাতে সমাহিত থাকেন, তাঁহার দ্বারা। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মই তাঁহার দ্বারা প্রাপ্তব্য হন, তিনি দেহাবসানে ব্রহ্মে লীন হইয়াই যান, তাঁহার পুনরাবর্ত্তন হয় না, এমন কি মৃত্যুর অপেক্ষাই করিতে হয় না, জীবনেই তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ব্রহ্ম ছাড়া যাঁহার আর কিছু নজরে পড়ে না, তাঁহার বন্ধন প্রাপ্তি ঘটাইতে পারে এমন কোন ক্রিয়াই হয় না; তিনি ব্রহ্মে সমাহিত থাকেন। (সকাম ভাবে "ব্রহ্মযজ্ঞ" বা কোন উচ্চ প্রকারের যজ্ঞ করিলে, ব্রহ্ম নহে, খুব বেশী উঠিলে ব্রহ্মার লোক প্রাপ্তব্য হয়, পুনরাবর্ত্তন তাহার হয়)। কর্ম্মকে অকর্ম্ম করিবার নানা প্রক্রিয়া আছে, ইহাও একটি, অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করা।

অনুবাদ। যাহা অর্পণ তাহা ব্রহ্মই, যাহা আহুতি তাহা ব্রহ্মই, যাহা যজ্ঞাগ্নি তাহা ব্রহ্মই, যিনি হোতা তিনি

ব্রহ্মই, এই ব্রহ্মদর্শন রূপ যজ্ঞে, অর্থাৎ কর্মকে ব্রহ্মস্বরূপ ভাবিয়া (কর্ম করিতে থাকিয়া) যিনি সেই ব্রহ্ম চিন্তনে সমাহিত থাকেন, ব্রহ্মই তাঁহার প্রাপ্তব্য হন।

এই শ্লোকের জ্ঞানাত্মক ব্যাখ্যা এইভাবে করা যাইতে পারে :—যজ্ঞে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত শুধু এই ধারণায় থাকা নহে, প্রতি বস্তু, প্রতি ক্রিয়া যিনি ব্রহ্মময় দেখেন, অর্পণ যাহা তাহা ব্রহ্মই, হবিঃ ব্রহ্মই, যজ্ঞাগ্নি ব্রহ্মই, হোতা ব্রহ্মই—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ সব ব্রহ্মই, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি—ইহা যিনি উপলব্ধি করেন ও সেই ব্রহ্ম-দর্শনরূপ কর্ম্মে যিনি মগ্ন থাকেন, জীবন তাহার ব্রহ্মময় হয়, তিনি মরণে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করেন, অর্থাৎ দেহাবসানে, ব্রহ্মচৈতন্যে তাঁহার উপাধি-অনাবৃত চৈতন্য মিশিয়া যায়। এইভাবে সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় যিনি দেখেন, তাঁহার ভেদ-বুদ্ধি থাকে না, তিনি জীবনে "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে" হন, ও পরে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করেন, পুনরাবৃত্তি তাঁহার হয় না।

যজ্ঞের দৃষ্টিতে, ব্রহ্ম, দর্শনেচ্ছা বা ব্রহ্ম দর্শনকে "যজ্ঞ", ধ্যান বা প্রযত্নকে "হবিঃ", ও পরিণামে ব্রহ্মচৈতন্যে মিশিয়া যাওয়াকে "ফল" রূপে ব্যাখাত হইতে পারে। কর্ম্ম-অকর্ম্ম-বিচার দৃষ্টিতে ইহা সম্পূর্ণরূপে অকর্ম্ম, কারণ কর্ম্ম বন্ধন সৃষ্টি করে না।

এই শ্লোকে মানস যজ্ঞও আছে, যেখানে কোনও বস্তু থাকে না—যজ্ঞের সব কিছু কল্পনা করিয়া লইতে হয়, (যেমন

বৃহদারণ্যকে অশ্বমেধ যজ্ঞ কল্পিত হইয়াছে) ; কল্পিত হবিঃতে ব্রহ্ম-কল্পনা করিতে হইবে।

ব্রহ্মদর্শী একটি "পাগলের" বিষয় পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন যে "সে একদিন একটা কুকুরের উপর চড়ে" ভিক্ষায় পাওয়া একটা রুটি নিজে খাচ্ছিল ও কুকুরকে খাওয়াচ্ছিল। লোকেরা তার কাণ্ড দেখে' হাঁসতে থাকায় সে বল্লে "বিষ্ণুপরি স্থিতো বিষ্ণুঃ, বিষ্ণু খাদতি বিষ্ণবে, কথং হসসি রে বিষ্ণো, সর্ব্ব বিষ্ণুময়ং জগত্"। ব্রহ্মজ্ঞান কি, তাহা জান্তে হৃদয় যখন পেড়াপেড়ি করে ধর্‌ল, তখন এই বলে সে চলে গেল যে যখন বুঝ'বি গঙ্গার জল ও নলের জল এক, তখন জান্‌বি যে ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে।

জ্ঞানীর যজ্ঞ করা, নিজের স্বার্থের কোনও কর্ম্ম নহে। জ্ঞানী জানেন, সর্ব্বং খল্বিদম্ ব্রহ্ম ; প্রতি বস্তুতে ব্রহ্ম দর্শনই তাঁহার যজ্ঞ। কর্ত্তা, কর্ম্ম করণাদি সকল 'কারক' ব্রহ্ম। জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান, সব এক—সেই ব্রহ্মই সব। ভেদ-বুদ্ধি থাকে না। অধ্যাসবাদী জ্ঞানী দেখেন, অধ্যাসেই হবিঃ, হোতা, মূলে এক ব্রহ্মই রহিয়াছেন ; অধ্যাসের পরপার দেখিতে পাইলেই, আর স্বাতন্ত্র বলিয়া কিছু থাকিবে না।

ভক্তি-আত্মক ব্যাখ্যা এইভাবে করা যাইতে পারে :—জ্ঞানীর যেমন সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন, ভক্তের সেইরূপ সর্ব্বত্র ভগবদ্ দর্শন হয়। "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"। যে ভক্ত ঐ ভাবে ভগবানের দর্শনে মগ্ন থাকে, ভক্ত-বৎসল

ভগবান তাহার লভ্য হন। পরমহংসদেব বলেছিলেন "তিনি বলি, তিনি হাড়কাঠ, তিনিই জীব, তিনিই জগৎ—মা-ই সব হয়েছেন"।

রামপ্রসাদ বলেছিলেন "আহার করি, মনে করি আহুতি দেই শ্যামা মা'কে। পরমহংসদেব আর এক স্থানে বলেছেন, দেখ্‌লাম মন্দিরে কোশাকুশী বেদী প্রতিমা, মার্বেল পাথর, সব চিন্ময়—সব বস্তু যেন চৈতন্য রসে রসে রয়েছে।

কর্ম্মাত্মক ব্যাখ্যা এইরূপ হইবেঃ—বিহিত কর্ম্ম অতি গৌরবময় পবিত্র ব্যাপার ; স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ (১৮।৪৬)। ইহার সম্পাদনে মন যেন বিরাটত্ব পায়, যেন কোথাও লঘু ভাব না আসে। ভাবিতে হইবে ব্রহ্মের সম্মুখে কর্ম্ম করা হইতেছে, এবং কর্ম্মের প্রতি অঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ। ব্রহ্মই "সম" (৫।১৯); সাম্যভাব, সমত্ব দৃষ্টিই ব্রহ্ম-দর্শন। সমত্বই যোগ। সমত্ব দর্শনে যে পূর্ণভাবে যুক্ত থাকে, সে কর্ম্ম-যজ্ঞের হোতা ভাবে ব্রহ্মই হইয়া যায়, "ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে" হয়, বৃহৎ তাহার অন্তঃকরণ হয়। বিহিত কর্ম্ম সম্পাদনে, অথবা জগতের হিত সম্পাদনে জগদ্ধিতায়, যাহার প্রযত্নরূপী হবিঃ, এই কর্ম্মরূপী অগ্নিতে প্রক্ষেপিত হইতে থাকে, সে ক্রমে বা পরিণামে, ব্রহ্মরূপী গুণাতীতত্ব লাভ করে। এই ভাবে কর্ম্ম সম্পাদন "অকর্ম্ম", ইহাতে কর্ম্ম-বন্ধন সৃষ্ট হয় না।

এই শ্লোকে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি তিনের সম্মিলন পাওয়া যায়। টীকাকারেরা অনুবাদ ও মনানুযায়ী নানা ব্যখ্যা

করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে, কেহ এই শ্লোককে ব্রহ্মজ্ঞানের চূড়ান্ত বলিয়াছেন, কেহ কেহ ইহাকে বৈদিক উপাসনা, অর্থাৎ অঙ্গাববদ্ধ উপাসনা, কেহ অহংগ্রহ উপাসনা, ও কেহ প্রতীক উপাসনা ইত্যাদি বলিয়াছেন। ইহা বৈদিক উপাসনা হইলেও হইতে পারে, কারণ যজ্ঞের ব্যাপক অর্থে নানাবিধ সাধনার ভিতর, বৈদিক উপাসনার কথা বলা প্রয়োজন ছিল, তাহা হয়তো এই শ্লোকে হইয়াছে। বৈদিক উপাসনায় কেহ ইহাকে প্রতীক, কেহ অহং গ্রহ, কেহ অঙ্গাববদ্ধ উপাসনা বলিয়াছেন। আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয় ইহা অঙ্গাববদ্ধ উপাসনা। উপাসনা শব্দ ব্রহ্ম বিষয়ক ব্যাপারেও প্রযুক্ত হয়; পারিভাষিক শব্দ ভাবে অর্থ হয় পরিচিন্তন, পূজাদি নহে।

আমরা মূর্খ, মূর্খের মাথায় যাহা আসিয়াছে তাহা বলা হইল, মহাজনেরা যেন ক্ষমা করেন।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। (গীতায় ঈশ্বরবাদ, পৃ ১৬৯)। "অদ্বৈতবাদার উপাসনা—"বিশিষ্ট চিন্তন প্রকার"। এই উপাসনা ত্রিবিধ—অঙ্গাববদ্ধ, প্রতীক, এবং অহংগ্রহ উপাসনা। সাধক যজ্ঞের অঙ্গসমূহে ব্রহ্ম ভাবনা করিবেন। "ইদম্ উদ্‌গীথং ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত এই উদ্‌গীথকে (যজ্ঞের অঙ্গ বিশেষকে) ব্রহ্ম ভাবনায় উপাসনা করিবে'—ইহা অঙ্গাববদ্ধ উপাসনার উপদেশ। এইরূপ—"লোকে পঞ্চবিধং সামোপাসীত" (ছা উ ২।২।১)।...দ্বিতীয়, প্রতীক উপাসনা। "মনো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭ম অধ্যায়ে এবং অন্যত্রও

বহুশঃ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রতীক উপাসনার মর্ম এই—যে ব্রহ্ম নহে, তাহাকে ব্রহ্ম ভাবনা করা। অদ্বৈতবাদীর মতে প্রকৃত উপাসনা অহংগ্রহ উপাসনা।...সোঽহং, অহং ব্রহ্মাস্মি—ইত্যাদি ভাব সাধনই আত্মগ্রহ উপাসনা।

বশিষ্ঠ ।তা। শান্তব্রহ্ম বপুভূত্বা কর্ম্মব্রহ্ম ময়ং কুরু ; ব্রহ্মার্পণ সমাচারো ব্রহ্মৈব ভবতি ক্ষণাৎ ; ঈশ্বরাপিত সর্ব্বার্থ ঈশ্বরাত্ম নিরাময়ঃ, ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতাত্মা ভব ভূষিত ভূতলে।

রামদয়াল। তুমি নিরন্তর ব্রহ্ম চিন্তার দ্বারা চিত্তকে ভাবিত করিয়া কর্ম্ম করিবে, এবং কৃত কর্মকে জলের সহিত তরঙ্গের সমতার ন্যায় ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিবে। এইরূপ ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করিতে পারিলে এক ক্ষণেই ব্রহ্ম হইয়া যাইবে। যদি চিত্ত নির্বিশেষ ব্রহ্ম-তত্ত্ব জ্ঞানে বা অদ্বৈত ভাবে অসমর্থতা জন্য ব্রহ্মার্পণ না পার, তবে সগুণ ঈশ্বরে বা দ্বৈত ভাবে ভাবিত হও। ঈশ্বরে নিমগ্ন হও, হইয়া নিরাময় হও। ঈশ্বর সর্ব্ব ভূতে আত্মা রূপে ব্যপিয়া আছেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া অবুদ্ধ পূর্ব্বক কর্ম কর। তোমার দ্বারা মহীমণ্ডল ভূষিত হউক্!

শঙ্কর। যাহা রৌপ্যের মত দেখায় তাহা রৌপ্য নহে, ঝিনুকই ; সেই রূপ যাহা হরি, ইত্যাদি বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা ব্রহ্মই। (ব্রহ্ম ও অর্পণ দুইটি পৃথক্ পৃথক্ পদ ; যুক্ত নহে)। সেই ব্রহ্ম কর্মে স্থিত পুরুষের দ্বারা প্রাপ্ত করিবার যোগ্য যে ফল, তাহা ব্রহ্মই। লোক-সংগ্রহকারী পুরুষ দ্বারা কৃত কর্ম ব্রহ্ম বুদ্ধিতে ভাবিত হওয়ায় তাহাতে ফলোৎপাদনকারী

শক্তি রহিত হইয়া যাওয়ায়, বাস্তবে তাহা অকর্মই হয়। এই অর্থ লইলে, কর্মসন্ন্যাসীর জ্ঞানকেও যথার্থ জ্ঞানের স্তুতির জন্য একত্র ভাবে ধরা যাইতে পারে, অধিযজ্ঞের শ্রুবাদি, এই যথার্থ জ্ঞানী সন্ন্যাসীর এই সম্যক্‌ জ্ঞানরূপ অধ্যাত্ম যজ্ঞ ব্রহ্মই।...উপরিউক্ত কর্ম্ম এরূপ যে ইহাতে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-বুদ্ধি হইয়া যাইবার জন্য অর্পণাদি, কারক ক্রিয়া ও ফলসম্বন্ধী ভেদ-বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়; সেইজন্য ইহা অকর্ম্ম।...সকামতা নষ্ট হইলেই, কর্ম্ম (অগ্নি হোত্রাদি) অকর্ম্ম হয়।...কোন কোন টীকাকার বলিয়াছেন যে ব্রহ্মই স্রুবাদি। পাঁচ প্রকারের কারকের রূপে স্থিত ও তাহাই কর্ম্ম করে, অর্থাৎ স্রুবাদি-জ্ঞান নিবৃত্ত না করাইয়া, উহার উপর ব্রহ্ম বুদ্ধি স্থাপিত করা হইয়াছে, যে ভাবে মূর্ত্তি আদিতে বিষ্ণু বা দেব বুদ্ধি করা হয়। ঠিক, কিন্তু এই প্রকরণ জ্ঞান যজ্ঞের স্তুতির জন্য যদি না হইত, তাহা হইলে ঐ অর্থ পাওয়া যাইতে পারিত।

রামানুজ। মুমুক্ষ পুরুষের দ্বারা কৃত কর্ম্ম "এসব পরব্রহ্মেরই স্বরূপ" এইরূপ ভাবনাতে যুক্ত হইবার জন্য তাহা জ্ঞান স্বরূপ আত্ম-সাক্ষাৎকারে প্রত্যক্ষ সাধন, জ্ঞাননিষ্ঠার ব্যবধানে নয়।

শ্রীধর। পরমেশ্বরের আরাধনারূপ কর্ম্ম, তাহাতে জ্ঞান জন্মায় বলিয়া, তাহা "অকর্ম্ম"।...এরূপ কর্ম্মাত্মক ব্রহ্ম যাঁহার চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাধি, তৎকর্ত্তৃক ব্রহ্মই গ্রাহ্য, কিন্তু অন্যফল প্রাপ্য নহে।

মধুসূদন। (ভাব প্রকাশ টীকায়)। জ্ঞানে অবস্থিত হইলে সব ব্রহ্মময় হইয়া যায়, ক্রিয়া কারকাদি ভেদ যায়, ক্রিয়া কারকাদি ভেদ কিছুই থাকে না। সর্ব্বব্রহ্ম দৃষ্টি হয় বলিয়া জ্ঞানীর ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়।...ব্রহ্ম জ্ঞানোদয়ে ক্রিয়া কারকাদি ব্যবহার বাধিত হইলেও কিছুকাল তাহা থাকিয়া যায়, কিন্তু তাহা আর কোনও ফল জন্মাইতে পারে না। ইহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদিত হইতেছে, এবং ব্রহ্ম-দৃষ্টি সমস্ত যজ্ঞের স্বরূপ, এই বলিয়া ব্রহ্মদৃষ্টির স্তব করা হইয়াছে। (মধুসূদন এইখানে যজ্ঞের নানা ক্রিয়াদির সুদীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন।

জ্ঞানেশ্বরী। তাহার বুদ্ধিতে ভিন্নতা থাকে না ; ইহা যজ্ঞ এবং সে যজ্ঞ-কর্ত্তা ইত্যাদি বোধ থাকে না, এরকম সমবুদ্ধি যাহার হইয়াছে যে, যাহা ব্রহ্ম তাহাই কর্ম্ম তাহার সকল কর্ম্ম নিষ্কর্ম্ম হয়।

সন্তদাস। সেই পুরুষ মনে করেন যে ঐ যজ্ঞেতে অর্পণরূপী যে কর্ম্ম, তাহা ব্রহ্মেরই রূপ ; এইভাবে ব্রহ্মরূপ ভাবনায় চিত্ত নিশ্চল করিয়া সে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয় (৫।১০)।

কৃষ্ণানন্দ। যজ্ঞাদি দ্বারা লভ্য স্বর্গ ও ব্রহ্ম।...কর্ত্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান ও অধিকরণ এই পাঁচ প্রকার কারকে যজ্ঞ রূপ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।...ব্রহ্ম দৃষ্টি হইলে আসক্তির উদ্রেক হয় না, চিত্ত-শুদ্ধি হয়, ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান হয়।

অরবিন্দ। সর্ব্বং খল্বিদম্ ব্রহ্ম এই জ্ঞানে মুক্ত পুরুষকে যজ্ঞ করিতে হইবে। একমেবাদ্বিতীয়ং সত্তাই কর্মের কর্ত্তা, কর্ম, এবং কর্মের লক্ষ্য। যে এই জ্ঞানে অধিকারী, তাহার অহংভাবে কৃত কোনও কর্ম থাকিতে পারে না।

তিলক। তাৎপর্য্য ইহাই যে, সৃষ্টির সকল পদার্থে সর্ব্বদাই ব্রহ্ম ভরিয়া আছেন; এই কারণে, ইচ্ছারহিত বুদ্ধিতে সমস্ত ব্যবহার করিলে ব্রহ্মের দ্বারাই সর্ব্বদা ব্রহ্মের যজন হইতে থাকে। কেবল ঐ বুদ্ধি এই প্রকারই হওয়া চাই। পুরুষ সূক্ত দশম অধ্যায় (১০।৪২) লক্ষিত হইয়াছে।

পরমহংসদেব। আমায় দপ্ করে দেখিয়ে দিলে, না-ই সব হয়েছেন, তিনিই জীব জগৎ।

ব্যোমব্রহ্ম। যিনি ব্রহ্মের উদ্দেশ্য অগ্নিতে আহুতি দান রূপ যজ্ঞ করিতে তন্ময় হইয়া যান, তখন সেই অবস্থায় তাঁহার নিকট অর্পণ ও ব্রহ্ম...ব্রহ্ম কর্মে সমাহিত হইয়া তিনি ব্রহ্মময় হইয়া যান। (ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য থাকে না)

Modi—The verse glorifies sacrifice...by asking the sacrificer to look upon every instrument of sacrifice as Brahman, just as a devotee looks upon his idol as বিষ্ণু।

Gandhi—This yogi's actions are all in tune with the Infinite. He makes a sacrifice to Him, of Him, and for Him.

Radhakrishnan—The Vedic যজ্ঞ is here interpreted in a larger spiritual way. Though the performer of যজ্ঞ does work, he is not bound by it, for his earth-life is brooded over by the sense of eternity.

Krishna Prem....Let it however once become clear that the manifestation is also an aspect of the Supreme Brahman, and it will be evident, that there must be a way of action which does not bind the soul. And this is the realisation that now begins to be drawn in the heart of the disciple....The action, the actor and the act are all so many manifestations of the Stainless Eternal, and that if all action be but offered as a sacrifice in the consuming fire of that Brahman, there can be no bondage.

মহানামব্রত। যিনি কর্ম্মময় জগতে ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন আর কিছু দেখেন না, ব্রহ্মে সর্ব্ব জগতের সত্তা দেখেন (যেন ভূতান্যশেষেণ ইত্যাদি ৪।৩৫), যিনি কর্মে অকর্ম দেখেন, অকর্মে কর্ম দেখেন তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা। এই পারমার্থিক অখণ্ড দৃষ্টি যাহার হইয়াছে, গীতাকার তাহার নামকরণ করিয়াছেন "ব্রহ্মকর্ম সমাধি"; শঙ্কর অর্থ করেন, ব্রহ্মৈব কর্ম ব্রহ্মকর্ম, তস্মিন্ সমাধিঃ

যস্য সঃ। শ্রীধর সমাধির অর্থ করেন, চিত্তৈকাগ্র্যং। ব্রহ্মকর্ম সমাধি ব্যাক্তির সকল কর্মই যজ্ঞ, সকল যজ্ঞই ব্রহ্মময়; কোশা-কুশি সব ব্রহ্মময় দেখেন।

ভূপেন্দ্রনাথ। ঈশ্বরারাধনার্থ কর্ম, জ্ঞান প্রাপ্তির হেতু সুতরাং এতাদৃশ কর্মে বন্ধন নাই, জ্ঞান প্রাপ্তি হইলে সাধকের সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়। সাধন করিতে করিতে শ্বাস যখন ব্রহ্ম-নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাথায় চড়িয়া এবং তৎসহ মনও নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন তৎশুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া যোগী স্বয়ংও ঐ জ্যোতি রূপ বা জ্ঞান স্বরূপই হইয়া যায়। তখন শরীরস্থ অগ্নি ও তদ্দ্বারা পরিচালিত শারীরযন্ত্র, এবং প্রাণরূপ হবিঃ, এবং এই প্রাণকে যিনি ব্রহ্মে সন্ধান করেন সাধকের সেই চেষ্টা, এবং ব্রহ্মে সমাহিত মনের যে অবস্থা লাভ হয়, সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া যায়।...ব্রহ্মার্পণ, কর্মবন্ধন হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায়...আত্মার! আত্মার দুই ভাব, একটি ক্রিয়া শূন্য স্থির ভাব, আর একটি চঞ্চল ভাব, যাহাকে আমরা মন বলি, হিরণ্যগর্ভ বলি।...পুনঃ পুনঃ ক্রিয়া করিতে করিতে এই সক্রিয় ভাবটি নিষ্ক্রিয় হয়, ইহাই ব্রহ্মার্পণ; তখনই প্রকৃত পক্ষে সমস্ত কার্য্য ব্রহ্মার্পিত হয়। বস্তু সব ব্রহ্মময় হয়। শ্রুতিতে তাই মনকে, সুতরাং মনের কল্পনার বস্তু মাত্রকেই ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। "মনো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" এই স্থির অচঞ্চল ভাবটি জ্ঞানাত্মিকা বলিয়া, তাহাকে জ্ঞানস্বরূপা বলা হয়।...সক্রিয় ভাবরাশিকে অক্রিয় ব্রহ্মভাবে

পরিণত করিবার জন্যই অর্পণ, হবিঃ, অগ্নি হোতা সকলকেই ব্রহ্মরূপে দেখিবার কথা আছে।

ভক্তিপ্রদীপ। অর্পণম = offering. ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম্ = Brahman is obtainable. ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধিনা = who is deeply absorbed in meditation seeking revelation of Brahman in his Karma.

(২৫) ব্রহ্মযজ্ঞের পরেই যে দুইটি যজ্ঞ পড়ে, এইবার তাহাদের কথা পাড়িলেন :—

দৈব মেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপ জুহ্বতি ॥ ২৫

পদচ্ছেদ। দৈবম্ এব অপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে, ব্রহ্ম-অগ্নৌ অপরে যজ্ঞং যজ্ঞেন এব উপজুহ্বতি।

অন্বয়। অপরে যোগিনঃ দৈবম্ যজ্ঞম্ এব পর্য্যুপাসতে অপরে ব্রহ্মাগ্নৌ যজ্ঞেন এব যজ্ঞম্ উপজুহ্বতি।

কঠিন শব্দ। দৈবম্ যজ্ঞম্ এব = দৈব যজ্ঞই ; দেবগণ যাহার দ্বারা পূজিত হন, যথা দর্শপূর্ণমাস, জ্যোতিষ্টোমাদি। পর্য্যুপাসতে = উপাসনা বা অনুষ্ঠান করেন। যোগী = কর্ম্মযোগী, যজ্ঞকারিগণ। ব্রহ্মাগ্নৌ = ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ; সত্য জ্ঞান অনন্ত ও আনন্দরূপ যে ব্রহ্ম সেই অগ্নিতে। (মধুসূদন)

যজ্ঞেন = আত্মা দ্বারা উপলক্ষিত যে ত্বং পদার্থ (এইরূপ অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি) (মধুসূদন)। এব = ইহাতে, তৎ ও ত্বম্ পদার্থের ভেদ নিরসন হইতেছে (মধুসূদন)। যজ্ঞম্ =

যজ্ঞফল ; প্রত্যগাত্মা ত্বম্ পদার্থ (মধুসূদন)। যজ্ঞম্ যজ্ঞেন এব উপজুহ্বতি = যজ্ঞ দ্বারাই যজ্ঞে যজ্ঞ ফল হবন অর্থাৎ উৎসর্গ করিয়া যজ্ঞ করেন ; যজ্ঞফল দগ্ধ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মে অর্পণ করেন। যজ্ঞেনৈব উপজুহ্বতি = তৎপদার্থরূপ ব্রহ্মকে ত্বম্ পদার্থের সহিত অভেদে উপলক্ষিত করিয়া দেখেন, অর্থাৎ নিজমধ্যে স্বাভেদে, নিজ হইতে অভিন্ন করিয়া, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করেন। (মধুসূদন)।

শঙ্কর মধুসূদনাদি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা উপরের "কঠিন শব্দে" ও পরেও দিয়াছি। আমরা 'উপজুহ্বতি = হবন বা উৎসর্গ বা দগ্ধ করা লইয়াছি ; তাঁহারা "মিলাইয়া দেওয়া" লইয়াছেন। যজ্ঞ = তাঁহারা জীবাত্মা লইয়াছেন, আমরা যজ্ঞফল লইয়াছি ; আমাদের ব্যাখ্যায় বেশী অধ্যাহার করিতে হয় নাই, ইহা দৃষ্ট হইবে। আমরা এই যজ্ঞের নাম দিলাম, কর্ম্ম ফলার্পণ যজ্ঞ।

অনুবাদ। অন্য যজ্ঞকারিগণ দৈব যজ্ঞ অর্থাৎ দেবতার উপাসনার্থে, বা দেবতার উপাসনারূপ যজ্ঞ করেন (৪।১২) অন্য যজ্ঞকারীগণ ব্রহ্মরূপ যজ্ঞাগ্নিতে যজ্ঞরূপ অর্থাৎ যজ্ঞফলরূপ হবিঃ, যজ্ঞদ্বারা উৎসর্গ করিয়া, যজ্ঞ করেন, অর্থাৎ যজ্ঞফল দগ্ধ বা ব্রহ্মে অর্পণ করেন।

(অন্য টীকাকারদিগের ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাখ্যা করা হইল ; (অপরাধ ক্ষন্তব্য)।

ব্রহ্মাগ্নৌ যজ্ঞেন এব যজ্ঞম্ উপজুহ্বতি অর্থাৎ ব্রহ্মে যজ্ঞের দ্বারাই যজ্ঞফল হবন করেন। ক্রিয়া মাত্রই ফলোৎপাদক। যজ্ঞ ক্রিয়াতেও—ফলোৎপাদন করে, সুবর্ণ শৃঙ্খলও বন্ধন আনে। ফল-ত্যাগ করিয়া, বিহিত কর্ম্মসমূহ (যথা যজ্ঞাদি করা) নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম সম্পাদনে, কর্ম্ম বন্ধন আনে না। আমরা ফলত্যাগ করা পাই পূজাদির শেষে "কৃষ্ণার্পণমস্তু" এই বাক্য উচ্চারণে। "এই যজ্ঞের ফল আমার স্বার্থ সিদ্ধির বা কোনওরূপ অভিলাষ পূরণে চাহি না ; আমি ব্রহ্মে বা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে হবিঃর মত তাহা অর্পণ করিলাম, তাহা ভস্মীভূত হইয়া যাউক, নিষ্কাম যজ্ঞ এই ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত। দেব যজ্ঞ সাধারণতঃ জাগতিক সিদ্ধি বা দেহাবসানে স্বর্গাদি প্রাপ্তির জন্য করা হয় (৪।১২), এবং সেইজন্যে উহা সকাম যজ্ঞ। পঞ্চ যজ্ঞাদি ও নানাবিধ উপাসনা এই দেব যজ্ঞে পড়ে অনেকে বলিয়াছেন ব্রহ্মার্পণ শ্লোকের ভাব এই দ্বিতীয় চরণে আসিয়াছে ; কিন্তু এইরূপ বলা টানাবুনা করা ; ব্রহ্ম দর্শন ও নিষ্কাম যজ্ঞ দুইটি পৃথক্ জিনিষ ; ব্রহ্ম দর্শন শ্লোক দর্শনাত্মক ; নিষ্কাম যজ্ঞে কোনও দর্শন নাই ; তবে দুয়ের কোনটিতেই কর্ম্ম বন্ধন হয় না।

দ্বিতীয় চরণটি এইরূপ ভাবেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে :— অন্য যজ্ঞকারিগণ ব্রহ্মাগ্নিতে, অর্থাৎ জগতের হিতে, যজ্ঞেন অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠান বা কর্ত্তব্য পালন দ্বারা, তাঁহাদের কর্ম্ম সমূহ উৎসর্গ করিতে থাকেন। (ইহাকে কর্ম্মমূলক ব্যাখ্যা বলা

যাইতে পারে)। অথবা, ঈশ্বর-প্রীতিরূপ অগ্নিতে, তাহাকে উজ্জ্বল রাখিতে, উপাসকেরা তাঁহাদের অর্চ্চনাদি ভক্তির সহিত অর্পণ করিতে থাকেন। (ইহাকে ভক্তি-মূলক ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে)। আরও এক অর্থ করা যায় :—যজ্ঞ অর্থাৎ দেহ, মন, বুদ্ধির চঞ্চল কর্ম্ম-প্রবণতা ব্রহ্মাগ্নিতে অর্থাৎ সমাধিতে স্থিত করা।

এই দ্বিতীয় চরণের যজ্ঞকে কেহ কেহ জ্ঞান-যজ্ঞ, কেহ কেহ ব্রহ্ম-যজ্ঞ, কেহ কেহ তৎ ও ত্বমের মিলন ইত্যাদি বলিয়াছেন ; ব্যাখ্যায় কিন্তু প্রচুর অধ্যাহার করিতে হইয়াছে। আমরা আমাদের মোটা বুদ্ধির ব্যাখ্যা দিলাম।

শঙ্কর। উপাধিযুক্ত আত্মাকে উপাধি রহিত পরব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎ করান চাই…ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব জ্ঞানে ইহা হয়, এবং সন্ন্যাসীরা ইহা করেন।...আত্মার একনাম যজ্ঞ। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দরূপ ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞ অর্থাৎ নিজ জীবাত্মাকে হবন, অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ রূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

রামানুজ। অন্যান্য কর্ম্মযোগী যজ্ঞস্বরূপ ব্রহ্মাত্মক ঘৃতাদি পদার্থ, যজ্ঞ সাধনরূপ স্রুবাদি দ্বারা হবন করেন। এখানে যজ্ঞ = হবিঃ ও শ্রুবাদি। অভিপ্রায় এই যে অনেক কর্ম্মযোগী ব্রহ্মার্পণম্ ব্রহ্ম হবিঃ এই পূর্ব্বোক্ত ন্যায়ে যজ্ঞ হবনাদিতে নিষ্ঠা করেন।

শ্রীধর। "এব" শব্দের দ্বারা ইন্দ্রাদিতে ব্রহ্ম বুদ্ধি শূন্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্য জ্ঞানযোগীরা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে কেবল যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারা "ব্রহ্মার্পণম্" ইত্যাদি কথিত প্রকারে

যজ্ঞে আহুতি দান করেন, অর্থাৎ যজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে লুপ্ত করেন, ইহাই জ্ঞানযজ্ঞ।

মধুসূদন। যজ্ঞ, আত্মার অপর নাম। যজ্ঞে নোপজুহ্বতি = তৎ ও ত্বম্ উভয় পদার্থের ঐক্যের সাধন করেন।

তিলক। পুরুষ-সূক্তে বিরাটরূপী যজ্ঞ-পুরুষের দেবতাদের দ্বারা যজন হইবার যে বর্ণনা আছে, "যজ্ঞেন যজ্ঞম্ যজন্তি দেবাঃ (ঋক্ ১০, ১৬), তাহাই লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোকের উত্তরার্দ্ধ উক্ত হইয়াছে। যজ্ঞম্ যজ্ঞনোপজুহ্বতি এই পদউক্ত ঋগ্বেদের পদের সহিৎ সমানার্থক। সৃষ্টির আরম্ভে অনুষ্ঠিত যজ্ঞে যে বিরাটরূপী পশু হনন করা হইয়াছিল সেই পশু এবং যে দেবতার যজন করা হইয়াছিল সেই দেবতা, এই উভয়ই ব্রহ্মস্বরূপ হইবে।

গিরীন্দ্রশেখর। ব্রহ্মজ্ঞানে যজ্ঞকে আহুতি দানরূপ যজ্ঞ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-উদয় হইলে যজ্ঞ পরিত্যাগ করেন।

সন্তদাস। কেহ কেহ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে সর্ব্বকর্ম্ম সমাধিরূপ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ করেন, অথবা ব্রহ্মে আত্মসমর্পণরূপ যজ্ঞ করেন।

অরবিন্দ। শেষোক্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে, তাঁহারা যে কর্ম্মই করুন, সে সব ভগবানে অর্পণ ঐক্যমূলক ভগবৎ চৈতন্য শক্তির মধ্যে তাঁহাদের সকল কর্ম্ম নিক্ষেপ করেন।

বিশ্বনাথ ও বলদেব। যজ্ঞ= প্রণব মন্ত্র। ইহা দ্বারা জীবাত্মাকে ব্রহ্মে আহুতি দেওয়া হয়।

রামদয়াল। ব্রহ্মার্পণরূপ সম্যক্ জ্ঞান-যজ্ঞের পরবর্ত্তী যজ্ঞগুলি ইহার বিভাগ। সম্যগ্ জ্ঞান যজ্ঞীয় উপকরণ সমূহকে ব্রহ্ম স্বরূপে দর্শন করিয়া ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে হোম করিতে হয়। আর জ্ঞান যজ্ঞে তৎরূপ চিদগ্নি কুণ্ডে ত্বংরূপ জীবকে আহুতি দিতে হয়।...বেদে উপাসনার কথা আছে; তাহা বিশিষ্ট চিন্তা। এই উপাসনা তিন প্রকার :—(১) অঙ্গাববদ্ধ, (২) প্রতীক, (৩) অহংগ্রহ। সমস্ত যজ্ঞাঙ্গগুলিকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করা অঙ্গাববদ্ধ উপাসনা, ইহা তাই। অহং ব্রহ্ম ভাবনা করা অহংগ্রহ উপাসনা। সূর্য্যকে ব্রহ্ম ভাবনা করা, মনকে ব্রহ্ম ভাবনা করা ইত্যাদি প্রতীক উপাসনা।

ব্যোমব্রহ্ম। কেহ কেহ কেবলমাত্র যজ্ঞেন অর্থাৎ ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা, অর্থাৎ ব্রহ্মচিন্তা পরায়ণ হইয়া ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করেন, অর্থাৎ কর্ম্মের ফল সমর্পণ করিয়া নির্লিপ্ত ও কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হন।

অনেকে এইভাবে অর্থ করিয়াছেন—পরব্রহ্ম অগ্নিতে অভেদ দর্শনরূপ যজ্ঞের হবন করেন।

Gandhi—All the processes of incessant endeavour of the Self to reach and be one with the Supreme are an act of Sacrifice, or so-many knowledge-sacrifice.

বিদ্যানন্দ। ব্রহ্মাগ্নিতে আত্মার দ্বারা আত্মার হবন করা, তৃতীয় প্রকারের যজ্ঞ, আত্মারূপ যজ্ঞের দ্বারা, আত্মারূপ যজ্ঞের হবন। (শাস্ত্রে যজ্ঞ শব্দের আত্মা অর্থ পাওয়া যায়)। ভেদবুদ্ধি মিটাইয়া দিলে পরমাত্মার সহিত একতা স্থাপিত হয়। "জলে বিষ্ণুঃ, স্থলে বিষ্ণুঃ, বিষ্ণুঃ পর্ব্বত মস্তকে জ্বালমালাকুলে বিষ্ণুঃ, সর্ব্ব বিষ্ণুময়ং জগৎ।

জগদীশ্বরানন্দ। যাস্ক অনুসারে যজ্ঞ শব্দ আত্মার এক নাম। "এব" দ্বারা ভেদ ও অভেদ ব্যাবৃত্ত হইল।

ভূপেন্দ্রনাথ। যোগীরা কূটস্থ দর্শনের সাধনা করিয়া কূটস্থ জ্যোতিঃ দর্শন করেন। এই সব দর্শন করিতে প্রত্যহ ক্রিয়াবানদের ইচ্ছা হয়, ইহারা সেইজন্য সকাম। কোন কোন যোগীরা এরূপ ভাবে সাধন করেন যে গুলিকে দৈব যজ্ঞ বলা হয়। দৈবযজ্ঞ খেচরী সাধন সাপেক্ষ, ইহাতে বাহিরের কোন বস্তুর প্রয়োজন হয় না। কেবল প্রাণকে ব্রহ্ম জ্যোতিতে হবন। সুষুম্না পথে প্রাণবায়ুকে প্রবাহিত করিয়া মূলাধার পর্য্যন্ত লইয়া আসা ইহাই জীবাত্মায় পরমাত্মা দর্শনরূপ হোম, ইহাই "ওঁকার ক্রিয়া"। ইহাই ব্রহ্মযজ্ঞ। ইহার দ্বারা গ্রন্থি খুলিয়া যায়।

মহানাম ব্রত: দ্বাদশপ্রকার যজ্ঞ ; নয়টি মন্ত্রে কথিত— দৈব, ব্রহ্ম, ইন্দ্রিয়সংযম অনাসক্তি, আত্মসংযম, দ্রব্য, তপ যোগ, স্বাধ্যায়, জ্ঞান, ব্রত, প্রাণায়াম। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মযজ্ঞ

ও জ্ঞানযজ্ঞ মূলতঃ একই কথা, ইহা স্বরূপতঃ কর্ম্মযজ্ঞ নহে, কর্ম্মযজ্ঞের পরিসমাপ্তি।

ইন্দ্রাদি দেবগণ তত্ত্বতঃ ব্রহ্মই। কিন্তু ইহাদিগকে ব্রহ্মবুদ্ধি না করিয়া পৃথক পৃথক দেবতা বুদ্ধিতে অনুষ্ঠান করিলে, তদুদ্দেশ্যে কৃতকর্ম্ম দৈবযজ্ঞ হইবে (৪।২৫); শ্রীধর 'এব' শব্দের এইরূপ তাৎপর্য্য দিয়াছেন।

ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আহুতি হইবে যজ্ঞরূপ আত্মা (শঙ্কর), ব্রহ্মার্পণরূপ যজ্ঞ দ্বারা ত্বং = সোপাধিক ব্রহ্ম, আর তৎ = নিরুপাধিক ব্রহ্ম। সোপাধিক আত্মাতে নিরুপাধিক ব্রহ্ম দর্শনই হইল ব্রহ্মযজ্ঞের হোম। অনুষ্ঠাতা, ব্রহ্মৈকাত্ম্যদর্শননিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা।

সংযম, একমাত্র বস্তুর ধারণা ধ্যান ও সমাধিকে, পতঞ্জলি সংযম বলেন। কোন বস্তুতে মনকে অবিচলিতরূপে স্থাপন হইল ধারণা। বিজাতীয় চিন্তা দূর হইয়া গেলে, ধারণাযুক্ত কোন ঈশ্বরীয় রূপ প্রবাহ ভাসমান হইতে থাকিলে তাহাকে ধ্যান বলা হয়। ধ্যানযুক্ত চিত্তে ধ্যাতা যখন ধ্যেয়ের আকারে আকারিত হয় তখন তাহাকে সমাধি বলে। যখন তাহাও থাকে না, ধ্যাতা, ধ্যেয়, ধ্যান সব মিলিয়া শেষ হইয়া কেবল আনন্দানুভূতি মাত্র অবশেষ থাকে, তখন তাহাকে বলা হয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ইহাই যোগশাস্ত্রের সংযম (ইহা পরিভাষা) সংযমাগ্নিতে ইন্দ্রিয়ের সংযম, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য।

অনাসক্তি যোগ। অনাসক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসকল গ্রহণ। গৃহস্থাশ্রমীরা এই যজ্ঞের কর্ত্তা। ভাবিতে হইবে প্রকৃতির গুণ-সকলই সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা, আত্মা দ্রষ্টা মাত্র (৩।২১)।

ভক্তিপ্রদীপ। অপরে যোগিনঃ = Karma yogins পর্য্যুপাসতে = perform. দৈবম্ এব যজ্ঞম্ = Sacrifice to minor Gods. **অপরে** = Other yogins, Jnana yogins. উপযুহ্বতি = power. যজ্ঞম্ = Such sacrifice itself. **যজ্ঞেন এব** = by another kind of sacrificial process.

Telang—Some offer up the sacrifice by the sacrifice itself in the fire of Brahman.

(২৬) **যজ্ঞের উদাহরণ স্বরূপ নানা রূপক যজ্ঞের কথা আরম্ভ হইল।**

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি। ২৬

পদচ্ছেদ। শ্রোত্র-আদীনী ইন্দ্রিয়াণি অন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি, শব্দাদীন্ বিষয়ান্ অন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি।

অন্বয়। অন্যে সংযমাগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি জুহ্বতি, অন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু শব্দাদীন্ বিষয়ান্ জুহ্বতি।

কঠিন শব্দ। সংযমাগ্নিষু = সংযম রূপ অগ্নিতে ; একই বিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হইলে তাহাকে সংযম বলা হয়, (মধুসূদন)। জুহ্বতি = হবন করেন, আহুতি দেন।

অনুবাদ। অন্য (যজ্ঞকারী বা ক্রিয়াযোগী) কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকলকে সংযম রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন। অন্য (ক্রিয়া-যোগী) শব্দাদি বিষয় সমূহ ইন্দ্রিয় রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন (যেন তাহারা সেইখানেই বিলীন হইয়া যায়, ইন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া মনে না যাইতে পায়)। (ইহাই, বিষয় স্পৃষ্ট থাকিলেও, বিষয়ে উদাসীন থাকা (২।৬৪.৭০), বিষয় ভোগ অনাসক্ত মনে করা)। জুহ্বতি = উৎসর্গ, বিলীন, ভস্মীভূত করা।

কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকলকে, মনঃ সংযম রূপ অগ্নিতে আহুতি দেওযার অর্থ, কর্ণাদির মনের উপর আক্রমণ ক্রিয়া, মনঃসংযম অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া দেওয়া, যে রকম ভাবে অগ্নিতে হবিঃ ভস্মীভূত হয়। যে সমাহিত ভাব উৎপন্ন হয়, উহাই যজ্ঞ-ফল কারণ তাহাই যজ্ঞ, যাহাতে উৎসর্গীকৃত বস্তু অপেক্ষা ভাল ফল পাওযা যায়। কর্ণ যে বন্ধ করিয়া থাকিতেই হইবে তাহা নহে; কিন্তু কর্ণ যেন মনের উপর কোনও প্রভুত্ব না পায়; কর্ণের ডাকাডাকি মনের কাছে যেন অগ্রাহ্য থাকে। আর, শব্দাদি বিষয় সমূকে ইন্দ্রিয়ে আহুতি দিবার অর্থ, ইন্দ্রিয়ের কাছে, উহারা যেন তুচ্ছ বস্তু, ভস্মবৎ থাকে; বিষয়ের লোভে ইন্দ্রিয় যেন না পড়ে। যদি ইন্দ্রিয়কে বিষয়ে বিচরণ করিতেই হয়, সে যেন রাগ-দ্বেষ-হীন ভাবে, উদাসীন ভাবে করে (২।৬৪)। নদীর প্রতি সমূদ্র যে রূপ ব্যবহার করে, নদী উহাতে আসিয়া প্রবেশ করিলেও, সমুদ্র যে রূপ শান্ত থাকে, প্রমত্ত

হয় না, বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ও যেন সেরূপ ব্যবহার করে (২।৭০)। বিষয় যদি ইন্দ্রিয়কে নাড়া দিতে চেষ্টা করে, এরূপ পুরুষকার আনিতে হইবে, বিষয়ের নাড়া দেওয়া যেন ভস্মীভূত হইয়া যায়; ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের পিছনে, মন যেন বিষয়ের দিকে না দৌড়ায় (২।৬৭)। এ যজ্ঞের ফল, প্রসাদং অধিগচ্ছতি (২।৬৪-৬৫)। দরকার পড়ে, কর্ণ বন্ধ করিয়া রাখিবে, বিষয় যেন তাহাকে নাড়া দিতে না পারে। তবে মনে রাখিতে হইবে, যে, রাগ দ্বেষ বিহীন হইয়াছে, মাত্র তাহারই ইন্দ্রিয়, বিষয়ে নির্লিপ্ত ভাবে ঘুরিতে পারে, অন্য কাহারও নহে (২।৬৪)। প্রথম চরণটি মনঃসংযম বা ইন্দ্রিয় হবন যজ্ঞ, দ্বিতীয়টী ইন্দ্রিয় সংযম বা বিষয় হবন যজ্ঞ, বলা যাইতে পারে। প্রথমটির জন্য শম অভ্যাস, ও দ্বিতীয়টির জন্য দম অভ্যাস প্রয়োজন। (আমাদের এ মৌলিক ব্যাখ্যা কোন পুস্তকে নাই, সুধী জনেরা যেন বিরক্ত না হন)'।

শঙ্কর। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সংযম ভিন্ন হওয়ায়, এখানে বহুবচন। দ্বিতীয় চরণ,...শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়েরা শাস্ত্র সম্মত বিষয় গ্রহণের নামই হোম।

Gandhi—The restraint of the senses is one thing, and directing them to legitimate objects, as listening to hymns in praise of God, is another, although ultimately both amount to

the same thing. Plural, due to different processes (ধারণা, ধ্যান, সমাধি) of restraint.

রামানুজ। দ্বিতীয় চরণ...ইন্দ্রিয় শব্দাদি বিষয়পরায়ণতা কৃচ্ছ্র করিবার চেষ্টা।

শ্রীধর। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ যাহা করেন, তাহা প্রথম চরণে বিবৃত হইয়াছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলকে নিরোধ করিয়া সংযম-প্রধান হইয়া অবস্থান করেন। অপরে, অর্থাৎ গৃহস্থ-গণ···বিষয় ভোগ সময়েও অনাসক্ত ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক অগ্নি রূপে চিন্তিত ইন্দ্রিয় সকলে, ঘৃত রূপে ভাবিত শব্দাদি বিষয় আহুতি রূপে নিক্ষেপ করেন।

মধুসূদন। শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলি শব্দাদি বিষয় সকল হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, অর্থাৎ শব্দাদি গ্রহণে সমর্থ হইতে না দিয়া, সংযম রূপ অগ্নিতে, ইত্যাদি। সংযম = ধারণা, ধ্যান, সমাধি। দ্বিতীয় চরণ ব্যুত্থিত অবস্থায় স্থিত কেহ কেহ, চক্ষু কর্ণাদি দ্বারা স্পৃহা শূন্য ভাবে অবিরুদ্ধ বিষয় সকল অন্যের ন্যায় সাধারণ ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। (মধুসূদন এখানে যোগের অনেক কথা বলিয়াছেন।)

রামদয়াল। সংযম = ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়সমূহ হইতে প্রত্যাহার করিয়া কোনও কিছুতে ধ্যান করিতে হয়...নাভি, ভ্রূমধ্যে ইত্যাদি। অনুরাগশূন্য হইয়া ইন্দ্রিয় যখন বিষয়ভোগ করে, তখন ইন্দ্রিয় যজ্ঞ হয়। বিষয়ে কোন আসক্তি থাকে না।

সন্তদাস। প্রথম পংক্তি, ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখ করা;

দ্বিতীয় পংক্তি, অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগ করা। মনকে অবিচলিতরূপে স্থাপনা = ধারণা। ধারণাযুক্ত চিত্তে কোনও ঈশ্বরীয় রূপ প্রবাহ ভাসমান হইতে থাকিলে, তাহা ধ্যান। ধ্যানযুক্ত চিত্তে, ধ্যাতা যখন ধ্যেয়ের আকারে আকরিত হয়, তাহা সমাধি। যখন তাহাও থাকে না, সব মিলিয়া শেষ হইয়া কেবল আনন্দানুভূতি মাত্র অবশেষে থাকে, তাহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

কেহ বলেন, প্রথম পংক্তি বৈদিক ব্রহ্মবাদীরা করেন ও দ্বিতীয় পংক্তি গৃহস্থদের কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য কাজ।

ব্যোমব্রহ্ম। কেহ বা মনঃ সংযমদ্বারা ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া নিরোধ করেন। কেহ কেহ বা ইন্দ্রিয়সমূহকে উন্মুক্ত রাখিয়া তাহাতে শব্দাদি বিষয় সমর্পণ করেন, অর্থাৎ যে বিষয় গ্রহণ করিলে ঈশ্বর চিন্তার আনুকূল্য হয়, সেই সেই বিষয় গ্রহণ করেন, যেমন ঈশ্বর-কীর্ত্তন, শ্রবণ, ধূপ ধূনাদির ঘ্রাণ, গঙ্গা-জলাদির স্পর্শ, সাধু সন্ন্যাসীর বা প্রিয় বিগ্রহাদির দর্শন, নৈবেদ্যাদি হইতে দেবতা প্রসাদরূপে দ্রব্যকণ সেবা ও দেবতা চরণামৃত পান। ইহার ফল যখন অতিমাত্রায় ঈশ্বরভাবে উদ্দীপনা হয়, তখন আপনা হইতেই সমাধি ভাব আইসে—তখন চুপচাপ, কোনও ইন্দ্রিয় ক্রিয়াই নাই...যেমন গৌরাঙ্গদেবের হইত।

বিদ্যানন্দ। ইন্দ্রিয়দিগকে সংযম নামক অগ্নিতে হোম করার অর্থ, তাহাদের নিজের বশে রাখিয়া ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার

করা ; বিষয় ইন্দ্রিয়ে হবন করার অর্থ, ইন্দ্রিয়দিগকে মর্য্যাদায় রাখা, আর তাহাদের বিষয়গুলিকে তাহাদেরই তাপে ভস্ম করিয়া ফেলা। শ্রবণ দর্শনাদিই বন্ধনের মুখ্য হেতু ; সেইজন্য, হয় ইহাদের বশে আনিয়া সংযমাগ্নিতে হবন কর, বা ইন্দ্রিয়দিগকে বশে আনিয়া উহাদের হবন কর।

ভক্তিপ্রদীপ। অন্যে = ব্রহ্মচারীরা ; (দ্বিতীয়) অন্যে = গৃহীরা। শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়াগ্নিষু = by offering their sense percepts such as sound etc., to the fire of their sense.

জগদীশ্বরানন্দ। ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ, তাহার বর্ণনা দিয়াছেন।

Telang—Some offer up the senses such as sense of hearing in the fires of restraint ; other offer up the objects of senses (such as sound) into the fires of the senses te remain unattached to sensuous enjoyments) (first one is done by practising (যোগ)।

ভূপেন্দ্রনাথ। প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে যোগীর ইন্দ্রিয়নিচয় প্রত্যাহৃত হইতে থাকে। এই প্রত্যাহার শেষে এত ঘন হয় যে তখন বাহ্য শব্দাদির কোন স্পর্শ অনুভব করা যায় না। "ত্রয়মেকত্রসংযম"। কোন বাহ্য বা অভ্যান্তরবিষয় অবলম্বন করিয়া উহাতেই ধারণা, ধ্যান ও সমাধি করার নাম সংযম। প্রাণায়াম করিবার পর কিছুকাল পর্য্যন্ত মনটা স্থির

থাকে ; অর্থাৎ মনের যে সদৃশ প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহার নাম ধারণা। এই ধারণা দৃঢ় হইতে হইতে মন যে কিছুক্ষণ শান্ত হয় তাহাতেই বেশ একটু আনন্দানুভব হয়। কিন্তু উহা প্রথম প্রথম গভীর বা স্থায়ী হয় না। অভ্যাসপটুতা বশতঃ "ধারণা" কিঞ্চিৎ আয়ত্তীকৃত হইলে, মনকে অন্তর্মুখী করা সহজ হয়, এবং চিত্তবৃত্তি যদি বিজাতীয় বৃত্তি দ্বারা বিচলিত না হয়, ও একটু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, তখনই তাহাকে "ধ্যান" বলা যায়। চিত্তে যদি বিজাতীয় প্রত্যয় উত্থিত না হইয়া স্বজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ দীর্ঘকাল পর্যান্ত অবিশ্রান্ত ধারায় চলিতে থাকে, তখনই তাহাকে "সমাধি" বলা যায়।...বাহ্যদৃশ্যাদি অবলম্বন করিয়া যে একাগ্রতা অভ্যাস করা যায়, তদপেক্ষা কোন আন্তর বস্তু অবলম্বন করিলে ধ্যান শীঘ্র আয়ত্ত করা যায়। প্রাণায়ামাদি সাধন দ্বারা প্রাণবায়ু স্থির হইলে আভ্যন্তরিক শব্দ শ্রুতিগোচর হয় ; ইহাই "অনাহত" শব্দ। এই শব্দে মন রাখিলে চিত্তের তাহাতে যে ধারণা ধ্যানরূপ সংযম হয়, সেই অবস্থায় চিত্ত অনাহত শব্দের সহিত মিলিয়া একেবারে বৃত্তিশূন্য হইয়া যায়। তখন তাহার সমাধি অবস্থা সহজে উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়েরা সাধারণতঃ বিষয়সমূহকে গ্রহণ করে, তখন ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে বিষয়ের আহুতি হয় বটে, কিন্তু তাহাতে মনের জ্বালা মিটে না, কারণ মন বিষয় গ্রহণকালে বিক্ষেপযুক্তই থাকে। আর প্রাণায়ামাদির সাধনের ফলে যখন "নাদ" প্রকটিত হইতে থাকে, বা কূটস্থাদি মধ্যে বিচিত্র

রূপাদি দর্শন হইতে থাকে,—তখন বস্তু গ্রহণের মত ব্যাপার হয়, কিন্তু বিক্ষেপ থাকে না।

(২৭) যজ্ঞের কথা চলিতে থাকিল—

সর্ব্বাণীন্দ্রিয় কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্ম সংযম যোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞান দীপিতে ॥২৭

পদচ্ছেদ। সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়-কর্ম্মাণি প্রাণ-কর্ম্মাণি চ অপরে, আত্ম-সংযম-যোগ অগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞান-দীপিতে।

অন্বয়। অপরে জ্ঞান দীপিতে আত্ম-সংযম যোগগ্নৌ সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয় কর্ম্মাণি প্রাণ কর্ম্মাণি চ জুহ্বতি।

কঠিন শব্দ। জ্ঞান দীপিত=জ্ঞানের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত; জ্ঞান যাহাতে প্রকৃষ্ট রূপে প্রকাশিত থাকে, ধ্যেয় বস্তুর জ্ঞান, অথবা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যে জ্ঞান (যাহাতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় মিলিত হইয়া যায়), সেই জ্ঞান, ইহা ক্ষেত্রানু-যায়ী যে কোনটি হইতে পারে। প্রাণ কর্ম্মাণি=প্রাণাদি "বায়ুর" কর্ম্ম। দশ প্রাণ:—প্রাণ অপান, সমান উদান ও ব্যান, আর নাগ, কূর্ম্ম, কর্কট, ধনঞ্জয় ও দেবদত্ত। প্রথম পঞ্চপ্রাণই মুখ্য, বিশেষ শরীর স্থিতির কাজে। প্রাণ বায়ুর কর্ম্ম বহির্নয়ন, অপানের কর্ম্ম অধোনয়ন, সমানের ভুক্ত পদার্থের পরিপাক করণ, উদানের উর্দ্ধ-নয়ন ও কণ্ঠ স্বরোৎপাদন, ও ব্যানের আকুঞ্চন প্রসারণ, নাগের কর্ম্ম উদ্গারে, কূর্ম্মের উন্মীলনে, কর্কটের ফুৎকারে, দেবদত্তের বিছহ্নে, ও ধনঞ্জয়ের কর্ম্ম পুষ্টিতে। "বায়ু" শব্দের ব্যাখ্যা অন্যত্র আমাদের

টীকায় দেওয়া হইয়াছে। আত্মসংযম যোগাগ্নি=সমাধি। জুহ্বতি=হোম করেন, আহুতি দেন।

অনুবাদ। অপর (যজ্ঞকারী), ইন্দ্রিয়গুলির ও সকল প্রাণগুলির কর্ম্ম, জ্ঞান যাহাতে প্রকৃষ্ট রূপে প্রকাশিত রহিয়াছে, সেই প্রকারের আত্মসংযম অর্থাৎ সকল বৃত্তি-নিরোধ রূপী যোগাগ্নিতে (হবিঃ স্বরূপ অর্পণ করিয়া) হোম করেন।

জ্ঞান দীপিত আত্মসংযম যোগ=যে সমাধিতে সকল বৃত্তি নিরুদ্ধ থাকে, অথচ যাহা মূর্চ্ছা বা নিদ্রা বা সম্মোহিত অবস্থা নহে; ইহাতে অন্তঃকরণ উজ্জ্বল জ্ঞান সম্পন্ন ও আনন্দময় থাকে, ও ধ্যেয় বস্তু পরিষ্কার উপলব্ধি হইতে থাকে; বাহিরে জড়বৎ অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসাদি রুদ্ধ ও হৃৎ স্পন্দন স্তব্ধ থাকিলেও, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও প্রাণ কর্ম্ম বন্ধ থাকিলেও ভিতরে ধ্যেয় বস্তুর দিকে সম্পূর্ণ চেতনা থাকে ও মন আনন্দে পূর্ণ থাকে। ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সকল কর্ম্মহীন থাকিলেও ইহা জড় সমাধি নহে, ইহা জ্ঞান সমাধি। প্রগাঢ় ধ্যানে এ অবস্থা আনে, যদি ভিতরে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সব মিলিয়া এক আনন্দ রূপী জ্ঞানে অর্থাৎ আনন্দময় অনুভূতিতে পরিণত হয়, তাহা হইলে ঐ সমাধি সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আর থাকে না, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ। ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম ধ্যানযোগ; এখানে রহিয়াছে সেই আত্ম সংযমের কথা।

মহানামব্রত। লয় সমাধিতে অবিদ্যার নাশ হয় না।... অনাত্ম বস্তুর মিথ্যাত্ব নিশ্চয় সহ আত্মা পরমাত্মার অভিন্ন ভাব বোধ হইলে যে সমাধি হয়, তাহাই বাধ পূর্ব্বক, অর্থাৎ অবিদ্যার মিথ্যাত্ব নিশ্চয় পূর্ব্বক জ্ঞান দীপিত সমাধি। আত্ম সংযম রূপ যজ্ঞাগ্নি যখন ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান দ্বারা উদ্দীপিত হয়, তখন যোগী তাহাতে লিঙ্গ শরীর আহুতি দেন। লিঙ্গ শরীর = কর্ম্মেন্দ্রিয় ও দশপ্রাণ।

শঙ্কর। বিবেক জ্ঞানের উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত ধ্যান-ধারণা-সমাধি রূপ আত্ম সংযম যোগাগ্নিতে ইন্দ্রিয় কর্ম্ম, প্রাণ কর্ম্ম বিলীন করিয়া দেন।

রামানুজ। মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সমূহের কর্ম্ম, রুদ্ধ করিবার প্রযত্ন করেন।

শ্রীধর। আত্ম সংযম যোগাগ্নি = ধ্যানে একাগ্রতা রূপ যোগ, তদ্রূপ অগ্নি। জ্ঞান দীপিত = জ্ঞান দ্বারা, ধ্যেয় বিষয় দ্বারা, দীপিত অর্থাৎ প্রজ্বলিত হইলে, তাহাতে ধ্যেয় বস্তুকে সম্যক অবগত হইয়া, তাহাতে মনঃ সংযত করিয়া সকল কর্ম্ম উপরত করেন।

Gandhi—In the yogic fire of self control, kindled by Knowledge, they lose themselves in the contemplation of the Supreme.

মধুসূদন। জ্ঞান দীপিতে = জ্ঞান বলিতে বেদান্ত বাক্য শ্রবণ হইতে, ব্রহ্ম ও আত্মার যে একতা সাক্ষাৎকার জন্মে,

তাহা; সেই জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্য নষ্ট করায়, দীপিত অর্থাৎ অত্যন্ত উজ্জ্বলিত যে বাধ পূর্ব্বক সমাধি, তাহাতে। পূর্ব্ব শ্লোকে দৈব যজ্ঞ ও জ্ঞান যজ্ঞের ভেদের কথা বলিয়াছেন ; এই দুইটি শ্লোকের জ্ঞান যজ্ঞের ক্রম বিকাশ দেখাইতেছেন। ইহাই জ্ঞান যজ্ঞর শেষ ভূমি।

তিলক। এই শ্লোক গুলিতে দুই তিন প্রকার লাক্ষণিক যজ্ঞের বর্ণনা আছে, যথা (১) ইন্দ্রিয় সমূহের সংযম করা, অর্থাৎ উহাদিগকে যথাযথ ভাবে, সীমার ভিতরে, নিজ নিজ ব্যবহার করিতে দেওয়া, (২) ইন্দ্রিয় সমূহের বিষয়ও অর্থাৎ উপভোগের পদার্থ, সর্ব্বোতোভাবে ছাড়িয়া দিয়া, ইন্দ্রিয় সকলকে সম্পূর্ণ ভাবে মারিয়া ফেলা, (৩) কেবল ইন্দ্রিয় ব্যাপার নহে, প্রাণেরও ব্যাপার বন্ধ করিয়া, পূর্ণ সমাধি লাগাইয়া কেবল আত্মানন্দে মগ্ন থাকা।...তৃতীয় দৃষ্টান্তে ইন্দ্রিয়গণ ও প্রাণ, উভয় মিলিত হইয়া, হোম করিবার দ্রব্য হইয়া যায়, এবং আত্ম-সংযমন অগ্নি হয়।

২৯ শ্লোকে প্রাণায়াম।...দ্রব্যাত্মক যজ্ঞকে বিস্তৃত করা হইয়াছে। এই রূপ বিস্তৃতি নূতন নহে, যথা মনুস্মৃতিতে ঋষি যজ্ঞ, দেব যজ্ঞ, ভূত যজ্ঞ, মনুষ্য যজ্ঞ, পিতৃ যজ্ঞ। মনুস্মৃতিতে আরও আছে :—ইন্দ্রিয় সমূহ বাণীর হবন করিয়া বাণীতে প্রাণের হবন করিয়া, শেষে জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারাও পরমেশ্বরের হবন করে। ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখিলে, জানা যাইবে যে ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতা গণের উদ্দেশ্য যে

দ্রব্যময় যজ্ঞ শ্রৌত গ্রন্থ সমূহে—উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রচার ধীরে ধীরে পিছাইয়া গিয়াছে।

গিরীন্দ্রশেখর। কেহ ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সমস্ত কর্ম্ম, জ্ঞান দ্বারা প্রজ্জ্বলিত আত্ম সংযম রূপ অগ্নিতে হবন করেন।

কৃষ্ণানন্দ। এখানে বাধ সমাধি।...লয় সমাধিতে আত্মজ্ঞান হয় না।

নীলকণ্ঠ। প্রাণের সহচর স্বরূপ মনের উপসংহার না হওয়ায়, ইন্দ্রিয়-যোগীগণের প্রাণের উপসংহার হয় না, এবং তাহা সুপ্তবৎ থাকে। বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান-যোগীগণের মন উপসংহৃত ও আয়ত্ত হওয়ায়, প্রাণের উপসংহার হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়যোগীর ও জ্ঞান যোগীর ইহাই প্রভেদ।

বিশ্বনাথ। যোগিগণ জ্ঞানের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত সেই আত্মসংযমাগ্নিতে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করেন। ধ্যেয় পদার্থকে সম্পূর্ণ রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, তাঁহারা সংযত-চিত্ত হন ও সকল কর্ম্মের উপরম করেন।

অরবিন্দ। আর এক রকমের সাধনা আছে, যখন আত্মাকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই সাধনা দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয় কর্ম্ম ও সমস্ত প্রাণ কর্ম্ম, সেই এক স্থির শান্ত আত্মার মধ্যে গৃহীত হয়।

রামদয়াল। ইহা আত্ম সংযম যজ্ঞ। ইহাতে ও পূর্ব্বে কথিত সংযম যজ্ঞে অনেক পার্থক্য আছে। সংযম যজ্ঞে বিষয়

চিন্তা হইলে মনকে ছাড়াইয়া লইবার জন্য ভগবানের নাম ও রূপে, ধারণা, ধ্যান ও সমাধির প্রয়োজন ; ভগবানের নাম রূপ ভিন্ন অন্য সমস্ত লয় করিতে হয় বলিযা, এই রূপ সমাধিকে লয় সমাধি বলে। কিন্তু আত্ম সংযম যজ্ঞে যে সমাধি বিচারের দ্বারা আনিতে হয়, অর্থাৎ সংসার মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ করিয়া যে সমাধি হয়, তাহাকে বাধ সমাধি বলে। সংযম-যজ্ঞে চিত্ত একাগ্র করিতে হয়।...(রামদয়াল কি ভাবে জগৎ লয় করিতে হয় তাহা বর্ণনা করিয়াছেন)...অবশেষে মহৎ তত্ত্ব বা মায়ার ঈক্ষণ মায়াতে লয় হয়। মায়া বা শক্তি জড় বলিয়া, স্বীয় কারণ চৈতন্যে লয় হয়। জাগ্রদভিমানী চৈতন্য বা প্রণবের "অ" মাত্রা বা বৈশ্বানর, স্বপ্নাভিমানী চৈতন্য বা প্রণবের "উ" মাত্রা বা তৈজস পুরুষের লয় হয়, স্বপ্নাভিমানী চৈতন্য সুষুপ্তি অভিমানী প্রাজ্ঞ পুরুষে বা প্রণবের "ম" মাত্রাতে লয় হয়। বিশ্বের, সমষ্টি দেহকে বলে বিরাট, আর তাহাতে উপস্থিত চৈতন্যের নাম বিশ্ব বা বৈশ্বানর। এই রূপ তৈজস পুরুষকে বা সূত্রাত্মাকে হিরণ্যগর্ভ বলে। প্রাজ্ঞ পুরুষকে অব্যাপ্রত চৈতন্য বলে। অব্যাকৃত, মায়ার নাম। তাহাতে উপস্থিত চৈতন্য যিনি, তিনি প্রাজ্ঞ বা অন্তর্য্যামী। প্রণবের "ম" মাত্রা, অর্দ্ধ মাত্রা বা তুরীয় ব্রহ্মে লয় হয়। সমস্ত লয় হইয়া গেলে, তুরীয় ব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকেন।...সংযম-যজ্ঞে যে ধারণা, ধ্যান, সমাধি রূপ সংযমের কথা বলিয়াছি, অনেক প্রকারের

ভেদ হেতু। অগ্নিষু এই বহু বচন দিয়াছি। কিন্তু আত্ম সংযম যজ্ঞে যে অগ্নির কথা বলা হইয়াছে তাহা তত্ত্বমস্যাদি বেদান্ত বাক্য জনিত, ব্রহ্ম ও আত্মার আত্মার অভেদ জ্ঞান দ্বারা দীপিত বা উজ্জ্বলিত না হইলে, হইবে না। আত্ম সংযম অগ্নি এক, এবং সংযম অগ্নি বহু।

ব্যামব্রহ্ম। কেহ কেহ নিত্যানিত্য বিষয়ের বিচার করিয়া এমন তীব্র বৈরাগ্য ও জ্ঞান লাভ করেন যে সেই জ্ঞানের সাহায্যেই আত্ম সংযম রূপ যোগের কার্য্য হয়, মন ব্রহ্মাভিমুখী হয় এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় কর্ম্ম (রূপ রসাদি ভোগ) ও প্রাণ কর্ম্ম (চাঞ্চল্য) স্তম্ভিত হইয়া সমাধি অবস্থা উদয় হয়।

ভূপেন্দ্রনাথ। প্রাণ অপান, ব্যান সমান, উদান, নাগ কূর্ম্ম, কৃকর দেবদত্ত ধনঞ্জয়—ইহাদের কর্ম্ম যথাক্রমে, বাহির্গমন, অধোগমন, আকুঞ্চন প্রসারণ, ভুক্তপীত দ্রব্যের সমুন্নয়ন, উদ্গার, উন্মীলন, ফুৎকার, স্তম্ভন, সমস্ত শরীরের সংরক্ষণ। জীব মরিয়া যাইলেও ধনঞ্জয় বাবু শরীরকে ত্যাগ করে না।...সংযম দুই প্রকার—ইন্দ্রিয় সংযম ও আত্ম সংযম ...ইন্দ্রিয়সংযম, যেমন পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, কোন বিষয়কে অবলম্বন করিয়া করিতে হয়, যেমন অনাহত শব্দ শ্রবণ বা কূটস্থ জ্যোতিঃ দর্শন ইত্যাদি। ইহাতে নিরুদ্ধাবস্থা সর্ব্বক্ষণ থাকে না, সম্পূর্ণ রূপে হয়ও না। প্রাণায়মাদি ক্রিয়া উৎপন্ন যে পরাবস্থা, আত্মসংযম রূপ অগ্নি তাহাকে বলে। ইহাতে অন্তরিন্দ্রিয় মন, জ্ঞানেন্দ্রিয়

কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণের সমস্ত ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয়। সম্যক নিরুদ্ধ হইলেই জ্ঞানদীপিত হয়, অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া যায়। সে অবস্থায় বিক্ষেপের লেশ মাত্র থাকে না।

অনেক পণ্ডিতেরা লয় পূর্ব্বক সমাধি এবং বাধ পূর্ব্বক সমাধি লইয়া গোলযোগ করিয়াছেন। সামান্য বস্তু বা সূক্ষ্ম বস্তুতে যে চিত্তের একাগ্রতা বা মনের লয়, তাহাই লয় পূর্ব্বক সমাধি; ইহা ভঙ্গ হইলে আবার বিষয় ভাসিয়া উঠে...এরূপ সূক্ষ্ম বিষয়ে মনকে একাগ্র করিয়া বহুলোক বহু সাধ্য লাভ করে, কিন্তু তাহাতে বিষয়ে বৈরাগ্য হয় না।...স্থূল দেহাভিমানী বা জাগ্রতাবস্থায় প্রণবের 'অ' মাত্রা বা বৈশ্বানর পুরুষে, সূক্ষ্ম দেহাভিমানী চৈতন্য, প্রণবের 'উ' মাত্রায় বা তৈজস পুরুষে, লয় হয়। আবার স্বপ্নাভিমানী চৈতন্য সুষুপ্ত্যাভিমানী বা কারণ দেহাভিমানী প্রণবের 'ম' মাত্রায় বা প্রাজ্ঞ পুরুষে লয় হয়। এই মায়োপহিত চৈতন্যই প্রাজ্ঞ বা অন্তর্যামী। এই প্রণবের, 'ম' মাত্রার শেষই হইল অর্দ্ধমাত্রা, প্রাজ্ঞ ঐ অর্দ্ধমাত্রাতে বা অব্যাকৃত চৈতন্যে লয় হয়। এই মায়া তুরীয় ব্রহ্মে লয় হইয়া গেলে, ব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। তখন ঐ ব্রহ্মচৈতন্যে প্রত্যক্ চৈতন্য চিরদিনের মত সমাহিত হইয়া যায়।

বিজ্ঞানন্দ। ইন্দ্রিয়ের গতি ভাষিত চেষ্টিত আদি ব্যাপার ও সম্পূর্ণ শ্বাস প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া, অজ্ঞানান্ধকার দূর করে যে জ্ঞানালোক তদ্দ্বারা আলোকিত আত্মস্থিতিরূপ অগ্নিতে হবন

করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দৌড়াদৌড়ি ব্যাপার, ও প্রাণের ভিতর বাহির যাইবার ব্যাপার, জ্ঞানালোকিত আত্মস্থৈর্য্যরূপ যোগাগ্নিতে ভস্ম করেন, আর এই প্রকার সমাধির দ্বারা প্রভুতে লীন হন। ইহার অর্থ ইহা নহে যে মরিয়া যাও, ইহার অর্থ ব্রহ্মচিন্তন ছাড়া আর কিছু কোরো না। ইন্দ্রিয় ব্যাপার আত্মায লীন কর। কর্ণে অনাহত নাদ শুনিতে পাইবে। ইন্দ্রিয় ব্যাপার প্রভুর দিকে ফিরিয়ে দাও। প্রাণ সচ্চিদানন্দে মেশাও।

মতিলাল। ধারণাধ্যান ও সমাধি, ত্রয়মেকত্র সংযম। অতএব এই মহাশক্তি সংযমের দ্বারা প্রজ্ঞালোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহানাম ব্রত। আত্মসংযম যজ্ঞ। ইহার আচার্য্য ধ্যান-নিষ্ঠ যোগীগণ, (শ্রীধর)। হবিঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্ম। ইহাদের সমবায়কে সূক্ষ্ম শরীর বলা চলে। আত্মাকে সর্ব্ব-বিষয় হইতে টানিয়া লইয়া সমাহিত হওয়া। ইহা দুই প্রকারের, লয় পূর্ব্বক ও ভাব পূর্ব্বক। লয় পূর্ব্বক সমাধিতে, দেহকে মহাভূতে, মহাভূতকে আকাশে; আকাশকে অহংতত্ত্বে, উহাকে মহত্তত্ত্বে, উহাকে প্রকৃতিতে, উহাকে চৈতন্যে লয় করিয়া দিবার জন্য ভাবনা করিতে হয়। উহাতে সমাধি আনে, কিন্তু অবিদ্যার নাশ হয় না। বাধ পূর্ব্বক সমাধিতেই ব্রহ্মৈকাত্মতা অনুভূতি হয়। ইহাকেই জ্ঞানদীপিত সমাধি বলে। বিচার দ্বারা অবিদ্যা চলিয়া গেলে, একাত্মতাই অবশেষ থাকে।

আত্মসংযমরূপ যজ্ঞাগ্নিতে যখন ব্রহ্মাত্ম জ্ঞান দ্বারা উদ্দীপিত হয়, তখন যোগী তাহাতে তাঁহার লিঙ্গদেহ আহুতি প্রদান করেন।

ভক্তিপ্রদীপ অপরে = পাতঞ্জলি yogins. প্রাণ কর্ম্মাণি = those of the vital airs. আত্ম-সংযম যোগাগ্নৌ = to the fire of pure and controlled self. জ্ঞানদীপিতে = lit by কৈবল্য জ্ঞান।

Telong. Some again offer up all the operations of thenses and the operations of the life breath into the five of devotion by self restraint kindled by knowledge

প্রসঙ্গের ধারায় ভগবান আরও বলিলেন—

দ্রব্য যজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথা পরে।
স্বাধ্যায় জ্ঞান যজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮

পদচ্ছেদ। দ্রব্য যজ্ঞাঃ তপ-যজ্ঞাঃ যোগ-যজ্ঞাঃ তথা অপরে, স্বাধ্যায়-জ্ঞান যজ্ঞাঃ চ যতয়ঃ সংশিত-ব্রতা।

অন্বয়। সংশিত ব্রতাঃ যতয়ঃ দ্রব্য যজ্ঞাঃ তপো যজ্ঞাঃ যোগ-যজ্ঞাঃ তথা অপরে স্বাধ্যায় জ্ঞান যজ্ঞা চ।

কঠিন শব্দ। যতয়ঃ = যতি বা যত্নশীল পুরুষ। সংশিত-ব্রতা = যাহারা দৃঢ ব্রত। অথবা, সংশিত ব্রতাঃ = সম্যক রূপে শিত অর্থাৎ তীক্ষ্ণীকৃত (অতি দৃঢ়ীকৃত) হইয়াছে ব্রত যাহাদের; সেই ব্রত কি? পতঞ্জলি বলিয়াছেন, অহিংসাদি পাঁচটি যম, যখন জাতি প্রভৃতি দ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ না হয়,

তখন তাহারা দৃঢ় ভূমি হওয়ায় মহাব্রত নামে কথিত হয়, (মধুসূদন) সংশিত-ব্রত, ইহার "দৃঢ় ভাবে ব্রতকে যজ্ঞের মত যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন" এ অর্থও বেশ চলিবে কারণ, এত রকম ক্রিয়া যখন যজ্ঞ হইতে পারে, ব্রতই বা কেন না হইবে? দ্রব্যযজ্ঞ শাস্ত্রীয় বিধান মতে দ্রব্যত্যাগ, যথা স্মৃতি বিহিত পূর্ত্ত ও দত্ত নামক কর্ম্মানুষ্ঠান, বা যে যজ্ঞে পশুবলি দেওয়া হয় না বাপী কূপাদি ছাড়া অন্যান্য কাজ, যথা অন্ন প্রদান, দেবালয় নির্ম্মাণ, বৃক্ষাদি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি, শরণাগতকে রক্ষা করা সর্ব্ব-ভূতে অহিংসা, অন্তর্বেদি ও বহির্বেদি দান (যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া এবং যজ্ঞীয় স্থানে যে দান করা হয় তাহা অন্তর্বেদি দান, অন্য সময়ে যে দান করা হয়, তাহার নাম বহির্বেদি দান) (মধুসূদন)। দ্রব্য যজ্ঞের ভিতর ফেলা যাইতে পারে আরও অনেক প্রকারের বিহিত কর্ম্ম, যথা বিদ্যালয়, পাঠাগার চিকিৎসালয় অনাথালয় ধর্ম্মশালাদি স্থাপন, রোগী, দুঃখী, ও আর্ত্তের কায়িক বা আর্থিক উপায়ে সাহায্য রক্ষা করা, এবং নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াদি করা রাগ দ্বেষ বিহিন ভাবে স্বধর্ম্ম পালন, তীর্থ ভ্রমণ তীর্থবাস, গঙ্গা স্নান, শাস্ত্র পাঠ, স্তব ও মন্ত্রাদি পাঠ, নাম কীর্ত্তন, দক্ষ কথক দ্বারা কথকতা করান, পূজা ও উপাসনা এবং এইরূপ নানা বিহিত কর্ম্মাদি করা, যাহাতে দেহ ও মন পবিত্র হইতে থাকে।

আমাদের মনে হয় এই শ্লোকে অন্যান্য যে সকল যজ্ঞের নাম করা হইল, দ্রব্য যজ্ঞ হইতে তাহারা পৃথক এই জন্য, যে

দ্রব্য যজ্ঞের প্রধান কথা, উপাদান লইয়া যজ্ঞ করা, মনন ভাবে যজ্ঞ নহে। দানও দ্রব্যযজ্ঞের প্রধান কথা। তবে বলিদানাদি ইহার ভিতর ফেলা হয় না। দ্রব্যলাভের জন্য করা যজ্ঞ, সকাম যজ্ঞ, এ অর্থও হয়তো দ্রব্যযজ্ঞের কথাতে আছে।

বিহিত কর্ম্মের ভিতর রাজসূয় অশ্বমেধাদি যজ্ঞ শ্রৌত যজ্ঞ ও পঞ্চ যজ্ঞ ইত্যাদি স্মার্ত্ত যজ্ঞ ও ব্রতাদি পৌরাণিক যজ্ঞ, ইহাদিগকে ফেলা যাইতে পারে। ইহাদের অনেকগুলিকে ইতিপূর্ব্বে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের ভিতর ফেলা হইয়াছে। অনেক দ্রব্যযজ্ঞকে দ্রব্যত্যাগ বলিয়াছেন বটে—কিন্তু আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয়, দ্রব্য ত্যাগ করাটার অর্থ বোঝা আয়াস সাধ্য না হইলে ও ভাষা যেন ঠিক হয় নাই, কারণ ঐ ভাষানুসারে জ্ঞান যজ্ঞকে বলিতে যইবে জ্ঞান ত্যাগ! বোধ হয় সরলার্থক হইবে যদি যদি দ্রব্য যজ্ঞকে বলা হয়, দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধিত যজ্ঞ ও জ্ঞান যজ্ঞকে বলা হয় জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধিত যজ্ঞ। আরও এক অর্থ এবং সুসঙ্গত অর্থ, এই দুইটি কথায় দেওয়া যাইতে পারে, যথা উহা জ্ঞান যজ্ঞ যাহা জ্ঞান লাভের জন্য কয়া হয়, যে জ্ঞান পারমার্থিক জ্ঞান; আর উহা দ্রব্য যজ্ঞ যাহা বস্তু লাভের জন্য করা হয়, পারমার্থিক জ্ঞান লাভের জন্য নহে। বেদ পাঠ, গীতা পাঠ, (১৮।৭০) সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন, আত্মানাত্ম বিবেক ইত্যাদি, ও (৪।৩৫ শ্লোকে বিবক্ষিত জ্ঞান যে ভাবে পাওয়া যায়, তাহা জ্ঞান যজ্ঞ। বস্তু লাভের জন্য, কামনা পূরণের জন্য দৈব যজ্ঞ, তাহা দ্রব্য যজ্ঞ। ৪।৩২ শ্লোক অনুসারে

পূর্ব্ব শ্লোকগুলিতে যে সব যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে, সবই প্রায় কর্ম্মজ (যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমূদ্ভব); জ্ঞান যজ্ঞ অনুচিন্তন রূপী যজ্ঞ।

কেহ কেহ দ্রব্য সাধ্য যজ্ঞ, দ্রব্য যজ্ঞ; ও যাহা তাহা নহে তাহা জ্ঞান যজ্ঞ বলিয়াছেন, ও সেই হিসাবে ২৫, ২৬ ও ২৭ শ্লোক জ্ঞান যজ্ঞের শ্লোক বলিয়াছেন। কেহ জ্ঞান যজ্ঞকে মানস সাধন ও দ্রব্য যজ্ঞকে বাহ্য সাধন বলিয়াছেন। তপো যজ্ঞ, যজ্ঞ যথা পঞ্চাগ্নি যজ্ঞ, দিন রাত দাঁড়াইয়া থাকা গলিত পত্র ভক্ষণ, বায়ু ভক্ষণ ইত্যাদি করা। যোগ যজ্ঞ= অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন, যাহা পরিণামে সমাধিত হইয়া যায়। স্বাধ্যায়-জ্ঞান যজ্ঞ=স্বাধ্যায় যজ্ঞ+জ্ঞান যজ্ঞ; স্বাধ্যায় =বেদ পাঠ, গীতা পাঠ, পুরাণ পাঠ ইত্যাদিও ইহাদিগের শ্রবণ ও মনন ইত্যাদি। জ্ঞান যজ্ঞে পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখানে জ্ঞান যজ্ঞ কথাটিকে স্বাধ্যায়ের সহিত লইতে পারা যায়; কেহ কেহ ঐরূপ লইয়াওছেন; অর্থ এই যে স্বাধ্যায় রূপী যজ্ঞাঃ=যাঁহারা যথা নিয়মে বেদাধ্যয়নে নিরত, তাঁহারা স্বাধ্যায় যজ্ঞাঃ, এবং ন্যায়ানুসরণ করিয়া অর্থাৎ মুক্তি অনুসন্ধান পূর্ব্বক বা বিচার করিয়া যাঁহারা বেদার্থ নির্ণয় করিবার জন্য ব্যগ্র, তাঁহারা স্বাধ্যায় জ্ঞান-যজ্ঞাঃ (মধুসূদন)।

অনুবাদ। যত্নশীল বা (যতি বৎ) অনেকে দৃঢ়ভাবে ব্রতাদি অনুষ্ঠান করেন (অথবা "মহাব্রত", তীক্ষ্ণীকৃত বা দৃঢ়ী-কৃত ভাবে করেন) এবং অনেকে (অথবা, যত্নশীল বা যতিবৎ

এবং দৃঢ়ব্রতী অর্থাৎ দৃঢ়তাকে ব্রতের মতন যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের অনেকে), কেহ দ্রব্য-যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী হন, কেহ তপ-যজ্ঞ কেহ যোগ-যজ্ঞ, আর কেহ স্বাধ্যায়-জ্ঞান-যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী হন।

জপ-যজ্ঞ ও নাম-যজ্ঞের কথা নাই; তবে জপ-যজ্ঞ পরে উক্ত হইয়াছে, ভগবানের বিভূতি ভাবে (১০।২৫); তাহা হইলে ইহা একটি বিশেষ প্রকারের শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। নাম যজ্ঞ বোধ-হয় গীতার সময় প্রচলিত ছিল না; বোধহয় চৈতন্যদেব ইহা প্রচলিত করেন।

শঙ্কর। সংশিত ব্রতা = যাহার ব্রতনিয়ম তীক্ষ্ণ অর্থাৎ সূক্ষ্ম শুদ্ধ করা হয়। দ্রব্যযজ্ঞ = যজ্ঞ বুদ্ধিতে তীর্থাদিতে দ্রব্য উৎসর্গ; দ্রব্য সম্বন্ধী যজ্ঞ। যোগ = প্রাণায়াম, প্রত্যাহারাদি। স্বাধ্যায়যজ্ঞ = ঋগ্বেদাদির অভ্যাস। জ্ঞান = শাস্ত্র-অর্থ জানা রূপ জ্ঞান।

তিলক। ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের উদ্দেশ্যে যে দ্রব্যময় যজ্ঞ শ্রৌত গ্রন্থ সমূহে উক্ত হইয়াছে তাহার প্রচার ধীরে ধীরে পিছাইয়া গিয়াছে।...যজ্ঞের অর্থ বিস্তৃত করা হইতে ছিল। যোগ-যজ্ঞের অর্থ কর্ম্ম-যোগ রূপ-যজ্ঞ। স্বাধ্যায় = নিত্য স্বধর্ম্মানুষ্ঠান।

শ্রীধর। দ্রব্য যজ্ঞাঃ = দ্রব্য দানই যজ্ঞ যাহাদের। তপো যজ্ঞাঃ = কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপই যজ্ঞ যাহাদের। যোগ-যজ্ঞ = চিত্ত-নিরোধ লক্ষণ সমাধিরূপ যে যোগ, তাহাই যজ্ঞ যাহাদের।

স্বাধ্যা =বেদ শ্রবণ, মননাদি দ্বারা যে বেদার্থ জ্ঞান, তাহাই যজ্ঞ যাহাদের ; অথবা বেদ পাঠ যজ্ঞ ও বেদার্থ বোধ যজ্ঞ দুই প্রকার।

রামানুজ। দ্রব্য-যজ্ঞ=ন্যায়োপার্জ্জিত ধনে দেবার্চ্চন ; দানে, যজ্ঞে, হোমে দ্রব্য ব্যবহার করা। যোগ-যজ্ঞ=তীর্থ প্রাপ্তি ... স্বাধ্যায়=অর্থ-জ্ঞানের অভ্যাসে নিযুক্ত থাকা। ইহারা সকলে যত্নশীল, দৃঢ় সংযমী।

মতিলাল। কেহ সংশিত ব্রতীকে এক শ্রেণীর যজ্ঞকারী বলিয়াছেন কেহ ব্রতী শব্দ থাকায় ইহাকে বিশেষণ করিয়াছেন। দ্রব্যযজ্ঞ স্মার্ত্ত ও দেবযজ্ঞ শ্রৌত ক্রিয়া।

অরবিন্দ। দ্রব্য যজ্ঞ=নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা। তপো-যজ্ঞ উচ্চ উদ্দেশ্য সাধনে আত্মশক্তি নিয়োগ।

রামদয়াল। দ্রব্য যজ্ঞ=দ্রব্য ত্যাগ ; দেবসেবা পরে যজ্ঞ শ্রৌত এখানে পূর্ত্ত, দত্ত ইত্যাদি স্মার্ত্ত যজ্ঞ উক্ত হইয়াছে। যোগ যজ্ঞ=চিত্তবৃত্তি নিরোধ। পূর্ব্বে সংযম যজ্ঞে ও আত্ম-সংযম যজ্ঞে, প্রত্যাহার এবং ধারণা, ধ্যান, সমাধির কথা বলা হইয়াছে, পরে প্রাণায়ামের কথা বলা হইবে। এখানে যমাদি পঞ্চ, নিয়মাদি পঞ্চ (যাহার ভিতর মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা দ্বারা অভ্যন্তরীন শৌচ আসে), স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান ও আসে। জ্ঞান যজ্ঞ=বেদ অধ্যয়ন না করিয়া যুক্তির দ্বারা অর্থ নিশ্চয় করা, ইহা পূর্ব্বে বিবৃত আত্ম-যজ্ঞ নহে ;

বলদেব ও বিশ্বনাথ। কোনও কোনও কর্ম্মযোগী ন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্য দ্বারা দেবার্চ্চনার প্রযত্ন করে।

গিরীন্দ্রশেখর। যোগ যজ্ঞ = যোগাভ্যাস যজ্ঞ।

কৃষ্ণানন্দ। সংশিত ব্রত = অত্যন্ত দৃঢ় ব্রত রূপ যজ্ঞ।

মধুসূদন। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি আট প্রকার যোগের অঙ্গ; তন্মধ্যে শ্রোত্রাদীনী শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রত্যাহারের বিষয় বলা হইয়াছে। প্রাণায়ামের কথা পরের শ্লোকে আসবে। এখানে যম, নাম ও আসন কি তাহা বলা হইতেছে, যম = অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ; নিয়ম = শৌচ, সন্তোষ, তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান। আনন = পদ্মাসন ইত্যাদি।

ব্যোমব্রহ্ম। দ্রব্য যজ্ঞ = পুষ্প, পত্র, গঙ্গাজল নৈবেদ্যাদি লইযা কর্ম্ম করেন। যতয়ঃ = সন্ন্যাসী হন। সংশিত ব্রতাঃ = কতকগুলি নিয়ম পালন করেন অথবা দানাদি পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। জ্ঞান যজ্ঞ জ্ঞান লাভের জন্য যজ্ঞ করেন।

মহানামব্রত। দ্রব্যযজ্ঞ। তীর্থাদিতে দ্রব্যাদি দান, অন্নাদি বিতরণ, কূপতড়াগাদি খনন, মঠ মন্দিরাদি নির্ম্মাণ বা সংস্কার সাধন, শরণার্থীকে আশ্রয় স্থান দান,...এই সকল যদি যজ্ঞ বুদ্ধিতে অর্থাৎ জীবের কল্যাণার্থক রিতেছি এই বুদ্ধিতে করা হয়, তাহা হইলে দ্রব্য যজ্ঞ হইবে।

তপোযজ্ঞ। চান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান, সহিষ্ণুতা সাধন ইত্যাদি।

যোগযজ্ঞ। চিত্তবৃত্তি নিরোধই যোগ। যম নিয়মাদি পালন।

স্বাধ্যায়যজ্ঞ=বেদপাঠ। জ্ঞানযজ্ঞ=গভীর যুক্তিবিচার অনুশীলন পূর্ব্বক বেদার্থের নিশ্চয়াবধারণ, যজ্ঞ বুদ্ধিতে করা।

দৃঢ়ব্রত যজ্ঞ। যে কোনও কার্য্যের বা নিয়মের কিছুমাত্রও ত্রুটি বা বিচ্যুতি না ঘটে, এই ভাবে নিত্য নিয়মিত অনুষ্ঠানের নাম দৃঢ়ব্রত যজ্ঞ।...যথা, সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং সংশিত ব্রতাঃ ইত্যাদি। এ কার্য্যও কামনা পূর্ব্বক করিলে যজ্ঞ হইবে না।

Telang. দ্রব্যযজ্ঞ=saerifice of wealth. সংশিত ব্রতাঃ=ascetice of rigid vows.

ভূপেন্দ্রনাথ। প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নিতে ঘৃত সংযুক্ত বিল্বপত্রাদি নিক্ষেপ এবং দ্রব্যদানাদিও যজ্ঞ, তাহা করিলেও পুণ্য হয়, কিন্তু উপকরণ যজ্ঞ অপেক্ষা যাঁহারা কূটস্থে নানারূপ দেখেন তাঁহারা আরও ভাল। যাঁহারা তপোলোকে বা অজ্ঞাচক্রে থাকেন তাঁহারা তদপেক্ষাও ভাল, যাঁহারা নাদাদি শ্রবণ করেন তাঁহাদেরও অবস্থা ভাল, যাঁহারা বেদের অর্থজ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বালোচনা করেন, সমস্ত চক্রগুলির কথালোচনা করেন এবং তত্তৎ স্থান সমূহে যে সব শক্তি আছে সেই সকল শক্তি সম্বন্ধে সম্যক পরিচয় লাভ করেন এবং এতৎ স্থানসমূহে যে সব শক্তি আছে সেই সকল শক্তি সম্বন্ধে সম্যক পরিচয় লাভ করেন এ সমস্তই ভাল, কিন্তু ক্রিয়ার পরাবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যেখানে 'আমি' আমার

থাকে না। এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে তীক্ষ্ণ ব্রতপরায়ণ ও প্রযত্নশীল হইতে হইবে।

বিদ্যানন্দ। ঈশ্বরার্পণ ভাবনায় পরোপকারের জন্য দ্রব্য অর্থাৎ ধন, অন্ন, বস্ত্রাদিরূপ স্থূল পদার্থের দান দেওয়ারূপ যজ্ঞ। ভগবান যজ্ঞ কত সহজ করিয়া দিলেন ; সকলে, কিছু না পারুক, নিজের খাবার হতে একটুকু অন্ন ভিখারীকে দিতে পারে।

ভক্তিপ্রদীপ। যতয়ঃ = ascetics. সংশিতব্রতা = severe vows. দ্রব্যযজ্ঞ = five fold sacrificial offers. যোগযজ্ঞ = অষ্টাঙ্গ যোগ। স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞ = indiscriminating between spirit and matter based on vedic truths. Those who strive to perform such four-fold Yajanas are called ascetics of severe vows.

(২৯, ৩০)। আরও যজ্ঞ আছে, যথা—

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে হপানং তথাপরে।
প্রাণাপান গতিরুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ ॥ ২৯
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি। ৩০

পদচ্ছেদ। অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে অপানং তথা অপরে, প্রাণ-অপান-গতী রুদ্ধা প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ, অপরে নিয়ত আহারাঃ প্রাণান প্রাণেষু জুহ্বতি।

অন্বয়। তথা অপরে অপানে প্রাণম্, প্রাণে অপাণং জুহ্বতি। প্রাণাপান গতী রুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ, অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।

কঠিন শব্দ। অপানে জুহ্বতি প্রাণম্ = প্রাণ বায়ু অপান বায়ুতে প্রক্ষেপ করেন, অর্থাৎ বাহিরের বায়ুকে শরীরের ভিতরকার অপান বায়ুতে প্রক্ষেপ করাইয়া অর্থাৎ শরীরের ভিতর প্রবেশ করাইয়া পূরক নামক প্রাণায়াম করেন। প্রাণ অপাণম্ = অপান বায়ু প্রাণ-বায়ুতে প্রক্ষেপ করেন, অর্থাৎ ভিতরের বায়ুকে বাহিরের বায়ুতে নিক্ষেপ করিয়া রেচক নামক প্রাণায়াম করেন। প্রাণাপান গতী রুদ্ধা = শরীরান্তর্গত বায়ুর বহির্নিগমন রোধ করিয়া, শ্বাস ক্রিয়াকে ও প্রশ্বাস ক্রিয়ার, দুই ক্রিয়ার গতি রোধ করিয়া, কুম্ভক নামক প্রাণায়াম করেন। প্রাণায়াম = প্রাণ + আয়াম, অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়মন দ্বারা প্রাণশক্তির আয়াম বা নিয়মন ; (ইহা অভিজ্ঞ গুরুর নিকট শিক্ষা করা আবশ্যক, ভুল ভাবে করিলে ভয়ঙ্কর হানিপ্রদ হয়)।

এইবার "অপরে নিয়তাহারাঃ" পংক্তিটি লওয়া যাউক্। এই পংক্তিটি দুর্ব্বোধ্য বলিয়া, প্রায় সকলেই ইহার, মাত্র শাব্দিক অনুবাদ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিশিষ্ট দার্শনিক, বৃহৎ বৃহৎ পাঁচ খণ্ডে রচিত "History of Indian Philosophy নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক, ও কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ্য, ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, তাঁহার গ্রন্থে এই পংক্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "It Is difficult to understand the exact meaning of offering af an oblation of প্রাণ to প্রাণ। The Interpretation of শঙ্কর, শ্রীধর· and others give us but little help in this matter.

এই পংক্তিটির, আমাদের মোটা বুদ্ধি অনুসারে, কিছু আলোচনা আমরা করিলাম, সুধীজনেরা আমাদের ধৃষ্টতা যেন মার্জ্জনা করেন। শব্দগুলি প্রথমে লওয়া যাউক। নিয়তাহার = নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ সুযুম্নানুমোদিত, এবং উপযোগী ও পরিমিত আহার ; নিয়ত শব্দের নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুমোদিত অর্থ আমরা গীতাতে পাই, যথা ৩।৮ ; ১৮।৭,৯,২৩ ইত্যাদি শ্লোকে ; ঐ ৩৮ শ্লোকে, উহার অর্থ 'সতত' নহে বক্ষ্যমান শ্লোকে তো নহেই। যুক্তাহার (৬ ১৭) শ্লোকে, আহার পরিমিত, অর্থাৎ না-বেশী, না-কম হওয়া উচিত ব'লয়া দিতেছে। কয়েকজন নিয়তাহার অর্থে উপবাসাদি করা বলিয়াছেন। নিয়তাহারের আরও এক, একটু অন্যভাবে, অর্থ আমরা দিয়াছি, ও ব্যাখ্যায় লাগাইয়াছি, তাহা আহরণ সংযমিত করা, অর্থাৎ মনকে বাহির হইতে কোন কিছু ভিতরে আনিতে না দেওয়া, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধ। জুহ্বতি, ইহার অর্থ, হবিঃ ভাবে নিবেদিত করা, অধীন করিয়া দেওয়া, সম্মিলিত করিয়া দেওয়া। প্রাণান্ প্রাণেষু, ইহারই অর্থ গোলমেলে। প্রাণ অর্থে এখানে life বা soul বা vital energy হইতে পারে না, কারণ বহু বচন ; তবে life's processes বা life's characteristics হইতে পারে, যাহা বিজ্ঞান মতে anabolism ও kata-bolism এবং যাহা power of carrying on respiration, power of responding, power of self repairing, power of growing from inside power of

reproducing ইত্যাদি, এবং যাহা জায়তেম্রিয়তে ইত্যাদি। বক্ষ্যমান পংক্তিতে এ অর্থগুলির ব্যবহার সুবিধার হইবে না। এখানে, ইন্দ্রিয়গুলি এবং প্রাণবায়ুগুলি, এই দুইটি অর্থ আমরা পাইলাম, ঐ দুইটি অর্থ লইলে যে চার রকম যোগাযোগ হইতে পারে, তাহারা—(১) ইন্দ্রিয়গুলিতে ইন্দ্রিয়গুলির হবন (২) প্রাণবায়ুগুলিতে ইন্দ্রিয়গুলির হবন (৩) ইন্দ্রিয়গুলিতে প্রাণবায়ুগুলির হবন (৪) প্রাণবায়ুগুলিতে প্রাণবায়ুগুলির হবন। এইবার, এই চাররকম যোগাযোগে কোনটার ব্যাখ্যা কিরূপ দাঁড়ায় দেখা যাউক।

১ (ক), ইন্দ্রিয়গুলিতে ইন্দ্রিয়গুলির হবন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিতে ইন্দ্রিয়গুলিকে অবরুদ্ধ রাখা, অর্থাৎ অ-কাজে তাহাদিগকে বাহিরে আসিতে না দেওয়া। এঅর্থ হয়তো দেওয়া যাইতে পারে, তবে জুহ্বাতির অর্থ "অবরুদ্ধ" করিতে হয় এবং বলিতে হয়, হবিঃ যেমন অগ্নিতে অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে, সেইরূপ।

১ (খ) উপবাস করিতে থাকিয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে ক্ষীণ করিয়া ফেলা; কিন্তু প্রাণান্ প্রাণেষু অর্থাৎ প্রাণশব্দের দুইবার আসা ইহাতে হয় না; ইন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তে প্রাণবায়ু বসাইলেও, দুইবার হয় না। তাহা ছাড়া, এরূপ যজ্ঞ বা তপস্যাকে গীতা আসুরিক বলিয়াছে। গীতার মান্য golden mean, ইহা পরে, বুদ্ধদেবেরেও মান্য হইয়াছিল।

২ (ক), প্রাণময় কোশে, পঞ্চপ্রাণ ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ থাকে। বলি বৈশ্য যজ্ঞে, প্রাণগুলিকে তৃপ্ত করিলে, ইন্দ্রিয়-

গুলির আঁকুপাঁকু থাকে না। অগ্নি যেমন হবিঃকে আপন করিয়া লয়, প্রাণবায়ুগুলিও সেইরূপ ইন্দ্রিয়গুলিকে আপন করিয়া লয়, নিজেদের তৃপ্তি তাহাদেরও দেয়। বলি বৈশ্য যজ্ঞ প্রাণবায়ুগুলিতে ইন্দ্রিয়গুলির হবন বলা যাইতে পারে, কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় দুইয়েরই।

২ (খ), প্রাণগুলিতে ইন্দ্রিয়গুলির হবন, অর্থাৎ প্রাণ থাকিবে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলির কর্ম্ম বন্ধ হইযা যাইবে, প্রণবায়ুগুলিতে অন্তর্লীন হইয়া থাকিবে, ইহা হয় সমাধিতে এবং হটযোগে। সমাধিতে অন্তঃকরণ জ্ঞানদীপিত থাকে (৪।২৭), কিন্তু এ পংক্তিতে সেরূপ কোন কথা নাই বলিয়া, আমরা হটযোগ অর্থ লইলাম। সমাধি বা হটযোগে খাদ্যাদি খাওয়া বন্ধ থাকে, কাজেই এখানে নিন তাহার অর্থে, আমরা উপরে যে আর একটি অর্থ দিয়াছি, অর্থাৎ আহরণ সংযমিত করা, অর্থাৎ বাহিরের কোন কিছুকে ভিতরে আসিতে না দেওয়া সেই অর্থ লইতে হইবে।

(৩) প্রাণবায়ুগুলিকে ইন্দ্রিয়গুলিতে উৎসর্গ করা ; ইহার কোন অর্থ হয় না, নিয়ত শব্দ যুক্ত করিলেও হয় না।

(৪) প্রাণবায়ুগুলিতে প্রাণবায়ুগুলিকে হবন করা, অর্থাৎ সম্মিলিত করা বা একযোগে আনা, যেন তাহারা পরস্পরের বিদ্রোহাচরণ না করে, একযোগে থাকিয়া দেহ ও মনকে নিরাময় রাখে। ইহার আহার শুদ্ধিতেই হয়। পরে, টিপ্পনীতে, ইহা বিশদীকৃত হইবে।

আমরা বহুস্থানে বলিয়াছি, গীতার দুর্ব্বোধ্য স্থানগুলিতে এক শব্দের একাধিক অর্থ থাকে বলিয়া ঐরূপ ; ব্যাখ্যায় ঐ অর্থগুলি পৃথক পৃথক করিয়া দেওয়া প্রয়োজন ; এই পংক্তিটি, একটি উদাহরণ। নীচে টিপ্পনীতে, ঐ ব্যাখ্যাগুলির উপর আলোকপাত করা হইয়াছে। আমরা অবশ্যই মুর্খ, মুর্খের চেষ্টা সমুহ অবশ্যই ক্ষন্তব্য।

অনুবাদ। আবার অন্যেরা, যাঁহারা প্রাণায়ামে রত থাকেন, তাঁহারা অপান বায়ুতে প্রাণবায়ু প্রক্ষেপ করেন (অর্থাৎ পূরক প্রণায়াম করেন ; আর প্রাণ বায়ুতে অপান বায়ু প্রক্ষেপ করেন, অর্থাৎ পূরক প্রাণায়াম করেন ; আর প্রাণবায়ুতে, অর্থাৎ বাহিরের বায়ুতে অপান বায়ু প্রক্ষেপ করেন, অর্থাৎ রেচক প্রাণায়াম করেন। কেহ, প্রাণ ও অপান, দুই বায়ুরই গতিরোধ করিয়া, অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস রোধ করিয়া, কুম্ভক নামক প্রাণায়াম করেন। অন্যেরা নিয়ন্ত্রিত আহারে, অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুমোদিত ও যাহা অপরিমিত নহে, এরূপ আহার শুদ্ধি ক্রিয়ায়, অথবা আহরণ সংযমে অর্থাৎ বাহিরের কোন কিছু অকাজে ভিতরে আসিতে না দিয়া, প্রাণসমূহে প্রাণসমূহ হবন করেন, যাহা উপরে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এইবার ব্যাখ্যাগুলি পরিষ্কার করিতে, কয়েকটি টিপ্পনী দেওয়া যাউক। শক্তিগুলিকে প্রাণ বায়ু, অপাণ বায়ু ইত্যাদি বলা হয়, অর্থাৎ বায়ু নামে উক্ত করা হয়, আমাদের মনে হয় এইজন্য যে, উহারা স্বতঃ নিজ নিজ কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত

থাকে, এবং আপনিই প্রসারিত হইয়া কাজ করে; সঙ্কল্পের দ্বারা কাজ করিতে হয় না। হাত যদি আমি নাড়তে চাই, তো মনে ইচ্ছা বা সঙ্কল্প আনিতে হইবে। কিন্তু শ্বাস, প্রশ্বাস ক্রিয়া, পরিপাক ক্রিয়া, রক্ত চলাচল ক্রিয়া, আপনিই চলে, নিদ্রিত অবস্থাতেও চলে। চক্ষুতে পড়ে-পড়ে এরকম তৃণাদি কোনও বস্তু চক্ষের সম্মুখে আসিলে চক্ষু আপনিই বন্ধ হইয়া যায়; ইহাতে সঙ্কল্প করিতে হয় না। নিমীলন শক্তি বা কূর্ম্ম বায়ু নিজে হইতে সেখানে গিয়া উহা করাইয়া দেয়। এই-সকল শক্তি যেন গতিশীল, যথা, বাহিরের বায়ুকে ভিতরে টানা, ভিতরের বায়ুকে বাহিরে লইয়া যাওয়া, ভক্ষিত দ্রব্যকে পরিপাক করিতে করিতে নীচের দিকে চালিত করিতে থাকা, রক্তকে সঞ্চালিত করা, ইত্যাদি। এই গতিশীলতার জন্য, এবং শ্বাস ও প্রশ্বাস এই দুই শক্তি প্রত্যক্ষ ভাবে বায়ুর সহিত সম্বন্ধিত বলিয়া আমাদের মনে হয় এই স্বতঃ ক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সাধারণ নাম "বায়ু" হইয়াছে। জীবের মৃত্যুকে, সাধারণ লোকে দেখিতে পাওয়া যায় না, এরকম বস্তুর অর্থাৎ বায়ুর মত কোন কিছু চলিয়া যাওয়াকে ভাবে এবং ইহা প্রাণাপানের প্রাণ "বায়ুর" সহিত সম্বন্ধিত, এই ধারণা দাঁড়াইয়া যাওয়ায়, মৃত্যুকে তাই বলা হয়, প্রাণ-বায়ু পরিত্যাগ করা। এই শক্তিগুলি বস্তুতঃ বাতাস নহে, শক্তি; বাহিরের বাতাস "প্রাণ" বায়ু নহে, তবে প্রাণ-বায়ু নামক শক্তির" দ্বারা আকর্ষিত হইয়া ভিতরে যায় বলিয়াও ইহা সত্যই বায়ু বলিয়া ঐ বাতাস "প্রাণ-বায়ু" নাম

পাইয়াছে। সেইরূপ যে বাতাস অপান বায়ু নামক শক্তির” দ্বারা অধোদেশ হইতে বাহিরে যায় তাহা “অপান বায়ু” নাম পাইয়াছে; শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ায় যাহা বাহিরে আসে তাহাকেও অপান বায়ু বলা হয়। ব্যাখ্যায়, সেই অনুসারে “প্রাণ বায়ুকে প্রক্ষেপ করা হইল” ইত্যাদি, বলা হইয়াছে। প্রাণ বা পঞ্চপ্রাণ, অর্থাৎ এই “প্রাণ” নাম, এই শক্তিগুলি সাধারণ ভাবে পাইয়াছে, তাহা সঙ্গত কারণ ইহারা দিবারাত্র কাজ করিতেছে, জীবন হীনতা ইহাদের স্তব্ধ হইয়া থাকা নহে (৪।২৭) একেবারে চলিয়া যাওয়া।

নিজ নিজ স্বধর্ম্মানুমোদিত ও ঠিক পরিমাণ আহার দেহ-নিরাময় রাখে। যথা, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মাংসাহার নিষিদ্ধ নহে, ইত্যাদি এই স্বধর্ম্মানুমোদিত আহার, যাহার স্বধর্ম্ম যাহা, সেই স্বধর্ম্মে তাহাকে শুদ্ধ রাখে। আহারে সত্ত্ব-শুদ্ধি হয়, সত্ত্ব-শুদ্ধি ইহাও। এই ভাবে দেহ যাহার শুদ্ধিকৃত হয়, অর্থাৎ নিজ কার্য্যের জন্য ঠিক রাখান হয়, তাহার দেহে, প্রতি “প্রাণ” নিজ স্বাতন্ত্র্য যেন অন্য প্রাণগুলিতে উৎসর্গীকৃত করিয়া একযোগে কর্ম্ম করিতে থাকে। প্রাণ ও অপান বায়ু দ্বয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা উপরে বলা হইয়াছে। এই প্রাণশক্তিগুলির আত্ম-স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জিত ভাবে সহযোগিতা মূলক ক্রিয়ায় দেহ রক্ষিত হয়। ইহাই প্রাণগুলিতে প্রাণগুলির নিজেদের আহুতি প্রদান; আর ইহা হয় তখনই, যখন দেহ নিজ জীবনী-কার্য্যের জন্য শুদ্ধ থাকে, আর তাহা হয় যখন তাহাকে স্বধর্ম্ম অনুমোদিত

এবং উপযোগী অর্থাৎ তাহার যাহা প্রয়োজন সেইরূপ খাদ্যে রাখা হয়। ইহাই "নিয়তাহারাঃ প্রাণান প্রাণেষু জুহ্বতি"। শাস্ত্রে বলিয়াছে, "অন্ন ব্রহ্ম"। আহার শুদ্ধিতে দেহ-শুদ্ধি হয়। যে যেমন আহার করে তাহার দেহ, মন সেইরূপ গঠিত হয়। তদনুযায়ী ব্রহ্ম-জ্ঞানের যোগ্যতা হয়। তাহা ছাড়া, ইহা সাধারণ জ্ঞান যে, আহার সর্ব্বদা উপযোগী হওয়া চাই; যুবকের পক্ষে যাহা উপযোগী, বৃদ্ধের পক্ষে বা বিধবার পক্ষে তাহা নহে; ১৭।৮, ৯, ১০ শ্লোক সমূহে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক খাদ্য আলোচিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া carbohydrates, fat, proteins, salt, vitamins ও water ইত্যাদি, খাদ্যে সবগুলি এবং উপযুক্ত ভাবে থাকা চাই। বিজ্ঞান যেন লঙ্ঘিত না হয়।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে এই প্রাণ-ক্রিয়াও যজ্ঞ বিশেষ এবং তাঁহারই আশ্রয়ে ইহা চলিতে থাকে যাঁহাকে অধিযজ্ঞ বলা হইয়াছে (৮।৪); ১৫।১৪ শ্লোকেও ইহাই পাই।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যার টিপ্পনী। প্রাণ ও ইন্দ্রিয় বিষয়ে ছান্দোগ্য-উপনিষদে পঞ্চদশ অধ্যায়ে অষ্টাদশ হইতে চতুর্ব্বিংশতি খণ্ড দ্রষ্টব্য। প্রাণাগ্নি হোত্রে অন্নগ্রাস গ্রহণকালে, "প্রাণায় স্বাহা" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক মনে করিতে হইবে, আমি অগ্নিহোত্রে আহুতি দিতেছি, ইহা আমার আহারমাত্র নহে। প্রাণ তৃপ্ত হইলে চক্ষু তৃপ্ত হয়, চক্ষু তৃপ্ত হইলে আদিত্য তৃপ্ত হন, ইত্যাদি। ইহাদের তৃপ্তিতে ভোক্তা তৃপ্ত হন। দ্বিতীয় আহুতি

ব্যানায় স্বাহা।...ব্যান তৃপ্ত হইলে শ্রবণ তৃপ্ত হয় ইত্যাদি। তৃতীয় আহুতি অপানায় স্বাহা, ইহাতে বাক্, ইত্যাদি।... চতুর্থ আহুতি, সমানায় স্বাহা, ইহাতে মন তৃপ্ত হয়। পঞ্চম আহুতি উদানায় স্বাহা, ইহাতে বায়ু তৃপ্ত হয়। তাহা হইলে পাওয়া গেল যে স্বধর্ম্মানুমোদিত ভাবে আহার গ্রহণ করিলে প্রাণসমূহ তৃপ্ত থাকে এবং তৎ সহযোগে ইন্দ্রিয়গুলি তৃপ্ত থাকে অঁকুপাঁকু করে না।

"অন্নই মহঃ, কারণ অন্নের দ্বারা প্রাণ সমূহ পুষ্ট হয় (তৈউ, ১।৩।৫)।" মুখ্য প্রাণের অধীনরূপেই ইন্দ্রিয়গণ ক্রিয়াধীন হইয়া থাকে" (তৈউ ২।৩)

গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকায়, গণ্ডুষ ও পঞ্চগ্রাসের মন্ত্র।—ভোজনের পূর্ব্বে উপনীত দ্বিজাতি ভূমির উপরে অল্প পরিমাণ অন্ন পাঁচ ভাগে রাখিয়া, এক গণ্ডুষ জল লইয়া, "ওঁ নাগায় নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ কৃকরায় নমঃ, ওঁ দেবদত্তায় নমঃ, ওঁ ধনঞ্জয়ায় নমঃ," এই পাঁচ মন্ত্রে প্রত্যেক ভাগে, একটু একটু জল দিবেন। এক গণ্ডুষ জল লইয়া "ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা বলিয়া পান করিবেন। পরে প্রাণাহুতি প্রভৃতি মুদ্রারদ্বারা, অল্প অল্প অন্ন অন্ন তুলিয়া ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ প্রাণায় স্বাহা, বলিয়া প্রতি মন্ত্র পাঠে একবার করিয়া মোট পাঁচবার ভোজন করিবেন, এবং ভুক্তাবশেষ ভূমিতে ফেলিবেন। ভোজনান্তে অন্নযুক্ত হস্তে এক গণ্ডুষ জল পান করিবেন।

এইবার, আহার অর্থে, আহরণ লওয়া যাউক—কেহ বা, যাহা বাজে বা নিরর্থক এইরূপ আহরণাদিতে সংযম আনিয়া অর্থাৎ মনকে বাজে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, একমনে হঠযোগ সাধন করে, ও তাহাতে থাকিয়া, পঞ্চ প্রাণে, প্রাণ সমূহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে উৎসর্গ করিয়া দেয়, অর্থাৎ তাহাদের কার্য্য করা বন্ধ করিয়া দেয়। এখানে সমাধির কথা আসে না, কারণ জ্ঞানদীপিত শব্দ নাই। যোগী যখন জড় সমাধিতে নিজেকে রাখে তখন পঞ্চপ্রাণ, অর্থাৎ প্রাণশক্তি বা প্রাণ থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয় চৈতন্য থাকে না। হঠ যোগীকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহার প্রাণ চলিয়া যায় নাই। ভূগর্ভে প্রোথিত এইরূপ এক হঠ যোগীকে মহারাজা রণজিৎ সিংহের সময় পাওয়া যায়। হঠ যোগীতে প্রাণ থাকে দেহ-পচন হয় না, তবে বহু যত্নের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে কার্য্যক্ষম করাইবার পর, তখন তাহার ব্যুত্থান হয়, তখন সে সাধারণ মানুষের মত হয়, তাহার শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে থাকে, তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগে। হঠযোগ অভ্যাসে, অপ্রয়োজনীয় বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে প্রত্যাহৃত করিতে হয়।

আমরা মূর্খ, আমাদের ব্যাখ্যাগুলি সুধিজনেরা যেন ক্ষমা করেন। আমরা তবু অনুবাদ করিয়াই ছাড়িয়া দিই নাই।

শঙ্কর। প্রাণ সমূহকে, অর্থাৎ বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন ভেদকে, প্রাণ সমূহে হবন করেন, অর্থাৎ যে যে বায়ুর উপর বিজয়লাভ করেন, অন্য বায়ুদের তাহাদের হবন করেন। সব বায়ুদের

তাহাতে হইয়া যায়। নিয়তাহার = যাহার আহার নিয়মিত বা পরিমিত।

রামানুজ। নিয়তাহার, এই বাক্য তিন প্রকার (অর্থাৎ পুরক, রেচক, ও কুম্ভক)—এই তিন প্রকার, প্রাণায়াম পরায়ণ পুরুষের সহিত সম্বন্ধিত।

শ্রীধর। অন্য কেহ কেহ (নিয়তাহার) আহার সঙ্কোচ অভ্যাস করিতে করিতে স্বয়ংই জীর্ণ হইতেছে, এমন ইন্দ্রিয় সমূহে সেই ইন্দ্রিয়বৃত্তির লয়কে আহুতি কল্পনা করেন। অথবা, পুরক ও রেচককালে "হংসঃ সোহম্", অর্থাৎ "আমি সেই" ও তিনিই আমি", এইরূপ অনুলোম ও প্রতিলোম ক্রমে অভিব্যক্ত হইতেছেন, এমন অজপা মন্ত্র দ্বারা "তৎ ত্বং" পদার্থের ঐক্য, পরম্পরা ব্যতীহার দ্বারা ভাবনা করেন। যোগ শাস্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে, "প্রাণ" "স" কার দ্বারা বাহিরে যায়, পুনরায় "হ" কার দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করে।" "আমি তিনি" ও "তিনি আমি" এরূপ চিন্তা করিবে। প্রাণাপান গতীরুদ্ধা ইত্যাদির অর্থ দেহের দুইভাগ অন্নের দ্বারা ও একভাগ জলের দ্বারা পূর্ণ করিবে ; চতুর্থ ভাগ বায়ুর শঞ্চরণে নিমিত্ত রাখিয়া দিবে, ইত্যাদি রচনানুসারে, নিয়তাহার অর্থাৎ নিয়ত হইয়াছে আহার (গ্রহণ) যাহাদের, তাহারা কুম্ভক দ্বারা প্রাণ ও অপানের "গতীরোধ" করতঃ প্রাণ সংযম পরায়ণ হইয়া প্রাণ সকলকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলকে প্রাণে আহুতি দেন ; কুম্ভক দ্বারা সমস্ত প্রাণবয়ু একীভূত হয়। (যোগী) তাহাতেই,

অর্থাৎ লীয়মান ইন্দ্রিয় সমূহে হোম করিয়া থাকেন। যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, নিরন্তর অভ্যাস বশতঃ যে পরিমাণে মনে স্থিরতা সাধিত হয়, সেই পরিমাণে বায়ু, বাক্, কায় ও দৃষ্টির স্থিরতা লাভ হয়।

মধুসূদন। পূরক ও রেচক এতদুভয়ের নির্দ্দেশ করায় ইহাদের সহিত অবিনাভূত বিবিধ কুম্ভক, অন্তঃ কুম্ভক ও বহিঃ কুম্ভক কথিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে...এইবার চতুর্থ প্রকারে কুম্ভকের কথা বলিতেছেন।...আহার বিষয়ে নিয়ম (সংযম) রূপ যোগ সাধন বিশিষ্ট হইয়া, বাহ্য ও আন্তর কুম্ভকাভ্যাস দ্বারা নিগৃহীত (নিরুদ্ধ) প্রাণ বৃত্তিতে প্রাণান্ অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে আহুতি প্রদান, অর্থাৎ চতুর্থ প্রকারের কুম্ভক অভ্যাস করতঃ সেইগুলিকে বিলোপিত করেন। (মধুসূদন এখানে কুম্ভক ও নানা প্রাণায়ামের বিশদ বিবৃতি দিয়াছেন।

Radhakrishnan. While others restricting their food, pour, as sacrifice, their life's breaths in to life's breaths.

সন্তদাস। আহারকে সংযুক্ত করিয়া, ইন্দ্রিয়দিগকে নানা ভেদ যুক্ত প্রাণবায়ুতে, প্রাণবায়ুকে হৃৎ-কমলে হবন করেন।

কৃষ্ণানন্দ। প্রাণে জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ও কর্ম্মেন্দ্রিয়কে আহুতি দেন। বৈরাগ্য সহ ঈশ্বর প্রণিধান ইহার সাধন। ইহাতেও ক্রমে ক্রমে প্রাণগতি নিরুদ্ধ হইয়া যায়, অথচ হঠযোগের ক্লেশাদির আশঙ্কা নাই।

সমন্বয় গীতা। অন্যেরা আহার সংযমপূর্ব্বক প্রাণ বৃত্তির বিরুদ্ধ-পথে গতি অবরুদ্ধ করেন। এই অবরুদ্ধ-গতি প্রাণ-বৃত্তিতে তাঁহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ প্রাণ সমূহকে হবন করেন, অর্থাৎ সেই সেই ইন্দ্রিয় বৃত্তি পরিহার করিয়া, আত্মার সহিত যে একতা লাভ করে, সেই একতা লাভকেই হোম ক্রিয়া বলা হয়। রামানুজ ও অনুযায়ীগণ "নিয়তাহারকে" প্রাণায়ামের সহিত যুক্ত করিয়াছেন।

গিরীন্দ্রশেখর। শাস্ত্রকারগণের মতে, শরীরের সমস্ত পেশীয় ও প্রাণ-ক্রিয়া সূক্ষ্ম শক্তির সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়, এই শক্তির সাধারণ নাম "বায়ু" বা প্রাণ ; দেহে পঞ্চপ্রাণ আছে। মূর্দ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া নাসিকা বিবর পর্য্যন্ত স্থানের প্রাণ ক্রিয়া উদান বায়ু দ্বারা সম্পাদিত হয়। নাসিকা হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত স্থান প্রাণ বায়ুর অধিকারে, হৃদয় হইতে নাভি সমান বায়ুর অধিকারে এবং নাভি হইতে পদতল অপান বায়ুর অধিকারে। প্রাণ বায়ু সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া আছে। "প্রাণ-বায়ু" শব্দে শ্বাস ও প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি উভয়ই বোঝায়। কেহ কেহ আহার নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রাণেতে প্রাণের যজ্ঞ করে। যজ্ঞফল ভোগে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। প্রাণশক্তি সকল প্রকার শারীরিক ক্রিয়ার কারণ। যোগাভ্যাসের দ্বারা অর্থাৎ প্রাণ-শক্তি প্রয়োগ করিয়া শরীরকে নিঃশব্দ করিতে হয় অর্থাৎ প্রাণ-বায়ুকে আহুতি দিতে হয়।

তিলক। আহারকে নিয়মিত করিয়া প্রাণেতে প্রাণের

হবন করেন। যে বায়ু নিরোধ করা হইতেছে, তাহা অন্য বায়ুতে হোম করা হইতেছে...।

অরবিন্দ। বিশেষ কোন ব্যাখ্যা দেন নাই।

রামদয়াল। প্রাণ-বায়ু ইত্যাদি বিশদ বর্ণনা ও অগ্নি সোমাত্মক নানা প্রকারের কুম্ভকের বর্ণনা দিয়াছেন। মনুষ্য দিবারাত্রে ২১৫০০ বার হংসময় বা অজপা মন্ত্র জপ করিয়া থাকে।

জ্ঞানেশ্বরী। কেহ হঠযোগের অভ্যাস দ্বারা বিষয়রূপী আহারের নিয়মন করিয়া প্রাণ-বায়ুরূপী অগ্নিতে তৎকালে হবন করে।

ব্যোমব্রহ্ম। প্রাণাদি পঞ্চবায়ুতে ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় নিবৃত্ত করিয়া পঞ্চবায়ুর সমর্পণ করেন। তাৎপর্য্য এই, ইন্দ্রিয়-নিরোধ হেতু চিত্তের স্থৈর্য্যাবস্থা আসিবা মাত্র পুরক ও রেচক ক্রিয়া স্তম্ভিত হয় এবং কেবল "কুম্ভক নামক কুম্ভক সংঘটিত হয়।

ভূপেন্দ্রনাথ। ক্রিয়ার দ্বারা চিত্তের নিরোধ হইলেই ক্রিয়ার পরাবস্থা উদিত হয়; প্রাণায়ামই নিম্নলিখিত কারণে ভগবৎ সাক্ষাৎকারের প্রধান উপায়। পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম নির্গুণ, অবাঙ্ মানসগোচর, সেখানে নানাত্ব নাই। ব্রহ্মের ষোড়শকলার মধ্যে এক কলা মাত্র ব্যক্ত, আর সমস্তই অব্যক্ত। এই ব্যক্ত অংশটিই প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে ত্রিগুণ এবং ত্রিগুণের খেলাই এই সংসার ও শরীর। ইহাই ব্রহ্মের সৃষ্টি-

ইচ্ছা বা তাঁহার বহু হইবার বাসনা। এই ত্রিগুণই ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নার মধ্য দিয়া প্রাণ-বায়ুরূপে প্রবাহিত হইয়া সংসার-লীলা সম্পাদন করেন। ইহা হইতেই সূক্ষ্ম প্রাণশক্তি বা অব্যাকৃত প্রকৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। সেই প্রকৃতি বা প্রাণ-শক্তি হইতেই এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন এবং লয় হইতেছে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, 'নমস্তে বায়ো ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি'।...মন চতুর্দ্দিকে দৌড়ায়; কবীর বলিয়াছেন, 'মালা তো কর্‌মে ফিরে, জিহ্বা ফিরে মুখ মাহি, মনুয়া তো চৌদিশ ফিরে, য়হ্ তো স্মরণ নাহি'। প্রাণ রুদ্ধ হইলে মন রুদ্ধ হয়, আর প্রাণ প্রাণায়ামের দ্বারা রুদ্ধ হয়। যাহারা নির্ব্বোধ তাহারাই এই প্রাণায়ামকে উপেক্ষা করে! শাস্ত্র প্রত্যেকবার, জপ, পূজা, ধ্যানের পূর্ব্বে প্রাণায়ামের আদেশ দিয়াছেন।...এক্ষণে প্রাণশক্তির বিষয় শোন। বাহিরের বায়ু যাহাকে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু বলি, উহাই সেই প্রাণশক্তির তরঙ্গ-ভঙ্গিমা; ইহাই বায়ুরূপে দেহমনকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে। যোগীরা এই প্রাণশক্তিকেই কুলকুণ্ডলিনী বলেন। জপ ও অজপ সমস্তই এই পরমাশক্তি দ্বারা বিধৃত।...শব্দ স্পর্শাদির অনুভব ইহা দ্বারাই হয়। মেরুদণ্ড হইতে ইহার শক্তি সমুদ্ভূত হইয়া দেহের সর্ব্বত্র সম্প্রসারিত হয়। গুহ্যদেশ হইতে উত্থিত হইয়া ভ্রূ ও মস্তকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ ও বামে সন্ধিগুলিকে স্পর্শ করিয়া আবার মূলাধারে মিলিত হইয়াছে; অনেকটা ধনুকের মত। প্রাণের সমস্ত শক্তি সম্মিলিত হইয়া

গুহ্যদেশে যেন পিণ্ডাকারে প্রসুপ্ত রহিয়াছে। ইহাই বাহ্য বায়ুকে স্পন্দিত করিয়া (ইহার স্পন্দনের ফলই প্রাণাপানাদি পঞ্চপ্রাণ বা ৪৯ বায়ু) মনের মধ্যে বিবিধ ইচ্ছাশক্তিকে স্ফুরিত করে। কুলকুণ্ডলিনীই প্রাণবায়ুকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন বা অপান-বায়ুকে নিম্নে নিমজ্জন করিয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গিনীর ন্যায় অনবরতঃ শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে ; তাহাতেই আমাদের প্রাণক্রিয়া বা জীবন প্রবাহ ঊর্দ্ধ অধোমুখে অবিশ্রান্ত ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। আমাদের সমস্ত অনুভব বা জ্ঞানের মূল ইহাই। চিৎশক্তিকে যদিও সম্বিৎ রূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু কুল কুণ্ডলিনীই ইহার মূল বীজ। কুণ্ডলিনী শক্তিকেই পিণ্ড বলে। দেহমধ্যস্থ মূলাধারে এই শক্তি প্রসুপ্তাকারে বিরাজিত।... এই শক্তি হৃদয়েতে আসিলেই স্থিতি পদ লাভ করে, সেই পদের নাম হংস। তাহা যখন ভ্রূমধ্যে যায় ও 'বিন্দু'রূপ দেখায়, তাহারই নাম রূপ। এই বিন্দুই প্রকাশের দিক দিয়া আদি রূপ বা কূটস্থ। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের নাম-রূপ এই কূটস্থ হইতেই হয়। কিন্তু ব্রহ্ম যিনি, তিনি "রূপাতীতং নিরঞ্জনম্"। প্রাণায়ামাদি যোগ সাধনার দ্বারা যে ক্রিয়ার পরাবস্থা, তাহাই রূপাতীত নিরঞ্জন।...কাল বা মৃত্যুকে (অজ্ঞান) জয় করিতে হইলে সেই প্রাণ-প্রবাহিনী অবিদ্যারূপিনী শ্বাসেরই শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। উহাই অবিদ্যার সাহায্যে মৃত্যুলোক জয়। মৃত্যুলোক জয় হইলে অর্থাৎ শ্বাস স্থির হইলেই জ্ঞান প্রকাশ পাইবে ; অবিদ্যয়া মৃত্যুতীর্ত্বা বিদ্যয়া মৃতমশ্নুতে।

মনের উৎপত্তি শ্বাস হইতে এবং তাহা স্থির বায়ুতে লয় হয়; স্থির বায়ু ক্রিয়ার পরাবস্থা ব্রহ্মেতে লয় হয়। বায়ু স্থির হইতে ওঁকার ধ্বনি শোনা যায়। ১৭১৮ প্রাণায়াম করাতে এই ওঁকারস্বরূপ শরীরে লয় হয়—বিশ্ব-স্বরূপ।

প্রাণ-সংযমের এই প্রকার আলোচনা, প্রায় দশ পৃষ্ঠা ধরিয়া রহিয়াছে। সংক্ষেপ করিয়া দিবারও আমাদের স্থান নাই। পাঠকেরা মূল গ্রন্থ পড়িলে অনেক জানিবার কথা পাইবেন।)

বিদ্যানন্দ। নিজ ভোজন নিয়মিতরূপে কম করিতে থাকিয়া, প্রথমে ইন্দ্রিয়দের শিথিল করেন, আর তখন প্রাণ সমূহকে প্রাণ সমূহে হবন করেন।

মহানামব্রত। প্রাণায়াম। অপানে অর্থাৎ ভিতরে আকৃষ্ট শ্বাসে, প্রাণের অর্থাৎ প্রশ্বাসের হোম করিলে, পূরক প্রাণায়াম হয়। এতদ্ বিপরীতে রেচক প্রাণায়াম।...প্রাণ অপান উভয়কেই নিরুদ্ধ করিলে কুম্ভক প্রাণায়াম হয়।...প্রাণাপানাদির অন্য প্রকার অর্থও আছে। প্রাণ অর্থ নাসিকায় গতাগতিশীল বায়ু, অপান অর্থ নিম্নাঙ্গে বহির্গমনশীল বায়ু। ধ্যান বায়ু থাকে প্রাণ অপানের সন্ধিস্থলে—নাড়িতে। প্রাণ অপানকে নিরুদ্ধ করিয়া ব্যান বায়ুকে শান্ত ও স্থির করতঃ প্রাণায়াম, সাধনই অপানে প্রাণের ও প্রাণে অপানের আহুতি। শ্রীধর বলেন, বায়ু 'স'কার শব্দে বহির্গমন করে, হং শব্দে প্রবেশ করে। সুতরাং সর্ব্বদাই "হংসঃ যোঽহং, স এব অহং

এই অজপা অনুচিন্তন করিতে করিতে ব্রহ্মৈকাত্ম্য অনুভূতি হয়। ইহাই প্রাণে অপানের হোম ও অপানে প্রাণের হোম।

ভক্তিপ্রদীপ। অপরে = হঠযোগী। Hathayogis practise প্রাণায়াম by stopping the motion of প্রাণ in অপান and vice versa, and gradually stop the movements of both (কুম্ভক), some practising moderation in eating and drinking, perform হোম by offering then Pranas to the five of Pranas.

মতিলাল। এই দুইটি শ্লোকে চারিপ্রকার প্রাণায়াম কথিত, পূরক, কুম্ভক, রেচক, এবং বাহ্য ও অন্তরে নিগৃহীত প্রাণে কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপ, শক্তি আহুতি দান করা।

Telang. Others, who (take) limited food, offer not the life breath into the life breaths.

Dr. S. N. Das Gupta (P44.7). The ideal of Patanjali's Yoga is absolute extremism, consisting in absolute stoppage of all functions of body and mind. The Gita, on the other hand prescribes the golden middle course of moderate food, drink, sleep etc.... There are others who taking a low, diet offer an oblation of প্রাণ to প্রাণ। It is difficult to understand the exact meaning of offering an oblation of প্রাণ to প্রাণ. The interpre-

tation of শঙ্কর, শ্রীধর and others give us but little help in this matter. They do not tell us how an oblation of প্রাণ to প্রাণ can be made and they do not even try to give a synonym for জুহ্বতি। It seems to me however that there is probably a reference to প্রতীকোপাসনা = Third in মৈত্রী উপনিষদ vi. 4 we find that Brahman is to be meditated upon as the ego and in this connection, oblation of the five Vayus to fire with such মন্ত্র-s as প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা etc. are recommended.

(৩০,৩১) পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ প্রকারের যজ্ঞ বিদ্গণের যজ্ঞের ফল সম্বন্ধে বলিতেছেন।

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িত কল্মষাঃ। ৩০
যজ্ঞ শিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতম্
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরু সত্তম ॥ ৩১

পদচ্ছেদ। সর্ব্বে অপি এতে যজ্ঞবিদঃ যজ্ঞ-ক্ষয়িত-কল্মষাঃ যজ্ঞ শিষ্ট-অমৃত-ভুজঃ যান্তিব্রহ্ম সনাতন, ন অয়ং লোকঃ অস্তি অযজ্ঞস্য কুতঃ অন্যঃ কুরু সত্তম।

অন্বয়। এতে সর্ব্বে যজ্ঞবিদঃ অপি যজ্ঞক্ষয়িত কল্মষাঃ; যজ্ঞ শিষ্টামৃত ভুজঃ সনাতনম্ ব্রহ্ম যান্তি। কুরু সত্তম অয়ম লোকঃ নাস্তি, অন্যঃ কুতঃ।

কঠিন শব্দ। যজ্ঞবিদ্=যাহারা যজ্ঞের স্বরূপ জ্ঞাতা ও যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা (মধুসূদন) ; বিশেষজ্ঞ ; (যজ্ঞ. ইহার ভিতর আনুষ্ঠানিক, মানসিক ও রূপক সব যজ্ঞই পড়ে. যজ্ঞের লক্ষণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে যাহাতে সেই লক্ষণ গুলি আছে ও যাহা প্রযত্নের সহিৎ কৃত হয়, তাহাই যজ্ঞ।) যজ্ঞ-ক্ষয়িত-কল্মষাঃ=যজ্ঞের দ্বারা যাহাদের পাপ বিনাশিত হইয়াছে। রূপক যজ্ঞাদি ক্ষেত্রে এই অর্থ :—ক্রিয়াদির দ্বারা যাহাদের সকল প্রকারের ন্যুনতা অপগত হইয়াছে ; দোষ শূন্য হইয়াছেন যাঁহারা। যজ্ঞ শিষ্টামৃত ভুজঃ=যজ্ঞ, সম্পন্ন হইবার পর, অবশিষ্ট অন্ন বা আহার সামগ্রী যাহা থাকে, যাহাকে "অমৃত" বলা হয় বা যাহাকে "প্রসাদ" বলা হয় তাহা যে ভোজন করে। মনু ৩।১১৮, গীতা ৩।১৩ রূপক যজ্ঞে, অর্থ হইবে চিত্ত—প্রসাদ ভোগী। ব্রহ্ম রূপক যজ্ঞে অর্থ হইবে :—কৃতকৃত্যতায় বা কীর্ত্তিতে মহান হইবে, অমরত্ব প্রাপ্তি হইবে। কুতোঽন্য=পরলোক তাহার কোথায় ? অর্থাৎ পরলোক তো পাইবেই না।

অনুবাদ। যজ্ঞানুষ্ঠাতাগণ যজ্ঞ দ্বারাই নিষ্পাপ হইয়া যান ; যজ্ঞ অবশিষ্ট যাহা থাকে, যাহাকে অমৃত বলা হয়, তাহা ভোজন করেন ; আর এই কারণে, দেহাবসানে অব্যয় ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, (অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয় না)। হে কুরু শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন যজ্ঞহীন ব্যক্তির এ লোক, এ জন্মই বৃথা. অন্য লোক কোথায় ? অর্থাৎ পরলোকের কথাই ছাড়িয়া দাও। (তাহার অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স কিছুই প্রাপ্তি হয় না)।

অপারমার্থিক বা রূপক যজ্ঞে অর্থ হইবে:—কর্ম্মীদের ক্রিয়ার দ্বারা সকল ন্যূনতা চলিয়া যায় (অর্থাৎ অভ্যাসে বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ হইয়া উঠে), কৃত কৃত্যতায় চিত্ত প্রসাদ লাভ করে ও মহান কীর্ত্তি বা অমরত্ব লাভ করে। (প্রসাদে সর্ব্ব দুঃখানাম্ হানিরস্যোপ জায়তে)। যে, যে কর্ম্ম করিতে নামে, তাহা যদি যজ্ঞের ভাবে, প্রযত্ন সহকারে না করে, ইহ লোকে তো তাহার প্রতিষ্ঠা হয়ই না—আর পরলোকে?—সে স্থানে কি লইয়া যাইবে যে তাহার প্রতিষ্ঠা হইবে?

ভূপেন্দ্রনাথ। সর্ব্বেহপ্যেতে...কুরুসত্তম। বিহিত কর্ম্ম, জ্ঞান, উপাসনা সমস্তই যজ্ঞশব্দবাচ্য।...পরব্রহ্ম এই যজ্ঞের অগ্নি, প্রাণ উহার স্তোত্র, আপান উহার মন্ত্র, অহঙ্কার মন বুদ্ধি ইহার হোতা, অধ্বর্যু ও উদ্গাতা, সর্ব্বত্যাগ উহার দক্ষিণা। প্রাণ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃগণেরই কল্মষ বা সব মল অর্থাৎ চঞ্চলতা, ক্ষয় হয়। মনের যে স্থিরতা লাভ হয়—তাহাই যজ্ঞের অবশেষ; প্রাণ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা মাত্রই এইরূপ যজ্ঞ ফল অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থা রূপ অমৃত বা পরমাশান্তি লাভ করেন।

মধুসূদন। যজ্ঞাবশেষ যে চিত্ত প্রসাদ রূপ অমৃত, তাহা ভোজন করিয়া যথাকালে পরম তত্ত্বকে প্রাপ্ত হওয়া।

শঙ্কর। "যান্তি" অর্থে, মরিবার পর বহুকাল ব্রহ্মলোকে থাকিয়া প্রলয়ের সময় ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়।

অরবিন্দ। গীতার সমস্ত কর্ম্মবাদ যজ্ঞ তত্ত্বেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতিতে আত্মা যে স্তরে উঠিয়াছে, তদনুযায়ী

দেবতারই সে পূজা করিবে। আদান প্রদান নীতির উপর জগৎ প্রতিষ্ঠিত।

রামানুজ। এই প্রাকৃত লোকের সহিত সম্বন্ধিত ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ পুরুষার্থই তাহার সিদ্ধ হইল না, তো মোক্ষ রূপ পুরুষার্থের কথাই কি ?

শ্রীধর। যজ্ঞ শিষ্টামৃত ভুক্ = যজ্ঞ করিয়া অবশেষে অমৃত রূপ অনিষিদ্ধ অন্ন ভক্ষণ করেন। এইরূপ আচরণকারীগণ ব্রহ্ম জ্ঞান দ্বার মধ্য দিয়া সনাতন অর্থাৎ নিত্য তত্ত্বকে লাভ করেন।

সচ্চিদানন্দ। যজ্ঞ শিষ্ঠ = অকর্ত্তৃত্ব বোধ। অমৃত ভুজঃ = জ্ঞান নিষ্ঠা।

জ্ঞানেশ্বরী। যে যজ্ঞের দ্বারা মনের শুদ্ধি করে, সেই যজ্ঞ ও যজ্ঞ কর্ত্তা ইত্যাদি ; অজ্ঞান নাশে, অগ্নি ও যজ্ঞ কর্ত্তার ভেদ থাকে না।...এই রকম অনাদি সিদ্ধ শুদ্ধ ও যজ্ঞের শেষ জ্ঞান, ইহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠেরা "অহম্ ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্রে সেবন করে ; এই শেষ রূপী মন্ত্রে তাহারা তৃপ্ত হয়, অমরতা পায়।

ব্যোমব্রহ্ম। এই সমস্ত কর্ম্মবিৎই কর্ম্ম দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া কর্ম্মের ফল ভোক্তা হইয়া একাগ্রতা ও সমাধি লাভ করিয়া প্রাণ স্বরূপ সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করেন। যজ্ঞশিষ্ট ভুজঃ = কর্ম্মের শেষ ফল স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া। অমৃত = প্রাণ স্বরূপ, চিন্ময়।

বিজ্ঞানন্দ। যজ্ঞের পরিণাম রূপ (দ্রব্যযজ্ঞাগ্নিতে হবিষ্য

পুরুষ ও যোগ যজ্ঞাদিতে জ্ঞানরূপ) অমৃত ইত্যাদি। ১২ প্রকার যজ্ঞের কথা বলা হইল।

ভক্তিপ্রদীপ। যান্তি সনাতনম্ ব্রহ্ম=attain eternal Brahman.

Aravinda. Sacrifice is the law of the world and nothing can be gained without it, neither mastery etc, nor the supreme possession of all the eternal ব্রহ্মণ।

(৩২) বহুবিধ যজ্ঞ বর্ণনার উপসংহার ভাবে বলিলেন—

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩২

পদচ্ছেদ। এবং বহুবিধাঃযজ্ঞাঃ বিততাঃ ব্রহ্মণঃ মুখে, কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বান্ এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে।

অন্বয়। ব্রহ্মণঃ মুখে এবম্ বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ বিততাঃ তান্ সর্ব্বান্ কর্ম্মজান্ বিদ্ধি, এবম্ জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে।

কঠিন শব্দ। বিততাঃ=বিস্তৃত রহিয়াছে; বিষদ ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। ব্রহ্মণঃ মুখে=অসীম জ্ঞানশালী আচার্য্য-দিগের কথিত বা মুখে মুখে প্রদত্ত ব্যাখ্যায় অর্থাৎ অভিজ্ঞতায়; (পারমার্থিক বা অপারমার্থিক দুইরূপ জ্ঞানের ক্ষেত্রেই এই অর্থ লাগে); বেদের উক্তিতে, কারণ বেদ, ব্রহ্মের প্রেরণায় ব্রহ্মার মুখ নির্গত। কর্ম্মজান্ এই কর্ম্মজা শব্দে একটি বিশেষ কথা আছে; ৪।১২ শ্লোকের টিপ্পনীতে আলোচিত হইয়াছে, অর্থাৎ

শীঘ্র শীঘ্র ফল পাইতে, ভগবান নহে, দেব তুষ্টির জন্য যে সকল ক্রিয়া করা হয়, এইরূপ ক্রিয়া সকলে উৎপন্ন যে সিদ্ধি, তাহাকে কর্ম্মজা সিদ্ধি বলা যাইতে পারে। গোড়ার দিকে যজ্ঞ দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট করিতে করা হইত, ব্রহ্ম-চিন্তন বা ভগবদ্ ভক্তি এরূপ বিশেষ কিছু থাকিত না। এইরূপ যজ্ঞ সমূহেই ভরা কর্ম্মকাণ্ড—অমুক দেবতার তুষ্টির জন্য এইরূপ যজ্ঞ কর ইত্যাদি গোড়ার দিকের যজ্ঞের কথা গীতায় আমরা পাইব, ৩।১০ হইতে ৩।১৫ শ্লোকে ও ২।৪২,৪৩ ও ৪৪ শ্লোকে। তৃতীয় অধ্যায়ে আমাদের যজ্ঞ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এই ক্রিয়া রূপ যজ্ঞ আসিয়াছে, "যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ" বাক্যে, এবং বিততা ব্রহ্মণো মুখে তাহারও ইঙ্গিত পাই "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি" বাক্যে (৩।১৪, ১৫)। এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে, ইহার অর্থ, এই সকল যজ্ঞ কি ভাবে করিতে হয় তাহার না-জানা রূপ অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হইবে। (আমাদের ব্যাখ্যায় সুধীজনেরা যেন না বিরক্ত হন)। বিততা ব্রহ্মণো মুখে, কেহ কেহ ইহার অর্থ করিয়াছেন, ব্রহ্ম প্রাপ্তির অভিমুখে ইহা বিস্তৃত; কিন্তু যে যজ্ঞগুলি উপরে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা কি সব এইরূপ?

অনুবাদ। নিজ নিজ বিষয়ে অসীম জ্ঞানশালী আচার্য্য দিগের ব্যখ্যায় (অর্থাৎ অভিজ্ঞতায়) (অথবা, বিকল্পে, বেদে অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডে), এইরূপ বহু যজ্ঞের কথা বিস্তৃত বা বিশদ ভাবে রহিয়াছে। ঐ সকল যজ্ঞগুলিকে কর্ম্ম-সমুদ্ভব জানিবে,

(উপরে, ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। এইরূপ জানিয়া, ঐ যজ্ঞ সম্বন্ধীয় অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হইবে।

প্রতি কর্ম্মই যজ্ঞ, যদি প্রযত্নের সহিত করা যায়, বিশেষ যদি উৎসর্গ মূলক হয়। পারদর্শী হইবার উদ্দেশ, সেইগুলির ভিতরে যাইতে থাকিলে, তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞানতা দূর হইয়া যায়। ইহার জন্য কিন্তু গুরু চাই, যিনি সেই বিষয়ে পূর্ণ রূপে পারদর্শী, ব্রহ্মবৎ অসীম জ্ঞান সম্পন্ন, নচেৎ অন্ধের দ্বারা অন্ধের নীয়মান হইবে। পুস্তক হইতে বা যাহার তাহার নিকট প্রাণায়ামাদি কখনই শেখা উচিৎ নহে; ভুল ভাবে শিখিলে কি ফল হয় তাহা বলিয়া দিতে হইবে না।

এই শ্লোকটিতে কর্ম্মজান্ কথার বিশেষত্ব ৪।৩৩,৩৪ ও ৩৫ শ্লোকে দৃষ্ট হইবে, ব্রহ্মণো মুখে, ইহার বিশেষত্ব ৪।৩৪ শ্লোক হইতে পরিস্ফুট হইবে।

সাধারণ, অর্থাৎ অন্যান্য টীকাকার দিগের টীকা এইরূপ:— বেদ মুখে এই প্রকার বহুবিধ যজ্ঞ বর্ণিত হইয়াছে; তুমি তৎ-সমস্তই কর্ম্ম জনিত বলিয়া জানিবে। এই রূপ জানিয়া সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিবে। (কিন্তু হঠযোগ করিয়া, বা প্রাণায়াম করিয়া এমন কি সকাম দৈব যজ্ঞ করিয়া কি সংসার হইতে মুক্তি লাভ করা যায়? দৈব যজ্ঞ তো স্বর্ণ শৃঙ্খল। ঐ টীকাগুলিতে "কর্ম্মজান্" ও মোক্ষের ভাব ও সম্বন্ধ, এবং এই শ্লোকের সহিত পূর্ব্ব শ্লোকগুলির উপরের শ্লোকগুলির সম্বন্ধ ফুটিয়া উঠে নাই।

বেদ মুখে অর্থাৎ বেদে, কি হঠযোগের বর্ণনা আছে ? হয়তো থাকিতে পারে।

মতিলাল। পূর্ব্বোক্ত সকল যজ্ঞই কর্ম্মজ। কর্ম্ম বলিতে কায়-মনোবাক্য নিষ্পন্ন যজ্ঞ।

অরবিন্দ। এই সকল যজ্ঞের শেষ ফল, আত্মজ্ঞান ও ও ব্রহ্মজ্ঞান, ইহা বুঝিলে তুমি মুক্তিলাভ করিবে।

শঙ্কর। বেদ দ্বারা সকল যজ্ঞ জ্ঞাত হওয়া যায়। এই সকল যজ্ঞ কায়িক, বাচিক ও মানসিক ক্রিয়া দ্বারা হয়। আত্মা দ্বারা নহে, কারণ আত্মা নিত্য ব্যাপার।

রামানুজ। এই বহু প্রকারের কর্ম্মযোগ, আত্মার যথার্থ স্বরূপের প্রাপ্তির সাধনরূপে স্থিত, (বিততাঃ ব্রহ্মণো মুখে)। এই কর্ম্মযোগ সমূহ তুমি কর্ম্মজনিত, অর্থাৎ প্রতিদিন যাহা কৃত হয়, সেই নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে উৎপন্ন জানিবে —ইহা জানিলে তুমি মুক্ত হইবে।

শ্রীধর। জ্ঞানযজ্ঞের প্রশংসা। বেদ কর্ত্তৃক সাক্ষাৎ বিহিত, তথাপি ঐগুলিকে বাক্ মন, কায়-কর্ম্ম হইতে জাত ও আত্ম-স্পর্শ রহিত জানিবে, অর্থাৎ কর্ম্মাধীন নহে, এইরূপে জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া, সংসার হইতে বিশেষভাবে মুক্ত হইবে।

তিলক। যতিষ্টোমাদি দ্রব্যময় শ্রৌত যজ্ঞ, অগ্নিতে হবন করিয়া করিতে হয়, শাস্ত্রে বলিয়াছে দেবতাদের মুখে অগ্নি, সেই কারণে ঐ যজ্ঞ দেবতারা প্রাপ্ত হন। কিন্তু যদি কেহ সন্দেহ করেন যে দেবতাদের মুখে (অগ্নিতে) উক্ত লাক্ষণিক

যজ্ঞ হয় না, অতএব এইসব লাক্ষণিক যজ্ঞের দ্বারা শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি হইবে কিরূপে, তাই বলিলেন এই যজ্ঞ সাক্ষাৎ ব্রহ্মারই মুখে হয়। যে যজ্ঞের এই ব্যাপক স্বরূপ, (মীমাংসকদের সঙ্কীর্ণ অর্থ নহে) যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ থাকে না, কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ জানিবার অধিকারী হইয়া যান।

অরবিন্দ : বিততাঃ ব্রহ্মণোমুখে = extended in the mouth of Brahman the mouth of that fire, which receives all offerings. এই ঈশ্বরের যে বিরাট শক্তি কর্ম্মে আবির্ভূত, এবং সকল বিশ্ব-কর্ম্মকে পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে অর্পণ করিতেছে, সকল যজ্ঞই তাহা হইতে উদ্ভূত এবং মানুষের পক্ষে ইহার শেষ পরিণতি হইতেছে আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠা।

ভাষ্যকার **হনুমান**। ব্রহ্মণোমুখ = পরমাত্মার মুখ।

গিরীন্দ্রশেখর। ব্রহ্মণোমুখ = ব্রহ্মা।

Gandhi—Action here means mental, physical and spiritual action. No sacrifice is possible without this triple action, and no salvation without sacrifice. To know this and to put the knowledge into practice is to know the Secret of sacrifice.

Radhakrishnan—Spread out in the face of

Brahman, that is, set forth as the means of reaching the Absolute.

Hill—বিততাঃ ব্রহ্মণোমুখে means "spread out at the gate of Brahman", so that each one may adopt for performance the sacrifice he prefers, and none the less enter through the door to Brahman.

ব্যোমব্রহ্ম। ব্রহ্মের অভিমুখে, অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভে উপায়স্বরূপ অনেক যজ্ঞ আছে, সে সমস্তই কর্ম্ম সাপেক্ষ, শুধু শুধু কিছু হইবার উপায় নাই। কর্ম্ম দ্বারাই ব্রহ্মকে জানিয়া মুক্ত হইবে।

বিদ্যানন্দ। এইরূপ অনেক প্রকারের যজ্ঞ ব্রহ্মার মুখে অর্থাৎ বেদে বিস্তারিত রহিয়াছে। সেগুলিকে কর্ম্মোৎপন্ন জানিবে, অর্থাৎ এগুলি শরীর মন ও বাণীর সহিত সম্বন্ধিত; তাহাদের উপরেই ইহাদের প্রভাব পড়ে, আত্মার উপরে নহে। আত্মা নির্লিপ্ত ইহা জানিয়া ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগ করিয়া, আসা যাওয়া হইতে নিবৃত্তি পাইবে।

হনুমান স্বামী। (পিশাচ ভাষ্যকার)। ব্রহ্মণোমুখে = পরমাত্মার মুখে।

ভুপেন্দ্রনাথ। এবং বহুবিধা...বিমোক্ষসে॥ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর মুখে ঐ সাধন ক্রিয়ার উপদেশ পাইয়া তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে বহুবিধ উচ্চাবস্থা লাভ হয়।—দৃষ্টি ভ্রুর মধ্যে স্থির হইলেই

বহু প্রকারের দর্শন, শ্রবণ হইতে থাকে। মূলাধারস্থিত চতুর্দ্দশ পদ্মের মধ্যে ত্রিকোণাকার যোনিস্থান আছে, ইহাই কুলকুণ্ডলিনী স্থান ; সেই যোনিস্থান হইতে সুষুম্না, আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সাধনা দ্বারা মূলাধারস্থিত প্রাণশক্তি (কুলকুণ্ডলিনী) মেরুপথে আজ্ঞাচক্রে গিয়া স্থিতিলাভ করিলেই, কর্ম্মাতীত বা নিষ্ক্রিয় পদ লাভ হয়। নিষ্ক্রিয় পদ কর্ম্মের অতীত হইলেও, ক্রিয়াদ্বারা এই অক্রিয় বা ক্রিয়া রহিত পদের সন্ধান পাওয়া যায়। কালের বশে সমুদয় সৃজন সংহার ; কাল কাহারও বশে নয়। এই কালও মহাকালে বিলীন হয়। এই মহাকালই ক্রিয়ার পরাবস্থা।...সহস্রশীর্ষা পুরুষ সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ, সভূমিং সর্ব্বতোবৃত্ব অত্র তিষ্ঠ দশাঙ্গুলং, এতাবাণস্য মহিমা ততো জ্যায়াশ্চ পুরুষঃ, পাদোস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। এই বিশ্ব ব্যাপক বিরাট পুরুষ...ভ্রূ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত দশ অঙ্গুলের মধ্যে আছেন।...বিশ্ব সংসার ইড়া ও পিঙ্গলা, প্রাণ ও অপান, এই দুই পাশে ; তৃতীয় পাদ সুষুম্নায় যেখানে সমান বায়ু, সেইখানে থাকিলে অমৃত পদকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ পরব্যোমে ক্রিয়ার পরাবস্থায় তাহার স্থিতি হয়।

৪।৩২ ভক্তিপ্রদীপ। বিততা = are mentioned. ব্রহ্মণঃ মুখে = in the Vedas. কর্ম্মজান = as the offspring of Karmas. বিমোক্ষ্যসে = you will be liberated from its bondage.

Aravinda—They are all born of work ; all

proceed from and are ordained by the one vast energy of the Divine which manifests itself in the universal Karma and makes all the cosmic activity a progressive offering to the one self and Lord.

মধুসূদন। ব্রহ্মণঃ মুখে = বেদের মুখে।...সেই সমস্ত যজ্ঞগুলিকে কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত জানিও; সেগুলি আত্মজ নহে, অর্থাৎ আত্মার সহিত সেগুলির কোন সংস্পর্শ নাই। আত্মা ক্রিয়া বিহীন। আদি নির্ব্যাপার ও উদাসীন, এইরূপ জানিলে এই সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।

Telang—Know them all to be produced from action and knowing this, you will be released from the fetters of the world.

মহানামব্রত। বহুবিধা যজ্ঞ বিততা, যেমন গৃহস্থাশ্রমীর পঞ্চযজ্ঞের কথা...পঞ্চসূনাকৃত পাপ পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা যায়, ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সর্ব্বদা, নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ। (মনু ৪।২১)। ঋষিযজ্ঞ = বেদাধ্যয়ন ও সন্ধ্যাউপাসনাদি। দেবযজ্ঞ = অগ্নিহোত্র, গৃহদেবতার অর্চ্চন। ভূতযজ্ঞ = গোমহিষাদি ইতর প্রাণীর সেবা। নৃযজ্ঞ = অতিথি সৎকার। পিতৃযজ্ঞ = শ্রাদ্ধ তর্পণাদি। যে কোন কর্ম্ম অহঙ্কার ও ফলাসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক করিতে পারিলেই, যজ্ঞ হয়।

সহযজ্ঞা প্রজাঃ, সৃষ্ট্বা যদি প্রত্যেক মনুষ্য তাহার নিজের স্বাধীনতার কোন অংশেরও যজ্ঞ না করে অর্থাৎ পরার্থে ত্যাগ না করে, তাহা হইলে লোক-সমাজ অচল হইয়া পড়ে।

যজ্ঞশব্দের মূল অর্থ দ্রব্যযজ্ঞ। তাহাকে লক্ষণাদ্বারা বিস্তৃত ও ব্যাপক করিয়া তপস্যা···প্রাণায়াম প্রভৃতি ভগবৎ প্রাপ্তির সর্ব্বপ্রকার সাধনকে এক যজ্ঞ শিরোনামায় সমাবেশ করিয়াছেন। ...যজ্ঞ কর্ম্ম-বন্ধনের কারণ হয় না (৩।৯)...জ্ঞান যজ্ঞ, পূর্ব্ব কথিত ব্রহ্মযজ্ঞ। জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে (৯।১৫), পরমেশ্বরে আত্মার্পণরূপ ব্রহ্মযজ্ঞেরই অনুরূপ। ১৮।৭০ জ্ঞানযজ্ঞ ; দ্বাদশ যজ্ঞ মধ্যে স্বাধ্যায় জ্ঞান যজ্ঞাশ্চ বলিয়া যে শাস্ত্রাধ্যয়নরূপ জ্ঞানযজ্ঞের উল্লেখ আছে, তদ্রূপ অর্থ। শাস্ত্রাধ্যয়নরূপ জ্ঞানযজ্ঞ ব্রহ্মযজ্ঞেরই কারণীভূত। শব্দযজ্ঞকে জানিলেই পরব্রহ্মকে জানা যায়। জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে = অন্তর্ভবতি (শ্রীধর)।

মতিলাল। পূর্ব্বোক্ত সকল যজ্ঞই কর্ম্মজ। কর্ম্ম বলিতে কায়মনোবাক্য নিষ্পন্ন সর্ব্বকর্ম্ম।—

(৩৩) দ্রব্যময় যজ্ঞ ও জ্ঞান যজ্ঞ সম্বন্ধে বলিলেন—

শ্রেয়ান দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌ জ্ঞান যজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩

পদচ্ছেদ। শ্রেয়ান্‌ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞান-যজ্ঞঃ পরন্তপ, সর্ব্বংকর্ম্ম অখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

অন্বয়। পরন্তপ, দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্; পার্থ, অখিলম্ সর্ব্বম্ কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

কঠিন শব্দ। দ্রব্যময় যজ্ঞ=বিবিধ বাহ্য উপকরণ দ্বারা যে যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। দ্রব্য যজ্ঞ, এবং জ্ঞান-যজ্ঞ এই দুটি কথা পূর্ব্ব শ্লোকের বিশেষ করিয়া ৪।২৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আলোচিত হইয়াছে। সর্ব্ব কর্ম্মাখিলং=নিরবশেষ সকল প্রকারের কর্ম্ম। সর্ব্বাখিল এই বাক্যে বিশেষত্ব আছে। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সকল কর্ম্মই যজ্ঞ, যদি প্রযত্ন পূর্ব্বক করা হয়।

ঐ সকল যজ্ঞগুলির ভিতর, জ্ঞান যজ্ঞ দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে উচ্চ শ্রেণীর! দ্রব্যময় যজ্ঞ, যাহাতে দ্রব্যাদি দান করা হয়, বা বিবিধ বাহ্য উপচার সহ যে যজ্ঞ করা হয়, বা যাহাতে পঞ্চবলি প্রদত্ত হয় না বা দ্রব্যাদির সহিত যাহার কারবার, যথা বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল, সেবাশ্রম, সত্র, orphanage ইত্যাদি স্থাপনা ও চালান যাহাতে পুণ্য বিত্ত যশ ইত্যাদি দ্রব্য কামনা করা হয়, (কেহ কেহ বলিদানাদি ক্রিয়া মূল বা অর্চ্চনাদিকেও দ্রব্যময় যজ্ঞ বলিযাছেন)। জ্ঞান যজ্ঞ, যাহাতে জ্ঞান দান করা হয়, বা যাহাতে জ্ঞান প্রাপ্তি ঘটে (১৮।১০ ৪।২৮), বা জ্ঞান লইয়া যাহার কারবার; শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ইত্যাদিতে যাহা পাওয়া যায়। ইহার ভিতর পারমার্থিক, অপারমার্থিক দুই প্রকারের জ্ঞানই পড়ে। গীতা উদার; জ্ঞান কথার ব্যাখ্যায় কোন মতবাদ আনেন নাই (বা তখন, বোধ হয়, কোন মতবাদ

ছিলও না)। Axiomatic জ্ঞানের উদাহরণ, এই অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোক। জ্ঞানের সর্ব্ববাদ নিরপেক্ষ চমৎকার কথা, সপ্তম অধ্যায়ের বাসুদেব সর্ব্বমিতি। জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে, ইহা নীচে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অনুবাদ। হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন, দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। (আর), (জ্ঞান যজ্ঞ, দ্রব্যযজ্ঞ) সব কিছু যাহাই কৃত হউক না কেন, তাহা (সেই বিষয়ের) জ্ঞানেতে পরিসমাপ্ত হয়। অর্থাৎ যে বিষয়ে যে জ্ঞান চাওয়া যাইতেছিল, তাহা পাওয়াইয়া দেয়; জ্ঞান যজ্ঞ পারমার্থিক জ্ঞান পাওয়াইয়া দেয়)।

জ্ঞান যজ্ঞে পাওয়া যায় পারমার্থিক জ্ঞান, এবং অপারমার্থিক কর্ম্ম যজ্ঞে পাওয়া যায় সেই কর্ম্মে, বিশেষজ্ঞের "জ্ঞান"। "জ্ঞান" এখানে শুধু পারমার্থিক জ্ঞান নহে, সকল প্রকার জ্ঞান। (সকল টীকাকার কিন্তু সেই পারমার্থিক জ্ঞান লইয়াছেন। যদিও পূর্ব্ব শ্লোকে 'বহুবিধ যজ্ঞ' শব্দ উক্ত হইয়াছে, এবং কর্ম্ম-জান, শব্দের দ্বারা হঠযোগ ইত্যাদির সহিৎ সংযোগ ও পরিষ্কার রহিয়াছে)। যে রূপ যজ্ঞ, জ্ঞানতো সেই ভাবেরই হইবে। (জ্ঞানের পর আর কিছু নাই পরমহংসদেবের ভাষায়, বুড়ি ছোঁয়া হইয়া গেল)।

কর্ম্ম-ষট্কের এই অধ্যায় বহু প্রকারের জ্ঞানের কথায় পূর্ণ। অধ্যায়ের নামই জ্ঞানযোগ। একটি বিশেষ জ্ঞানের কথা পরে আসিবে (৪৩৫, যাহা শুধু সাম্য জ্ঞান নহে, যুদ্ধের একটি দিকের

সহিত যাহা সংযুক্ত, যাহার আশ্রয়ে মানুষ সকল পাপ পার হইয়া যায়, এবং যে জ্ঞান কর্ম্মযোগের সিদ্ধিতে আপনিই নিজেকে প্রকাশিত করে।

সকল রকম কর্ম্মের, জ্ঞানে পরিসমাপ্তি হয়, ইহার ভাবার্থ, কর্ম্মসকল স্বার্থক হয়, অর্থাৎ শেষফল পর্য্যন্ত পৌঁছান তখনই হয়, যখন তাহা হইতে তৎলক্ষীভূত জ্ঞান পাওয়া যায়, ইহা পারমার্থিক, অপারমার্থিক সকল কর্ম্মে খাটে। উদাহরণ, যথা ছুতোর চায়, বা কামার চায়, বা হঠযোগী চায়, নিজের কর্ম্মে বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিতে। এই বিশেষজ্ঞ হইবার চেষ্টা রূপ কর্ম্মে পরিসমাপ্তি হয়, যখন সে বিশেষজ্ঞ হয়। রাসায়ণিকের লক্ষ্য থাকে, যাহা তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা কি, তাহা জানা। সে পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালাইতে থাকে। পরীক্ষার ফলে, তাহা কি, তাহা যখন তাহার জানা হয়, তখন পরীক্ষা করা তাহার শেষ হয়। সেইরূপ পারমার্থিক বিষয়েও; মননাদি কর্ম্মের পরিসমাপ্তি ঘটে, যখন যাহা লক্ষ্য ছিল তাহা অর্থাৎ পারমার্থিক জ্ঞান, সাধকের লাভ হয়। পারমার্থিক বিষয়ে পরিসমাপ্তির আর এক উদাহরণ, পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই যে, কর্ম্ম করিতে করিতে আপনিই নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, ঐ নির্ব্বেদ নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধিতে লইয়া যায় (৪.১৮)। পারমার্থিক, অপারমার্থিক, সকল বিষয়েই, ইচ্ছা হইতে কর্ম্ম এবং কর্ম্ম হইতেই জ্ঞান আসিবেই।

(জ্ঞানবাদীরা এ শ্লোক লইয়া খুব মাতামাতি করেন, "জ্ঞানকে

কর্ম্মের উপর স্থাপিত করিতে। তাঁহাদের তথাকথিত জ্ঞান এ অধ্যায়ে আছে তাহা মনে হয় না ; তবে আমরা মূর্খ)।

শঙ্কর। জ্ঞানযজ্ঞ, দ্রব্য যজ্ঞ, অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই জন্য যে দ্রব্য যজ্ঞে ফল পাওয়া আরম্ভ হয়, আর জ্ঞান যজ্ঞে, ফল (অর্থাদি, জন্মাদি) দেয় না। সকল কর্ম্ম, মোক্ষ সাধন রূপ জ্ঞানে, যাহা পরিপূর্ণ জলাশয়ের মত, সমাপ্ত হইয়া যায়. অর্থাৎ জ্ঞানে অন্তর্ভাব হয়। ব্রহ্মকে জানিলে সব কিছু জানা হয়।

রামানুজ। সকল সাধনে যাহাকে চাওয়া যায়, সেই জ্ঞানকে কর্ম্মের অন্তর্গত ধরিয়া, অভ্যাস করা হয়, তখন সেই জ্ঞান অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইবার দশাতে আসে।

শ্রীধর। অনাত্ম ব্যাপারের হেতু রূপ দৈবাদি যজ্ঞ হইতে জ্ঞান-যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ যদ্যপি জ্ঞান যজ্ঞের ও মনোব্যাপারাধীনত্ব আছেই, তথাপি তাহা আত্মস্বরূপ সম্বন্ধিত জ্ঞানের ফলে অভিব্যক্তি লাভ করে, অতএব তাহা কেবল অনাত্ম ব্যাপারের হেতু রূপ নহে, ইহাই দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে বিশেষত্ব। ইহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ সমস্ত কর্ম্ম অখিল অর্থাৎ ফলসহিত জ্ঞানে পরিসমাপ্তি হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়। শ্রুতি বলেন, প্রজাগণ যাহা কিছু সৎকার্য্য করেন, তাহা সম বা ব্রহ্মজ্ঞান অভিমুখী হয়।

Modi. শঙ্কর বলেন জ্ঞানেতেই পুরস্কার আছে, এই জন্য সন্ন্যাসী হওয়া উচিত।

ভক্তিপ্রদীপ। জ্ঞানযজ্ঞ = transcendental knowledge

দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞ = the performance of ceremonial rites and sacrifices known as কর্ম্মযজ্ঞ। পরিসমাপ্যতে = are consummated.

মধুসূদন। দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ = দ্রব্যাদির দ্বারা উপলক্ষিত, জ্ঞান বিরহিত সংসার ফলক সকল প্রকার যজ্ঞাপেক্ষা। জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে = ব্রহ্ম ও আত্মার একতা সাক্ষাৎকার রূপ জ্ঞানে সমাপ্ত হইয়া যায়, অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্তির যাহা প্রতিবন্ধক তাহার নাশ হয়, আর তাহা করিয়াই কর্ম্ম চরিতার্থ হয়। ...বিদ্যার উৎপত্তিতে কর্ম্মের অপেক্ষা আছে, কিন্তু বিদ্যার ফল যে মোক্ষ তাহাতে কর্ম্মের উপযোগিতা নাই।

তিলক। গীতায় জ্ঞানযজ্ঞ শব্দ দুইবার, পরেও আসিয়াছে (৯।১৪; ১৮।৭০)। আমি যে দ্রব্যময় যজ্ঞ করি, তাহা পরমেশ্বরকে পাইবার জন্য করি; কিন্তু পরমেশ্বর প্রাপ্তি তাহার স্বরূপ-জ্ঞান ব্যতীত হয় না। অতএব পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানলাভের পর, ঐ জ্ঞান অনুসারে আচরণ করিয়া, পরমেশ্বরকে লাভ করিবার এই মার্গ বা সাধনকে "জ্ঞানময়" বলে। এই যজ্ঞ মানস ও বুদ্ধিসাধ্য, অতএব দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা ইহার যোগ্যতা অধিক ধরা হয়। জ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয়।...কিন্তু কর্ম্মের পর্য্যাবসান জ্ঞানে হয়, ইহার অর্থ ইহা নহে, যে জ্ঞানের পর কর্ম্ম ছাড়িয়া দিতে হইবে।

রামদয়াল। দ্রব্য-যজ্ঞ-জাত স্বর্গলাভাদি ভোগ সুখ ব্রহ্ম অগ্না এক, এই জ্ঞান যজ্ঞ উদ্ভূত ব্রহ্মানন্দের কাছে কিছুই নহে।

সন্তদাস। সমস্ত কর্ম্ম, জ্ঞানই উৎপাদন করে ও তাহাতেই অবসান হয়।

Telang. Action is wholely and entirely comprehended in knowledge.

ব্যোমব্রহ্ম। অর্ঘ্য পুষ্প, নৈবেদ্যাদি লইয়া কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান লাভের কর্ম্ম উৎকৃষ্ট, কারণ যা কিছু সমস্ত কর্ম্মের সমাপ্তি হয় জ্ঞানে, অথবা জ্ঞান লাভ হইলে কর্ম্মের প্রয়োজন থাকে না।

Gandhi—Who does not know that works of Charity performed without knowledge, often result in great harm ?

Aravinda—All works in their totality find their culmination and completeness in Self-knowledge and God knowledge, and not in any lower knowledge,

Radhakrishnan—The goal is the life-giving wisdom, which gives us freedom of action and liberation from the bondage of work.

সকল কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে, ইহার কেহ কেহ অর্থ করেন, পূর্ণ জ্ঞানীর কর্ম্মের প্রয়োজন নাই; জ্ঞানে প্রবেশের পূর্ব্বে কর্ম্মের ইতি করিবে।

ভূপেন্দ্রনাথ—যোগাঙ্গ ক্রিয়াগুলি অনুষ্ঠান অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ বা ক্রিয়ার পরাবস্থাই শ্রেষ্ঠ।...সাধনাবস্থায় সাধকের মনে

হইতে থাকে, কি করিয়া প্রত্যহ কূটস্থ দর্শন হয়। প্রত্যহ অনাহত শব্দ শুনিতে পাই। সাধকের সকাম অবস্থায় এ সমস্ত দ্রব্যগুলিই দ্রব্যযজ্ঞরূপে পরিণত হয়।...সাধনা করিতে করিতে অগ্রসর হইলে, সাধকের স্পৃহা কমিয়া যায়, তখন দর্শন শ্রবণাদি বিষয়স্পৃহা আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে সমর্পিত হয়। ইহাই দ্রব্যযজ্ঞ। বিধিবৎ প্রাণসংযমের দ্বারা, নাড়ীচক্রে বিশুদ্ধ হইবে ; সুষুম্নার মুখ খুলিয়া যায়, এবং তন্মধ্যে সহজে প্রাণবায়ু প্রবেশ করিতে পারে ইহা হইলেই মনের স্থিরতা আসে ; ওঁকার ক্রিয়া, ঠোকরের ক্রিয়া প্রভৃতির আবশ্যক হয় ; ইহাই পরম তপস্যা বা তপোযজ্ঞ। এই তপস্যার ফলে, সাধকের তপোলোকে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ হয়। এই আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করিলেই স্ব স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগসিদ্ধ হয়। এই অবস্থায় সর্ব্বদা থাকাই যোগযজ্ঞ। হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত যে বায়ু, তাহাকে প্রাণবায়ু কহে, তাহারই নাম ইড়া। পিঙ্গলার গতি অধোদেশে, ইহাই অপান বায়ু। এই অধঃ ও উর্দ্ধের মধ্যে সমান বায়ু, তিনিই সুষুম্না ; নাভিতে ইহার স্থান ইনি অগ্নিস্বরূপ, সমস্ত বস্তুকে এক করিয়া ভস্ম করিয়া ফেলেন, এবং আপনি ভস্ম হইয়া যান। এই অগ্নি যখন কণ্ঠ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত থাকেন, তখন ইহাই ব্রহ্মাগ্নি বা স্বপ্রকাশস্বরূপ। নাভিতে এই তিন বায়ু এক হইয়া হৃদয় পর্য্যন্ত স্থির থাকে। এইরূপ স্থির থাকিলেই তখন প্রাণাপানের গতি স্থির হইয়া যায়। ইহাকেই ক্রিয়ার পরাবস্থা বলে।...প্রাণাপানের গতি রুদ্ধ

হইলেই পরম জ্ঞান বা পরমপদ লাভ হয়। এই জ্ঞান প্রকাশিত হইলেই অখিল কর্ম্মের পরিসমাপ্ত হয়।

বিদ্যানন্দ। কর্ম্ম যখন জ্ঞানের সম্পর্কে আসে, তখন তাহার অস্তিত্ব নষ্ট হইয়া যায়। দান, দাতা ও ভিখারীতে টানাটানি, কথা কাটাকাটি আনে ; জ্ঞানে সে সব বালাই নাই।

(৩৪) কিন্তু পারমার্থিক অজ্ঞান হইতে মোক্ষলাভের জন্যই হউক ("এবম্ জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে" ৪।৩২) বা অপারমার্থিক জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভের জন্যই হউক, ব্রহ্মণঃ অর্থাৎ মহান্ জ্ঞানশালা গুরুর প্রয়োজন। কি ভাবে তাঁহার নিকট হইতে উপযোগী জ্ঞান, বিশেষ পারমার্থিক জ্ঞান পাইতে হয়, তাহাই বলিতেছেন।

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪

পদচ্ছেদ। তৎ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া, উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ।

অন্বয়। প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া, তৎ বিদ্ধি ; তত্ত্ব-দর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ তে জ্ঞানম্ উপদেক্ষ্যন্তি।

কঠিন শব্দ। প্রণিপাত = সুদীর্ঘ দণ্ডবতের দ্বারা, বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত যে প্রণাম করা হয় ; যাঁহাকে এই ভাবে প্রণাম করা যায়, এই প্রণামের দ্বারা নিজেকে তাঁহা অপেক্ষা অনেক নিচু দেখান হয়। পরিপ্রশ্ন = প্রকৃষ্ট প্রশ্ন যাহা বাজে প্রশ্ন নহে, জ্ঞানের প্রশ্ন এবং করা হয় জ্ঞান লাভের জন্য। সেবয়া =

সেবা দ্বারা অর্থাৎ সকল রকমে তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য করিযা, (মধুসূদন)। (পূর্ব্বকালে বেতন দিয়া জ্ঞান ক্রীত হইত না, সেবার দ্বারা গুরুর নিকট হইতে বরলাভের মত পাওয়া যাইত। উপদেক্ষ্যন্তি = উপদেশ করিবেন। তত্ত্বদর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ = পারমার্থিক জ্ঞানে যে বিজ্ঞ ও সেই জ্ঞান যাঁহার উপলব্ধ হইয়াছে। জ্ঞানিনঃ = যিনি পদ, বাক্য ন্যায়াদি প্রমাণে অভিজ্ঞ (মধুসূদন। তত্ত্বদর্শিনঃ = যিনি আত্ম সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তিনি যে জ্ঞানের উপদেশ দেন তাহাই মোক্ষফলে পর্যবাসঃ হয়, কিন্তু যিনি পদ-বাক্য-প্রমাণ কুশল হইয়াও অর্থাৎ যিনি ব্যাকরণ-রূপ পদ শাস্ত্রে ও তদ্রূপ প্রমাণশাস্ত্রে নিপুণ হইয়াও আত্ম সাক্ষাৎকার করিতে পারেন নাই, তাঁহার উপদেশ ফলপর্য্যবশায়ী হয় না (মধুসূদন)। পূর্ব্ব দুই শ্লোকে জ্ঞান আমরা সাধারণ ভাবে লইয়াছিলাম, অপারমার্থিক জ্ঞান যথা ছুতোরের কাজের জ্ঞেয় জ্ঞান, এবং পারমার্থিক জ্ঞান। ছুতোরের কাজের জ্ঞান পাইতে সেই কাজের বিশেষজ্ঞের নিকট যাইতে হইবে. আর পারমার্থিক জ্ঞানের জন্য যাইতে হইবে, জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শীর নিকট। শুধু জ্ঞানী শাস্ত্র-পণ্ডিত হইলে চলিবে না, তত্ত্বদর্শী হওয়া চাই। (২-৩৫ শ্লোকের সেই জ্ঞান কি তাহা বলিলেন, তাহারই ইহা ভূমিকা)। সমিৎ-পাণী হইয়া যাইতে হইবে তাহার কাছে, যিনি শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মবিৎ, দুইই।

অনুবাদ। প্রণিপাত দ্বারা, পরিপ্রশ্নের দ্বারা ও সেবার দ্বারা সেই জ্ঞান জানিয়া লও। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ সেই জ্ঞানের

উপদেশ দিবেন। (তত্ত্বদর্শী কথা হইতে পরিষ্কার হইল যে এখানে জ্ঞান পারমাথিক জ্ঞান।

মধুসূদন। জ্ঞান = পরমাত্মবিষয়ক সাক্ষাৎ মোক্ষফলক জ্ঞান। জ্ঞানিনঃ = যিনি পদবাক্য ও ন্যায়াদি প্রমাণে অভিজ্ঞ। তত্ত্বদর্শিনঃ = যিনি আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। আচার্য্য তাহার দুই গুণই থাকিবে, দুই আচার্য্য নহে। বহুবচন গৌরবার্থে।

অরবিন্দ। তত্ত্বদর্শী = যাঁহারা সৃষ্টির মূলতত্ত্বসমূহ অবগত আছেন।

শঙ্কর। পরিপ্রশ্ন = কিরূপে মুক্তি হইবে, বিদ্যা কি, অবিদ্যা কি, ইত্যাদি প্রশ্নে।...জ্ঞানিদিগের ভিতর, মাত্র কেহ কেহ, যথার্থ তত্ত্ব জানেন, সকলে নহে ; তত্ত্বদর্শী হওয়া চাই।

রামানুজ। জ্ঞান লাভেচ্ছুক, কর্ম্মযোগে থাকিয়া, উপযুক্ত সময়ে, তত্ত্বদর্শীর নিকট ইত্যাদি।

শ্রীধর। আন্তরিক পরিপ্রশ্ন। তত্ত্বদর্শী = অপরোক্ষ অনুভূতি সম্পন্ন।

অরবিন্দ। তত্ত্বদর্শী = যাঁহারা সৃষ্টির মূলতত্ত্ব সমূহ অবগত আছেন।

রামদয়াল। জ্ঞানী = গ্রন্থজ্ঞ। তত্ত্বদর্শী = অনুভব কর্ত্তা।

ব্যোমব্রহ্ম। পরিপ্রশ্ন = পক্ষে ও বিপক্ষে প্রশ্ন, যুক্তিপূর্ণ কুতর্ক বর্জ্জিত জিজ্ঞাসা।

Gandhi—The three conditions of knowledge-

homage, repeated questioning and service, deserve to be carefully borne in mind in this age.

Krishna Prem—Why, if the teachet is already present in the heart, there should be, need for an externai Guru at all? True, the teacher is there, but we are so used to listening only to the trumpet-tones of desire, that the still small voice in the heart, passes unheeded. Therefore is it that he needs the guidance of one who, because his whole being has become one with the Wisdom, can speak with the same voice, as that Teacher in the heart and yet do so in tones which can be heard with the outer ear.

Telang—জ্ঞানিনঃস্তত্ত্বদর্শিনঃ = Men of knowiedge who perceive the truth.

Radhakrishnan—To-day, there are several teachers who require of their followers unthinking obedience to their dictates. They seem to believe that the death of intellect is the condition of the life of spirit. Many credulous and simple minded people are drawn to them, not so

much by their spiritual power as by the publicity of their agents, and the human weakness for novelty, curiosity and excitement. This is against tee Hindu tradition which insist on জিজ্ঞাসা।

ভূপেন্দ্রনাথ। গুরুর নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, দীর্ঘ দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রপন্নাবস্থা জানাইতে হইবে। শুধু প্রশ্ন করিতে হইবে না, সেবা করিতে হইবে। (প্রশ্ন যথা, কিরূপে ভবসিন্ধু পার হইব? আমি কে? ইত্যাদি)...গুরু শাস্ত্রদ্রষ্টা ব্রহ্মনিষ্ঠ, সাধনসিদ্ধ, মনপ্রাণ বুদ্ধি ভগবৎ সেবায় সমর্পিত।

ভক্তিপ্রদীপ। তৎ = that transcendental knowledge. পরিপ্রশ্ন = honest enquiry. তত্ত্বদর্শিনঃ = adept in Divine love—the Supreme Principle.

(৩৫) যে জ্ঞান তত্ত্বদর্শীরা দিবেন, তাহার বিষয় বলিতেছেন—

যজ্‌ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫

পদচ্ছেদ। যৎ জ্ঞাত্বা ন পুনঃ মোহম্ এবম্ যাস্যসি পাণ্ডব যেন ভূতানি অশেষাণি দ্রক্ষ্যসি আত্মনি অথো ময়ি।

অন্বয়। পাণ্ডব, যৎ জ্ঞাত্বা পুনঃ এবম্ মোহম্ ন যাস্যসি যেন অশেষাণি ভূতানি আত্মনি অথ ময়ি দ্রক্ষ্যসি

কঠিন শব্দ। মোহ = "যুদ্ধ করিব" অথচ মনে ক্রোধ বা

বা বৈরিতা থাকিবে না, এরূপ হইতে পারে না' বা "ইহা ক্রুর কর্ম্ম (৩।২) ইহা করিতে গেলে মনে তো ক্রুরতা আসিবেই"—এইরূপ ধারণাসকল, যাহা কি মারাত্মক ভ্রম প্রমাদপূর্ণ ধারণা।

অশেষাণি ভূতানি = অসংখ্য জীবসকল (ব্রহ্মা হইতে সর্ব্ব নিম্ন জীব পর্য্যন্ত)। আত্মনি = নিজের মনে। অথ = অনন্তর, এবং ॥

(আমরা আমাদের মোটা বুদ্ধি অনুসারে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছি • চাহিয়াছি যে, ব্যাখ্যা যাহাতে অবোধ্য না হয়; আমাদের মোটা বুদ্ধির ব্যাখ্যা সুধীজনেরা যেন ক্ষমা করেন)

অনুবাদ। হে পাণ্ডব, (তত্ত্বদর্শী উপযুক্ত গুরু সেই জ্ঞান দিবেন), যাহা জানিলে পুনরায় এইপ্রকার মোহে পড়িবে না ; সেই জ্ঞান প্রাপ্তি ঘটিলে, এই সকল অসংখ্য জীব-সমূহকে তোমার নিজের মনে, কেহ দ্বেষ্য নহে, কেহ ছোট নহে, সাম্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাইবে এবং (মায় তুমি সহ) সকলকে সমরূপে অবস্থিত ভাবে, আমার ভিতরেও দেখিতে পাইবে। (তুমি ও সকলে সমান, বৈরী কেহ কাহারও নহে) (২১।৫৫)। (বাসুদেব সর্ব্বমিতি (৭।১৯), এই জ্ঞান তোমার মনে ফুটিয়া উঠিবে ; এই জ্ঞানই জ্ঞান। অথবা জীব-সমূহকে পরমাত্মাতে, অর্থাৎ আমার ভিতর, সমভাবে অবস্থিত দেখিতে পাইবে। প্রাচীন উপনিষদে, পরমাত্মা স্থলে সর্ব্বদাই

আত্মা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে)। (অদ্বৈত, অবৈরভাব পরস্পরের ভিতর থাকিবে, বাহিরে কর্ত্তব্য যুদ্ধ করিতে থাকিলেও)।

এ শ্লোকের অর্থ ইহা নহে যে একবার তোমার আত্মাতে বা তোমার ভিতরে, এবং একবার আমার দেহের উপর, টাঙ্গান ছবির মতন সকলকে দেখিতে পাইবে। ইহার অর্থ তোমার আত্মায় অর্থাৎ, তোমার জ্ঞানপ্রাপ্ত অন্তরতম মনে সকলে সাম্য-ভাবে শান্ত স্থির স্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছে কোথাও কোন ভেদ ভাব নাই দেখিতে পাইবে। অনন্তর তুমিও যে তাহাদেরই একজন, এইভাবে সকলকেই আমার ভিতর দেখিতে পাইবে। তোমার ভিতর সকলে আছে, এবং তুমিও সকলকার ভিতর আছ, এবং সকলেই আমার ভিতর আছে। আমিই তুমি ও তোমরা, আমিই সব, এ জ্ঞান দৃঢ় হইলে, ভিতর হইতে আর কাহারও উপর বৈরীভাব আসিবে না, বাহিরে, কর্ত্তব্য যুদ্ধ করিতে থাকিলেও। আমি পরমাত্মা, তোমরা সকলেই আমার চিদাভাস, পরস্পর সমান ও সম্বন্ধিত, "একই" বহু হইয়াছেন, বহুস্যাম্ ; বহুর ভিতর সেই একই রহিয়াছেন। অন্তরে বৈরীভাব থাকিবে না, এই জ্ঞানে ;

এই শ্লোকটিতে কয়েকটি জ্ঞানের কথা আছে। তোমায় মনে সকলকে দেখিতে পাইবে তাহার অর্থ এই যে, তুমি তোমার মনে সকলকার সুখ দুঃখ বুঝিতে পারিবে ; তোমার চিত্ত শুদ্ধ হইবে। তুমি দেখিতে পাইবে তুমিও যাহা এবং অন্য সকলেও তাহা। আত্মায় আত্মায় ভেদ নাই (৫।১৮, ১৯) ;

আর দেখিতে পাইবে আমার দৃষ্টি সকলকার উপর রহিয়াছে, এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে তোমরা সকলেই অভিনেতা, আমাতে অর্থাৎ আমার সাজানো ব্যবস্থাতে রহিয়াছ ; আর দেখিতে পাইবে আত্মা ভাবে তোমার ভিতর যেমন সকলে রহিয়াছে, সেই ভাবে তুমিও প্রত্যেকের ভিতর রহিয়াছ, আর সব কিছু এই পরমাত্মা, আত্মার আত্মা আমার ভিতর রহিয়াছে, আমি আধার আর সব আধেয় ; আর দেখিতে পাইবে সূত্রে মণিগণাইব, অন্তর্যামী ভাবে আত্মা ভাবে আমিই সকলকার ভিতর আছি ও সকলকার অন্তর দেখিতেছি। আমিই সব, (বাসুদেব সর্ব্বমিতি) ইহা হৃদয়ঙ্গম হইলে, সাম্যভাবে স্থিতি হইবে : কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে থাকিবে, কিন্তু মনে রাগদ্বেষ থাকিবে না ; রাগদ্বেষ না থাকিলে, আর ঘৃণা, শোক থাকবে না। "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি, সর্ব্ব ভূতেষু চাত্মানম্ ততো ন বিজুগুপ্সতে (ঈশ, উ, ৬৭) ; যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি, তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি (৬।৩০) ; সর্ব্ব ভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ, সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি, ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ (৬ ২৯) ॥ আত্মোপম্যেন সর্ব্বত্র সমম্ পশ্যতি যোঽর্জ্জুন, সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ (৬।৩১, ৩২) ॥ বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি ॥ যস্মিন সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈ বা ভূদ্বিজানতঃ, তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ। একই বহু, বহু একই ॥ কঠ ৪।৫,

১২, ১৩ ; বৃ ৪।৪।১৫ ; মনু ১২।৯১। আপস্তম্ব ১।২৩।১ ; মহাভারত ৫।৪৬ ২৫ ; ১২।২৪০।২৩ গীতা ৬।২৯ ইত্যাদি।

কর্ম্মযোগের উচ্চতম অবস্থা সাম্যের উপলব্ধি, সমত্বম্ যোগ উচ্যতে। সমই ব্রহ্ম (৫।১৮, ১৯)। এই সমত্ব দৃষ্টিই ৪।৩৫ শ্লোকে বিবক্ষিত হইয়াছে।...নিষ্কাম পারস্পরিক সহযোগিতায়, মানুষ মানুষকে আপন ভাবিতে শেখে. মানুষ মানুষকে নিজের ভিতর আপন ভাবে পায়, মানুষ ভাবিতে সমর্থ হয় যে আমরা পরস্পরের ভিতর আছি এবং সকলে পরমেশ্বরের ভিতর আছি। সেই পরমেশ্বরের ভিতর থাকা, পরব্রহ্মের ভিতর সমান ভাবে থাকা। আমাদের প্রত্যেকের চৈতন্য সেই একই চৈতন্য, এবং তাহা মহাচৈতন্যে বিরাজমান। ইহাই প্রকৃত অদ্বৈতবাদ। জীবে ব্রহ্মে এক ভাবিবার আগে. মানুষে মানুষে এক, ইহাই উপলব্ধি করা প্রথম প্রয়োজন। এই উপলব্ধি নিষ্কাম সহযোগিতায় হয়। কর্ম্ম যোগে শুধু দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ হওয়া নহে বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধ হওয়া, মানুষের প্রতি মানুষের সাম্য ভাব হওয়াও প্রয়োজন। এই সাম্যভাবের জ্ঞান আসে তাঁহাদের নিকট হইতে, যাঁহারা শুধু জ্ঞানী নহেন, জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী। তাঁহারা উপলব্ধি করাইয়া দেন "যেন ভূতানি অশেষেণ দ্রক্ষ্যসি আত্মনি অথো ময়ি"। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই জ্ঞান মনে থাকিলে মনে ক্রোধ বা বৈরী ভাব থাকে না। যদি কর্ত্তব্যের অনুরোধে, স্বধর্ম্ম পালনের জন্য যুদ্ধও করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা,

এই জ্ঞান মনে থাকিলে দ্বেষ বিহীন ভাবে করা সম্ভব হয়। কেন আমরা বৈরী ভাব রহিত থাকিব, এমন কি যুদ্ধেও বৈরী ভাব মনে রাখিব না, এই শ্লোক সেই "কেন"র উত্তর দিতেছে। যে পরম জ্ঞান এই শ্লোক হইতে পাই, সেই পরম জ্ঞান ইহাকে জ্ঞানের শ্লোকগুলির মধ্যে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছে। শ্লোকটি শুধু অদ্বৈত জ্ঞানের নহে, কর্ম্মযোগের সহিতও বিশেষভাবে সম্বন্ধিত। এই বিশেষ রকমের সাম্য জ্ঞান, গীতায় জ্ঞান ও কর্ম্মের মিলনস্থল। ইহার পরে এই অধ্যায়ে যেখানে যেখানে "জ্ঞান" শব্দ আসিয়াছে, এই শ্লোক যে জ্ঞান দিতেছে, সেই জ্ঞান সেই সকল স্থলে উক্ত হইয়াছে। যে এই জ্ঞান পায়, সে পূর্ব্বে মহাপাপ করিয়া থাকিলেও, এই জ্ঞানকে ভেলা করিয়া সংসার সমুদ্র পার হইয়া যায়। নিষ্কাম সহযোগিতায় কর্ম্মকে অকর্ম্ম ভাবে করিতে থাকিলে, এই সাম্য জ্ঞান, কর্ম্মযোগে অভিজ্ঞ যে হয়, তাহার মনে আপনিই ফুটিয়া উঠে ; ঠিক সেই ভাবে ইহা হয় যে ভাবে কর্ম্মের দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি আসে। এই জ্ঞান যাহার হয় চিত্ত শুদ্ধিতে সে পবিত্র হইয়া যায়, অকর্ম্মের মত আপনিই তাহার সকল কর্ম্ম হইয়া পড়ে, কর্ম্মফল ভস্মীভূত হইয়া যায়।

মহানামব্রত। জ্ঞান (৪।৩৫)। বিশ্ব চরাচরে যাহা কিছু ব্যক্ত সকলই আত্মার আলোকে ব্যক্ত ; আর আত্মা, পরমাত্মার সত্তায় সত্তাবান। অথ শব্দে অনন্তর বুঝায়, একটির পর আর একটির প্রকাশ। যদিচ ইহা আনন্তর্য্য-কালিক নহে,

তাত্ত্বিক, তথাপি জ্ঞানের মধ্যে দুইটি স্তরবিন্যাস পাওয়া গেল; প্রথম স্তরে, স্বীয় আত্মায় জগৎ দর্শন, দ্বিতীয় স্তরে ভগবৎসত্তায় আত্মসত্তা দর্শন। ময়ি=বাসুদেব পরমেশ্বরে (শঙ্কর)।... চন্দ্রের আলো রজনী উদ্ভাসিত করে, কিন্তু উহা মূলতঃ সূর্য্যেরই বিম্বিত রশ্মি।...আত্মজ্ঞানী সাধক যখন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে আত্মা ও আত্মজ্ঞানের সার্থকতা অনুভব করেন, তখনি জ্ঞান পরিপূর্ণ মূর্ত্তি লাভ করে।...জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় ছয়টি—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা, এই তিনটি বহিরঙ্গ সাধন; শ্রদ্ধা, তৎপরতা ও ইন্দ্রিয় সংযম, এই তিনটি অন্তরঙ্গ সাধন। পরিপ্রশ্ন, আমি বাস্তবে কে, কিসে বন্ধনমুক্ত হইব, ইত্যাদি প্রশ্ন। শ্রদ্ধা=শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস। নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া, (কঠ, ১।২।৯) তৎপরতা=শ্রদ্ধার অনুরূপ কর্ম্মতৎপরতা, একনিষ্ঠতা। পরম বস্তু ভিন্ন বস্ত্বন্তর বিমুখতাই আত্মসংযম।

শঙ্কর। সকল উপনিষদে যে জীবাত্মা ও ঈশ্বরের একতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিবে।

রামানুজ। যে জ্ঞান জানিলে, শরীরে আত্মাভিমান রূপ, আর তাহা হইতে হয় যাহা সেই মমতাদি দোষের স্থানরূপ, মোহপ্রাপ্ত হইবে না।...সকল প্রাণীকে নিজের আত্মায় দেখিতে পাইবে, কারণ প্রকৃতি সংসর্গ রহিত অন্য জীবাত্মায় ও তোমায় জ্ঞান বিষয়ক একরূপতা হওয়ায়, তাহার সহিত সমতা রহিয়াছে। প্রকৃতি সংসর্গমুক্ত সকল আত্মার স্বরূপ "সম"; নির্দোষংহি

সমং ব্রহ্ম। আর, সকল প্রাণীকে আমাতে দেখিবে, কারণ পরিশুদ্ধ সকল আত্মবস্তু, আমার স্বরূপের সহিত সমতা। এই কথা "ইদম্ জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য (১৪।২) শ্লোকে বলা হইবে।...এই সব শ্রুতি বাক্যে সিদ্ধ হইল যে প্রকৃতি-সংসর্গ মুক্ত সমস্ত আত্মবস্তু সম, ও সর্ব্বেশ্বর পরমপুরুষের সহিতও তাহার সাম্য রহিয়াছে।

শ্রীধর। এই জ্ঞান পাইলে বন্ধু-বধাদি নিমিত্ত মোহ প্রাপ্ত হইবে না,...অশেষ জীবকে অভেদরূপে আত্মাতেই দর্শন করিবে। অনন্তর, আত্মাকে আমাতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে দর্শন করিবে।

মধুসূদন। সকলকে নিজের মধ্যে, অর্থাৎ তোমার নিজের স্বরূপ (যে ত্বং পদার্থ তাহার মধ্যে), এবং আমার, অর্থাৎ ভগবান বাসুদেবের মধ্যে, অর্থাৎ যাহা পারমার্থিক ভেদ রহিত এবং যাহা সকলের অধিষ্ঠান, সেই তৎপদার্থে, অভিন্ন ভাবেই দেখিতে পাইবে।

রামদয়াল। কর্ম্ম ত্যাগের ক্রম দিয়াছেন, প্রথমে শরণাগতি ইত্যাদি।...জ্ঞান লাভ হইলে দেখিতে পাইবে ব্রহ্ম হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী তোমার আত্মাতে এবং আমাতেও, নির্বিশেষ রূপে অনুভূত হইতেছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা একত্ব দর্শন তোমার লাভ হইবে।

অরবিন্দ। তুমি সমস্ত ভূতকেই আত্মার মধ্যে এবং আমার মধ্যে দেখিতে পাইবে, কারণ আত্মা হইতেছে সেই এক অক্ষর

সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয় স্বপ্রতিষ্ঠ সত্ত্বা, আমাদের মানস সত্ত্বার পশ্চাতে লুক্কায়িত ব্রহ্ম ; আমাদের চেতনা যখন অহঙ্কার হইতে মুক্ত হয়, তখন বিস্তৃত হইয়া তাহাকেই প্রাপ্ত হয়।...আত্মনি অথো ময়ি, ইহার অর্থ এই যে, ব্যষ্টিগত ব্যক্তিক সত্ত্বাকে নির্ব্যক্তিক স্বপ্রতিষ্ঠ সত্ত্বাতেই একটি "সম্ভূতি" (becoming) বলিয়া, দেখিযা ব্যক্তিক ভাব অতিক্রম করা হইয়াছে, সেই মহান্ নিগূঢ় নির্ব্যক্তিক ব্যক্তিতে (পুরুষোত্তমে উপনীত হইবার পন্থা মাত্র. তিনি নির্ব্যক্তিক সত্ত্বায় নীরব শান্ত প্রকৃতির ঊর্দ্ধে অবস্থিত, আবার প্রকৃতিতে, এই লক্ষ লক্ষ ভূতের মধ্যে বর্ত্তমান ও কর্ম্মশীল।

কৃষ্ণানন্দ। আত্মজ্ঞান লাভ করিলেই দেখিতে পাইবে ব্রহ্মা হ'তে কীটাণু কীট পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীই...এক আত্মারই ভিন্ন ভিন্ন লীলাময় বিকাশ মাত্র। তুমি ও অন্যান্য সমস্তই আমারই নিত্য সত্তায় বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্দ্বারা বন্ধু বধাদি বৃথা পাপভয় ভীত হইবে না। জ্ঞানবলে তুমি স্বয়ং তো উত্তীর্ণ হইবেই এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত অনলে পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্ম রাশিও দগ্ধ হইয়া যাইবে।

Radhakrishnan—When the sense of difference is destroyed, actions do not bind, since ignorance is the source of bondage and the self having attained wisdom is free from it.

Krishna Prem—Then will the disciple

begin to see that all beings are within the light of the One Self, Just as all things exist within matrix of space,...For, just as fire reduces fuel to ashes, so does the Wisdom Light destroy all sense of difference and multiplicity.

ব্যোমব্রহ্ম। ভূত-তত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে; ভূতগণকে নিজের ভিতরেও দেখিতে পাইবে এবং আমার ভিতরেও দেখিতে পাইবে—ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে যাহা দেখিবে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও তাহাই দেখিবে, তখন নিজেকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারিবে, ইত্যাদি।

(ইহা দৃষ্ট হইবে যে বেশীর ভাগ টীকা এই রকম ; কেন এই শ্লোক কর্ম্ম ষট্‌কের এই অধ্যায়ের এইখানে আনা হইয়াছে, তাহা ব্যাখ্যাত হয় নাই ; যুদ্ধক্ষেত্রে এই শ্লোকের কি স্বার্থকতা তাহা দেখান হয় নাই; পরিষ্কার অর্থই অনেকে দেন নাই। আমাদের চেষ্টা সুধীজনেরা যেন ক্ষমা করেন।)

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাহাকেই জ্ঞান বলা যায়, যদ্দ্বারা জীব সমস্ত প্রাণীকে প্রথমতঃ আপনাতে এবং পরিশেষে ঈশ্বরে দর্শন করে।

ভূপেন্দ্রনাথ। যেমন চিনির গড়া সাপ পাখী মানুষ—শেষে সব এক চিনি হইয়া যায় তদ্রূপ, আত্মদর্শনে, দেবতা হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীই তোমার আত্মস্বরূপ বোধ হইবে, এবং তুমিও সেই পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, ইহাই বোধ

হইবে।...সকলের ভিতর সেই এক আছেন, বুঝিলে জীবাত্মা পরমাত্মায় অভেদ জ্ঞান ফুটিবে। প্রথমে বুঝিতে পারিবে তোমার মধ্যে যে কূটস্থ রহিয়াছেন, সেই কূটস্থের দেহেই এই বিশ্ব ভরিয়া আছে।—দেহোপাধি ঘুচিয়া যাইলে সব কূটস্থ জ্যোতিঃই, এক অসীম আত্মজ্যোতিঃ বা চিদাকাশের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে।

বিদ্যানন্দ। সমস্ত চরাচর নিজের ভিতর ও আমার ভিতর লীন দেখবে। জ্ঞান হইয়াছে কি না, ইহা চিনিবার শেষ চিহ্ন। নিজের সহিত সব কিছু আমাতে একীভাব প্রাপ্ত হয়েছে, দেখ্‌বে।

ভক্তিপ্রদীপ। দ্রক্ষ্যসি = you will realise. অশেষাণি ভূতানি = all beings. আত্মনি অথোময়ি = in your own self as well as in Me.

Telang—You will see all beings without exception, first in yourself and then in me. The essential unity of the supreme and the individual and the whole universal (ঈ উ)।

বঙ্কিম সেন (গীতামাধুরী)। "পরম পুরুষে আত্মসমর্পণই নিস্ত্রৈগুণ্যের লক্ষণ"। জ্ঞান বলিতে সেই বস্তুই বুঝায়।

(৩৬) এই জ্ঞানের মাহাত্ম্য কিরূপ তাহা বলিতেছেন—

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

পদচ্ছেদ। অপি চেৎ অসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্য পাপকৃত্তমঃ সর্ব্বং জ্ঞান-প্লবেন এব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।

অন্বয়। চেৎ সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ অপি পাপকৃত্তমঃ অসি, সর্ব্বং বৃজিনম্ জ্ঞান-প্লবেন এব সন্তরিষ্যসি। (পাপিভ্যঃ পাঠান্তর)

কঠিন শব্দ। চেৎ=যদি, পাপকৃত্তম্=পাপানুষ্ঠানকারী দিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়। বৃজিনম্=পাপ যাহা দুস্তর সাগরের সমান। যথা সংসার (জন্মমরণ) (মধুসূদন)। জ্ঞান-প্লবেন=জ্ঞান রূপ ভেলা বা নৌকা দ্বারা (যে জ্ঞান ৪।৩৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে)। সন্তরিষ্যসি=অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবে।

অনুবাদ। যদি তুমি সকল পাপানুষ্ঠানকারী দিগের হইতেও পাপী হও (অর্থাৎ বড় পাপী হইয়া থাক), তবুও, (সাগরের সমান) সকল পাপ এই জ্ঞান রূপ ভেলার দ্বারা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। (পূর্ব্ব পাপ, আর তোমাকে জন্মমৃত্যু-সাগরে ডুবাইয়া দিতে অক্ষম হইবে)।

শঙ্কর। বৃজিনম্=সমুদ্র। পাপ তো পাপ বটেই পুণ্যও পাপ—মুমুক্ষুর জন্য।

রামানুজ। সমস্ত পূর্ব্বার্জ্জিত পাপরূপ সমুদ্রে,···আত্ম বিষয়ক জ্ঞানরূপী নৌকা দ্বারা···। সন্তিরষ্যসি=সম্যক ভাবে অর্থাৎ অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবে।

রামদয়াল। মুমুক্ষুর জন্য অধর্ম্মও যেমন পাপ, ধর্ম্মও সেই রূপ, কারণ ধর্ম্মেও বন্ধন আনে। রামদয়াল কর্ম্ম ত্যাগের ক্রম দিয়াছেন, প্রথমে শরণাগতি ইত্যাদি।

টীকাকারেরা অবশ্য সকলেই এই শ্লোকের এবং পরবর্ত্তী শ্লোক সমূহের জ্ঞানকে আত্মজ্ঞান লইয়াছেন। আমরা লইয়াছি আমাদের মোটা বুদ্ধিতে সেই জ্ঞানকে যাহা ৪.৩৫ শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; উহাই আসল আত্ম জ্ঞান।

ভূপেন্দ্রনাথ। যেখানে, সাধনার দ্বারা মন অন্তর্মুখী হইয়া দেহ সম্বন্ধের অতীত হইয়া গিয়াছে সে মনে পাপ পুণ্য প্রবেশ করিতে পারে না। প্রাণ সুষুম্না বাহিনী হইলে, মনও তখন আজ্ঞাচক্রে নিশ্চল হইয়া যায়। "জ্ঞান হইলেই কর্ম্ম থাকে না" ইহাই ব্রহ্মপদ ও ইহাই প্রকৃতি হইতে পুরুষের মুক্তি।

ভক্তিপ্রদীপ। সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ = the worst of sinners, বৃজিনম্ = Ocean of sin and sorow

শ্রীধর। যদিও তুমি অত্যন্ত পাপকারী হও, তথাপি, ইত্যাদি

মধুসূদন। বৃজিনং শব্দে সংসার (জন্মমরণ) যাহার ফলং ধর্ম্মাধর্ম্ম অভিপ্রেত, কারণ মুমুক্ষু ব্যক্তির নিকট পাপের ন্যায় পুণ্যও অনভিপ্রেত।..."অপি" ও "চেৎ" এই দুইটি অব্যয় অসম্ভাবিত বিষয়ের অভ্যুপগমের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ যাহা সম্ভাবিত নহে, যদিচ ধরিয়া লও, তাহাও সম্ভব।

(৩৭) আরও বলিলেন, এই জ্ঞান অগ্নিবৎ সকল কর্ম্ম-বন্ধন ভস্ম করিয়া দেয়।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

পদচ্ছেদ। যথা এধাংসি সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ ভস্মসাৎ কুরুতে অর্জ্জুন, জ্ঞান অগ্নিঃ সর্ব্ব-কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।

অন্বয়। অর্জ্জুন, যথা সমিদ্ধঃ অগ্নি এধাংসি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা জ্ঞান অগ্নিঃ সর্ব্ব-কর্ম্মাণি ভস্মাসাৎ কুরুতে।

কঠিন শব্দ। সমিদ্ধ = প্রজ্বলিত। এধাংসি = কাষ্ঠ সকলকে।

অনুবাদ। অর্জ্জুন, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, তেমনি এ অগ্নি-রূপী জ্ঞান সমস্ত কর্ম্ম ভস্মীভূত করে (অর্থাৎ উপরিউক্ত জ্ঞান-অনুযায়ী কর্ম্ম করিলে, সেই কর্ম্ম ভর্জ্জিত বীজের ন্যায় কর্ম্ম-ফল উৎপাদন করে না, উহা অকর্ম্ম হইয়া যায়)। (কর্ম্ম-বিজ্ঞানে কর্ম্ম করিলেও কর্ম্ম এই ভাবেই অকর্ম্ম হয় (৪।২৯)।

(জ্ঞানমার্গীদের এক মতবাদ জ্ঞান-কর্ম্ম সমুচ্চয় হয় না, আর এক মতবাদ যে জ্ঞানে, সঞ্চিত ও আগামী কর্ম্মফল ভস্ম করিয়া দেয়)।

শঙ্কর। যথার্থ জ্ঞান, সকল কর্ম্মকে নির্বীজ করিবার হেতু হয়, প্রারব্ধ কর্ম্ম ছাড়া।

মধুসূদন। কর্ম্মের কারণীভূত যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করে, শুধু বিপাকোন্মুখ কর্ম্ম (প্রারব্ধ) বাদ পড়িয়া যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন, ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিছিদ্যতে সর্ব্বসংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্যকর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" (মুণ্ডক উ০, ২।১।১); কার্য্য-রূপে পর, কারণ-রূপে অবর)।

রামানুজ। আত্মার যথার্থ স্বরূপ-বিষয়ক জ্ঞান-রূপ অগ্নি জীবাত্মাতে স্থিত অনাদি কাল প্রবৃত্ত বহু কর্ম্ম সঞ্চয়কে ভস্ম করিয়া দেয়।

শ্রীধর। "পাপ সমুদ্র অতিক্রম, পাপ ধ্বংস নহে", অর্জ্জুন হয় তো এই ভাবিতেছেন, ভাবিয়া, ভগবান এই শ্লোক বলিলেন।...আত্মজ্ঞান রূপ অগ্নি, প্রারব্ধ কর্ম্ম ব্যতীত সমুদয় কর্ম্ম ভস্মীভূত করে।

তিলক। শুভ অশুভ বন্ধনকে জ্বালাইয়া দেয়।

অরবিন্দ। মুক্ত মানব যজ্ঞ-রূপে কর্ম্ম করিতে পারেন, কারণ তাঁহার মনে হৃদয় ও আত্মা আত্মজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়াছেন, "গত সঙ্গস্য, জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ"। তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম, সম্পন্ন হইবা মাত্র, অদৃশ্য হয়, ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়, বিলীয়তে; তাঁহার আত্মার উপর কোনও প্রতিক্রিয়ার ফল রাখিয়া যায় না, কোনও সংস্কার রাখিয়া যায় না। তাঁহার প্রকৃতির ভিতর দিয়া, ভগবানই সেই কর্ম্ম সম্পাদন করেন, সেই কর্ম্ম মানুষের নিজের নহে, মানুষ কেবল যন্ত্র মাত্র। কর্ম্মটিও তখন হয় ব্রহ্ম সত্তারই শক্তি (৪।২৪); এই অর্থেই এই শ্লোক। ইহার দ্বারা মোটেই বোঝায় না যে যখন জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়, তখন কর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়।...আমাদের অজ্ঞানের অবস্থাতেও, আমাদের হৃদি স্থিত ঈশ্বরই আমাদের কর্ম্মের কারণ, তবে তিনি তাঁহার

মায়ার ভিতর দিয়া, আমাদের নীচের প্রকৃতির অন্ধকারের ভিতর দিয়া, আমাদিগকে পরিচালিত করেন। এই প্রকৃতিই আমাদের কর্ম্ম-সমূহের জটিল জ্ঞানসৃষ্টি করে।···যখন আমরা জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হই, তখন ঈশ্বর আমাদের পরম-আত্মা রূপে সাক্ষাৎ ভাবে আমাদের সমুদয় কর্ম্ম করেন।···উর্দ্ধে, চেতনার উর্দ্ধতর ভূমিতে জ্ঞান হয় সত্ত্বার জ্যোতিঃ, এবং সমতা হয় প্রকৃতির উপাদান।··· পাশ্চাত্যদেশে জড় বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি জ্ঞান বলিয়া পরিচিত, কিন্তু ভারতে নহে। এই সব জ্ঞানের দ্বারাও যে আমাদের বিকাশের সাহাযা হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে এ সব জীবনের বিবর্ত্তনে সাহায্য করিতে পারে কিন্তু আত্ম-স্বরূপ লাভে কোন সাহায্য করিতে পারে না।···কি-রূপে এ জ্ঞান লাভ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছে তত্ত্বদর্শীদের নিকট হইতে, যাঁহারা বিচার বিতর্ক নহে, প্রত্যক্ষ করিয়া তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন (৪ ৩৪)। কিন্তু এই জ্ঞান প্রকৃত ভাবে লাভ করা যায়, নিজেদের ভিতর হইতে (৪.৩৮); যিনি যোগ সংসিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি সেই জ্ঞান যথা সময় স্বীয় অন্তঃকরণে স্বয়ং লাভ করেন, অর্থাৎ এই জ্ঞান ভিতর হইতে বিকশিত হইয়া উঠে।···অন্য জ্ঞান কষ্টে স্বষ্টে বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে হয়।

রামদয়াল। ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি ইত্যাদি। জ্ঞান হইলে কর্ম্ম ক্ষয় হয়।···লিঙ্গ শরীরকে আত্মার হৃদয় গ্রন্থি বলে···কর্ম্ম-যোগের দ্বারা করিতে হইবে—(১) ভগবৎপ্রীতির জন্য কর্ম্ম করা,

(২) ফলকামনা পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করা, (৩) অহং কর্ত্তা এই অভিমান সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করা।

ব্যোমব্রহ্ম। জ্ঞান লাভ হইলে কর্ম্মের অবসান হয়।

ভক্তিপ্রদীপ। সমিদ্ধ অগ্নি = Blazing fire, এধাংসি = all full, সর্ব্ব কর্ম্মাণি = all fruits accruing from karma.

ভূপেন্দ্রনাথ। যে কর্ম্মের ফলে এই শরীর আরব্ধ হইয়াছে, তাহা ফল দানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহা ভোগের দ্বারাই ক্ষয় হইবে। অতএব জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্ব কৃত, এবং জ্ঞান উৎপত্তির কালে কৃত, অতীত অনেক জন্ম কৃত কর্ম্ম, যাহার ফল প্রবৃত্ত হয় নাই, সেই সমস্ত কর্ম্ম ভস্মসাৎ হয়, (১) সঞ্চিত কর্ম্ম, সকল জীবেরই থাকে, জ্ঞানীরও থাকে (২) ক্রিয়মান কর্ম্ম যাহা বর্ত্তমানে করা হইতেছে ও হইবে, (৩) প্রারব্ধ কর্ম্ম; যাহা ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে বা ফল দানোন্মুখ, যাহার ফল এই শরীর। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার কর্ম্ম জ্ঞান লাভের পর জ্ঞানীর থাকে না; তৃতীয় প্রকারের কর্ম্মের ফল জ্ঞানীকেও ভোগ করিতে হয়, কিন্তু সে ভোগ জ্ঞানীকে অভিভূত করিতে পারে না, এবং তাহা ভর্জ্জিত বীজের ন্যায় আর অঙ্কুর উৎপন্ন করিতে পারে না, কারণ কর্ম্মাশয় নষ্ট হইয়া যায়। কর্ম্মফলে স্পৃহাই কর্ম্মাশয়, লিঙ্গ শরীরে ইহা বর্ত্তমান থাকে, ইহাই হৃদয় গ্রন্থি। আত্মার ইহাই অজ্ঞান রূপ উপাধি···দেহকে ভুলিতে না পারিলে সব সাধনাই বৃথা।··· ক্রিয়ার পরাবস্থাতে, এই দেহ জ্ঞান বিলুপ্ত হয়।

বিস্তানন্দ। জ্ঞানলোকে যাহার আত্মা প্রকাশিত হয়, তাহার অজ্ঞান জন্য সকল কর্ম্ম সেই প্রকাশের তেজে ভস্ম হইয়া, বন্ধন কারক-গুণরহিত হয়,।

Telong. Fire of knowledge reduces actions to ashes.

(৩৮) এই জ্ঞান আরও কিরূপ, বলিয়া, উহা কি ভাবে পাওয়া যায় বলিলেন।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎস্বয়ংযোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮

পদচ্ছেদ। ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রম্ ইহ বিদ্যতে, তৎ-স্বয়ম্ যোগ-সংসিদ্ধঃ কালেন আত্মনি বিন্দতি।

অন্বয়। ইহ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রম্ ন হি বিদ্যতে, তৎযোগ-সংসিদ্ধঃ কালেন আত্মনি স্বয়ং বিন্দতি।

কঠিন শব্দ। যোগ সংসিদ্ধঃ=কর্ম্মযোগে যিনি সিদ্ধ পুরুষ; কর্ম্মযোগের দ্বারা সংসিদ্ধ অর্থাৎ সংস্কৃত অর্থাৎ যোগ্যতা পূর্ণ হইয়াছেন (মধুসূদন), কালেন=যথাকালে; ঠিক সময়ে। বহুকালে (মধুসূদন) স্বয়ং আত্মনি বিন্দতি নিজে নিজের মধ্যে লাভ করেন।

অনুবাদ। ইহলোকে ঐ জ্ঞানের মত পবিত্র (শুদ্ধিকর) কিছুই নাই। (শুধু তাহাই নহে) কর্ম্মযোগে যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি যথাকালে নিজে নিজের মধ্যে ঐ জ্ঞান লাভ করেন।

গুরুর নিকট হইতে ঐ জ্ঞান পাওয়া যায় (৪।৩২।৩৪ ৩৫), তাহা ছাড়া, কর্ম্মযোগে যিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, "অকর্ম্ম" ভাবে স্বধর্ম্ম পালন করা যাঁহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, অভ্যাসের কাল অতীত হইয়া যাইবার পর, যখন কর্ম্মযোগের নিয়মগুলির দার্শনিক পাদপীঠ কি, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইবে ; তখন তাঁহার মনে স্বতঃই এ প্রশ্ন উঠিবে, হইলই বা স্বধর্ম্ম, যুদ্ধ রূপী ক্রুর কর্ম্মে শত্রুর প্রতি বৈরী ভাব কেন আসিবে না? এ প্রশ্ন উঠিবা মাত্র, তিনি নিজেই তাঁহার মনে উত্তর পাইবেন, উত্তর ভাবে ৪ ৩৫ শ্লোকে যে জ্ঞান ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেই জ্ঞান আপনিই তাঁহার মনে ফুটিয়া উঠিবে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি, ইহা আপনিই পরিদৃষ্ট হইবে। (পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় ও ১৮।৪৫ ও পরের শ্লোকগুলি)।

সচ্চিদানন্দ। যোগসংসিদ্ধ = প্রাপ্ত নৈষ্কর্ম্ম্য।

তিলক। যাহার যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ সিদ্ধ হইয়াছে। ইত্যাদি,

ব্যোমব্রহ্ম। যোগসিদ্ধ ব্যক্তি যথাকালে আপনা হইতেই জ্ঞান লাভ করে।

Plato A man should either learn the truth from someone else or discover truth for himself. (Phaedo, 85)

ভূপেন্দ্রনাথ। প্রাণায়ামই পরম তপস্যা। দীর্ঘকাল ধরিয়া করিতে করিতে যোগ্যতা লাভ হয় ও ক্রিয়ার পরাবস্থা

দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, ইহার তুল্য পবিত্র অবস্থা আর কিছু নাই। ...দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে, ইহা অনায়াস লভ্য হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রথমে এই অবস্থালাভের যোগ্যতা আপনা আপনি আসে না, তাই ক্রিয়াযোগ অভ্যাস করিতে হইবে। অভ্যাসের ফলে মন সঙ্কল্পশূন্য হইয়া, মহাস্থিরতায় ডুবিয়া যাইবে, তখন আত্মসাক্ষাৎকার ও জ্ঞানলাভ হইবে। ক্ষীয়ন্তেচাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে, পরাবরে দৃষ্ট হইলে সাধকের সকল কর্ম্মক্ষয় হইয়া যাইবে।

মহানামব্রত। জ্ঞান বস্তু লাভ করা যায় না, আত্মা আপনা আপনি জ্ঞান লাভ করে। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সাধনাদি সহকারী কারণ মাত্র। সাধনার দ্বারা সংসিদ্ধ যোগ্যতা প্রাপ্ত ব্যক্তি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান লাভ করেন।...অন্যান্য ফল, যাহা বলা হইয়াছে, তাহা গৌণ ফল, মুখ্যফল পরাশান্তি। শ্রীধর বলিলেন জ্ঞান লাভের পর আর কোন কর্ত্তব্য থাকে না, সুতরাং মোক্ষ—পরাশান্তি লাভ করে।

শঙ্কর। কর্ম্মে চিত্ত শুদ্ধি হইলে, এবং হইবার পর যোগ্যতা প্রাপ্ত হইলে, মুমুক্ষু স্বয়ং নিজের আত্মায় সেই জ্ঞানের সাক্ষাৎ পায়।

রামানুজ। জ্ঞান = আত্মজ্ঞান। এই প্রকারে ঐ জ্ঞানের সাধক প্রতিদিন যাহা অনুষ্ঠান করা হইতেছে, সেই জ্ঞানাকার কর্ম্মযোগের দ্বারা সংসিদ্ধ হইবার পর, সময়ে নিজে নিজের আত্মায় সেই জ্ঞানকে পায়।

ভক্তিপ্রদীপ। যোগ সংসিদ্ধ = He who has attained success in কর্ম্মযোগ। বিন্দতি তৎ স্বয়ম্ কালেন আত্মনি = realises that knowledge himself, in due course in his one real self.

Aravinda. It grows within him, i.e, he grows into it.

Telang. Knowledge perfected by yogu, finds within one's self in time.

শ্রীধর। ইহ = তপঃ ও যোগাদির মধ্যে। এই আত্ম বিষয়ক জ্ঞান, কর্ম্মযোগে সংসিদ্ধ হইলে, যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া লোকে স্বয়ংই অর্থাৎ অনায়াসে লাভ করে, কিন্তু কর্ম্মযোগ ব্যতীত নহে।

মধুসূদন। জ্ঞান-বলে অজ্ঞানের নাশ হইলে, মূলের সহিত নিবৃত্ত হইয়া যায়। কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শোধিত হইলে যথাকালে এই জ্ঞান নিজেই উদিত হয়।

(৩৯) এই জ্ঞানের অধিকারী কে? এই জ্ঞানের ফল কি? তাহার উত্তর—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৩৯

পদচ্ছেদ। শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয় জ্ঞানম্ লভতে; লব্ধা পরাং শস্তিং অচিরেন অধিগচ্ছতি।

অন্বয়। শ্রদ্ধাবন্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয় জ্ঞানম্ লভতে; জ্ঞানম্ লব্ধা অচিরেণ পরাম্ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি।

কঠিন শব্দ। শ্রদ্ধাবান = কোন বিষয়ে বা কোন লোকের প্রতি যাহার মান্য থাকে, এমন কি বিশ্বাসও সেই মান্যের সহিত থাকে। গুরুবাক্যে এবং বেদান্ত বাক্যে "ইহা এই রূপই" এই প্রকারের প্রমাণস্বরূপ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান স্বরূপ যে আস্তিক্য বুদ্ধি, তাহার নাম শ্রদ্ধা, তাদৃশ শ্রদ্ধাবান পুরুষ, (মধুসূদন); নিষ্ঠাবান। তৎপরঃ = ভগবৎ পরায়ণ, ভগবৎ বিষয়ে যে নিজেকে লাগাইয়া রাখে। অনলস, ত্বরিৎকর্ম্মা (এ অর্থ এ স্থানের জন্য আমরা লইলাম না, ইহা অতি লঘু অর্থ হইবে; মৎপর (১৮৫৭; ২।৬১; ৬।১৪) শব্দের মত এই তৎপর শব্দ, ইহা তৎপরায়ণ (৫।১৭) শব্দের মত।

উপায়-স্বরূপ যে গুরু উপাসনা প্রভৃতি, তাহাতে যে ব্যক্তি অত্যন্ত সুনিপুণ (মধুসূদন)। তাহাতে নিষ্ঠাবান্ (শ্রীধর)। শ্রদ্ধা কথা গীতায় বহু স্থলে আসিয়াছে, তৃতীয় অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে তাহা উক্ত হইয়াছে।

অনুবাদ। যিনি শ্রদ্ধাশীল ও ভগবৎ পরায়ণ, যাঁহার ইন্দ্রিয় বশীভূত তিনি এই জ্ঞান-লাভ করেন। জ্ঞানলাভ করিবার পর তিনি শীঘ্রই পরমশান্তি প্রাপ্ত হন।

গুরুর কথা ও জ্ঞানের কথা পূর্ব্ব শ্লোকগুলিতে বলা হইয়াছে। এইবার অধিকারীর কথা।

গুরু জ্ঞান দিতে পারেন, কিন্তু যিনি জ্ঞান লইবেন, তাঁহার

লইবার এবং রাখিবার যোগ্যতা থাকা চাই; উপযুক্ত অধিকারী হওয়া চাই। একথা, পারমার্থিক এবং অপারমার্থিক সকল প্রকার জ্ঞানেতে খাটে। (৪।৩৫) এর শ্লোকে যে পারমার্থিক জ্ঞান বিবক্ষিত হইয়াছে, তাহা গ্রহণ করিবার ও স্থায়ী ভাবে রাখিবার মাথা ও মনের যোগ্যতা, মাত্র তাঁহারই, যিনি শ্রদ্ধাশীল, যিনি ভগবৎ পরায়ণ ও যিনি ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত রাখেন। সকল জীব তোমার "আত্মনি অথোময়ি" রহিয়াছে, ইহা বার বার বলিয়া দিলেও, ঐ কথায় যে জ্ঞান রহিয়াছে তাহা মানুষের মনে ফুটিয়া উঠিবে না যদি ঐ কথাগুলি সে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে না পারে, যদি ঐ কথাগুলিতে তাহার বিশ্বাস না হয়। পারমার্থিক, অপারমার্থিক যে জ্ঞানই হউক না কেন, তাহা গ্রহণের সময় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকা চাই, যথা, অপারমার্থিক জ্ঞান বিষয়ে, তাহা "ক" "খ" পাঠেই হউক বা অতি উচ্চ শ্রেণীর পাঠেই হউক, গুরু যাহা বলিবেন তাহা পরিপ্রশ্নাদির পর, গ্রহণ করিতেই হইবে। তবে গুরুও উপযুক্ত হওয়া চাই। উচ্চ শ্রেণীর পাঠে, "ক" "খ" শিক্ষকের কথা গ্রহণীয় হইবে না, হওয়া উচিতও নহে; যেখানে উহা হইতে দেওয়া হয়, সেখানে সব নষ্ট হয়। শিষ্য অধিকারী কি না তাহা যেমন দেখিতে হইবে, গুরু হইবার অধিকার হইয়াছে কি না, ব্যাস আসনে বসিবার অধিকার হইয়াছে কি না তাহাও দেখিতে হইবে। যাহাকে তাহাকে গুরু করিলে বা যাহাকে তাহাকে ব্যাসাসনে বসাইয়া দিলে, শুধু নষ্ট নহে, ভীষণ অনিষ্ট হয়। গুরুকে

উপযুক্ত হইতে হইবে, ইহা জোরের সহিত বলিবার জন্য গীতা প্রথমেই বলিয়াছেন (২।৩৫) জ্ঞান লইবে তাঁহার কাছে যিনি শুধু জ্ঞানী (শাস্ত্র জ্ঞানী) নহেন, যিনি তত্ত্বদর্শীও। আর, শিষ্য হইবে কিরূপ ? এখানে যেন তাহার উত্তরে বলা হইল; শিষ্য হইবে শ্রদ্ধাশীল ; বৈরিতা-শূন্য সাম্যজ্ঞান, উহাতে থাকিয়া ক্ষত্রিয়ের চূড়ান্ত কর্ম্ম, যুদ্ধ, তাহাতো করিবেই, তবে ঐ জ্ঞানে, মাত্র সেই সময়ের জন্য নহে, সকল সময়ে থাকিতে হইবে। তাহার জন্য সেই "ময়ি" তাহাতে "মৎ পরায়ণ, মামুপাশ্রিত" হইতে হইবে। কর্ম্মযোগের সহিত অদ্বৈত জ্ঞান ও ভক্তি যোগ অর্থাৎ শরণাগতি মিশাইতে হইবে। তাই অধিকারী ভাবে ঐ জ্ঞান পাইবার জন্য, প্রথম কথা ভগবান বলিলেন, ঐ বিষয়ের উপদেশে শ্রদ্ধাশীল হও; উপদিষ্ট পথে চলিলে ঐ জ্ঞান পাইবে, তাহাতে বিশ্বাস রাখ। তাহার পরে ঐ জ্ঞানকে মনে স্থিত রাখিতে, নিজেকে "তৎ পরায়ণ" অর্থাৎ আমাতে মৎ পরায়ণ কর, কর্ম্মের সহিত ভক্তির সংযোগ কর।

তাহার পরে, ব্যবহারে কিরূপ হইবে তাহাও বলিয়া দিলেন— তোমাকে সর্ব্বদা সংযতেন্দ্রিয় থাকিতে হইবে; যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ, ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভম্ মনঃ (২।৬০), ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাম্ যন্মনোঽনুবিধীয়তে, তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি (২।৬৭)। ইন্দ্রিয় যাহার বশে নাই, জ্ঞান দূরে থাক্—সে মানুষই থাকে না (২।৬২, ৬৩)। কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ তাহার সব যোগই বিফল হইয়া

যায়, যদি ইন্দ্রিয় সংযম নষ্ট হয়। ইন্দ্রিয় সংযমের উপর গীতা যতটা জোর দিয়াছে, আমাদের কোনও শাস্ত্রে, এবং অন্য ধর্ম্মের কোনও শাস্ত্রে বোধহয় এতটা জোর দেওয়া হয় নাই।

ইন্দ্রিয় সংযমেই যদি "প্রসাদমধিগচ্ছতি" হয়, (২।৬৪) যদি "স শান্তি মাপ্নোতি" হয়, (২।৬৪-৬৬, ৭০, ৭১), ও তাহার উপর যদি ৪।৩৫ শ্লোকে সাম্য দৃষ্টি ও ভগবৎ পরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাহা হইলে শান্তি তো আসিবেই—আর যে শান্তি আসিবে, তাহা বর্ণনাতীত।

আমাদের পুরাণাদিতে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের বহু বহু উপাখ্যান রহিয়াছে। ইহা বহু প্রচলিত কথা "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর"। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" (কঠ ১।২।৬) তবে শাস্ত্র ইহাও বলিয়াছেন, "কেবলং শাস্ত্র-মাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ, যুক্তিহীন বিচারেন ধর্ম্মহানি প্রজায়তে"। আর ইহাও বলিয়াছেন "অলং তৃণমিব ত্যজ্যম্ অপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা"।

রামদয়াল বাধ পূর্ব্বক সমাধি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত, পাপের সমূলে নাশ হয় না, বিশ্বাস দ্বারা লয় পূর্ব্বক সমাধি হয়, এই জন্য এই ক্ষেত্রে পাপের নাশ ক্ষণিক। হরি হরি করিয়া ভূতের ভয় ক্ষণিক নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু হরিকে জানিয়া, হরি না হইতে পারিলে, এই পঞ্চ ভূতাত্মক দৃশ্য প্রপঞ্চ একেবারে ছাড়িয়া যায় না। জ্ঞানে ইহা হয়, এই জন্য জ্ঞান পবিত্র।

অরবিন্দ। পূর্ব্ব শ্লোকে অরবিন্দের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

গিরীন্দ্রশেখর। এখানে জ্ঞানকে বুদ্ধিযোগ বা কর্ম্মযোগ লভ্য বলা হইল।

রামানুজ। তৎপর, অর্থাৎ ঐ জ্ঞানের বৃদ্ধির জন্য তৎপর হন, অর্থাৎ মনকে অন্য দিকে যাইতে না দেন। শান্তি= নির্ব্বাণ।

শ্রীধর। শ্রদ্ধাবান্ = গুরূপদিষ্ট বিষয়ে আস্তিক্য বুদ্ধি যুক্ত। তৎপর = তদেক নিষ্ঠ। জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে কর্ম্ম যোগের প্রয়োজন, পরে আবশ্যকতা নাই ; অচিরেই পরাশান্তি রূপ মোক্ষ লাভ করেন।

তিলক। জ্ঞানলাভের দুই মার্গ, বুদ্ধি ও শ্রদ্ধা—দুইয়েতেই জ্ঞান ও শান্তি লাভ হয়।

মধুসূদন। প্রাণায়ামাদি জ্ঞান প্রাপ্তির বাহিরের উপায়, তাহাতে কপটতাও থাকিতে পারে। ইহা ভিতরের উপায়।

অরবিন্দ। ইহা সত্য যে বিশ্বাস ভিন্ন ইহ জগতে স্থায়ী কিছু সম্পাদন করা যায় না...উপরের জ্ঞান, বিচার বিতর্কের বিষয় নহে বিশ্বাসের বিষয়।

রামদয়াল। "এক বেদান্ত বাক্য, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট, অন্য কিছুই আমার প্রয়োজন নাই" এইরূপ যে অবিচলিত ভাব, তাহাই শ্রদ্ধা।...জগতস্থ সমুদয় জীব শ্রদ্ধাময়। সকলেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের কোন না কোনটিকে শ্রদ্ধা করে।

Krishna Prem—The disciple needs faith, not

the blind belief of the sectarian-creeds man, but the firm aspiration of the soul.

Gandhi—These are the rock bottom, requisites for him, who would have knowledge, through the upanishads ; we find austerity, faith, Brahmacharya and truth, as the essential qualifications of a seeker after self realisation.

(ছা০ উ০ ৮,৫,৭—৯, মু০ উ০ ৩,১,৫, প্র০ উ০ ১,২ ইত্যাদি)

Radhakrishnan—Faith is not blind belief it is the aspiration of the soul to gain wisdom.

ভূপেন্দ্রনাথ। শ্রদ্ধা, তৎপরতা, ইন্দ্রিয় সংযমতা এই তিনটি থাকিলে জ্ঞানলাভ হয় ও ক্রিয়ার পরাবস্থার শীঘ্র শীঘ্র উদয় হয়।...যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, শ্রদ্ধার সহিত কর্ম্ম করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়। মহাভারত বলিয়াছে, শ্রদ্ধাহীনের অন্ন খাইতে নাই।...কাহারও কাহারও বেশ শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু আরও পাঁচটা কাজ কর্‌তে থাকে বা নিয়মের সহিত ও অনেকক্ষণ সাধন করে না, অর্থাৎ তৎপরতা নাই বা কাহারও ইন্দ্রিয় সংযমিত নহে। ইহারা ক্রিয়ার 'পরাবস্থা' পায় না।

বিজ্ঞানন্দ। তৎপরাঃ = যাহার অন্তরে জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য সত্য তৎপরতা আছে। শান্তি = ব্রহ্মাত্মৈক্য।

ভক্তিপ্রদীপ। শ্রদ্ধাবান = He who possesses firm

faith in me তৎপরঃ = steadfast attachment for the principle of নিষ্কাম কর্ম্মযোগ। পরম্ = eternal.

Telang. He who has faith, whose senses are restrained and who is assiduous, obtaims knowledge.

শঙ্কর। শ্রদ্ধাশীল হওয়ার পরও তুমি মন্দ প্রস্থান অর্থাৎ বাজে কাজে লাগিয়া থাকিতে পার, তাহা যাহাতে না হয়, তাই বলিলেন "তুমি তৎপর থাকিবে অর্থাৎ গুরূপাসনাতে সর্ব্বদা নিজেকে যুক্ত রাখিবে। শ্রদ্ধালু ও তৎপর হওয়া সত্ত্বেও, অজিতেন্দ্রিয় হইতে পার, তাহা যাহাতে না হও, তাই বলিলেন সংযতেন্দ্রিয় হইবে। বাহিরে প্রণাম আদি ক্রিয়া (৪।৩৪) কপটাচরণও হইতে পারে, জ্ঞান রূপ ফল তাহাতে অনিশ্চিত ; শ্রদ্ধাশীল হওয়া ইত্যাদি অন্তরের কথা, ফল নিশ্চিত। শান্তি = মোক্ষ।

(৪০) শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়ী থাকিলে কি হয় তাহা বলিলেন—

অজ্ঞশ্চা শ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ংলোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০

পদচ্ছেদ। অজ্ঞঃ চ অশ্রদ্দধানঃ চ সংশয়-আত্মা বিনশ্যাত ন অয়ং লোকঃ অস্তি ন পরঃ ন সুখং সংশয়—আত্মনঃ।

অন্বয়। অঃজ্ঞ চ অশ্রদ্দধানঃ চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি, সংশয় আত্মনঃ অয়ং লোকঃ ন অস্তি, ন পরঃ, ন সুখং।

কঠিন শব্দ। অজ্ঞ = বিষয়টা যাহার জানা নাই। শাস্ত্রা-

ধ্যয়ন না করায় আত্মজ্ঞান শূন্য (মধুসূদন)। অশ্রদ্দধান = বিষধটা, যে উপযুক্ত মান্যের বা মনোযোগের সহিত গ্রহণ করে নাই ; শ্রদ্ধাশীলের বিপরীত গুরুবাক্যের এবং বেদান্ত বাক্যের উপরে "ইহা ঐইরূপই হইতেই পারে না" এই প্রকার যে বিপর্য্যয় স্বরূপ নাস্তিক্য বুদ্ধি, তাহার নাম অশ্রদ্ধা। সেই অশ্রদ্ধা যাহার আছে, সে অশ্রদ্দধান (মধুসূদন)। সংশয়াত্মা = যাহার মন এরূপ যে তাহাকে যাহা কিছু বলা হউক না কেন, সে তাহা সন্দেহের কর্ণে শুনিবে, এবং সন্দেহ করিবে যে, পরামর্শ দাতা, তিনি ভগবানই হউন না কেন ও তিনি যাহাই বলুন না কেন, সব কিছু ভুল, বা সেই প্রদত্ত পরামর্শে দাতাদের কোনও না কোন স্বার্থ আছে ; "ইহা এই প্রকার হইবে, বা অন্য রূপ হইবে" এই প্রকারে যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে সন্দেহসঙ্কুল-চিত্ত হয়। (মধুসূদন) বিনশ্যতি = কৃতকার্য্য রহিত হয় ; বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ স্বার্থ হইতে বিচ্যুত হয়। (মধুসূদন)।

অনুবাদ। যে অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন ও যাহার মন সন্দেহে পরিপূর্ণ, তাহার কৃতকার্য্যতা হয় না। সন্দিগ্ধ চিত্ত ব্যক্তির ইহ লোকও নাই, পরলোক নাই, সুখও নাই।

একটা সাধারণ উদাহরণ লওয়া যাউক। ধরা যাউক কাহারও অসুখ করিয়াছে। শুশ্রূষাকারীর যদি না জানা থাকে যে ঔষধের মত অনুপানেরও গুরুত্ব আছে, যদি অজ্ঞতায় সে অনুপান ব্যবহার না করে, তো তাহার শুশ্রূষা অকৃতকার্য্যতায় পরিণত হইবে। অথবা শুশ্রূষাকারী যদি উপদিষ্ট ব্যবস্থাদি

শ্রদ্ধার সহিত না শোনে, যদি সে অমনোযোগী থাকে, এবং অমনোযোগী থাকার জন্য পটোল পাতার রসের পরিবর্তে শিউলী পাতার রস অনুপানে ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহার শুশ্রূষাও অকৃতকার্য্যে পরিণত হয়। অথবা, অনুপানের গুণের অস্তিত্ব বিষয়ে শুশ্রূষাকারীর মনে যদি সন্দেহ থাকে, বা তাহাকে যাহা কিছু বলা হউক না কেন, সন্দেহের কানে সে তাহা শোনে, ভাবে ইহা হয় তো ঠিক নয়, উহা হয় তো ঠিক নয়, ইত্যাদি। অথবা ভাবে যে পরামর্শদাতার নিশ্চয়ই কোনও গুপ্ত স্বার্থ আছে, বা সে তাহার অনিষ্ট করিতে চায়,—এই সব কারণে. অনুপান সম্বন্ধে যদি সে উদাসীন থাকে, তাহা হইলে তাহার শুশ্রূষাও অকৃত কার্য্যে পরিণত হয়। অজ্ঞতার ও শ্রদ্ধাহীনতার প্রতিকার আছে, অজ্ঞের তো আছেই;—বুঝাইয়া দিলে তাহারা আর ভুল করে না। কিন্তু সংশয় পোষণের প্রতিকার নাই; যাহা কিছু তাহাকে বলা হউক না কেন, কোন মতেই তাহার সংশয় যাইবে না। গীতাকার ঠিক ক্রমেই তিনটি কথা রাখিয়াছেন; অজ্ঞ, সকল হইতে কম্ দোষশালী, শ্রদ্ধাহীন তাহা হইতে বেশী, আর সংশয়-আত্মা সকল হইতে বেশী। সংশয়-আত্মা সকল হইতে বেশী দোষশালী, তাহা পরের কথা গুলিতেও প্রকাশ। অজ্ঞ ও শ্রদ্ধাহীনের ইহলোক ও পরলোক বিষয়ে ও সুখ প্রাপ্তিতে খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা নহে, কিন্তু সংশয়-আত্মার ইহলোক, পরলোক, সুখ কিছুই নাই। ইহলোকে, সে সকলকে সন্দেহ করিতে থাকে, সকলকার ঘৃণ্য হয়; আর পরলোকে, অর্থাৎ দেহাবসানে সুগতি সে পায়ই না,

কারণ, সাধনায় সকল মার্গের উপর তাহার সন্দেহ হইতে থাকায়, কোনও মার্গ গ্রহণ না করিয়াই সে দেহ ত্যাগ করে। আর সুখ? যে জীবনে ঘৃণা থাকে ও মরণে যে কুগতি প্রাপ্ত হয়, তাহার সুখ কোথায়? সকল সময়েই সে শান্তিহীন; অশান্তস্য কুতঃ সুখং? (২।৬৯)। সংশয়াত্মার জীবনে ভয় লাগিয়াই থাকে, ভোজনে, শয়নে তাহার সুখ নাই। স্থির চিত্ত না হইলে, ইহলোক যাহাতে ভোগ হয় সে কার্য্যও সে করিতে পারে না; পরলোক যাহাতে ভোগ হয় সে কার্য্যও করিতে পারে না, অশান্তিতেই তাহার জীবন যায়।

সশয়াত্মা বিনস্যতি, ইহার অর্থ এ নহে যে সংশয়কে চাপিয়া ভণ্ড সাজা ও মুখে বিশ্বাস দেখান। সংশয় সকল দূরীভূত করিয়া লইতে হইবে, তাহা না হইলে শ্রদ্ধা পাকা হইবে না।

মধুসূদন। সংশয়াত্মার মনুষ্যলোকেও সুখ নাই, কারণ সে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে না; আর স্বর্গলোক অথবা মোক্ষ-প্রাপ্তি তাহাও হয় না, কারণ তাহার ধর্ম্ম জ্ঞানাদি নাই। সংশয়াত্মা ব্যক্তির ভোজনাদি জনিত সুখ নাই, যেহেতু সকল বিষয়েই তাহার চিত্ত সন্দেহাক্রান্ত। অজ্ঞ ও অশ্রদ্দধান ব্যক্তির কেবল পরলোক নাই, কিন্তু মনুষ্যলোকে তাহার ভোজনাদি সুখ আছে।

রামদয়াল। সংশয়াত্মা সকল হইতে পাপী। মনের দোষে সে মিত্রকে শত্রু ভাবিয়া কষ্ট পায়, স্ত্রীকে নষ্টা ভাবিয়া

নিরন্তর জ্বলিতে থাকে, ভোজন দ্রব্যে বুঝি কেহ বিষ দিয়াছে ভাবিয়া স্বস্থ হইয়া আহার করিতে পারে না।

Annie Besant :—The clearing away of elusion is necessary in order that activity may not be paralysed by doubt ; Doubt the most fatal enemy of action. Doubt saps reality.

Krishna Prem—Above all, must the disciple beware of doubt (2।6 3) that creeps in like a dark fog over the sea, blotting out the guiding stars and filling the soul with despair.

Radhakrishnan—We must have a positive basis for life ; an unwavering faith which stands the test of life.

বিদ্যানন্দ। অজ্ঞ = ভালমন্দ বিচার করিবার বিবেক যাহার নাই।

ভূপেন্দ্রনাথ। তিন প্রকার লোক সাধন অভ্যাস করে না (১) যাহারা মূর্খ— পরম তত্ত্ব ঠিক বুঝে না,...পশুবৎ আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদিতেই জীবন কাটায়। (২) অশ্রদ্ধান্বিত —তাহারা হয়তো বুদ্ধিমান, কিন্তু ভগবান প্রাপ্তির উপায়াদিতে শ্রদ্ধা করে না, পরিশ্রম করিতে বিমুখ, আত্মাভিমান খুব প্রবল, (৩) সংশয়াত্মা—গুরুবাক্যে, শাস্ত্রবাক্যে সন্দেহ, স্ত্রীপুত্র কাহাকেও বিশ্বাস করে না ; গুরু ও তৎপ্রদর্শিত সাধনায়

দোষ খুঁজিয়া বেড়ায় ; একদিন হয়তো বলিয়া বসে "ওসব ছাই ভস্ম করে কি হবে ? গুরু তো আমারই মতন খান দান বেড়ান, সুখের জন্য ছুটাছুটি করেন—তাঁহারও কিছুই হয় নাই ; এসবে হয় না কিছুই, কেবল ইহারা লোক ঠকাইয়া বেড়ায়" ....ইহাদের মধ্যে অজ্ঞের গতিলাভ বরং সুসাধ্য, অশ্রদ্ধালুর গতিলাভ বহু-কষ্টসাধ্য, কিন্তু সংশয়াত্মার সদ্‌গতিলাভ অসাধ্য। সংশয়াত্মার ইহলোকেও সুখ নাই, কারণ কাহাকেও বিশ্বাস করে না, আর ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান অভাবে পরলোকের সুখও ভাগ্যে হয় না !

মহানাম ব্রত : তিন শ্রেণীর লোক সাধনভ্রষ্ট হইয়া আত্মোন্নতি লাভে অক্ষম হয়—(১) যজ্ঞহীন (অজ্ঞ ?), (২) শ্রদ্ধাহীন, (৩) সংশয়াত্মা ।...অগাধ বিশ্বাস লইয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়া উচিত ।

Telang—He who is ignorant and devoid of faith whose self is full of misgivings is ruined.

শঙ্কর । অজ্ঞ = আত্মজ্ঞান রহিত । সন্দিগ্ধচিত্ত সকল অপেক্ষা পাপী

রামানুজ । এই আত্মার স্বরূপ বিষয়ে উপদিষ্ট জ্ঞানে যে সন্দেহ রাখে, সে না এই প্রাকৃত (সাধারণ) লোক, না পরলোক পায়। তাৎপর্য্য এই যে, তাহার ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই পুরুষার্থই সিদ্ধ হয় না, তো মোক্ষের কথাই কি ?

শ্রীধর । অজ্ঞ = গুরুদেবের উপদিষ্ট অর্থের অনভিজ্ঞ, কিঞ্চিৎমাত্র জ্ঞানলাভ হইলেও তাহাতে অশ্রদ্দধান, আর শ্রদ্ধা

উৎপন্ন হইলেও—"আমার ইহা সিদ্ধ হইবে কিনা" এইরূপ সংশয়াক্রান্ত চিত্ত-ব্যক্তি, ইহারা সকলেই স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়। এই তিনের ভিতর সংশয়াত্মা সর্ব্বথা বিনষ্ট হয়, কারণ উহার ইহ লোক নাই, যেহেতু সে ধনার্জ্জন ও বিবাহাদি করিতে পারে না; আবার তাহার পরলোক নাই যেহেতু সে ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই সম্পন্ন করিতে পারে না; আর সে সুখও লাভ করিতে পারে না, যেহেতু সংশয়বশতঃ ভোগও অসম্ভব।

(৪১) কর্ম্মযোগ, সংশয় নাশ, ইন্দ্রিয় সংযম ও কর্ম্মবন্ধন-রাহিত্য লইয়া ভগবান বলিলেন—

যোগসংন্যস্ত-কর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্ন-সংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥ ৪১॥

পদচ্ছেদ। যোগ সংন্যস্ত-কর্ম্মাণং জ্ঞান-সংছিন্ন-সংশয়ম্, আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।

অন্বয়। ধনঞ্জয়, যোগ-সংন্যস্ত-কর্ম্মাণং জ্ঞান-সংছিন্ন সংশয়ম, আত্মবন্তং কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি।

কঠিন শব্দ। যোগ-সংন্যস্ত-কর্ম্মাণং = সকল কর্ম্মকে কর্ম্মযোগের উপর সম্যক ভাবে ন্যস্ত অর্থাৎ স্থাপিত যে করে, তাহাকে, বা কর্ম্মযোগের দ্বারা সকল কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত যে করায় তাহাকে, বা যে সমস্ত বুদ্ধিযোগের উপর-কর্ম্ম সকল স্থাপিত করে তাহাকে, অথবা তাহাকে যাহার কর্ম্ম সমূহ যোগার্পিত, অথবা যে যোগের দ্বারা, অর্থাৎ ঈশ্বরারাধনা রূপ বুদ্ধি যোগের দ্বারা কর্ম্ম সকলকে ভগবানের উপর সমর্পণ করে; অথবা "পরমার্থ দর্শনরূপ যোগের

যে ব্যক্তি সকল কর্ম্ম ত্যাগ করেন" (মধুসূদন)। জ্ঞান-সংছিন্ন সংশয়ম্=৪।৩৫ শ্লোকে যে বিশেষ প্রকারের সাম্য জ্ঞানের কথা আছে, সেই জ্ঞানে যাহার সকল সন্দেহ অপনোদিত হইয়া গিয়াছে, বা সেই ৪।৩৫ শ্লোকে যে পরাবরকে দেখার কথা আছে, সেই পরাবরকে দেখিয়া, "যাহার ছিন্ন্যতে সর্ব্ব সংশয়" হইয়াছে, তাহাকে। "আত্ম-নিশ্চয় রূপ জ্ঞানের দ্বারা যিনি সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন, তাঁহাকে" (মধুসূদন)। (৪।৩৫ শ্লোকে নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ, অদ্বৈত জ্ঞান ও "মামেকং শরণ, ব্রজ"র অপূর্ব্ব সম্মিলন)। আত্মবন্ত=বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়াদি যাহার বশীভূত, (আমরা এই অর্থ ২।৪৫ শ্লোকে দিয়াছি, এখানেও সেই অর্থ বেশ খাটিয়া যায়); "যোগসংস্ত কর্ম্মাণং" তে কি ভাবে কাজ করিলে, অর্থাৎ বহির্বিষয়ক ব্যাপারের কথা বলা হইল, বাকী থাকে আচরণ, ইন্দ্রিয় দমন; ঠিক এই ভাকে ৪।৩৯ শ্লোকে সংযতেন্দ্রিয় কথা আসিয়াছে; গীতা কোথাও ইন্দ্রিয় দমনের কথা ছাড়ে নাই। অথবা, যে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে সক্ষম, অর্থাৎ যে পুরুষকার সম্পন্ন এ অর্থও আমরা দিতে পারি; উহা পরের শ্লোকের "উত্তিষ্ঠ"র সহিত খাপ খাইবে, আর ক্ষুদ্রম্ হৃদয়-দৌর্ব্বল্যম্ ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ (২।৩) তাহার সহিতও খাপ খাইবে। দুই অর্থই ভাল কিন্তু প্রথমটি যেন বেশী সঙ্গত। অন্য টীকাকারেরা অর্থ দিয়াছেন যথা পরমাত্ম-পরায়ণ আত্মজ্ঞ ব্যক্তি; যিনি প্রমাদ বিশিষ্ট নহেন, কিন্তু সতত সাবধান (মধুসূদন) ইত্যাদি। কর্ম্মাণি=কর্ম্মফল সমূহ। ন নিবধ্নন্তি=আবদ্ধ

করিতে পারে না। ইষ্টানিষ্ট বা মিশ্র-শরীর উৎপন্ন করিতে পারে না। (মধুসূদন)।

সংশয়ের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে ৪।৩৫ শ্লোকে ইত্যাদিতে দেওয়া হইয়াছে আরও এক উদাহরণ এ অধ্যায়ে আছে; শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান, এ বিষয়ে অর্জ্জুনের সন্দেহ হইয়াছিল। উহাও উদাহরণ।

ইহা দৃষ্ট হইবে যে, সংন্যস্তের অর্থ কেহ ত্যাগ, কেহ সন্ন্যাস, কেহ ভগবানে সমর্পণ ইত্যাদি করিয়াছেন; আমরা ইহার অর্থ "সম্যক ভাবে ন্যস্ত অর্থাৎ স্থাপিত" করিয়াছি। প্রকরণের সহিত আমাদের অর্থ খাপ খায়; সন্ন্যাস অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ মোটেই খাপ খায় না। কর্ম্মত্যাগ গীতার মান্য নহে। তাহা ছাড়া "কর্ম্ম যোগে কর্ম্ম ত্যাগ" ইহার অর্থই হয় না। সংন্যস্ত, ইহার অর্থ বরং অর্পণ হইতে পারে (যথা ৩।৩৭, ১৮।৫০), কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে, কাহাকে? "ভগবানকে," এ উত্তর অধ্যাহারে আনিতে হইবে, কারণ কাছা-কাছি কোথাও ইহা উক্ত হয় নাই। সন্ন্যাস, এ অর্থ যদি দিতেই হয়, তবে টানাবুনা করিয়া এই ভাবে দেওয়া যাইতে পারে:— কর্ম্মযোগে অকর্ম্ম ভাবে কর্ম্ম করাই কর্ম্ম বিলোপ, তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম সন্ন্যাস; ভগবান পরে নিজেই ইহা স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন। টানাবুনা করিয়া এ ভাবেও সন্ন্যাস অর্থ আনা যাইতে পারে:— নিষ্কাম কর্ম্মযোগে কর্ম্ম করা তখনই হয়, যখন তাহাতে নিজের স্বার্থ সম্বলিত কোনও কাম্য কিছু না থাকে, যখন যজ্ঞ নিজের

হিতের জন্য না করিয়া, জগতের হিতের জন্য করা হয়। ভগবান কাম্য 'কর্ম্ম' ত্যাগকেই পারিভাষিক ভাবে "সন্ন্যাস" বলিয়াছেন। (কাম্যানাম্ কর্ম্মণাম্ ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ, (১৮।২)। এরূপ ভাবে টীকানুসার না করিয়া "যোগ সংন্যস্ত কর্ম্মাণম্, ইহার আমরা যে অর্থ দিয়াছি তাহা বোধহয় বেশী সরল।

এই শ্লোকটি আমাদের মনে হয় পূর্ব্বের অধ্যায়ের প্রধান যোগ সূত্র; অর্জ্জুন হয়তো যোগ সংন্যস্ত কর্ম্মাণং ইহার অর্থ সন্ন্যাস বা কর্ম্ম ত্যাগ বুঝিয়াছিলেন, গোড়াতেই তাঁহার প্রশ্ন হইতেই তাহা মনে হয়।

অনুবাদ। ধনঞ্জয় যিনি কর্ম্মযোগের উপর সকল কর্ম্ম স্থাপিত করিয়াছেন, (অর্থাৎ কর্ম্মযোগ অনুসারে সকল কর্ম্ম করেন, যিনি ৪।৩৫ শ্লোকে) জ্ঞানের দ্বারা সকল সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন, মন, বুদ্ধি, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি যাঁহার বশীভূত (বা যিনি পুরুষকার সম্পন্ন), কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম-ফল তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না (অর্থাৎ কর্ম্মফলের আয়ত্তাধীনে তিনি আসেন না, অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুতে তিনি আর পড়েন না)। ৩।৩ শ্লোকে যে জ্ঞান ও কর্ম্মের উল্লেখ আসিয়াছে, আমাদের মনে হয়, তাহার সমুচ্চয় করিতে হইবে, তাহা এই শ্লোকে কথিত হইল)। শুধু এখানে নহে, বহু স্থানে ইহা কথিত হইয়াছে। গীতা যে ইহাই চায়, তাহা বেশ বোঝা যায়। এই শ্লোক সমূহের বক্তা সেই শ্রীকৃষ্ণ, যিনি জ্ঞানে মহাজ্ঞানী এবং কর্ম্মযোগে মহাকর্ম্মী ছিলেন, তিনি সন্ন্যান্না ছিলেন না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহা কর্ম্ম-

যোগের ষটক ও কর্ম্ম ত্যাগ গীতার মান্য নহে। তাহা ছাড়া এই শ্লোকের শেষেই রহিয়াছে "কর্ম্ম তাহাকে বাঁধিবে না, অর্থাৎ কর্ম্মযোগ, এ অবস্থায় সে নাই। তাহা ছাড়া পরের শ্লোকে রহিয়াছে, "যোগমাতিষ্ঠ"; এই যোগের অর্থ কর্ম্ম যোগই ধরিতে হইবে কারণ প্রকরণ ও ষটক কর্ম্মযোগের।

রামানুজ। এই প্রকারে কথিত কর্ম্মযোগ দ্বারা যে, কর্ম্ম সমূহের সন্ন্যাস করিয়াছে অর্থাৎ কর্ম্ম সকলকে জ্ঞান স্বরূপ করিয়াছে এবং উপদিষ্ট আত্মজ্ঞানের দ্বারা যে নিজের সংশয় ছিন্ন করিয়াছে, এই রকম আত্মবান মনস্বী পুরুষকে...বন্ধনের হেতুভূত প্রাচীন অনন্ত কর্ম্ম বাঁধিতে পারে না।

শ্রীধর। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্ব্ব ও পর ভূমিকা ভেদে কর্ম্ম ও জ্ঞান রূপ যে দ্বিবিধ ব্রহ্মনিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে এ দুইটি শ্লোক তাহারই উপসংহার। পরমেশ্বর আরাধনা রূপ যোগ দ্বারা পরমেশ্বরে সমর্পিত হইয়াছে কর্ম্ম সকল যৎ কর্ত্তৃক, সেই পুরুষকে কর্ম্ম সমূহ স্ব স্ব ফল দ্বারা আসক্ত করে না। অতএব, আত্মবোধ রূপ জ্ঞান দ্বারা সম্যক ছিন্ন হইয়াছে দেহাদিতে অহং বুদ্ধি রূপ সংশয় যাহার, সেই প্রমাদ হীন ব্যক্তিকে, লোকসংগ্রহার্থক ও স্বাভাবিক কর্ম্ম, সমূহ বন্ধ করে না।

তিলক। যে আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্মযোগের আশ্রয়ে কর্ম্ম, অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধন ত্যাগ, করিয়াছেন, ইত্যাদি।

গোয়েঙ্কা। (জ্ঞান শব্দ কোথায় কি ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার তালিকা দিয়াছেন)

কৃষ্ণানন্দ। সমত্ব-বুদ্ধি রূপ যোগ দ্বারা যিনি সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিয়াছেন, ও আত্ম জ্ঞান দ্বারা যাঁহার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, ইত্যাদি।

আত্মবন্ত = আত্মজ্ঞ।

বঙ্কিমচন্দ্র। তবেই চাই (১) কর্ম্মের সন্ন্যাস বা ঈশ্বরার্পণ, এবং (২) জ্ঞানের দ্বারা সংশয়ছেদন। এইরূপ জ্ঞানবাদ ও কর্ম্মবাদে বিবাদ মিটিল, ধর্ম্ম সম্পুর্ণ হইল। এইরূপে ধর্ম্ম-প্রণেতৃ-শ্রেষ্ঠ ভূতলে মহা মহিমময় এই নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিলেন।

সন্তদাস। ভগবানে কর্ম্মার্পণ রূপ আরাধনায় যিনি স্থিত হইযাছেন, এবং নিজে অকর্ত্তা ও ভগবদ্ দাস ইত্যাকার নিশ্চয় জ্ঞান দ্বারা যাঁহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, এইরূপ আত্মনিষ্ঠ পুরুষকে ইত্যাদি।

রামদয়াল। যোগ দ্বারা যাঁহার কর্ম্ম ত্যাগ হইয়াছে, (আত্ম দর্শন রূপ) যাঁহার আত্মা—দেহ বা আর কিছু, কর্ত্তা বা অকর্ত্তা নির্গুণ বা সগুণ, এক বা বহু, ইত্যাদি সংশয় ছিন্ন হইয়াছে সেই আত্ম জাগ্রত সদা সাবধান শম, দমাদি সম্পন্ন পুরুষকে, আর কর্ম্ম রাশি আবদ্ধ করিতে পারে না,...আত্মবন্ত অর্থাৎ প্রমাদ শূন্য পুরুষও জ্ঞান সংশর গ্রস্ত ও কর্ম্মসংশয়গ্রস্ত হইতে পারেন এই দুইটি সংশয় হইতেও মুক্ত থাকা চাই।

Radhakrishnan—This mutual relationship of true work, wisdom and self discipline is here brought out....

আত্মবন্তং who possesses his self; while he does work for others he remains his own self; in the eager persuit of the good of others, he does not lose his hold on the self.

Gandhi—He who has renounced all action, etc. আত্মবন্তং = self possessed.

Krishna Prem—Doubt referred to here, is not mere intellectual doubt...still less is it doubt of orthodox dogma. It is the doubt of the reality of what has once been perceived, and springs from the inevitable pendulem-swing of reaction after an advance has been made. If it is conquered, further advance will come, but if given way to, all progress is stopped.

অরবিন্দ। যিনি জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত সংশয় নষ্ট করিয়াছেন, এবং আত্মাকে পাইয়াছেন, ইত্যাদি।

ভক্তিপ্রদীপ। ন নিবধ্নন্তি = do not at all bind him যোগ-সংন্যস্ত কর্ম্মাণম্ = who has consecreted all his actions with their results, to me. আত্মবন্তম্ =.

well versed in the real knowledge of his own self and of God head

বেণীমব্রহ্ম। যোগ সংন্যস্ত কর্ম্মাণং=যোগে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযমাদি ব্যাপারে অর্পিত হইয়াছে কর্ম্ম যাহার তাঁহাকে, অর্থাৎ যিনি যোগের দ্বারাই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে। জ্ঞান সংছিন্ন সংশয়ং=কর্ম্ম করিবার পর জ্ঞান লাভ হওয়াতে যাঁহার সন্দেহ দূর হইয়াছে তাঁহাকে। আত্মবন্তু=অনাত্ম শরীরাদিতে বিরাগযুক্ত হইয়া যিনি ব্রহ্ম-নিষ্ঠ হইয়াছেন তাঁহাকে।

ভূপেন্দ্রনাথ। কর্ম্ম না ছাড়িলেও যাহার কর্ম্মবাসনা যোগাভ্যাস দ্বারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যাঁহার সমুদয় সংশয় বিদূরিত হয়েছে, তিনিই আত্মাস্থিত সুতরাং অপ্রমাদী পুরুষ কর্ম্ম করিলেও, আবদ্ধ হন না।—এইরূপ নিত্যতৃপ্ত নিরাশ্রয় পুরুষ স্বাভাবিক পান ভোজনাদি কর্ম্ম করিলেও, তাহাকে কর্ম্মে বাঁধিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মনিষ্ঠা, কর্ম্ম ও জ্ঞানময়ী ভেদে দুই প্রকারের। প্রথমে মনকে বিষয়শূন্য করিবার জন্য ক্রিয়াযোগের অভ্যাস, তারপর এই অভ্যাসে পটুতা আসিলে তদুৎপন্ন যে পরাবস্থা, যাহা সাধকের লাভ হয়, ইহাই জ্ঞানময়ী ভাব।···আত্মা আছে কি নাই এ সব সংশয় মিটিয়া যায়।···স্পৃহাশূন্য অবস্থাই নিষ্কাম ভাব বা অপরোক্ষ জ্ঞান।

বিদ্যানন্দ। কর্ম্ম যোগের কর্ম্ম বুঝিয়া সে যোগ দ্বারা,

কর্ম্মের ফল ব্রহ্মার্পণ ভাবে যে বিধিবৎ ত্যাগ করে, আত্মজ্ঞান যে সন্দেহ সকল ছিন্নকরে, ইন্দ্রিয়কে যে বশীভূত করেছে, ইত্যাদি।

মতিলাল। তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের দ্বিবিধা নিষ্ঠার উপসংহার শ্লোক।

Telang—Actions do not fetter one who is self possesed, who has renounced action by যোগ (devotion) and who has destroyed misgivengs by knowledge.

শঙ্কর। যে পরমার্থদর্শী পুরুষ, পরমার্থ জ্ঞানরূপ যোগ দ্বারা পুণ্য পাপ রূপ সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দিয়াছেন, তিনিই যোগ-সংন্যস্ত-কর্ম্ম। আত্মা ও ঈশ্বরে একতা দর্শন রূপ জ্ঞান দ্বারা যাহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, সে জ্ঞান-সংছিন্ন-সংশয়। আত্মবন্তম্ = আত্মবলযুক্ত, প্রমাদ রহিত। ন নিবধ্নন্তি = গুণ সমূহের চেষ্টা মাত্র রূপাত্মক কর্ম্ম বাঁধিতে পারে না, অর্থাৎ ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র, এই তিন প্রকারের ভোগ পায় না।

মধুসূদন। ছিন্ন সংশয় না হইলে যোগ-সংন্যস্ত-কর্ম্মাণং হওয়া হইবে না; আর ছিন্ন সংশয় হইতে হইলে অপ্রমাদী হইতে হইবে, সেই জন্য তিনটী কথা, একটির পর একটি, বসান হইয়াছে।

(৪২) "আমি যে জ্ঞানের কথা বলিলাম, তাহার দ্বারা তোমার অজ্ঞান উত্থিত সংশয় চ্ছিন্ন করিয়া কর্ম্মযোগকে অবলম্বন

করিয়া সংশয় শূন্য মনে দাঁড়াও”, এই বলিয়া, ভগবান এই প্রকরণের উপসংহার করিলেন।

তস্মাদজ্ঞান সম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনং।
ছিত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২

পদচ্ছেদ। তস্মাৎ অজ্ঞান সম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞান অসিনা আত্মনঃ ছিত্বা এনম্ সংশয়ং যোগং আতিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ ভারত।

অন্বয়। ভারত, তস্মাৎ অজ্ঞান সম্ভূতম্ হৃতস্থং আত্মনঃ এনম্ সংশয়ম্ জ্ঞানাসিনা, ছিত্বা যোগম্ আতিঠ উত্তিষ্ঠ।

কঠিন শব্দ। অজ্ঞান সম্ভূতম্ = না জানা হইতে উৎপন্ন। অবিবেক হইতে উৎপন্ন (মধুসূদন)। হৃতস্থং = মনে স্থিত। যাহা বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া থাকে (মধুসূদন)। জ্ঞানাসিনা = ৪।৩৫ শ্লোকে যে জ্ঞান বিবক্ষিত হইয়াছে, সেই জ্ঞান রূপ অসি দ্বারা। আত্ম বিষয়ক নিশ্চয় রূপ খড়গ দ্বারা। (মধুসূদন) সংশয় = (পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে আবার পরে আলোচিত হইবে) আতিষ্ঠ = অবলম্বন কর। উত্তিষ্ঠ = উঠ (যুদ্ধের জন্য, তোমার স্বধর্ম্ম পালনের জন্য, হইল বা ক্রুর কর্ম্ম)।

অনুবাদ। হে ভারত (অর্জ্জুন), সেই জন্য (পূর্ব্ব শ্লোকের “কর্ম্ম বন্ধন ঘটিবে না” এই উক্তির উপর ভরসা রাখিয়া), অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন তোমার মনেও অবস্থিত, নিজের এই সংশয়কে জ্ঞান অসি দ্বারা ছেদন করিয়া, কর্ম্মযোগকে অবলম্বন করিয়া, উঠ (যুদ্ধার্থে উত্থিত হও)। (সংশয় অতি পাপের বস্তু, ৪।১০)।

এই শ্লোকে, অজ্ঞান, সংশয ও জ্ঞান এই যে তিনটি কথা রহিয়াছে, ইহারা আলোচ্য। কিরূপ অজ্ঞান, কিরূপ সংশয় কি জ্ঞানে সে সংশয় নিবারিত হয়, আমরা প্রত্যেক প্রশ্নের কয়েকটি করিয়া উত্তর পাই, যথ (১) (ক) অজ্ঞান অর্থাৎ কৃষ্ণ মনুষ্য-দেহধারী ভগবান ইহা না জানা (খ) সংশয় অর্থাৎ কৃষ্ণের ভগবানত্বে সন্দেহ করা (গ) জ্ঞান অর্থাৎ চাক্ষুষ দেখিয়া, বিচার করিয়া, যোগী ঋষি দিগের নিকট শুনিয়া, এই কৃষ্ণকে তত্ত্বতঃ জানা। ২—(ক) অজ্ঞান অর্থাৎ কর্ম্ম অকর্ম্ম তত্ত্ব না জানা। (খ) সংশয় অর্থাৎ যুদ্ধও যে, মনোভাব ও পরিস্থিতি অনুসারে, ভাল কর্ম্ম হইতে পারে, সেই বিষয়ে সন্দেহ রাখা। জ্ঞান অর্থাৎ স্বধর্ম্ম পালন তত্ত্ব ও কর্ম্ম অকর্ম্ম তত্ত্ব অবগত হওয়া; প্রকৃত সন্ন্যাস কি, তাহা বুঝা। ৩—(ক) অজ্ঞান অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকের ভিতরে প্রত্যেকে আছি, এবং সকলেই ভগবানের ভিতরে আছি; সর্ব্বাত্মা ভগবান—ইহা না জানা। (খ) সংশয় অর্থাৎ যুদ্ধ, বৈরী ভাব না রাখিয়া করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ রাখা। (গ) জ্ঞান অর্থাৎ ৪।৩৫ শ্লোকে যে জ্ঞান বিবক্ষিত হইয়াছে, সার্ব্বভৌমিক সাম্য ভাবের জ্ঞান।

আমাদের মনে হয়, "অজ্ঞান" "সংশয়" ও "জ্ঞান" ইহাদের ব্যাখ্যায় সবগুলিকে লইতে পারা যায়; তবে তৃতীয়টী লইলে, বোধ হয় বেশী সঙ্গত হইবে। কোন্ ধারণা-যুক্ত হইয়া থাকিলে, মনে বৈরী ভাব আসিবে না, অথচ স্বধর্ম্ম পালন করা

চলিবে ও অন্তরে রেখাপাত ও হইবে না, কোন্ ধারণায় থাকিলে ভগবানের সহিত ও পরস্পরের সহিত সর্ব্বদা যুক্ত থাকা হইবে, কোন্ উক্তিতে পরিষ্কার রূপে পাওয়া যাইতেছে, যে জীবে জীবে ভিতরে এক, এবং প্রকৃত অদ্বৈত জ্ঞান কি ?—ইহা সেই ধারণা যাহা ৪।৩৫ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। ঐ শ্লোকটি কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব মিলন। জ্ঞান অর্থে সাংখ্য লইলে, ইহা সাংখ্য যোগ ও কর্ম্মযোগের সমন্বয়, যাহা লইয়া পরের অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের মনে হয় ৩।৩ শ্লোক যে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের উল্লেখ আসিয়াছে, তাহার সমুচ্চয় যে করিতে হইবে, তাহা এই শ্লোকে ও পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে কথিত হইল।

শঙ্কর। এই জন্য, অবিবেকে উৎপন্ন ও অন্তঃকরণে স্থিত (নিজ নাশের হেতু-ভূত) অত্যন্ত পাপী এই নিজ সংশয়কে জ্ঞান খড়গ দ্বারা, অর্থাৎ শোক মোহাদি দোষ নাশকারী যথার্থ দর্শন রূপ যে জ্ঞান, তাহাই খড়গ, সেই স্বরূপ জ্ঞান রূপ খড়গ দ্বারা ছেদন করিয়া কর্ম্মযোগে স্থিত হও। এখানে, সংশয় আত্ম বিষয়ক, সেই জন্য আত্মনঃ বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। (আত্মনঃ সংশয় কি আত্মা-বিষয়ক সন্দেহ, না, নিজের সংশয় ? শঙ্কর ইহার, একটু পরেই টানাবুনা করিয়া আত্মনঃ অর্থে "নিজ" করিয়াছেন ; ন হি পরস্য সংশয় পরেন ছেতব্যতাং প্রাপ্তো যেন স্বস্য ইতি বিশিষ্যতে অতঃ আত্ম বিষয়ঃ অপি স্বস্য এব ভবতি)। এইবার যুদ্ধের জন্য দাঁড়াও অর্থাৎ সম্যক্ দর্শনোপায় কর্ম্মানুষ্ঠান কর)।

রামানুজ। অনাদি অজ্ঞানে উৎপন্ন...আত্ম বিষয়ক সংশয়, উপদিষ্ট আত্মজ্ঞান অসিতে কাটিয়া কর্ম্মযোগে স্থিত হও।

শ্রীধর। নিজের অজ্ঞান হইতে সম্ভূত হৃদয় স্থিত কোশাদি জনিত এই সংশয়কে, দেহাত্ম বিবেক জ্ঞান রূপ খড়্গ দ্বারা, ইত্যাদি। কর্ম্মযোগ আশ্রয় কর।

তিলক। ঈশাবাস্য উপনিষদে "বিদ্যা" ও "অবিদ্যা"র পৃথক উপযোগ দেখাইয়া, যে প্রকার উভয়কে ত্যাগ না করিয়াই, আচরণ করিবার জন্য বলা হইয়াছে, সেই প্রকারই গীতার এই দুই শ্লোকে, জ্ঞান ও কর্ম্মযোগের পৃথক উপযোগ দেখাইয়া উহাদের, অর্থাৎ জ্ঞান ও যোগের সমুচ্চয়ই কর্ম্ম করিবার বিষয় অর্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এ দুইয়ের পৃথক্ পৃথক্ উপযোপ এই যে, নিষ্কাম বুদ্ধির দ্বারা কর্ম্ম করিলে পর উহাদের বন্ধন টুটিয়া যায়, এবং উহা মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না এবং জ্ঞানের দ্বারা মনের সন্দেহ দূর হইয়া মোক্ষ লাভ হয়। অতএব, শেষ উপদেশ এই যে কেবল কর্ম্ম বা কেবল জ্ঞানকে স্বীকার করিও না, কিন্তু জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয়াত্মক কর্ম্মযোগের আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ কর। জ্ঞান ও যোগের এই মিলনই জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতিঃ পদের দ্বারা দৈবী সম্পত্তি লক্ষণে (১৬।১) আবার বলা হইয়াছে।...জ্ঞান কর্ম্ম সন্ন্যাস পদের সন্ন্যাস শব্দের অর্থ স্বরূপতঃ কর্ম্ম ত্যাগ নহে, কিন্তু নিষ্কাম বুদ্ধিতে, পরমেশ্বরে কর্ম্মের সন্ন্যাস অর্থাৎ অর্পণ করা। অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে বলা হইয়াছে।

অরবিন্দ। অনুভূতি উপলব্ধি দ্বারা এই সন্দেহ দূর করিবে। সতত যোগের অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞানং, সেই পরম পুরুষের সহিত যোগে জীবন যাপন করিয়া সকল সন্দেহ ভ্রান্তি নিরসন করিবে।

ভূপেন্দ্রনাথ। ত্বমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়", ব্রহ্মকে জানিলেই তবে অতিমৃত্যু অর্থাৎ বারবার মৃত্যু এবং অতি মৃত্যু ভয় অতিক্রম করা যায়, মুক্তির আর অন্য পথ নাই।...সংশয় দূর করিয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও। —যাহারা আত্মজ্ঞান লাভার্থ দেহেন্দ্রিয়াদির ধর্ম্মের সহিত উঠিয়া পড়িয়া লাগে, তাহারাই ক্ষত্রিয়...অনন্ত দুঃখের মূল অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তোমাতে তাহাতে এক হইয়া যাইবে।...সুখ দুঃখ সমজ্ঞান করিয়া সাধনায় সচেষ্ট হওয়াই তোমার কর্ম্মযোগ।

বিদ্যানন্দ। যোগমাতিষ্ঠ=সমত্ব বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া কর্ম্মযোগ পালন কর।

রামদয়াল। যদিও শ্রবণ মাত্রেই অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায় তথাপি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে করিতে পরোক্ষ জ্ঞান জন্মে।

সন্তদাস। অজ্ঞানজ কর্ম্ম সংশয় উপস্থিত হইয়াছে... যোগে স্থিত হইয়া দীনভাব ছাড়িয়া সংগ্রামার্থে উত্থিত হও।

Gandhi—"Arise and begin this very instant, and say, now is the time for fight, now is the poper time to amend my life (Imitatlon of Christ)."

Radhakrishnan—The doubt in his heart "whether it is better to fight or abstain," is the product of ignorance.

মহানাম ব্রত। পঞ্চম অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে অর্জ্জুনের প্রশ্ন লইয়া; সেই প্রশ্ন শেষ হইয়াছে ৪।৪১, ৪২ শ্লোক শ্রবণে। জ্ঞানাগ্নি কর্ম্মকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল, তথাপি আবার যুদ্ধরূপ ঘোরতর কর্ম্ম করিবার জন্য উঠিয়া বসিতে হইবে।...সংশয়হীন ব্যক্তি লাভ করিবে জ্ঞান; জ্ঞানী হইলে থাকিবে না কর্ম্ম, এ কথার পরে, সংশয়হীন হইয়া, আবার যুদ্ধরূপ কর্ম্ম করিতে বলা কী রকম শোনায়।...উত্তিষ্ঠ কথাটি ভাবাইয়া দিল; উহা না থাকিলে, যোগমাতিষ্ঠ কথার যোগশব্দকে জ্ঞানযোগ অর্থে চালাইবার চেষ্টা করা যাইত। 'উত্তিষ্ঠ' কথাটি এত পরিষ্কার ও কর্ম্মযোগের দ্যোতক যে জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয়বাদের আচার্য্য শঙ্কর পর্য্যন্ত 'যোগমাতিষ্ঠ' ও 'উত্তিষ্ঠ' পদদ্বয়ের কর্ম্মযোগ-পর ব্যখ্যা না করিয়া পারেন নাই।...উত্তিষ্ঠ পদের 'যুদ্ধায়' ছাড়া, অন্য কোন অর্থ করা শুদ্ধ জ্ঞানবাদী আচার্য্যের পক্ষেও সম্ভব হয় নাই।...কথাটা বোঝা যাক্ কীদৃশ ক্ষেত্রে কর্ম্ম বন্ধনের হয় না, তাহা তিনটি বিশেষণে জানাইয়াছেন, যোগ-সংন্যস্ত-কর্ম্মাণং, জ্ঞান-সংছিন্ন-সংশয়ম্, আত্মবন্তং। এখানে যোগ=সমত্ব, সুখে দুঃখে লাভালাভে সমদৃষ্টি।...পূর্ণ জ্ঞানী হইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম কর, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও। এইতো ভগবানের সহজ সরল যুক্তি। জ্ঞানযোগে যাহার কর্ম্মসকল সংন্যস্ত

অর্থাৎ পরিত্যক্ত হইয়াছে অর্থাৎ কর্ম্ম যাহার নাই, কর্ম্ম তাহাকে বন্ধন করে না; ইহা "মাথা নাই, তো মাথা ব্যথার" মতন হয় না কি? তার পরে "উত্তিষ্ঠ"—অর্জ্জুনের আর মুখ বুজিয়া থাকা সম্ভব হইল না।

ভক্তিপ্রদীপ। ছিত্বা = destroying এবং সংশয়ম্ = this scepticism আত্মনঃ অজ্ঞান সম্ভূতম্ = born of ignorance of your mind. অতিষ্ঠ = persue. যোগম্ = নিষ্কাম কর্ম্মযোগ উত্তিষ্ঠ = arise (fight the battle out)

মধুসূদন। যেহেতু এইরূপ, অতএব যাহা অজ্ঞান অর্থাৎ অবিবেক হইতে উৎপন্ন, যাহা হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া থাকে (এই দুইটি বিশেষণের তাৎপর্য্য এই যে শত্রুর উৎপত্তি স্থান ও আশ্রয় জ্ঞাত হইলে তাহাকে অনায়াসে বধ করা যায়), সকল প্রকার অনর্থের মূলীভূত সেই সংশয়কে, আত্মার স্বরূপ-জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা ছেদন করিয়া তুমি যোগ অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের উপায় স্বরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর; এক্ষণে যুদ্ধের জন্য উদ্যত হও।

Telang—Destroy with the sword of knowledge those misgivings etc. Engage in devotion.

মধ্বাচার্য্যের টীকার Subba Rao কৃত ইংরাজী অনুবাদ হইতে কিছু, পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, আরও কিছু এখানে দেওয়া হইল। (4) The question must be taken as seeking proof for the fact that the Lord and the Soul

are separate, otherwise Arjuna would have to be taken to have forgotten all that have been told him about the Lord. (12) The first half of the verse is adjectival to "all men" of the preceding verse. The meaning stands thus— All those men, who in the world, desirous of seeing their work accomplished, propitiate the gods, ultimately offer their action to Me as required by the rules; so Traividyas are also following the path of Mine. (16) "Akarma" should be taken as both inaction and prohibited action "Karma" in the third line is, in general sense, righteous and unrighteous action. (17) "Karmanah" etc. should be taken as "Karma + Nah", "Vikarma + Nah" etc. So, translation should be "Karma proceeds from us—(Me); Vikarma proceeds from Us (Me " etc. (18) He who sees the absence of his own activity, ie, he who perceives "the glorious Lord alone is the independent Agent, etc. In inactivity, activity, e.g. in sleep or other states, when he is in action, he who sees the incessant working of the Lord

etc. Another version : He who sees in Jiva bound by injunction (Karma =karas, the vedic commandment + Mee yata = is seen applicable), the absence of independent activity etc. (19) Karma Sankalpa = Forthought that by particular acts a particular purpose is achieved. (20) Absence of desire and forethought does not complete the knowledge of Karma. Absence of attachment to Karma and its consequence should also be added. (21) The Lord tells how to achieve desire, forethought etc. Atma = manas. Parigraha = surroundings e.g. body, organns etc. Mere phisical activity without the promptings of desire. (22) The Lord gives a definition of him who has controlled the mind and heart. (24) With mind studied by wisdom, namely direct realization of and devotion to the Lord. Yagna = Vishnu, i. e for delighting the Lord. (24) Yagna, or real worship is resigning everything to the Lord. (25) To some, the contemplation of the lord bv itself, constitutes Yagna ; to some the Diety takes the form of Yagna. Some

perform Agnihotra etc. into the fire of Brahman by Yagna (depending upon the Lord Yagna etc.) (26) Others offer the hearing and the senses into tne fires of Restraint, restrain itself constituting the Lord's worship. Others; with sense devotion and knowledge are experiencing the objects of sense by means of the senses. (28) "Dravya-yagna = sacrifice with substances. (30) Restrain and limit the activities or the functions of the senses ; for this is possible when regulation in respect of food, reduces the strength of the organs of sense and of action. Or, contemplate the deities presiding over the organs, as being under the control of still superior deities prasiding over the mind. In this case "regulation of food" is to be taken as a separate yagna. (32) Spread out on the face of Brahman = offers to Brahman". Having thus understood = Knowing that "meditation" does not give release. (33) Sacrifice, of wisdom = the sacrifice which consists of righteous efforts to gain knowledge and wisdom. Akhil = in entirety ; it may also mean "in the least, the smallest act". When wisdom is gained, all action has

borne its fruit. (35) Hence by that knowledge thou shalt see all beings without exception in Me the Atman. Atman also means all-pervading. (38) 'Kalena = in the long run.' (47) "Yoga = Sanyasta-karmanam" whose heart is set on the Lord. "Atmabantam = whose master is the Supreme Lord.

গীতার রামকণ্ঠ কৃত টীকার, রামচন্দ্র অধিকারীকৃত বাংলা অনুবাদ হইতে উদ্ধৃতি লওয়া হইল।—

(১) সকল অধ্যাত্মশাস্ত্রের সর্ব্বস্বভূত অর্থগর্ভ প্রকরণের উপন্যাস করিয়া তাহাতে জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয়েই পরমাত্ম সমাপত্তির হেতু প্রতিপাদন করিয়া, বর্ত্তমানে পাছে অর্জ্জুনের শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সামান্য মনুষ্য বলিয়া ধারণা হয়, এজন্য ভ্রম অপনোদনের জন্য বলিতেছেন, ইত্যাদি। (৬) নিত্য-জন্ম-বিনাশ রহিত, স্থাবর জঙ্গমের স্থিতি বিনাশ কর্ত্তা, আমি ঈশ্বর প্রভু, আমি অদ্বিতীয় চিৎমাত্র লক্ষণ স্বভাব। আমারই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া, স্ব-স্বভাব প্রচ্যুত না হইয়াই, আমারই মায়ায় (যাহার বলে দ্বৈত অবভাসিত হয়) জন্মাদি অবস্থা গ্রহণ করি।···আমার সর্ব্বজ্ঞশক্তি কদাচ ক্ষুণ্ণ নহে। (৭,৮) এই জন্ম পরিগ্রহের প্রয়োজন হয় যে যে সময়ে বর্ণাশ্রম নিয়মে বিভক্ত সদাচারের গ্লানি বা উপক্ষয় ঘটে, এবং দুষ্টাচার অধর্ম্মের উদ্ভব হয়। তখন আমি পরমকারণ, আমার শক্তি লেশের কিয়দংশ স্বেচ্ছাকল্পিত

জগৎ ক্রীড়া পরিরক্ষণের জন্য উৎপাদিত করাই। (৯) অতএব এই প্রকারের যে ব্যক্তি আমার জন্মকর্ম্ম কিরূপ, তত্ত্বতঃ জানেন. (আমি যে সর্ব্বদা স্বরূপ হইতে অপ্রচ্যুত, ক্রিয়াফল আমাকে স্পর্শ করেনা), সেই প্রবুদ্ধ বিজ্ঞান নিষ্ণাত-মতি ব্যক্তি, দেহে অহংপ্রাতপত্তি পরিহার করিয়া, জন্মবিনাশের ব্যামোহ অতিক্রম করেন, আত্মারই স্বভাব প্রাপ্ত হন। (১০) এইরূপ জ্ঞান লক্ষণ নিরতিশয় শুদ্ধি হেতুরূপ ব্রতদ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়া অনেক যোগীই আমার সত্তা অভেদে প্রাপ্ত হন;···তাঁহারা মদেক স্বভাব, আমাকেই একমাত্র অবলম্বন করিয়াছেন। (১১,১২) আমারই নিজ মায়াশক্তিতে সৃষ্ট সীমিত-সামর্থ্য ক্ষেত্রগুলি দেহ বিচ্ছিন্ন অহঙ্কার হেতু অবভাসিত হয়। সেই ক্ষেত্রজ্ঞগণ মধ্যে যে যেরূপ সঙ্কল্পে আমার নিকট প্রার্থনা করে, অর্থাৎ অজ্ঞ কালে আমাতে সমাপন্ন হয়, তাহাকে সেই সঙ্কল্পোচিত ফলদান দ্বারা তুষ্ট করি। (১৩) সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদে আমিই চারিবর্ণ সৃজন করিয়াছি; কিন্তু নির্ম্মাতা হইলেও, কর্ম্মফলে আমার সম্বন্ধ নাই। ক্ষেত্রজ্ঞগণই আমার মায়ায় উদ্ভাবিত অনিত্য দেহাদিতে অহঙ্কারময় ত্রৈগুণ্যবদ্ধ সঙ্কল্পকারী। (১৭) বিকর্ম=বিরুদ্ধ বা প্রতিসিদ্ধ কর্ম। (১৮) জ্ঞাননিষ্ঠায় অনুষ্ঠীয়-মান শাস্ত্রচোদিত ব্যাপার সমূহে যিনি অকর্ম বা কর্মাভাব বলিয়া দেখেন, সংসার বন্ধন হেতু কার্য্যের অকরণকে···জ্ঞানের দৃষ্টিতে নিশ্চয় বলিয়া অবধারণ করেন, তিনিই মনুষ্য মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনি অবিকল কর্মরাশির কর্ত্তা, অনুষ্ঠাতা। (২০) এবম্বিধ যোগী

পরমানন্দ পরম স্বভাবে ব্যবস্থিত বুদ্ধি, তাঁহার সকল বাহ্য বিষয়ে রসাকাঙ্ক্ষা যাহার পরিক্ষীণ হইয়াছে, যাঁহার স্বরূপ ব্যতীত অন্য কোন বাহ্যাবলম্বন নাই···তিনি অনুষ্ঠানে বাসিত হইলে প্রকৃত পক্ষে কিছুই করেন না। (২৩) প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞ যোগীর বিষয়াভ্যাসে আসঙ্গ নিবৃত্ত হইয়াছে; আত্মানাত্ম বিবেক সমাধি লাভে দেহাদিতে আত্মপ্রত্যয়রূপ মহাবন্ধন, তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত। যিনি যজ্ঞার্থ ক্রিয়া করেন, তাঁহার কায়িক বাচিক মানসিক সমস্ত কর্মই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হেতু বিগলিত হয়, কর্মের ফলারম্ভকত্ব লক্ষণ স্বরূপই নষ্ট হইয়া যায়। (২৪) ব্রহ্মাদ্বৈত সিদ্ধিই কর্মের বিলীনতা আনে। সেই যোগী ব্রহ্মশব্দ বাচ্য বৃংহনত্ব ধর্মক নির্বিকল্প ভাবে প্রকাশমান পরংত্বেই যোগ্যতা বশে উপস্থিত হন।···সমুন্মিষিত বিজ্ঞানাত্ম দিব্য চক্ষুতে ব্রহ্মকে অভেদে দর্শনই যে ব্রহ্মকর্ম, তিনি তাহাতে সমাহিত।···যজমান নিজেকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন স্বরূপ মনে করিয়া ব্রহ্মরূপতা দ্বারা প্রতিপন্ন অগ্নিতে তর্পণ করিয়া, যাহা কিছু অর্পণ, আজ্য···এমনকি হস্তদ্বয় যাহা দ্বারা হোম করেন, সকলই ব্রহ্ম জানিয়া···তাঁহার ফলতঃ ব্রহ্মই গন্তব্য। (২৬,২৭) অপর কোন কোনও যোগী যাঁহার যথোক্ত তত্ত্বজ্ঞান উদিত হয় নাই, শুধু ক্রিয়ামাত্রেই সমাহিত, তিনি দেহ সম্বন্ধী যাগ অনুষ্ঠান করিয়া দেবতা সকলের ভজনা করেন। অন্য ঋত্বিক গণ আজ্য পয়ঃ সোম প্রভৃতি চেতনাচেতন বাহ্য দ্রব্যোপকরণ দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করেন। অপর এক শ্রেণীর যোগিগণ আত্মাকেই আহুতি দেন ব্রহ্মাগ্নিতে, ব্রহ্ম

তাঁহাদের অগ্নি—ইহাই জ্ঞান যজ্ঞ। কেহ কেহ চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ সমাধি নিষ্ঠ হইয়া, ইন্দ্রিয় জাগতিক বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়াই যজ্ঞ সম্পাদন করেন, (পাতঞ্জলোক্ত যোগী)। আবার অনেকে শব্দাদি বিষয় পরিহার করতঃ ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে আহুতি দেন। কোনও যোগী বাহ্যাভ্যন্তর সকল ইন্দ্রিয়ের কর্মগুলিকে এবং পঞ্চপ্রাণকে সংযমের (ধ্যান, ধারণা, সমাধি) অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন, (আত্মায় চিত্তকে সম্যকরূপে নিবদ্ধ করিয়া যে সমাধি)। (২৮,২৯) যজ্ঞ ব্যাপারের চতুর্বিধত্ব এই প্রকারে প্রদর্শন করিয়া এখন আশ্রয় ভেদে যজ্ঞ ভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন। হবিঃ প্রভৃতি দ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞ যাঁহাদের, তাঁহারা দ্রব্য যোগী, ইহারা প্রায়শঃই গার্হস্থ্যাশ্রমী। বানপ্রস্থাশ্রমে তপস্যা দ্বারা যজ্ঞ, তপোযজ্ঞ; ইহাতে শূদ্রের অধিকার আছে। যমনিয়মাদি দ্বারা নিবর্ত্তিত চিত্তবৃত্তি নিরোধ রূপ সবীজ ও নির্বীজ সমাধিযজ্ঞ; যোগযজ্ঞ, চতুর্থাশ্রমের প্রধানতঃ, শূদ্রেরাও করিতে পারে। স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞ = বেদ বেদান্ত স্মৃত্যাতিহাস পুরাণ, তর্ক, দণ্ডনীতিবার্ত্তাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন: প্রধানতঃ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের, কোথাও কোথাও শূদ্রেরও অধিকার আছে। জ্ঞানযজ্ঞ, আত্মাদ্বৈতবোধে আত্মাই যাগবিধি যাঁহাদের; সর্ব্ববর্ণের সর্ব্বশ্রেণীর ইহাতে অধিকার ··· সংশিতব্রতাঃ = স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞে অত্যন্ত নিয়মপরতা। ··· প্রাণায়াম = অপান অগ্নিতে প্রাণবায়ুরূপ হবিঃ আহুতি, ইত্যাদি; রেচক বৃত্তি, পূরক বৃত্তির বিশ্রান্তি স্বরূপ, ইত্যাদি। কুম্ভক =

প্রাণ অপান উভয়ই স্তম্ভিত করিয়া যাবৎ শক্তি প্রাণের আয়াম বা দীর্ঘীকরণ; ইহাই প্রাণায়াম। কেহ কেহ পুনরায় মাত্রা ও কালবিচারে হিত ও পবিত্র আহারে অভ্যস্ত। তাঁহারা প্রাণ-গুলিকে নানা নাড়ী বাহিত আত্মকল্পিত মধ্যম প্রাণে (অগ্নিকল্প) লীন করেন, ইত্যাদি। (৩০) যজ্ঞাদি ইহাতে যাহা আহরণীয়, তাহাই ব্রহ্মার্পণ বিধান দৃষ্টিতে ব্রহ্মময়ত্ব হেতু অনুভবানন্দামৃত আস্বাদনে সুন্দর সুধারস পান করেন, ব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হন। (৩২) এইরূপ বহুযজ্ঞ কথা বেদাদি শাস্ত্রে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সেগুলিকে শুধু কায়মনোবাক্যের ব্যাপার মাত্র, ক্রিয়া সমুদ্ভব জানিবে; ইহাতে আত্ম লাভ হয় না। ইহা জানিয়া নিমিত্তান্তরের অপেক্ষা না করিয়া কেবলী হইবে। সমুচ্চয় জ্ঞানেই মোক্ষ ও তাহা সুকর। (৩৩) জ্ঞানময় যজ্ঞ, সর্ব্বদ্রব্যাদির যে চরম ফল মোক্ষ, তাহা সমাপন্ন করায়। (৩৪) নিরুত্তর ফল প্রাপ্তি উপায়ে যাঁহার বোধ আছে, তাঁহারা উপদেশ দিবেন। তাঁহারা কি কেবল শাস্ত্রজ্ঞ? না তত্ত্বদর্শী, স্বয়ং-বেদনে পরমার্থ দ্রষ্টা। (৩৫) সে জ্ঞান কীদৃশ? যাহা সম্যক প্রতিপাদন করিতে পারিলে, পরে আর তোমাকে অনুষ্ঠেয় বৈরীবধ লক্ষণ স্বধর্ম্ম অধর্ম বিবেচনারূপ মোহ গ্রাস করিতে পারিবে না। যে জ্ঞান প্রভাবে চরাচর নিখিল প্রাণ ভূতকে পরম কারণ আমাতে স্থিত দেখিবে। সর্ব্বভূত পরম কারণ হইতে অভিন্ন এই পারমার্থিক জ্ঞান বা সাক্ষাৎকার তাহাই তুমি পাইবে। (৩৮) সেই পাবনত্ব জ্ঞান-সংস্কৃত কর্ম সমাধি দ্বারা

সম্যক সিদ্ধ হইলে, পরমাত্ম সমাপত্তিরূপ প্রকৃষ্ট ফল যোগী, অভ্যাস তীব্র অতীবত্ব অনুসারে শীঘ্রই বা বিলম্বে নিজেই লাভ করেন। (৩৯) এখন জ্ঞান লাভের ক্রম বলিতেছেন। শ্রদ্ধা বলা হয় আপ্ত জ্ঞানের উপদেশে বিকল্পবিহীন ফল সম্ভাবনা, যাহাতে আপ্তফল সম্বন্ধে চিত্তে সম্প্রসাদ উৎপন্ন হয়। সেই শ্রদ্ধা পরমেশ্বর প্রসাদে ভক্তির সহিত এক কালেই উৎপন্ন হয়। এমন শ্রদ্ধাবান নান্যচেতা (তৎপর) সকলেন্দ্রিয় বশীকৃত ব্যক্তি পরমেশ্বরেচ্ছায় প্রেরিত হইয়া, পরম পাবন জ্ঞান, পরমার্থ সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন। (৪১) এতদ্ বিপরীত ব্যক্তি যোগের দ্বারা যাহার জ্ঞান-সংস্কৃত কর্মেই সমাধি, অনিত্য সুখাত্মক ফলাভিসন্ধি যাহার নাই, সুতরাং কর্মত্যাগ করিয়াছেন বলা যায়। যিনি জ্ঞানোন্মেষিত দৃষ্টিতে সদসৎ পদার্থের নিশ্চয় প্রতিপত্তি করিয়াছেন, সেই জ্ঞানে সকল সন্দেহ সংছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকে কর্ম আর সুখ দুঃখাদি ফলদানে কর্ম পরতন্ত্র করিতে পারে না। (৪২) অতএব তুমি জ্ঞান-সংস্কৃত শাস্ত্র বিহিত কর্মে সমাহিত হইয়া কর্মাচরণ কর। সকল দোষের হেতুকৃত সংশয়কে জ্ঞানখড়্গ দ্বারা সমূলে উৎপাটন কর। সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, এই অজ্ঞান সম্ভূত মোহ প্রভব সংশয়ই সংসারের মূল, তাহার সম্যক ছেদন আবশ্যক। (রাম কণ্ঠের গীতায় বহুস্থলে শঙ্কর হইতে ভিন্ন পাঠ আছে)।

পরিপ্রশ্নমালা

এই অধ্যায়ের নাম কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ, ইহার অর্থ কি? এই অধ্যায়ের নাম জ্ঞানযোগ, সেই জ্ঞানের অর্থই বা কি? ব্রহ্ম-জ্ঞান বা অন্য কিছু? এ অধ্যায় কোন্ কথা লইয়া আরম্ভ হইয়াছে? কর্ম্ম-যোগের কথাগুলি ভগবান যে তখন তখন রচনা করিয়া বলিতেছেন না, এ সম্বন্ধে ভগবান অর্জ্জুনকে কি বলিলেন? ভগবানের কথা শুনিয়া, অর্জ্জুন কি বলিলেন? অর্জ্জুনের মনের সন্দেহ অপনোদনের জন্য, আর কি কি কথা বলিলেন? পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা মনে রাখা সম্বন্ধে ভগবান কি বলিলেন? নিজের অসাধারণত্ব তাহাতে কি ভাবে ব্যক্ত হইল? "অব্যয় যোগ" ইহার অর্থ কি? এ যোগ কি ভাবে পরম্পরা ক্রমে চলিতেছিল ও তাহার পর কি হইল? এক এক জন মনুর স্থিতিকাল কত যুগ? "রহস্যের" অর্থ কি?—কৌশলপূর্ণ বা গুপ্ত বা আরও কিছু? "ভবতঃ" বা "আপনার", "তোমার" পরিবর্ত্তে, অর্জ্জুনের দ্বারা ব্যবহৃত হইল কেন? "অজোঽপি" শ্লোক-টির প্রত্যেক কথার গুরুত্ব দেখাও। "অজ" হইয়াও তিনি জন্ম গ্রহণ করেন ইহার অর্থ কি? তাঁহার জন্ম গ্রহণ জিনিষটা আসলে কি ব্যাপার? তিনি কেন ও কখন অবতীর্ণ হন? অব্যয়াত্মা ও প্রকৃতিম্ স্বাম্ অধিষ্ঠায় ইহাদের অর্থ কি? আত্ম মায়ার অর্থ কি? সাধারণ জীবের জন্ম ও ভগবানের "জন্ম", ইহাদের ভিতর কি কি পার্থক্য

রহিয়াছে দেখাও। পরিত্রাণের অর্থ কি? দুষ্টের হস্ত হইতে, বা আসুরিক ভাবে স্পর্শ হইতে বা বিরহ সন্তাপ হইতে? ভগবান যখন নিজের সঙ্কল্পে জগৎ সৃষ্টি করেন, তখন সঙ্কল্পের দ্বারা দুষ্ট মনুষ্যের কেন না চিত্ত পরিবর্ত্তন করিয়া দেন? তিনি নিজে কেন আসেন? অংশাবতার বা কোনও কর্ম্মচারীকে পাঠান না কেন? "দিব্য" ও "বেত্তির" অর্থ কি? কেন "তত্ত্বতঃ বেত্তি" হইলে পুনর্জন্ম হয় না? মন্ময়া, মামুপাশ্রিতা ও জ্ঞানতপসা, ইহাদের অর্থ কি? কিসের জ্ঞান আত্মজ্ঞান? "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" এ পংক্তি ৩।২২ শ্লোকেও আছে? দুই যায়গায় কি এক অর্থ? ভগবানের অপক্ষপাতীত্ব এই শ্লোকে কি ভাবে আছে দেখাও। আমাকে চাওয়া, বা অন্য কিছু চাওয়া, কোন্‌টি এ শ্লোকে বিবক্ষিত? লোকে অন্য দেবতাকে কেন ভজনা করে? তিনি দেবতা সৃষ্টি করিলেন কেন? গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ ইহার অর্থ কি? জন্মগত ও কর্ম্মগত বর্ণ বিভাগের দোষ গুণ আলোচনা কর। কর্ম্মবিজ্ঞানের একটি মস্ত কথা বিভিন্ন রকমের কর্ম্মের অধিকারী নির্ণয় করা; চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টির দ্বারা ভগবান কি ভাবে এ সমস্যার সমাধান করিলেন? চাতুর্বর্ণ্য ভগবান সৃষ্টি করিলেন, অথচ নিজেকে অকর্ত্তা বলিলেন কেন? "আমার কর্ম্মফলে স্পৃহা নাই" ইহার অর্থ কি? "মানুষ আমাকে এইভাবে জানিলে তাহার কর্ম্ম-বন্ধন হইবে না" ইহারই বা অর্থ কি? "অকর্ম্ম

শব্দের অর্থ কি?—দুষ্কর্ম্ম, কর্ম্ম ত্যাগ বা অন্য কিছু? কর্ম্ম-অকর্ম্ম-বিকর্ম্ম-তত্ত্ব, এ তত্ত্বকে কর্ম্ম-বিজ্ঞান আমরা কেন বলিলাম? এ তত্ত্বের ব্যাখ্যা কর। "অশুভ" ও "মোহিত" ইহাদের অর্থ কি? গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ইহার অর্থ কি? "কর্ম্মণ্য কর্ম" এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা কর। কৃৎস্ন-কর্মকৃৎ ইহার অর্থ কি? সমারম্ভাঃ, কাম সঙ্কল্প বর্জ্জিতাঃ, ও জ্ঞানাগ্নি ইহাদের অর্থ কি? জ্ঞানাগ্নি দগ্ধ কর্মাণং ইহার ব্যাখ্যা কর। কি ভাবে কর্ম্ম করিতে থাকিলে, কি ভাবের আচরণ হইলে, মানুষের কর্ম্ম অকর্ম্ম হয়, ইহার যে কয়টি কথা জানিয়াছ তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বল। নিরাশ্রয় নিরাশী, যতচিত্তাত্মা, ত্যক্ত-সর্ব্বপরিগ্রহ, ইহাদের অর্থ বল। শারীরং কেবলং কর্ম কুর্ব্বন্ ইহার অর্থ কি?—খালি খাওয়া ও ঘুমান, না অন্য কিছু? যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট, দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসর, ইহাদের অর্থ কি? এই শ্লোকটিতে বা এই সকল শ্লোক গুলিতে গুণাতীতত্ব কি ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে? গত সঙ্গ, মুক্ত ও জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ, ইহাদের অর্থ কি? কোন্ জ্ঞান?—ব্রহ্মার্পণ শ্লোকটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর। ব্রহ্মা গ্নাবপরে যজ্ঞং এই শ্লোকটিরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর। ৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবান যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা ব্যাখ্যার ভাবে বুঝাইয়া বল। প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি তাহার অর্থ কি? সর্ব্বানীন্দ্রিয় কর্ম্মাণি...জ্ঞান দীপিতে ৪।২৭ ইহার অর্থ কি? ইহা কি প্রকারের যজ্ঞ? দ্রব্যযজ্ঞ কাহাকে বলে?

জ্ঞান যজ্ঞই বা কি? কোন্‌টি ভাল? সংশিত ব্রতা, ইহার অর্থ কি? যে কয়টি যজ্ঞের কথা এ শ্লোক গুলিতে আছে, তাহাদের বর্ণনা কর। প্রাণায়ামের ভেদগুলির ব্যাখ্যা দাও। নিয়তাহারের সহিৎ কোন্ যজ্ঞ কি ভাবে সম্বন্ধিত? যজ্ঞ-ক্ষপিত কল্মষা ও যজ্ঞশিষ্ঠামৃত ভুজঃ ইহাদের, আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ ও রূপক যজ্ঞে, দুইয়েতে কিরূপ অর্থ হইবে বল। জ্ঞান যজ্ঞ দ্রব্য যজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ কেন? সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে, ইহার ব্যাখ্যা কর;—কি জ্ঞান? "কর্ম্ম যজ্ঞ" ও "বিততা ব্রহ্মণো মুখে" ইহার অর্থ বল। শুধু জ্ঞানীর নিকট যাইলে হইবে না, এ কথা কেন বলিলেন? জ্ঞানী কি রকমের হওয়া চাই? "যেন ভূতান্যশেষেণ" এ শ্লোকটির পূর্ণ ব্যাখ্যা দাও। ইহাই আসল জ্ঞান তাহা দেখাও; জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির মিলন দেখাও। বৃজিনং, এধাংসি, সমিদ্ধ তৎপরঃ, যোগসন্যস্ত কর্ম্মাণং, জ্ঞান সংচ্ছিন্ন সংশয়ং আত্মবন্ত, আতিষ্ঠ, ইহাদের অর্থ বল। ১৬ ও ৩০ শ্লোকের দুইয়ের জ্ঞান কি এক? "তৎস্বয়ং যোগ-সংসিদ্ধঃ কালে নাত্মনি বিন্দতি" ইহার ব্যাখ্যা কর। শ্রদ্ধা ও শান্তি কি? সংশয়-আত্মা বিনশ্যতি, ইহার অর্থ কি? কেন সংশয়ী লোকের ইহ-লোকে ও পরলোকেও সুখ নাই? কিসের সংশয়? অশ্রদ্ধা, অজ্ঞানতা ও সংশয়, ইহাদের লইয়া ভগবান কি বলিলেন? ভগবান অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবুদ্ধ করিতে আর কি বলিলেন? যুদ্ধে, কি ভাব মনে রাখিলে, ক্রোধ মনে আসিবে না?

অজ্ঞানসম্ভূত সংশয়, ইহার অর্থ কি? কোন্ জ্ঞান—অসি দিয়া কাহাকে কাটিতে হইবে? ৪।৩৫ শ্লোকে আমরা যে ব্যাখ্যা দিয়াছি তাহা কি, বিশদ ভাবে বল; কি ভাবে তাহা সুসঙ্গত তাহা দেখাও।

পরিশিষ্ট

অষ্টাদশ শ্লোকের আরও দুইটি ব্যাখ্যা আমাদের মনে আসিয়াছে, তাহা দিলাম :—(১) যাহা সু-ও নহে এবং কু-ও নহে, এরূপ কর্মকে (যথা খাওয়া, শোওয়া ইত্যাদি) যে অকর্ম অর্থাৎ কর্ম-নহে দেখে, এবং কর্মত্যাগকে যে ত্যাগ করা ভাবের কর্ম দেখে, সে, ইত্যাদি (এখানে, প্রথম 'কর্মের' সহিত, সু ও নহে কু-ও নহে, এই বিশেষণ যোগ করিতে হইবে)।

(২) কর্মফল উৎপন্নকারী কর্মে যে অ-কর্ম অর্থাৎ ত্যাজ্য কর্ম দেখে, এবং কর্মত্যাগ করাকে যে কর্মফল উৎপন্নকারী কর্ম দেখে ইত্যাদি; (এখানে অকর্মে ত্যাজ্য কর্ম এবং কর্মহীনতা বা কর্মত্যাগ, এই দুই অর্থ, এবং কর্মের অর্থ কর্ম্মফল উৎপাদনকারী কর্ম দেওয়া গেল।

জ্ঞানের কথা—এই শ্লোকগুলিতে—৫।৬।৭।৮।৯।১০।১১ ১৩।১৪।১৮।১৯।২০।২১।২২।২৩ ২৪।২৫।৩২।৩৩।৩৪।৩৬।৩৭।৩৮। ৩৯।৪২।

ভক্তির কথা এই শ্লোকগুলিতে—৮।৯।১০।১২।২৪।৩১।৩৫।৩৯।

কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির কথা, এই শ্লোকগুলিতে – ৩৫।৩৯।৪১।

শ্রদ্ধা, এই শ্লোকগুলিতে—৩৯।৪০।

পুরুষকার কর্ম ও জ্ঞান—৪২

গুণাতীতত্ব এই শ্লোকগুলিতে—১৮।১৯।২০।২১।২২।

যজ্ঞ, এই শ্লোকগুলিতে—২৩।২৪।২৫।২৬।২৭।২৮।২৯।৩০। ৩১।৩২।৩৩।

মনে রাখিবার মত শ্লোক—৫।৬।৭।৮।৯। ১০।১১।১৩।১৪।১৬ ১৯।২১।২২।২৪।৩৩।৩৩।৩৭।৩৯।৪০।৪১।